শ্রীচৈতন্য মঙ্গল সূত্রঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থঃ।

সূত্রখণ্ড।

ভালং যস্য প্রশস্তং শশধরবদনং উন্নতদীর্ঘনাসাং, বিম্বোষ্ঠং কম্বু কণ্ঠং কনকগিরিনিভং ফুল্লপঙ্কো-রুহাক্ষং। আজানুস্পর্শহস্তং কটিতটবিলসদ্রক্ত-কৌপীনবাস, বন্দে শ্রীগৌরচন্দ্রং নিখিলজনমন-স্তাপসন্তাপমোচং॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

নমো নমো লম্বোদর, বন্দ দেব গণেশ্বর, বিঘ্ন বিনাশন মহাশয়। একদন্ত মহাকায়, সর্ব্বকার্য্যের সহায়, জয় জয় পার্ব্বতী তনয়॥ হরগৌরী বন্দমাথে, যুড়িয়া যুগল হাতে, চরণে পড়িয়া করোঁ সেবা। ত্রিজগতে এক কর্ত্তা, বিষ্ণু-ভক্ত বরদাতা, সবে মাত্র এক দেবীর দেবা। সরস্বতী বন্দমুখে কেলি কর মোর তুণ্ডে, কহোঁ গৌর হরিগুণগাঁথা। অধি-দিত ত্রিজগতে, গৌরবর্ণ বাণীনাথে, অদ্ভুত অপরূপ কথা॥ নতি করোঁ দেবগণে, আর যত গুরুজনে, বিঘ্ন কে করিহ ইথি। না চাহি সম্পদ বর, মুঞি অতি পামর, নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হউ পুঁথি॥ বিষ্ণুভক্ত বন্দ আগে, আর যত মহাভাগে, যার গুণে জগত পাবত্র। সর্ব্বজীবে এক দয়া, রহিত সংসার মায়া, ত্রিভুবনে মঙ্গল চরিত্র॥ মুঞি অতি অজ্ঞান, না জানি ডাহিন বাম, আকাশ ধরিতে চাহোঁ বাহে। অন্ধে দিব্য রত্ন বাছে, পর্ব্বত না দেখে কাছে, না

জানি কি পরিণামে হয়ে॥ সবে এক ভরসা আছে, পহুঁ সহোঁ নাহি বাছে, গুণ গায় উত্তম অধমে। সভাকারে করে দয়া, সভে পায় পদছায়া, অধিকারী নাহিক নিয়মে॥ যে পুনঃ বৈষ্ণব জন, তার কথা নাহি শুন, অকারণে দয়া সর্ব্ব কোলে। পর লাগি জীবন, পর লাগি ভূষণ, পর উপকারে মনে সুখে॥ ঠাকুর শ্রীনরহরি, দাস প্রাণ অধিকারী, যাঁর পদ প্রেম প্রতি আশ। অধমেহ সাধ করে, গৌর গুণ গাইবারে, ভরসা যে এ লোচন দাস॥

ভক্তিপ্রেম-মহার্ঘ্যরত্ননিকরত্যাগেন সন্তোষয়ন্।
ভক্তানভক্ত জনাতিনিষ্কৃতিবিধৌ পূর্ণাবতীর্ণঃ কলৌ॥
পাষণ্ডানু পরিচূর্ণনয়ন ত্রিজগতাং হুঙ্কার বজ্রাঙ্কুরৈঃ।
শ্রীসন্ন্যাসীশিরোমণিবিজয়তাং চৈতগুরূপঃ প্রভুং॥

তাঁর পদ পরসাদে, কহিব অনবসাদে, এই মোর ভরসা অন্তর। সে দুখানি চরণ, ইষ্টসিদ্ধি কারণ, হৃদয়ে রোপিব, নিরন্তর॥

মল্লার রাগ।

করুণা ভরণ সব হেমগোরা-গা। বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙ্গা পা॥ সকল ভকত লৈয়া বৈসহ আসরে। ও পদ শীতল বায় লাগুক কলেবরে॥ শচীর দুলাল গোরা করো পরণাম অভিষেক করুণা দৃষ্টে কর অবধান॥ অদ্বৈত্য আচার্য্য গোঁসাঞি দেব শিরোমণি। যাঁর পরসাদে ধন্য ধন্য এ ধরণী॥ বন্দিয়া গাইব-সে সতীর প্রাণনাথ। করুণা করহ কভু করো যোড় হাত॥ অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধুত। শ্রীনিত্যানন্দ বন্দ রোহিণীর সুত। গোরা গুণ গরবে গর্গর মাতো-

বন্দিয়া গাইব শ্রীচরণ তাঁহার॥ মিশ্র পুরন্দর বন্দ বিশ্বম্ভর পিতা। শচী ঠাকুরাণী বন্দ ঠাকুরের মাতা॥ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বন্দিব সানন্দে। যাঁর লাগি মহাপ্রভু ফুকুরিয়া কান্দে॥ লক্ষ্মীঠাকুরাণী বন্দ বিদিত সংসারে। প্রভুর বিচ্ছেদ সর্পে দংশিল যাঁহারে॥ নবদ্বীপময়ী বন্দ বিষ্ণুপ্রিয়া মা। যাঁর অলঙ্কার সে প্রভুর রাঙ্গা পা॥ পণ্ডিত গোসাঞি যে বন্দিব সাবধানে। ঈশ্বর মাধবপুরী বন্দিয়া

চরণে ॥ গোসাঞি গোবিন্দ বন্দ আর বক্রেশ্বর। গৌরপদ কমলে যে মত্ত মধুকর ॥ পুরী যে পরমানন্দ আর বিষ্ণু পুরী। গদাধর দাস যে বন্দিব শিরোপরি ॥ গুপ্তবেজা বন্দিব হরিষ মনোরথে। গৌর গুণ গাঙ যদি দয়া কর চিত্তে ॥ শ্রীবাস ঠাকুর বন্দ আর হরিদাস। বাসুদত্ত মুকুন্দ চরণে করো আশ ॥ রায় রামানন্দ বন্দ পিরীতের ঘর। পণ্ডিত জগদানন্দ বন্দ নিরন্তর ॥ রূপ সনাতন বন্দ পণ্ডিত দামোদর ॥ রাঘব পণ্ডিত বন্দ প্রপতি বিস্তর ॥ শ্রীরামসুন্দর গৌরদাস আদি যত। নিত্যানন্দ সঙ্গী বন্দ যতেক ভকত ॥ কুলের ঠাকুর বন্দ ইষ্টদেবতা। ইহলোকে পরলোকে সেই সে রক্ষিতা। তাঁহা বই তিনলোকে কে আছয়ে বন্ধু। শ্রীনরহরি দাস বন্দ গৌরপ্রেম সিন্ধু ॥ বন্দিব মাধব ঘোষ বাসু ঘোষ আর। ভূমে পড়ি করযুড়ি করে নমস্কার ॥ শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিত্তে। জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে ॥ বন্দনা গাইতে ভাই হবে অনেকক্ষণ। ঘরের ঠাকুর বন্দ শ্রীরঘুনন্দন ॥ শিশুকালে শ্রীমূর্ত্তির লাড়ু খাওয়ায়ে। তাঁহারে মনুষ্য জ্ঞান করে কোন জন ॥ তাঁর পিতা বন্দ শ্রীমুকুন্দ দাস। চৈতন্য সম্মত পথে নির্ম্মল বিশ্বাস ॥ কার নাম জানি কারো নাম নাহি জানি। সবারে বন্দিব সবে মোর শিরোমণি ॥ মহান্ত বন্দিব আগে মহান্তের জন। একত্র বন্দিয়া গাইব সবার চরণ ॥ আগে পাছে বিচার কেহ না করিহ মনে। অক্ষর অনুরোধে সেই গ্রন্থ নহে ক্রমে ॥ যার নাম নাহি করি ভ্রমেতে বন্দনা। শত পরণামে কর অপরাধ মার্জ্জনা ॥ পৃথিবীর ভক্ত বন্দ অন্তঃচারী। সভার চরণে একে নমস্কার করি ॥ গোরাগুণ গাঙ মুখে বড় প্রীতি আশে। আনন্দ হৃদয়ে গায় এ লোচন দাসে ॥

বরাড়িরাগ ও দিশা।

প্রাণের ভার্য্যা নিবেদোঁহ নিজকথা। আগে আশীর্ব্বাদ মাগো, যত যত মহাভাগে, তবে সে পাইব গুণগাঁথা ॥ কি আরে আরে প্রাণহর।

মো ছার অধমাধম কি জানহোঁ তত্ত্ব। গোরাগুণ চরিত্রের কি কব মহত্ত্ব॥ না জানিয়া প্রলাপ করিয়া কিবা কায। উত্তম জনার ঠাঁই ঠেকিলেই লাজ॥ অধিকারী নহোঁ তবু করোঁ পরমাদ। গোরাগুণ মাধুরীতে বড় লাগে সাধ॥ মুরারি গুপ্তরেজা বৈসে নবদ্বাপে। নিরন্তর থাকে গোরা চাঁদের সমীপে॥ তাহার মহিমা কেবা পারয়ে কহিতে। হনুমান বলি নাম খ্যাতি পৃথিবেতে॥ সমুদ্র লঙ্ঘিয়া যেই লঙ্কাপুরী দহে। সীতার বার্ত্তা উদ্ধারিয়া শ্রীরামেরে কহে॥ বিশল্যকরণী আনি লক্ষ্মণে জীয়ায়। সেই সে মুরারি গুপ্ত বৈসে নদীয়ায়॥ সর্ব্বতত্ত্ব জানে সেই প্রভুর অন্তরিণ। গৌর পদারবিন্দে ভকতি প্রবীণ॥ জন্ম হৈতে বালক চরিত্রে যেবা কৈল। আদ্য অন্তে যেন মতে প্রেম প্রচারিল॥ দামোদর পণ্ডিত পূঁছিল সবতারে। আদ্যঅন্ত যত কথা কহিলে অন্তরে॥ শ্লোকবন্দে হৈল পুথি গৌরাঙ্গ চরিত। দামোদর তম্বাদ মুরারি মুখোদিত॥ শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পিরীত। চালি প্রবন্ধে কহে চৈতন্য চরিত॥ অধিকারী নহি তবু কহি এই দোষ। অবজ্ঞা না করো কেহ না করিহ রোষ॥ অমৃত দেখিয়া করো নাহি লাগে সাধে। অজ্ঞান বালকের ইচ্ছা আকাশের চাঁদে॥ গৌরগুণ কহিতে ঐছন মোর সাধ॥ ঐছন সময়ে চাহি বৈষ্ণব প্রসাদ॥ বৈষ্ণব চরণে মুঞি করিয়া প্রণাম। গৌরগুণ গাই মুই এই হিয়া কাম॥ আমার ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস। এই ভরসায় করে এ লোচন দাস॥

ধানশী রাগ।

জয়রে২ জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আপনে অবণী অবতার। অহই লোকের ভাগ্যে পৃথিবী সোহাগরে শ্রীপদে যাহার অলঙ্কার॥ জগত প্রদীপরে নবদ্বীপে উদয় কৈল করুণা কিরণ প্রকাশে। অনেক দিনের যত ভক্ত পিয়া সোছল পাইল প্রেম প্রতি আশে॥ মধুময় কমলে যেন লম্পট ভ্রমর বুলে যেন চাঁদ চকোর মেলি। বরিষার মেঘ দেখি চাতক

ফুকরে যেন পিউ পিউ ডাকে মাতোয়ালি॥ নাচয়ে ভাবুক ভোরা, প্রেম বরিখয়ে গোরা, হুঙ্কার গর্জ্জন সিংহনাদে। অধনের ধন যেন, হারাঞা পাঞাছে হেন, অনুগত আরতি যে কান্দে॥ বনের হাতীরা যেন, বন দাবানলে পোড়ি, অমিয়া সাগরে দিল ঝাঁপ। ঐছন প্রেমের রঙ্গে অঙ্গ যুড়াইল সঙ্গে, পাসরিল পুরুষের তাপ॥ ভালি রে ঠাকুর বোলে কেহ মালসাট মারে; প্রেমানন্দে আপনা পাসরে। যে প্রেম লখিমী আগে, করযোড়ে অনুরাগে, অবিচারে বিলায় সভারে॥ কি কহিব আর কথা, অনন্ত ভুলিলা যথা, কিবা রস প্রেমার মাধুরী। শেষ বলিয়ে যারে, শিরে সব সংসারে, সে আজি নিতাই নাম ধরি॥ প্রেমরসে গর গর, না জানে আপন পর, সভয়ে ভুলায় এই কথা। পদতল তালভরে ধরণী টলমল করে, যেন মদমত্ত হস্তী মাতা॥ আর অল্প রূপ শুন, মহেশ অদ্বৈত নাম যার গুণে আগে আগুয়ান। চৈতন্য ঠাকুর সনে, প্রেমরস আলাপানে, পাসরিলা এ যোগ গেয়ান॥ রসিক সঙ্গির সঙ্গে, প্রেম বিলাইল রঙ্গে, সভারে বলিয়ে অবিরোধে। এ দুই ঠাকুর বই, দয়ার ঠাকুর নাই, যা লাগি উদয় গোরাচাঁদে॥ জয়২ মঙ্গল পড়ে, জগজনে হরি বলে, সভে কলি প্রেম প্রতি আশ। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম, সভে অভিলাষী হেন, হাসি কহে এ লোচনদাস॥

মহাবরাড়ি রাগ।

বিলাইল প্রেমধন জগত ভরিয়া। গোরার নিছনি লঞা মরি যেন রূপ গুণের বালাই লইঞা॥ ধ্রু॥

ব্রহ্মা আদি দেবগণ নারদাদি মুনি। পৃথিবী জনম নৈল দেবী কাত্যায়নী॥ দ্বারকার যত ছিলা আর যদুবংশে। পৃথিবী জনম নৈল নিজ নিজ অংশে॥ কহিব সকল কথা শুন সাবধানে। পৃথিবীতে অবতার হইলা যেমনে॥ সব অবতার সার গোরা অবতার। এমন করুণা কভু নাহি দেখি আর॥ পরদুঃখে দুঃখিত নারদ মহামুনি। কৃষ্ণরসে মনঃকথা এদিবা রজনী॥ কৃষ্ণকথা লোভে ভুলে সংসার ভ্রমিয়া। না শুনিল

কৃষ্ণনাম জগত চাহিয়া॥ কৃষ্ণরসে গদ গদ আধি আধি ভাস। ক্ষণেক রোদ ক্ষণে অট্ট২ হাস॥ বাণা সনে গুণ গায় ঝরে আঁখিনীর। কৃষ্ণরসাবেশে মুনি অন্তর বাহির॥ ঐছন প্রেমার সঙ্গে অঙ্গ গড়াইয়া। না শুনিল কৃষ্ণনাম সংসার ভ্রমিয়া অন্তরে দুঃখিত মুনি বিস্মিত হিয়ায়। লোকের নিস্তার হেতু না দেখে উপায়॥ দংশিল সকল লোকে কলি কালসর্পে। নিরন্তর দর্প সদামুখ মায়াদর্পে॥ শিশ্নোদর পরায়ণ জগত ভরিয়া। মুচ্ছিত সকল লোককৃষ্ণ পাসরিয়া॥ লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ অভিমানে। নিরন্তর সিক্ত হিয়া অমিয়া সেচনে॥ এ আমি আমার বলি মরে অকারণে। কে আপনি কে আপন কিছুই না জানে॥ ঐছন লোকের দুঃখ দেখি মহামুনি। অন্তরে চিন্তিত হঞা মনে মনে গণি॥ ঘোর বিধি উচিত। রুক্মিণীর ঘরে যাব করিল ইঙ্গিত॥ বুঝিয়া কলিযুগে লোকের না দেখি নিস্তার। ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দ্বারকার দ্বার॥ দ্বারকায় ঠাকুর দেব শিরোমণি। সত্য-ভামার গৃহে সুখে বঞ্চিয়া রজনী॥ প্রভাতে উঠিয়া কৈল যে রুক্মিণীদেবা মঙ্গল আপন। ধরিতে না পারে দেহ তরঙ্গ বহন॥ গৃহ সমার্জ্জন করে অঙ্গের সুবেশ। নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ বিশেষ॥ সুমঙ্গল পূর্ণ ঘট ঘৃতবাতি জলে। প্রভু শুভ আগমন কৈলা হেনকালে॥ মিত্রবৃন্দা লগ্নজিতা সুশীলা সুবলা। প্রভু নিস্মঞ্জন করে আনন্দ বিহ্বোলা॥ সুবাসিত স্নিগ্ধজল ততক্ষণে আনি। পাদ প্রক্ষালন করে দেবী রুক্মিণী॥ আপন সম্পদ পদ ধরি নিজ বুকে। অনু-রাগে নেহার ইক্ষণে দেই মুখে॥ সদয়ে শ্রীপদ ধরি কান্দয়ে রুক্মিণী। বিস্মিত হইয়া কিছু পুছে চক্রপাণি॥ ক্রন্দনের হেতু কিছু না দেখি তোমায়। কি লাগি কান্দহ দেবী কহনা আমায়॥ তুমি প্রাণাধিক মোর জগজনে জানি। তোর অধিক কে আছয়ে কহনা আপনি॥ কিবা অবজ্ঞায় তোর আজ্ঞা না পালিল। স্বরূপে কহ না দেবী কিদোষ করিল॥ একমাত্র পূর্ব্বে যেই পরিহাস কৈল। আজিহ অন্তরে তোর

সে দুঃখ আছিল॥ কতবা মিনতি কৈল কাতর হইঞা। তবু না ঘুচিল তোর এ কঠিন হিয়া॥ ঐছন নিষ্ঠুর বোল প্রভু মুখে শুনি! সরস সম্ভাষি কিছু কহেন রুক্মিণী॥ অন্তর কঠিন মোর কভু নহে আন। এক মোর ভাগ্য বড় তুমি মোর প্রাণ॥ তোমার পদারবিন্দ তোমাকে অধিক। আজিত নাচয়ে শিব পাঞা মাধুরিক॥ জগতে যতেক সব তোমাতে গোচর। এক মা জানহ পদ প্রেমার উত্তর॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু হিয়া চমৎকার। কি বৈলে বৈলে দেবী কহ আরবার॥ ভালমতে না শুনিল যে কহিলে তুমি। ঐছন কি আছে যাহা নাহি জানি আমি॥ এহেন দুর্ল্লভ কথা শুনি মোর হিয়া। বাঢ়ল আরতি কিছু বিস্মিত পাইয়া॥ হেন কি আছয়ে আর দুর্ল্লভ ত্রিজগতে। আশ্চর্য্য মানিয়ে যাহা দেখিতে শুনিতে। তোর মুখে শুনি মোর আগোচর আছে। আনন্দে আমার হিয়া কি জানি করিছে॥ কহ২ ওহে দেবী এহেন বিশ্বাস। চরণ মহিমা কহে এ লোচন দাস॥

ধানশী রাগ দীর্ঘছন্দ

বলে দেবী রুক্মিণী, শুন পহুঁ গুণমণি, চিত্তে কিছু না করিহ আন। যা লাগি কান্দ য়ে আমি, সে কথা জানহ তুমি, আর যত যত অবজান॥ তুয়া চরণ কমলে, কি আছে যতেক বলে, ভালে না জানহ তুমি ইহা। এ পদ আমার ঘরে, ছাড়ি যাবে অন্যান্তরে, তা লাগি কান্দিয়ে মোর হিয়া। এ পদ পদ্মগন্ধ, যায়ে যেইদিগ গন্ধ, সে দিগ ছাড়িয়ে জরা মৃত্যু। পদমকরন্দ পানে, জীয়ে যেই যেই জনে, তার কিবা দিবানিশি ঋতু॥ পাদপদ্ম পদ্মরাগে, যে ধরয়ে অনুরাগে, তার পদ পাই পুণ্যভাগে। কান্দিয়া কহয়ে কথা, যত আছে মনে ব্যথা, সব নিবেদিয়ে তোর আগে॥ তুমি ঠাকুর সভা কর, তোমার ঠাকুর আর, কে আছয়ে সকল সংসারে॥ পদ অনুরাগে, এরস আস্বাদ লাগে, এই পঁহু নিবেদিল তোরে॥ রাধা মাত্র জানে ইহা, গুপ্ত পিরীতি পাঞা, যত সুখ যতেক সোহাগ। ভকত বিস্ময় গুণে, এই কথা রাত্রি

দিনে, কিবা রস প্রেম অনুরাগ॥ ব্রহ্মা আদি দেবাদেবী, লক্ষ্মীর চরণ সেবি, সে পুনি আপন অনুরাগে। করযুড়ি কমলা, অতি আরতি বিহ্বোলা, ওপাদপদ্মে মধু মাগে॥ সে পুনঃ দহুয়ে রহি, শয্যাতে সুতয়ে নাহি, বদনে বদন রস রমা। ওপদ মাধুরী আশে, সেহ তাহা নাহি বাসে, কে কহুক চরণ মহিমা॥ লক্ষ্মী আপন সুখ, সে চাহে কাতর মুখ, হেন পদ পরসাদে প্রেমা! রাধা মাত্র ইহা জানে, যে মরিল বৃন্দাবনে, তার ভাগ্য পথে নাহি সীমা। এ পুনঃ জগতে ধান্ধা, তার প্রেমে তুমি বান্ধা, আজিহ না ছাড়ি হিয়া জপে। রাধানাম লইতে আঁখি, ছল২ করে দেখি, হেন পদ প্রেম পরতাপে॥ এ পদ আমার ঘরে, উলসিত অন্তরে, কান্দে পুনঃ বিচ্ছেদের ডরে। তোরে অধিক তোর, শ্রীপদ পঙ্কজ জোর, অনুভব করহ বিচারে॥ তুমি যার ধেয়ান, তুমি সে সমাধি জ্ঞান, তুমি মাত্র সর্ব্বত্র সভায়ে। এ হেন তোমার দাস, তুয়াপদে অভিলাষ, এই অপরূপ বড় মোর। এ দেহ লক্ষ্মী দাসী, সেবা কৈল অভিলাষী, ঐছন তোমার ঠাকুর। ঠাকুর হইয়া পুনঃ, তার ভাল নাহি শুন, অবিচার তারে দেহ শাল॥ পদ মকরন্দ আশে, যে কহয়ে অভিলাষে, অক্ষয় অব্যয় ভাণ্ডাগার। কিবা বাণী রুক্মিণী, আপনাকে ধন্য মানি, বলি সেবা পর রস তার॥ সালোক্যাদি মুক্তি চারি, তার পাছে অনুসারী, নাহি চাহে নয়নের কোণে যে পড়িল প্রেমরসে, আর কিবা তার আশে, বৈকুণ্ঠাদি তুচ্ছ করি মানে॥ করযুড়ি বলি বহু, ওপদ কমল মহু, মধু কর করি দেহ বর। যেপদ বিচ্ছেদ ডরে, এ পাপ পরাণ ঝুরে, কভু না ছাড়িহ মোর ঘর॥ পদ অরবিন্দ গুণ, কহেন রুক্মিণী শুন, কেবল পরম পরকাশ। আবেশ প্রভুর দয় খলবল করে হিয়া, গুণ কহে এ লোচন দাস॥

ধানশী মধ্যছন্দ।

শুনিয়া রুক্মিণী বাণী অন্তরে উল্লাসে। অরুণ কমল আঁখি সকরুণ ভাষে॥ অঙ্গ হেলাইয়া বহু লহু লহু বোলে।

উথলিল প্রেমনিধি অমিয়া হিল্লোলে॥ বসি সিংহাসনেতে রুক্মিণী করি কোলে। চিবুকে দাক্ষণ কর বদন নেহালে॥ হেন অদ্ভুত কথা কভু নাহি শুনি। ভুঞ্জিব প্রেমের সুখ কহিলা আপনি॥ হেনকালে নারদে দেখিল আচম্বিত। বয়ান বিরস মুনি অন্তরে চিন্তিত॥ উঠিয়া সম্ভ্রমে দেবী পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া। বসাইল দিব্যাসনে কুশল পুছিয়া॥ ঠাকুর উঠিয়া কৈল নিবিড় আশ্বাস। সরস সম্পদ কথা নারদ সম্ভাষ॥ অনুরাগে রাঙ্গা দুই আঁখি ছল ছল। গদ গদ ভাষা মুনি করে টলমল॥ অঙ্গ নিরখিতে আঁখি ঝাঁপে প্রেমজলে। কহিবারে চাহে কিছু বচন না স্ফুরে॥ নারদেরে কহে পুনঃ কহ সুনিশ্চিত। এ হেন দুর্ব্বল কেন অন্তর চিন্তিত॥ তুমি মোর প্রাণাধিক মুঞি তোর প্রাণ। তোমারে দুঃখিত দেখি হরিল গেয়ান॥ নারদ কহয়ে প্রভু কি কহিব আমি। তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্ব অন্তর্য্যামী॥ তোর গুণগানে মোর অমিয়া আহার। তোব গুণ লোভে বুলা সকল সংসার॥ না শুনিনু কৃষ্ণনাম সংসার ভ্রমিরা। নিজ মদে মত্ত লোক তোমা পাসরিয়া॥ অহঙ্কারে মুগ্ধ মুচ্ছিত সব লোক। কৃষ্ণহীন লোক দেখি এই মোর শোক॥ লোকের নিস্তার যে না দেখি উপায়। এই ননঃ কথা মন সদাই ধিয়ায়॥ নিবেদিনু অন্তরে যে ছিল মোর দুঃখ। তোর পদ পরসাদে আর সব সুখ॥ হাসিয়া কহেন বহু শুন মহামুনি। পুরুষের যত কথা পাসরিলে তুমি। কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা করিলা যেমতে। মহেশ সম্বাদ মহাপ্রসাদ নিমিত্তে॥ আর অপরূপ কথা রুক্মিণী কহিলা। শুনিয়া বিহ্বোল হয়া প্রতিজ্ঞা করিলা॥ ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে। দীনভাব প্রকাশ করিব নিজ সুখে॥ ভকত জনার সঙ্গে ভকতি করিয়া। নিজপদ প্রেমবশ দিবত যাচিয়া॥ নিজগুণ সংকীর্ত্তন প্রকাশ করিব। নবদ্বীপে শচী গৃহে জনম লভিব গৌর দীর্ঘ কলেবর বাহু জানু সম। সুমেরু সুন্দর তনু অতি অনুপম॥ কহিতে কহিতে সেই গৌরতনু হৈলা। দেখিয়া নারদ

অভি আরতি বাড়িলা॥ সুমেরু সুন্দর তনু প্রমার আভায় কহে এ লোচন গোরা প্রথম প্রকাশ॥

শ্রীরাগ।

অকিহোরে গৌর জয় জয়। মূর্চ্ছা অকিনা মোয় গৌরসঙ্গ প্রেম নিয়া আনন্দ। কিনা মোর গৌর কি আরে গৌর জয় জয়॥ ধ্রু॥

দেখিয়া নারদ মুনি হরিষ হিয়ায়। বরিষয়ে আঁখিজল সহস্র ধারায়॥ কোটিচন্দ্র সম তেজ কোটি রবি তেজে। কোটি কাম জিনি রূপ গৌরব সাজে। ঝলমল অঙ্গ তেজ লখিতে না পারি। আঁখি মুদি রহে মুনি কাঁপে থরহরি॥ তেজ সম্বরিয়া প্রভু নারদে নেহারে। অবশ নারদে দেখি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥ সম্বিত না পাইলা মুনি যেরূপ ধেয়ান পুনঃ দরশন লাগি লাগি পিয়াস নয়ান॥ ঠাকুর কহয়ে মুনি শুন মহাভাগ। অব্যাহতি গতি তোর সর্ব্বত্র সোহাগ॥ ঘোষণা বলহ শিব ব্রহ্মা আদি লোকে। গৌর অবতার মো করিব কলিযুগে॥ গুণ সঙ্কীর্ত্তন নাম প্রকাশ করিব। নিজ ভক্তি প্রেমরস সুখ প্রচারিব॥ শত শত শাখা ভক্তিপথে নাম সীমা এক মুখ হই লোকে প্রচারিব প্রেমা॥ নিজ নিজ পারিষদ ভক্তজন যত। পৃথিবী জনম গিয়া প্রেম ভক্তি সাধ॥ ঐছন শ্রীমুখ বাণী শুনিয়া নারদ। খণ্ডিল সকল দুঃখ পদ পরসাদে॥ চলিলা নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া। এই মনঃ কথা রসে পরবেশ হইয়া॥ কি দেখিনু গোরারূপ অপরূপ ঠাম। কি দেখিনু সকরুণ অরুণ নয়ন॥ কি দেখিনু আমিয়া অধিক পরকাশ। কি দেখিনু শ্রীরামের মধুরিম হাস যত আবার তার কুতুহল সার। কভু না দেখনু হেন প্রেমার ভাণ্ডার॥ সফল জনম দিন সফল নয়ন। দেখিনু মো গোরা রূপ প্রসন্ন নয়ন॥ এ হেন করুণা তনু কভু নাহি দেখি পাসরিতে নারি হিয়া চিয়াইল আখি॥ চিন্তিতে চিন্তিতে মুনি চলি যায় পথে। নৈমিষারণ্যে দেখা উদ্ধব সহিতে॥ উদ্ধব সংভ্রমে উঠি পাদ্য অর্ঘ লিঞা। দণ্ডবৎ করে ভূমে চরণে

পড়িয়া॥ শুভদিন হেন মানে আপনাকে ধন্য। শুভক্ষণে আইলাম এই নৈমিষারণ্য॥ নারদ তুলিয়া করে গাঢ় আলিঙ্গন। মস্তকের ঘ্রাণ লঞা করিল চুম্বন॥ উদ্ধব আনিয়া দিল আসন বসিতে। নিজ মনঃ কথা কহে হাসিতে হাসিতে॥ সফল হইল মোর দিন স্বতন্তর। এক নিবেদন করোঁ। বেদনা অন্তর॥ পূর্ব্বেতে ব্যাস এই নৈমিষারণ্যে। সব বিবরিয়া জাড্য না ঘুচিল মানে॥ তোর পরসাদে কথা নিগুঢ় শুনিল। লোক নিস্তারণ লাগি ভাগবত কৈল॥ তুমি মাত্র তত্তবেত্তা প্রভুত্ব জান। বুঝিয়া ঠাকুর মম ভবিষ্য বাখান॥ কলিযুগে দুষ্টলোক তরিবে কেমনে। পাপব্রতী লোক অন্ধ হৃদয় নয়নে॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর লোকের ধর্ম্ম জানি। ঘোর কলিযুগে আর নাহি পাপ বিনী॥ দয়া করি কহ যদি ঘুচাহ সন্দেহ। তোমাকে অধিক আর দয়াবন্ত কেহ॥ হাসিয়া কহয়ে মুনি অন্তর উল্লাস। ভাল সুধাইলে হে উদ্ধব হরিদাস॥ এমন নিগুঢ় কথা কহি তোর সনে। ঐছন আসিল শোক বড় মোর মনে॥ এখানে জানিল কলিযুগ বড় ধন্য। কলি লোক বহি ধন্য নাহি আর অন্য॥ কৃত আদি যুগ ধর্ম্ম আচার কঠিন। কলিযুগে ধর্ম্ম হরি নাম পরবীন॥ নামগুণ সংকীর্ত্তনে মুক্ত বন্দ হঞা। নৃত্য গীতে বুলে যম ভয় এড়াইয়া॥ আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে। দ্বারকায় যে দেখিনু আপন নয়নে॥ এই কথা কহে প্রভু রুক্মিণী সহিতে। নিজপদে প্রেমা প্রকাশিব হেন চিত্তে॥ সিংহাসনে বাস রুক্মিণী করি কোলে। অন্তর চিন্তিত মুঞি গেনু হেন বেলে॥ দুঃখিত দেখিয়া প্রভু পুছিল আমারে। এহেন মুরতি কেন দেখিহে তোমারে॥ এই মনঃ কথা মুঞি কহিল পদ পাঞা। প্রসন্ন বদন প্রভু কহিল হাসিয়া॥ রুক্মিণী কহিল পদ প্রেমার মহিমা। শুনিয়া বিহ্বোল হিয়া আরতি গরিমা॥ ভুঞ্জিব যেমন সুখ ভুঞ্জাইব লোকে। প্রেম বরিষণ মো করিব কলিযুগে॥ ঘোর কলিযুগে পাপময় ধর্ম্মহীন। লোক বুঝাইতে মোহইব

মহাদীন ॥ প্রেমময় গৌর দীর্ঘ সুবরণ তনু। বিলাস হৃদয় বাহুযুগ সম জানু ॥ কহিতে২ প্রভু গৌর তনু হৈলা। নিজ প্রেম প্রকাশিব প্রতিজ্ঞা করিলা ॥ যে দেখিনু যে শুনিনু কহিনু তোমারে। ঘোষণা দিবারে যাই সকল সংসারে ॥ পৃথিবী জনম গিয়া প্রেমভক্তি লাগে। হেন অপরূপ রূপ হইব কলিযুগে ॥ শুনিয়া নারদ বাণী উদ্ধব বিহ্বোল। চরণে পড়িয়া কান্দে আনন্দে বিকল ॥ হেন অদ্ভুত কথা কহিলে আমারে। জীব সঞ্চারিল যেন নির্জ্জীব শরীরে ॥ ডুবাইলে দেহ মোর অমিয়া সম্ভাষে। চলিলা নারদ বীণা বাজাঞা উল্লাসে ॥ জৈমিনি ভারতে নারদ উদ্ধব সম্বাদ। শুনিয়া লোচন দাস আনন্দে উন্মাদ ॥ আমার বচনে যেবা প্রতীত না যায়। বিচার করুক পুঁথি বত্রিশ অধ্যায় ॥ চলিল নারদ মুনি বীনায় গায় গুণ। শুনিয়া বিহ্বোলা তুমি পড়ে পুনঃ২ ॥ ক্ষণেক রোদন ক্ষণে আধ২ ভায। ক্ষণে কাঁপ ক্ষণে ঝাঁপ অট্ট অট্ট হাস ॥ ক্ষণে হুহুঙ্কার দেই মারে মালসাট। গোরা২ বলি ডাকে অন্তর উচাট। পাসরিতে নারে গোরা সুমধুর প্রেম। অঙ্গ ঝলমল তেজ দিবাকর যেন ॥ চলিতে না পারে পথে অন্তরে উল্লাস। আঁখির নিমিষে গেলা শিবের কৈলাস ॥ মহেশ দেখিব বলি বাড়িল আনন্দ। কহিব কৃষ্ণের কথা বড় পরবন্ধ ॥ ঐছন আনন্দ কথা নাহি তিনলোকে। বৃন্দাবন ধন প্রকাশিব কলি যুগে ॥ যে প্রেম যাচয়ে শিববিরিঞ্চি অনন্ত। বিলসিব কলিযুগে অধম দুরন্ত হেন অদ্ভুত কথা কহিব মহেশে। শুনিয়া ঠাকুর বড় পাইব সন্তোষে ॥ কাত্যায়ণী পরসাদ লব পদধূলি। যাঁর পদ পর সাদে হরনাম বলি ॥ চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা মহেশ দুয়ার। সম্ভ্রমে সম্ভাষ করে নন্দী মহাকাল ॥ পরণাম করি নন্দী গেলা অভ্যন্তরে। পার্ব্বতী মহেশ যথা নিজ অন্তঃপুরে ॥ জানাইলা দুয়ারে নারদ আগমন। আনন্দ হৃদয়ে দোঁহে চলিলা তখন ॥ নারদ দেখিয়া হাসি সম্ভাষে ঠাকুর। চরণে পড়িলা মুনি ভক্ত সুচতুর ॥ মহেশ বিশেষ জানে বৈষ্ণব

মহিমা। নারদে গৌরব করে প্রকাশিয়া প্রেমা॥ গাঢ় আলিঙ্গন করি বসাইলা পাশে। চরণে পড়িয়া মুনি দেবীকে সম্ভাষে॥ পুত্র স্নেহে নারদেরে পুছি কাত্যায়ণী। কুশল মঙ্গল কহ প্রিয় মহামুনি॥ চতুর্দ্দশ ভুবনের তুমি বার্ত্তা জান। আজি কোথা হৈতে তব শুভ আগমন॥ নারদ কহেন শুন যে অদ্ভুত কথা। জগত নিস্তার হেতু তুমি মাতা পিতা॥ পূরব রসাল কথা পাসরিলে তুমি। চরণে ধরিয়া আজি জানাইব আমি॥ আদি অন্ত কথা কহি শুন সাবধানে॥ শুনিয়া প্রসাদ মোরে করিবে আপনে॥ পূরবে প্রভুরে কিছু পুছিল উদ্ধব। তোর অন্তর্দ্ধানে কি এ পৃথিবী রহিব॥ ভকত রহিব আর এই মহী মাঝে। শুনিয়া ঠাকুর যোগ কহে নিজ কাযে॥ আমি জল আমি স্থল আমি মহী বৃক্ষ। আমি দেব গন্ধর্ব্ব আমি যক্ষ রক্ষ॥ উৎপাত প্রলয় আমি সর্ব্বজন প্রাণ। আমি সর্ব্বলোক মহী মোর অন্তর্দ্ধান। ঐছন ঠাকুর বাণী শুনিয়া উদ্ধবে। বুকে কর হানি বলে নিজ অনুভবে॥ তুমি সর্ব্বময় প্রভু আমি ইহা জানি। তোমার অধিক তব পদ দুই খানি॥ যে পড়িল পদ নখ চন্দ্রিকার আশে। আর কি বলিব তোর বুক নাহি বাসে॥ মোরে বলি উচ্ছিষ্ট ভুঞ্জিয়া হরিদাস। তোর মায়া জিনি তোর উচ্ছিষ্টের আশ॥ ঐছন ঠাকুর আর উদ্ধবের কথা। শুনিয়া হৃদয়ে মোর লাগি গেল ব্যথা॥ এত দিন ধরি মোর পদ পরিচয়। আজিই না জান মহাপ্রসাদ নিশ্চয়॥ উচ্ছিষ্টের বলে হরিদাস বল ধরে। প্রভু বিদ্যমানে উচ্ছিষ্টের পুরস্কারে॥ হেন মহাপ্রসাদ মুঞি না ভুঞ্জিব কভু। অন্তরে জানিনু মোরে বঞ্চিয়াছে প্রভু॥ এই মহাপ্রসাদ ভুঞ্জিবে কোন বুদ্ধি॥ কেমনে উপায়ে পরসন্ন হয়ে বিধি॥ এইমত কথা আশে বৈকুণ্ঠ মো গেনু। লখিমী দেবীর সে বহুবিধি কৈনু॥ পরসন্ন হঞা দেবী পরিতোষ হৈলা। মহাবর দিয়া বলি প্রতিজ্ঞা করিলা॥ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া হিয়া প্রতি আশ হৈল। সেই সে কুশল বাণী পুনঃ দৃঢ় কৈল॥ কাতর বচনে

কৈনু করযোড় করি। চিরদিন বেদনা অন্তরে বড় মরি॥ সর্ব্বজন জানে তোর সেবক নারদে। না ভুঞ্জিনু হেন প্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদে॥ প্রভুর প্রসাদ মোরে দিবে এক মুষ্টি। এই বর দেহ কোরে চাহ শুভ দৃষ্টি॥ শুনিয়া লখিমা দেবী বয়ান বিস্ময়। কহিতে লাগিলা কিছু করিয়া বিনয়॥ প্রভু আজ্ঞা নাহি কারে দিবারে উচ্ছিষ্ট। আজ্ঞা লঙ্ঘি কোন মতে দিব অবশিষ্ট॥ বিলম্ব করহ কিছু আমারে চাহিয়া বিলম্বে সে দিতে পারি সংযতে করিয়া॥ ঐছন মধুরবাণী বৈলা ঠাকুরাণী। ভাল ভাল কৈল কায বুঝি মহামুনি॥ কথো দিন রই একদিন পঁহু রসে। কর পরশিয়া দেবী বসাইলা পাশে॥ হাসিয়া কহিলা কথা সরল সম্ভাষে। অনুমতি নাহি দেবী অন্তর তরাসে॥ প্রণতি করিয়া বৈল নিবেদন আছে। হৃদয় তরাসে মোর সঙ্কট সঙ্কোচে॥ সঙ্কট ঘুচাহ প্রভু রাখ নিজদাসী। চরণে ধরিয়া বলো শুন গুণরাশী। লখিমী কাতরে কহে পঁহুতে তরাস। সুদর্শন পানে চাহি সবিস্ময় হাস॥ কাঁপে চক্র সুদর্শন বলে কাতর বাণী। লখিমী সঙ্কট কথা আমি নাহি জানি॥ লখিমী কহয়ে সুদর্শনের নাহি দোষ। নারদ কথায় মোর পাইল হিয়া শোষ॥ দ্বাদশ বৎসর মোর অজ্ঞাত সেবা কৈল। পরিতোষ পাঞা আমি প্রতিজ্ঞা করিল॥ বার মাগ দিব বলি বলিল সত্য২। পুনঃ দড় হৈল মুনি এই কথা নিত্য॥ মাগিলা যে বর তোর উচ্ছিষ্টের তরে। মোর শক্তি কিবা তোর আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে॥ এইমত কহিনু মোর প্রমাদ নিকট। রাখ নিজ দাসী প্রভু ঘুচাহ সঙ্কট॥ বুঝিয়া কহিলা প্রভু শুনহ লখিমী। বড়ই প্রমাদ কথা কহিলে যে তুমি। নিভৃতে সে দিহ যেন আমি নাহি জানি। শুনিয়া সন্তোষ পাইলা প্রভু আজ্ঞা বাণী॥ আর কত দিনবই জগতজননী। মহাপ্রসাদান্ন মোরে দিলা ডাকি আনি॥ লক্ষ্মীর প্রসাদে মহাপ্রসাদ পাইল। পূর্ণ মনোরথ মহাপ্রসাদ ভুঞ্জিল॥ কোটি ইন্দু জিনি জ্যোতি কোটি কামরূপ। কোটী দিবাকর তেজ হৈল

অপরূপ ॥ শতগুণ তেজমহাপ্রসাদ পরশে। বীণা বাজাইয়া সুখে আইনু কৈলাসে। আমারে দেখিয়া প্রভু পুছিলা মহেশ। হাসিয়া কহিল আজি অপূর্ব্ব বিশেষ ॥ অত অপরূপ তেজ দেখিয়া বিস্ময়। আজি কেন হেন তেজ কহত নিশ্চয় ॥ আদি অন্ত যত কথা সকলে কহিল। শুনিয়া মহেশ পুনঃ আমারে গঞ্জিল ॥ ঐহন দুল্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া। আপনি ভুঞ্জিলে মুনি আমারে না দিয়া ॥ মোরে দেখিবারে পুনঃ আসিয়াছ প্রেমে। এ হেন অপূর্ব্ব ধন না দিলা কেনে ॥ শুনিয়া ঠাকুর বাণী লজ্জিত হইয়া। নম্রিত নয়নে চাহি নখে নখ দিয়া ॥ আছে মহাপ্রসাদে বলিয়া দিল সুখে। পাছু না গণিল প্রভু দিল নিজ মুখে ॥ আনন্দে নাচয়ে মহা মহেশ ঠাকুর। পদতলে তাহে মহী করে দুর দুর ॥ প্রেমভরে টলমল সুমেরু পর্ব্বত। কম্পবান বসুমতি চমকে সর্ব্বত্র ॥ প্রেমভরে যোগেশ্বর আপনা পাসরে। রসাতল যায় মহী মহেশের ভরে ॥ অনন্তের ফণা ঠেকে কচ্ছপের পিঠে। গ্রীবা অবনত কুর্ম্ম চাহে একদৃষ্টে ॥ বক্রগ্রীবা ঝরে ভরে যত দিগবাহ। হুহুঙ্কার নাদে সাটে ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ॥ মহেশের ভর মহী সহিবারে নারি। আস্তেব্যস্তে গেল মহী মহেশের পুরী ॥ কাত্যায়ণী স্থানে মহী কহে করেযুড়ি। মহেশের নৃত্যভরে প্রাণ আমি ছাড়ি ॥ প্রতিকার কর দেবী সৃষ্টি রাখিবারে। প্রমাদ পড়িল দেখ সকল সংসারে ॥ পৃথিবীর কাতর বাণী শুনিয়া পার্ব্বতী। সত্বরে চলিয়া গেল যথা পশুপতি। পূর্ণরসাবেশে নাচে দেব দেবরায়। মহেশ আবেশ ভাঙ্গে কর্কশ কথায় ॥ সম্বেদন বেদন অন্তরে দুঃখী হঞা। কর্কশ হৃদয় বৈলা পার্ব্বতী দেখিয়া ॥ কি কৈলে কি কৈলে দেবীর হেন অবিধান। এ আবাশ ভঙ্গ মোর মরণ সমান ॥ তোমাকে অধিক রিপু নাহি ত্রিভুবনে। এ হেন আনন্দ মোর ঘুচাইলে কেনে ॥ শুনিয়া কাতরে দেবী বলে ধীরে ধীরে। পৃথিবী দেখহ প্রভু সম্মুখে তোমায় ॥ তোর পদতলভরে যায় রসাতল। সৃষ্টিনাশ হয় দেখি বৈল মকুকয়।

অপরাধ কৈনু ক্ষম শুন মহাশয়। হাস্যমুখে কহ প্রভু হইয়া সদয়॥ শুভদৃষ্টি করি দেব দেবীকে সে চায়। হাসিয়া মহেশ দিলা পৃথিবী বিদায়॥ পুনরপি কহে দেবী বিনয় করিয়া। এক নিবেদন করি সন্দেহ পাইয়া॥ কৃষ্ণ রসাবেশে তুমি নাচ প্রতিদিনে। আজি মহা রসাতল যায় কি কারণে॥ কোটি দিবাকর অঙ্গ কি প্রচণ্ড। অপরূপ প্রেমানন্দ না ধরে ব্রহ্মাণ্ড। আমি কেনে অপরূপ আনন্দ অনন্ত। সবিশেষ কহ মোরে প্রভু গুণবন্ত। মহেশ কহয়ে শুন আনন্দ কাহিনী। প্রভুর উচ্ছিষ্ট মোরে দিল মহামুনি॥ দুর্ল্লভ এ তিনলোকে বিষ্ণু নিবেদিত। বিশেষে অধরামৃত লোক অবিদিত॥ হেন মহাপ্রাসাদেমোর করিল ভক্ষণ। সফলজনম দিন আজি শুভক্ষণ॥ নারদ প্রসাদে মহাপ্রসাদ পরশ। কহিল মঙ্গল কথা সম্পাদ সরস॥ শুনিয়া ঠাকুর বাণী কহে মহামায়া। এতদিনে জানিনু তোমার যত দয়া॥ অর্দ্ধ অঙ্গে ধরি মোরে সকল কপট। কৈতব পিরিতী তোর হইল প্রকট॥ এ হেন দুর্ল্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া। সকলে ভুঞ্জিলে দেখ আমারে না দিয়া॥ লজ্জায় বিরস হৈয়া বলে শূলপাণি। এ ধনের অধিকারী নহেত ভবানী॥ শুনিয়া রুষল হিয়া বলে আদ্যাশক্তি। বৈষ্ণবী নাম মোরে করো বিষ্ণু ভক্তি প্রতিজ্ঞা করিনু এই সভার ভিতরে। জানিব আমারে দয়া প্রভুর অন্তরে এ মহা প্রসাদ আমি দিনু জগতেরে। মোর প্রতিজ্ঞায় খাবে শৃগাল কুকুরে॥ ঐছন প্রতিজ্ঞা যবে কাত্যায়ণী কৈলা। জানিয়া বৈকুণ্ঠ নাথ সত্বরে আইলা॥ সম্ভ্রমে উঠিয়া দেবী কৈল পরণাম। নিবেদন কৈল দেবী সজল নয়ান॥ মিনতি করয়ে দেবী ছাড়িয়া নিশ্বাস। আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥

বিভাস রাগ।

বলে পঁহু গদগদবোলে, নহ দেবী উতরোলে, একি হয় তোর ব্যবহার। তোর মায়াদণ্ডে অন্ধ, সকল সংসার খণ্ড, মোরে স্তুতি আছয়ে আমার॥ তুমি মোর আদ্যাশক্তি, তুমি

সে জানহ ভক্তি, তুমি মোর প্রকৃতি স্বরূপা। তোমা বহি আমি নহি, তুমি আমা বহি কাহ, যে করহ তোমার সে কৃপা॥ হরগৌরী আরাধনে, সর্ব্বজন আমা জানে, হর গৌরী মোর আত্মা তনু। তোর পরসন্ন হিয়া, ঘুচিল সকল মায়া, ঘুচিল রূপ ভেদ ভিন্ন॥ ঐছন প্রতিজ্ঞা তোর, এ হেন উচ্ছিষ্ট মোর, অবিরোধে দিবে সবাকারে। মহা প্রসাদের গন্ধ, সবে হবে মুক্ত বন্ধ, ঘুচাইলে নির্ব্বন্ধ বিচারে॥ শুনিয়া ঠাকুর বাণী, পুনঃ কহে কাত্যায়ণী, মোর যদি দয়া আছে চিত্তে। অবশ্য উচ্ছিষ্ট দিবে, ভুঞ্জিবে সকল জীবে, অবিরোধে নাথ ত্রিজগতে॥ পুনঃ কহে গুণ-মণি, শুন দেবী কাত্যায়নী, প্রতিজ্ঞা পালিব আছে কথা। রহস্য বিলাস এই, তোরে পরকাশ কই, ঘুচিল সংশয় বড় চিন্তা॥ পূরব রহস্য যত, কেহ নাহি জানে তত্ত্ব, সমুদ্র মথিলা দেবগণে। মন্দার মথন দণ্ড, রজ্জু ফণা শ্রীঅনন্ত, সোম উপাড়িল বরিষণে॥ সে মোর কল্পতরু, যাচক যাচিয়া করু, যার যত যেই মনে বাসে। যে জন যে ধন চাহে, সে জন সে ধন পায়ে, বিমুখ না করে প্রতি আশে॥ পরিহিত দিব্য তেজে, চক্র তরুবর সাজে, শ্রীচৈতন্য অধি-ষ্ঠিত দেহে। সে মোর সহজ রূপ, কেবল করুণা ভুপ, আর যত সম সেহ নহে॥ যত অবতার তার, সেই সে আশ্রমা-গার, লীলা কলা বিলাসের তরে। পৃথিবী রহিব আমি, ত্রিজগত নাথ স্বামী, করুণা করিব পরচারে॥ কলিযুগে সবিশেষে, সঙ্কীর্ত্তন পরকাশে, হব আমি অম্বুজ মুরতি। তনু হৈব হেন গৌর, প্রতিজ্ঞা পালিব তোর, প্রচারিব পরম পিরীতি। এ মোর অন্তর হিয়া, তোমারে কহিব ইহা, সম্বরি রাখিহ নিজ মনে। সব অবতার, কলি গোরা অবতার, নিস্তারিব লোক নিজ গুণে॥ বিষ্ণু কাত্যায়নী সনে, সম্ভাস ব্রহ্মপুরাণে, উৎকল খণ্ডেতে সুপ্রকাশ। রাজা প্রতাপরুদ্র, সর্ব্বগুণে সমুদ্র, ব্যক্ত কৈল অনেক প্রকাশ॥ এ কথা তোমার মনে, স্মরণ নাহিক কেনে, হাসি২ বলে

মুনিরাজে। প্রভু আজ্ঞা দিলা মোরে, ঘোষণা দিবার তরে, কলিযুগ অবতার কাজে॥ সবে কলিযুগ পাঞা, পৃথিবীতে জন্ম গিয়া, নাম বিপর্য্যয় নিজ অংশে। সেই সব লোকসাথ, নিজ পার্ষিদর সাথ, জনম লভিব প্রভুবংশে॥ শুনিয়া নারদ বাণী, উলসিত শূলপাণি, উলসিত দেবী কাত্যায়নী। আনন্দে ভরল পুরী, সবে বলে হরি২, উঠিল আনন্দ হরিধ্বনি, চলিলা নারদ মুনি, করিয়া বীণার ধ্বনি, সরল মধুর স্বর সিঞ্চে। ঔসঞা নদীর ধারা, শ্রবণে পুরল পারা, ত্রিভুবন জন মনরঞ্জে॥ আপনা পাসরে যাতে, চলিতে না পারে পথে, অনুরাগে অরুণ বদনে। না জানিল পথশ্রম, ভালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, উপনীত ব্রহ্মার সদনে॥ দেখি ব্রহ্মা অতি ভীতে, অতি হরষিত চিতে, মুনিরে করিল অভ্যর্থন। মুনি পরণাম করে, পড়িয়া চরণ তলে, ধরি ব্রহ্মা কৈলা আলিঙ্গন॥ পুছিল কুশল বাণী, আগমনে ধন্য মানি, চির দরশন অনুরাগে। হেন লয় মোর মনে, দেখি তোর বয়ানে, রসহ কাহবে মহাভাগে॥ তোর মুখোদিত বাণী, শ্রবণে অমিঞা শুনি, হিয়া জুড়াউক কহ মুনি। ঐছন লোকের কথা, কহপঁহু গুণগাথা, কি দেখিলে কি শুনিলে তুমি॥ কথা কহে পরিপাটী, নারদের আরম্ভটী, স্ফুরিত অধরে দোলে অঙ্গ॥ বাষ্প ঝলমল আঁখি, অরুণ অধরে দেখি, কথারম্ভে দ্বিগুণ আনন্দ॥ শুন অদ্ভুত কথা, তুমি ধর্ম্ম সৃষ্টিকর্ত্তা, তোর নামে বুলিয়ে ব্রহ্মাণ্ড। যুগ অনুরূপ যুগে, যুগধর্ম্ম করে, লোকে, কলিযুগে পাপ পরচণ্ড॥ দ্বাপরের শেষে লোক, সব দুঃখময় শোক, দেখি মোর কলিকে তরাসে। কাতর হৃদয় মোর, গেনু পঁহু বরাবর, সুধাইনু পরম সাহসে॥ কলি পাপময় যুগে, নিস্তার না দেখি লোকে, কহ পঁহু কেমন উপায়। ব্রাহ্মণে সে বেদ হীন, সর্ব্বলোকে ধর্ম্মক্ষীণ, মোর হিয়ে এ বড় সংশয়॥ শুনিয়া কাতর বাণী, বলে পঁহু গুণমণি, দূর কর হৃদয়ের চিন্তা। কলি লোক নিস্তারিব, ভক্তি যোগ প্রচারিব, অবতরি করিব মো তথা॥ দান ব্রত

তপ ধর্ম্ম, আর যত যত কর্ম্ম, সব আরোপিয়া নিজ নামে। কলি দোষ ময় লেখ, এক মহাগুণ দেখ, মুক্তবন্ধ মোর সঙ্কীর্ত্তনে॥ ঘোষণা বলহ তুমি, শিব ব্রহ্মা আদি ভুমি, সবে জন্ম মহা কলি পাঁয়া। করুণা বিগ্রহ আমি, জনম লভিব ভুমি, যুগ অনুসারে গোরা তঁরা॥

আহিরী রাগ।

জয় জয় গৌরচাঁদ নদীয়া উদয় কলিকালে।
যাহারে আমার প্রভুর কথা শুন এ তিন ভুবনে
আলো কৈলা যার গুণে॥ ধূয়া॥

ঐছন শুনিয়া কথা বিরিঞ্চি ঠাকুর। হৃদয়ে রোপিলা প্রেম অমিঞা অঙ্কুর॥ গণ্ড পূলকিত আঁখি অশ্রুধারা গলে। আনন্দ বিহ্বোল হিয়া মুনি কৈল কোলে॥ বলেন বিরিঞ্চি শুন মহামুনিবর। তোর পরসাদে আজি প্রসন্ন অন্তর॥ বিষম বিপাকে সবে মায়াবন্ধে অন্ধ। তোর পরসাদে সব হৈব মুক্তবন্ধ॥ লোকের নিস্তার হেতু তোর মাত্র চিন্তা। পূরব বৃত্তান্ত কিছু কহি নিজবার্ত্তা॥ সনকাদি মুনি যত আমার বন্দনে। অন্তর প্রকাশি কিছু বৈল মোর স্থানে॥ আমাকে কহিলা তুমি প্রভু প্রিয় পুত্র। যে কিছু কহিও তার কহ মোর সূত্র॥ অনন্ত অব্যয় প্রভু নিত্যানন্দ ব্রহ্ম। সূক্ষ্ম সর্ব্বেশ্বরেশ্বরে সর্ব্বময় ধর্ম্ম॥ অত্যন্ত নির্গুণ নিরঞ্জন নিরাকার। আদ্য মধ্য অন্ত নাহ এ বুদ্ধ বিচার॥ ঐছন ঠাকুর লঞা পৃথিবিতে জন্ম। অজ হঞা জন্ম করে প্রাকৃতের কর্ম্ম॥ বৃন্দাবনে রাস কৈলা গোপবধূ সঙ্গে। কামীজন যেন কাম রতিরস রঙ্গে॥ কি নারী পুরুষ সেই আত্মা সব জানে। ঐছন রমণ ভোগ অসন্তোষ কেনে॥ ঐছন সঙ্গে মোর হৃদয়ের শাল। তত্ত্ব কহ চতুর্ম্মুখ ঘুচাহ জঞ্জাল॥ ঐছন সন্দেহ কথা সনকাদি বৈল। শুনিয়া হৃদয়ে মোর বিস্ময় লাগিল॥ অন্তর নিশ্চয় মোর মলিন বদন। মোর অগোচর প্রভুর আচরণ॥ বেদান্তের পার প্রভু কিবা জানি তত্ত্ব। আমা হেন কত ব্রহ্মা আছে শত শত॥ এই মত

কথা আমি কহিবার বৈলে। হংস রূপে আসি প্রভু কৈল হেনকালে॥ চারি শ্লোক সমাধান কহিলা আমারে। সেই সমাধান আমি দিল তা সবারে॥ সন্তোষ পাইয়া সেই সব মহাশয়। পরিতোষে গেলা যথা যার মনে লয়॥ সেই চতুঃশ্লোক মোর সরভসভাণ্ড। তার তত্ত্ব জানে হেন নাহিক ব্রহ্মাণ্ড॥ কতো দিন রহি ব্যাস নৈমিষারণ্যে। সব বিবরিলা তত্ত্ব ভারত পুরাণে॥ না থুইলা শেষ কিছু বলিবার তরে। জাড্য না ঘুচিল কিছু পড়িলা ফাঁফরে॥ মূর্চ্ছা পাইল বেদব্যাস অরণ্য ভিতরে। জানি উপাজল দয়া প্রভুর অন্তরে॥ তোমারে ডাকিয়া দিল দিল চারি শ্লোক এই। এই পরধর্ম্ম লঞা যাহ ব্যাস ঠাঁই॥ ব্যাস নাহি জানে মোর আচরণ তত্ত্ব। এই শ্লোক অনুসারে রচি ভাগবত॥ সেই ভাগবত আমি কহি যে নারদ। তার জিহ্বায় সরস্বতী করিব সম্বাদ॥ এতেক বলয়ে আমি শুন মুনিবর যুগে২ তুমি মাত্র জীবে দয়া কর॥ সবার নিস্তার হেতু তুমি মহাজন। ভাগবত দিব্য শাস্ত্র আর নাহি আন॥ নির্ব্বিষয় ভাগবত স্বতন্ত্র পূরখ। না জানিয়া শাস্ত্রজ্ঞান করয়ে মুরুখ॥ হেন ভাগবত কথা কৃষ্ণ অবতারে। গর্গমুনি বৈলা নাম করণের কালে॥ এবে সব স্মরণ হইল গর্গবাণী। চারিযুগ অনুরূপ করণ কাহিনী॥

তথাহি।

আসন বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লরক্ত তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ লোকে পরাচার। ত্রেতায় অরুণ কান্তি যজ্ঞ নাম তার॥ ইবে কৃষ্ণবর্ণ এই নন্দের কুমার। পরিশেষে পীতবর্ণ হৈবে কোথা আর। ক্রমভঙ্গ বলে শ্লোকে সন্দেহ যাহার। চারিযুগে তিনবর্ণ এ বুদ্ধি বিচার॥ শ্বেত রক্তপীত কৃষ্ণ চারিবর্ণ বহি। চারিযুগ বহি আর একযুগ নাহি॥ নহে বা বিবরি দেহ গোরা কোন যুগে। আস্তে ব্যস্তে কহিলে সংশয় নাহি ভাগে॥ ইহার বিচার কিছু

কহি তাহা শুন। অজ্ঞান লোকেরে তাহা বুঝাব এখন॥ একাদশে এই কথা কহে ভাগবতে। রাজা প্রশ্ন কৈল কর ভাজন মানিতে॥

তথাহি রাজোবাচ।

কস্মিন্‌কালে স ভগবান্ কিংবর্ণ কীদৃশোকৃতি। নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাং॥ ইতি॥

কোন্ কালে ভগবান কোন বর্ণ ধরে। কি নাম তাহার সেই হৈল কোন কালে॥ কোন কালে কোন কর্ম্ম কেমন মানস। কোন বিধি পূজা করে কিসে বা সন্তোষ॥

করভাজনোবাচ।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলি রিত্যেষু কেশবঃ। নাসা-বর্ণাভিধাকারে নানৈব বিধিভিরিজ্যতে॥

কৃতে শুক্ল চতুর্ব্বাহ জটিনো বলকলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজি-নোরপীতাখ্যা বিভ্রৎ কুণ্ড কমণ্ডলুঃ। মনুষ্যাস্তু তদাশান্তো নির্ব্বৈরা সুহৃদঃ সমাঃ যজন্তে তপসা দেবং সমেন চ॥ ইতি॥

রাজাকে কহিছে মুনি শুন সাবধানে। সত্য আদি যুগে লোক পূজয়ে যেমনে॥ সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ হংস নাম ধরে। চতুর্ব্বাহু তপোধর্ম্ম জটা বাকল পরে॥ দণ্ড কমণ্ডলু কৃষ্ণ-সারচর্ম্ম উপবীত। শান্ত নির্ব্বেদ সম লোকের চরিত॥

তথাহি।

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ। হিরণ্য কেশস্ত্রয়াত্মা শ্রুকশ্রুপাদ্যুপলক্ষণঃ॥ তত্ত্বদামনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিং। যজন্তি বিদ্যয়াসর্ব্বে ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ॥

সেই প্রভু ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরে। চারি বাহু ত্রিমেখল শ্রুকশ্রুর করে॥ তপ্ত হাটক কেশ শিরের উপরে। সর্ব্বময় দেবপ্রভু আপে যজ্ঞ করে॥ এই বেদ আত্মা তার নাম ধরে যজ্ঞ। বেদ বিধি মতে পূজা করে বিধি বিজ্ঞ॥

তথাহি।

দ্বাপরে ভগবান শ্যামঃ পীতবোসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভিরৈরশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ। তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণং। যজন্তি বেদ-তন্ত্রাভ্যাং পরযজ্ঞেশ্বরং নৃপঃ॥

দ্বাপরেতে শ্যামবর্ণ ধরে ভগবান। শ্রীবৎস কৌস্তুভ পীত বস্ত্র পরিধান॥ মহারাজাধিরাজ লক্ষণ বিরাজে। ভাগ্যবান লোক তারে বেদতন্ত্রে যজে॥ এইমত কলি যুগে যুগ অবতার। যে যুগে যে ধর্ম্ম লোকে করয়ে আচার॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগ গেল। শ্বেত রক্ত আর কৃষ্ণ বরণ করিল॥ তিন যুগে তিন বর্ণ কহি দিলা মুনি। সাবধান হয়ে শুনি কলির কাহিনী॥

তথাহি।

ইতি দ্বাপর উর্ব্বিতস্তবন্তি জগদীশ্বরং। নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গস্ত্র্যপার্ষদ। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনঃ প্রায়ৈর্যযন্তি হি সুধেয়সঃ॥ ইতি॥

কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ আছয়ে যাহাতে। কৃষ্ণবর্ণ নাম তাঁর কহে ভাগবতে। কান্তিতে অকৃষ্ণ যেই শুন সর্ব্বজন। গোরা গোরা বলে ডাকে এই সে কারণ॥ সঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ যত আয়। সভার সহিতে প্রভু কৈল অবতার॥ অঙ্গে বলরাম বলি তেঁই কহি সাঙ্গ। উপ অঙ্গে ভরণ তেঁই সে উপাঙ্গ॥ সুদর্শন আদি অস্ত্র আর পারিষদ। সংহতি আইলা সবে প্রহ্লাদে নারদ॥ আর সব অবতারে দাস দাসী যত। সঙ্গোপাঙ্গে অবতার নাম লব কত॥ এতেক বৈষ্ণব সব কহে অনুভাবে। যে নাম আছিল পূর্ব্বে সেই নাম এবে॥ সামান্য মানুষ ইহা বুঝিব কেমনে। বিশ্বাস করিতে নারে অধমের মনে॥ এইত কারণে মুনি কহিলা বচন। সেই সে জানিব ইহা সুমেধা যেমন॥ সঙ্কীর্ত্তন প্রায় যজ্ঞ ধর্ম্ম পরকাশ। সুমেধা যেমন ভাবে পরম উল্লাস॥

এতেক কহিয়ে ইহা না মারে যে জন। চারিযুগে তিন বর্ণ তাহার কথন॥ কান্তি কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণ দুই হৈলা এক। আর দুই যুগে বর্ণ ইহা নাহি দেখ॥ কলি দ্বাপর দুই যুগে এক বর্ণ। দুই যুগে একবর্ণ এই তার মর্ম্ম॥ সত্য ত্রেতা শ্বেত রক্ত দুই বর্ণ আছে। কলি দ্বাপরের এক বর্ণ হৈলা পাছে॥ গর্গমুনি বাক্যে কোন বল ক্রমভঙ্গ। ক্রমভঙ্গ নহে তাতে আছে বড় রঙ্গ॥ ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান কহিবার তরে॥ তিনকালে কহে চারি যুগের ভিতরে॥ সত্য ত্রেতা শ্বেত রক্তবর্ণ বর্ত্তমান। দ্বাপরে কৃষ্ণের অবতার কৃষ্ণনাম॥ ইদানী ধরিয়া তেঁই বলে গর্গমুনি। ভূতকাল ভিতরে ভবিষ্যকাল গণি॥ ভবিতব্য যায় আছে সেই ইহা জানি। ভূতের ভিতরে তাহা ভবিষ্য প্রমাণি॥ ভবিতব্য অর্থে ভূত প্রমাণে পণ্ডিত। নিশ্চয়তা আছে তার তেঁইত ইঙ্গিত॥ তথাপি তাহাতে তথা শব্দ দিলা মুনি। শুক্লরক্ত বলি তথা কি কায কাহিনী॥ তথা শব্দ পূর্ব্বে উক্ত শুক্ল রক্ত যথা। কলিযুগে পীতবর্ণ হয় হরি তথা॥ ইবে দ্বাপরে এই কৃষ্ণ তথাকে গেল। গর্গমুনি চারিযুগে ত্রিকাল কহিল॥ আমার বচন যে না লয় অবিজ্ঞতে। কি কারণে তথা শব্দ কহে ভাগবতে॥ এতেক কহিয়ে আমি শুন মোর বোল। কহয়ে লোচন কথা না ঠেলিহ মোর॥

আর অপরূপ শুন শ্লোকের বাখান। এই মাত্র ব্যাখা ইথে নহে সপ্রমাণ॥ এইত বাখ্যাতে আছে অপূর্ব্ব পূর্ব্ব-পক্ষ। যুগ অবতার কৃষ্ণ এ বড় অশক্য॥ যুগ অবতার যত অংশ কলা লেখি। আপনি সে ভগবান ভাগবত সাক্ষী॥

তথাহি।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

যুগ অবতার কৃষ্ণ কহিবে কিমতে। তবে কেন এ বচন কহে ভাগবত॥ বৃন্দাবন চন্দ্র যুগ অবতার নহে। পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ ভাগবতে কহে॥ এইত কারণে তাহা কহি কিছু শুন। অল্পজ্ঞান না করিহ কর অবধান॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগতে।

আসন বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্ণ তনু যুগং তনুঃ। শুক্লো-
রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতা ॥ ইতি ॥

গর্গমুনি কহিলা গভীর বড় রোধে। কেমতে বুঝিব ইহা আমরা অবুধে ॥ বুদ্ধিমান হয় যদি জানে ভক্তজনে। বুদ্ধিমান লোক তাহা করয়ে প্রমাণে ॥ চারি যুগে চারি বর্ণ কহিলেন মুনি। ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান ত্রিকাল কাহিনী ॥ চারি যুগে তিন কাল কহিবারে চায়। ইবে সকল কথা এক শ্লোক কহে ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ যুগ কলি। শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ চারি যুগে বলি ॥ চারিযুগ আছে চারি কাল হয় যবে ॥ তেন মত অবতার ক্রমে হয় তবে ॥ তবে সে কহিলে হয় যথাক্রম কথা। যথা অবতার কথা অনুসারে তথা এতেক সে ক্রমভঙ্গ এই শ্লোকে দেখি। তথা শব্দে ভবিষ্য কাল গর্গমুনি লিখি ॥ কিবা অবতার আর চারি বর্ণাকার। কেবা অবতারি কিবা বিচার ইহার ॥ আপনে যে ভগবান জন্ম যদুবংশে। ইহার তনু ধরে চারি যুগে যে সে অংশে ॥ বিশেষ্য বিশেষণ করি বাখানব কেন। এইত শব্দর তেঁই দ্বিধা তে কারণ। যতেক যৌযুগ তাহে অংশ অবতার। যুগ অনুসারে বর্ণ হয় তা সবার ॥ ধর্ম্ম সংস্থাপন আর অধর্ম্ম নিমিত্তে। প্রতি যুগে অংশ অবতার হয় তাতে ॥ আপনে ভগবান দ্বাপরে হৈল হরি। অবতার শিরোমণি সভার উপরি ॥ ইবে কৃষ্ণ তাতে গেল গর্গমুনি কহে। শ্যামসুন্দর প্রভু কৃষ্ণ বর্ণ নহে ॥ প্রতি দ্বাপরে অংশ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণবর্ণ। তদ্রূপতা গেল এবে শুন তার মর্ম্ম ॥ যেমন দ্বাপরে কৃষ্ণ তেন গৌরচন্দ্র। কলিকালে দ্বাপরে এ দুই স্বতন্ত্র ॥ এ দুই যুগে এক পূর্ণ অবতার ॥ ব্যাস কহিলেন উদাহরণ তাহার ॥

তথাহি বৃহৎ সহস্রনামাং।

ত্বামারাধ্য যথা শম্ভো গ্রহীষ্যামি বরং সদা।
দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু ॥

আর কিছু কহি শুন ভগবত গীতা। শ্রীমুখ উচিত যে প্রভুর নিজ কথা॥

তথাহি ভগবদ্গীতায়াং।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশয় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ সংভবামি যুগে২॥

সাধুজন পরিত্রাণ ধর্ম্ম সংস্থাপন। অধর্ম্ম বিনাশ যেই করিল কারণ॥ যুগে২ জন্ম আমি লইয়া আপনি। এই দুই যুগে জন্ম আপনিই আমি॥ এই যুগে শব্দে দুই করিলাম যুগ। বিশেষ্য বিশেষণ করি বাখানয়ে লোক॥ যুগ বিশেষ যুগে তেঞি যুগ বলি। এক দ্বাপর যুগ আর যুগ কলি॥ যুগে২ চারি যুগ করি কেন বল। কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার অংশ কেন কর॥ সে চারি যুগের কথা আর ঠাক্রি বহে। অনুভব করদেখি এক মন হয়ে॥

তথাহি।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহং॥ ইতি॥

যেই কালে সেই যুগ ধর্ম্মের হয় গ্লানি। অধর্ম্মের অভ্যুত্থান সে সে কালে জানি॥ তদাকালে আপনা করিয়া সৃজন। প্রতি যুগে অবতার অংশের জনম॥ এতেক কহিয়ে আমি শুন মোর বোল। কহরে লোচন কথা না ঠেলিহ মোর॥

কলি যুগের গোরা কৃষ্ণ জানিয়াছি আমি। বিশেষ সংশয় মোর ঘুচাইলে তুমি॥ আর অপরূপ শুন কলিযুগ মর্ম্ম। আশ্রমে নিস্তার লোক সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম॥ দানব্রত তপ হোম স্বাধ্যায় সংযম। বাসনা বিষয় ভোগ এ বিধি নিয়ম॥ ফলভোগ শ্রুতি শুনি সেই মায়াবন্ধ। নাম গুণ মহিমা না জানে ছার অন্ধ॥ কর্ম্মসূত্রে বান্দি হঞা ভ্রমিতে২। নিবর্ত্ত না হয় কর্ম্ম নারে সঙ্কলিতে॥ প্রবল কালেতে সব কর্ম্মবন্ধ ঘুচে। তবে বন্ধ ঘুচে যদি কৃষ্ণ কথা পুছে॥ হেন গুণ সঙ্কীর্ত্তনে কলিযুগ ধর্ম্ম। ঘোর পাপময়ে ভুলে না জানিয়া মর্ম্ম॥ যুগধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন ঘুচাবে কেমনে। কেবা ধর্ম্ম সংস্থাপন

করে প্রভু বিনে॥ পুরুষে প্রতিজ্ঞা গীতা প্রভুর বচনে। প্রভু অবতার করেন যেই কারণে॥ সাধুজন পরিত্রাণ অধর্ম্ম বিনাশে। ধর্ম্ম সংস্থাপন প্রতি যুগে পরকাশে॥ কলিযুগে ধর্ম্ম সংস্থাপন ইহা মান। কলি গোরা অবতার কভু নহে আন॥ ইহা বলি কোলাকুলি কৈলা মুনি সনে। আন বিহ্বোল ব্রহ্মা আপনা না জানে॥ এক কহে আর উঠে গোরা গুণের প্রবাহে। সকল ইন্দ্রিয় সুখ করিবারে চাহে॥ আর কথা শুন প্রভু সহস্রেক নাম। এক কালে দুই নাম কৈল এক ঠামে॥

তথাহি।

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সংন্যাসকৃৎ সমশান্তো নিষ্ঠা শান্তিপারায়ণঃ॥ ইতি

হেম গৌর কলেবর সুবর্ণের জ্যোতি। সন্যাস করণে সে পরম মহামতি॥ ভবিষ্য পুরাণে সেই কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা। কলি জনমিব তিনবার এই আজ্ঞা॥

তথাহি।

দ্বিধা জায়ঙ্গং জামঙ্গং ভবানি ভক্তরূপিণং।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যাতমি শচীসুতঃ॥

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে। কলিযুগে ধর্ম্ম কর্ম্ম বিচারহ মনে॥ পাপময় কলিযুগ কহে সর্ব্বজনে। অধর্ম্ম প্রকট ধর্ম্ম ক্ষীণ আচরণে॥ হরিনাম সংকীর্ত্তনে এই ধর্ম্ম তার। এই হরিনাম পুনঃ সর্ব্বধর্ম্ম সার। দান ব্রত তপধর্ম্ম যজ্ঞ জপ ফল। অনায়াসে মুক্তি সেই একনাম বল॥ বিষয়ী বিষয়ভোগ নাম করে চিন্তা। আগে ভোগ দেই পিছে হরিভক্তি দাতা॥ শ্রদ্ধাযুক্ত জন যদি হরিগুণ গায়। সর্ব্ব সুখ ত্যজি প্রভু তার পিছে ধায়॥ এ হেন কৃষ্ণ নাম গুণ সঙ্কীর্ত্তন। পাপময় কলিযুগে কৈলা ধর্ম্ম হেন॥ যুগের স্বভাব আর যুগধর্ম্ম কহি॥ পাপময় কলিযুগে পরধর্ম্ম এহি যদি বা বলহ পাপ দুশ্ছেদ্য কারণে। প্রাকাশিল মহাযজ্ঞ নাম সঙ্কীর্ত্তনে॥ কৃষ্ণ অবতারের লইয়া সর্ব্ব শক্তি। পাপ

ময় জনে কেতে দিই নিজ ভক্তি ॥ ঐছন করুণা কোন যুগে নাহি আয়। না ভজিলে প্রেম দহে কোন অবতার ॥ পাপ নাশ হেতু কত আছে ধর্ম্ম তীর্থ। কি জানহ ধর্ম্মশীল পায় হেন অর্থ ॥ এতেক আনিল কলিযুগ যুগ সার। সংকীর্ত্তন বিনে ইথে ধর্ম্ম নাহি আর ॥ এতেক বিচার কথা কহিলা বিরিঞ্চি। শুনিয়া নারদ বীণা বাজায় সুসঙ্কি। এ হেন অমৃত ব্রহ্মা নারদ সম্ভাষ। দন্তে তৃণ ধরি কহে এ লোচনদাস ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

নারদ কহয়ে ব্রহ্মা কি কহিব আর। যে কিছু কহিলে এই হৃদয় আমার ॥ কর্ম্মবন্ধে ভ্রমিতেং কল্প কল্প। দৈবে বৈষ্ণব সেবা ঘটে যদি অল্প ॥ তাহার মহত্ত্ব কথা নিগুঢ় শুনিয়া। পালিয়ে পরম যত্ন সাবধান হঞা ॥ তবে মুক্তবন্ধ হঞা কৃষ্ণপর হয়। সালোক্যাদি চারি মুক্তি অঙ্গুলি না ছোঁয় ॥ তার পর প্রেমভক্তি গোপিকার ভাব। কে আছয়ে অধিকারী সে রস স্বভাব ॥ যার সরবস প্রভু ত্রিজগত নাথ প্রাকৃত জনের হেন কুলটার সাথ ॥ তার প্রেমভক্তি কথা কে কহিতে জানে। গুল্ম লতা জন্ম উদ্ধব মাগে যারগুণে।

তথাহি।

আশামহো চরণরেণু যুযাম্যহংস্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং। যাদুস্ত্যজ স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুস্মুকুন্দ শদবাং শ্রুতিভির্ব্বিমৃগ্যাং ॥ ইতি ॥

যে পঁহু চরণ ব্রহ্মা মহেশ বিধায়। যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁর উদ্দেশ না পায় ॥ অবশেষে লক্ষ্মী যাঁর করে পদসেবা। বাক্য অগোচর যাঁর পদ মধুপ্রভা ॥ শেষ মহাপ্রভু যবে শয়নের শয্যা। হেন প্রভু করে গোপিকার পরিচর্য্যা ॥ আর কত শত আছয়ে ভকত। হেন রূপে বশ কৈল কোন অনুগত ॥ কোথা কৃষ্ণ পরমাত্মা নিগুঢ় যে প্রেমা। কোথা গোপী ব্যভিচারী বনচারী কামা ॥ ঐছন ভকতি তত বুঝা বারে চাহি। পরম নিগুঢ় ভক্তি ইহা বই নাহি ॥ হেন ভকতি প্রচারিব কলিযুগে প্রভু। লক্ষ্মী অনন্ত যাহা নাহি ভুঞ্জে

কভু ॥ ঘোষণা বলয়ে ব্রহ্মা এই ব্রহ্মকোকে। নিজ২ অংশে জন্ম এই কলিযুগে ॥ এহা বলি মহামুনি অন্তরে উল্লাস। চলিলা নারদ কহে এ লোচন দাস ॥

দীর্ঘ ছন্দ। চলিলা নারদ মুনি, বীণার গর্জ্জন শুনি, শ্রবণ মঙ্গল গীত নানা। অমিয়া সিঞ্চিল যেন, জগত জনের মন, ত্রিভুবনে আনন্দ চেতনা। জয় জয় হরিবোল, আনন্দে মন উতরোল, ঘোষণা পড়িল তিনলোকে। অস্ত্র পারিষদ-গণ, সাঙ্গোপাঙ্গ জনমিব, গোরা অবতার কলিযুগে ॥ ঐছন করুণাকর, দেখিব নয়নে মোর, প্রেম অমির সিঞ্চিল কলে-বরে না। জয় জয় জগন্নাথ, ভকত জনের সাথ, নিজ ভকতি করিব প্রচার না ॥ ধনি ধনি ধনি, কলিযুগ পরজা ধনি, অবনী নদীয়া তার মাঝে না। ধনি ধনি ধনি, শচী মিশ্র পুরন্দর, যছু ভুবনে গোরা বাজনা ॥ অহহ সঙ্গিনী সঙ্গ, হরিগুণ গাই রঙ্গ, বহে শঙ্খ মৃদঙ্গ করতাল না। ভুবন চতু-র্দ্দশ, প্রেমপরিখ যশ গুণ, সংকীর্ত্তন করিব প্রচার না ॥ আনন্দে আনন্দ গুণ, মঙ্গলে মঙ্গল শুন, বৃন্দাবনে রস পর-কাশ না। সকল ভুবনপতি, জনম লভিবে ক্ষিতি, আন-ন্দিত এ লোচন দাস না ॥

শ্রীরাগ।

আলো মুঞি গোরা রূপের বালাই লঞা মরি ॥

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র আদি আর ব্রহ্মলোকে। শুনিয়া বিহ্বোল নাচে আনন্দ কৌতুকে ॥ মৃত তরু অঙ্কুরিত যেন দেখি লোকে। নারদ আনন্দ অশ্রু প্রেমের কৌতুক ॥ হেনরূপে ভ্রমিতে২ আচম্বিত। ধর্ম্ম বিপর্য্যায় দেখি লোকের চরিত ॥ হিয়া অনুমতি মুনি মনে হৈল নিশ্চয়। এই কলি-যুগ ইথে নাহিক বিস্ময় ॥ যাহা লাগি তিন লোক ঘোষণা পাড়িল। কার লাগি সেই কলিযুগ আইল ॥ চিন্তিত হইয়া মুনি বসিল ধেয়ান। আচম্বিতে শুনবাণী উটিল গগণে ॥ জগন্নাথ দারুব্রহ্ম রূপে নীলাচলে। লোক নিস্তারণ হেতু সমুদ্রের কূলে। পূর্ব্ব বৃত্তান্ত মনে না পড়য়ে তোর। কাত্যা-

য়ণী প্রতিজ্ঞার আজ্ঞা পাপ মোর ॥ চল২ মুনিবর নীলাচল গিরি। আচরহ জগন্নাথ আজ্ঞা অনুসারি ॥ চলিলা নারদ মুনি হরিষ হিয়ায়। উঠিল বীণার ধ্বনি জগত যুড়ায় ॥ হা হা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ধায়। দেখিল সে মুখচন্দ্র ত্রিজগত রায় ॥ যত২ অবতার আশ্রম সদন। সব কালারস গুণ প্রসন্ন বদন ॥ দেখিল মঙ্গল যত জীবের জীবন। দেখিলে আনন্দময় যুড়ায় নয়ন ॥ চরণে পড়িয়া মুনিবলে করযোড়ি কৃপা কর জগন্নাথ আইল যুগ কলি ॥ শুনিয়া ঠাকুর কিছু ঈষদ হাসিল। কর পরশিয়া তারে নিভৃতে কহিল ॥ পরম নিগুঢ় কথা কহি তব স্থানে। বৈকুণ্ঠে চল মুনি আমার বচনে ॥

পাহাড়ী রাগ। দীর্ঘছন্দ।

বৈকুণ্ঠের এক স্থান, মহাবৈকুণ্ঠ নাম, গৌর সুন্দর তার রাজা। লক্ষ্মী অধিক নারী, একহু পুরুষ হরি, সুখময় সকল পরজা ॥ রাধিকা রুক্মিণীদাসী, এই দুইমহিষী, তার অংশে যতেক নাগরী ॥ শত২ শাখা ভক্তি, এ দুঁহার ধরে শকতি, সেবা করে হয়ে অনুচারী ॥ আর দেবী সত্যভামা, রূপে গুণে অনুপমা, সব বৈদগ্ধির সীমা। লীলা বিলাস লাবণ্য, সর্ব্বকলা রসধন্য, ত্রিজগতে রমণী পরমা ॥ সঙ্গীত বলিয়া যারে, তাল সঞ্চরন স্বরে, সব ব্রহ্ম জগতে বাখানি। বলিয়ে পঞ্চম বেদ, যে বুঝ এসব ভেদ, বুদ্ধিরূপা [illegible]াণী২ ॥ পুরুষ ঠাকুর অংশ, সকল বৈষ্ণব বংশ, রঙ্গনামা পুরী। ঐছন মহিমা তার, কহিতে শকতি কার, এক মুখে কহিতে না পারি ॥ যতেক গোপিকাগণে, রাস কৈলা বৃন্দাবনে, রাধা আগে করি সবে সেবা। দ্বারকায় আছিল যত, রুক্মিণীর অনুগত, আর যত সব অনুভবা ॥ ভক্তিবিন্দু নাহি তায়, নিরবধি যশ গায়, স্বতন্ত্র হইয়া পরাধীনা। মুক্ত পুনঃ সব জন, প্রাকৃত জনের হেন, ভকতি করয়ে যেন দীনা ॥ সালো[illegible]াদি চারি মুক্তি, বৈকুণ্ঠনাশের শকতি, ভকতিহীন আপনে স্বতন্ত্র। লক্ষ্মী সম্পদময়, দীনভাব নাহি তায়, তার ভকতি করে পর

তন্ত্র ॥ শর্করা সে আপনে, নিজ স্বাদ নাহি জানে, পরজনে করে উপভোগ। ঐছন মুকতিপদ, ভকতিপথে দেয় বাদ, সবোপর প্রেমভকতি যোগ ॥ বিধাতার অগোচর, সে পুরী আমার ঘর, দয়ার কারণে আইল হেথা। চৈতন্য সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, গৌর দীর্ঘ কলেবর, দেখিয়া ঘুচাহ মম ব্যথা ॥ সেরূপ দেখিবে তথা, সে রূপ আসিব এথা, কীর্ত্তন করিব পরচার ঘুচাহ সকল দুঃখ, প্রকাশিব প্রেমসুখ, কলি লোক করিব নিস্তার ॥

বরাড়ি রাগ।

চলিলা নারদ মুনি, শুনি অপরূপ বাণী, বেদে আগোচার এই কথা। বৈকুণ্ঠের পর যাঁর, বৈকুণ্ঠ দেখিব আর, সকল ভুবনে গুণ গাঁথা ॥ মুকতি পর মুকতি আর, ভাগবত পর চার, শুনিল নিগূঢ়যত কথা। লোক বেদ অবিদিত, অবিহিত কবেকত, বেকত দেখিব আজ তথা ॥ অনুরাগে ধায় মুনি, বীণার শব্দ শুনি, বৈকুণ্ঠ পরজা হরষিত। বৈকুণ্ঠের দ্বারে যাঞা, আনন্দে বিহ্বোল হঞা, সুমঙ্গল গায় সুললিত ॥ দেখিল বৈকুণ্ঠনাথ, সব পারিষদ সাথ, বসিয়াছে স্বর্ণ সিংহাসনে। পড়িয়া চরণতলে, মুনি পরনাম করে, তুলি পঁহু করে আলিঙ্গনে ॥ হাসি২ কহে পঁহু, কি তোর হৃদয়ে রহু, কহ মুনি অন্তর সত্বরে। উৎকণ্ঠা হৃদয়ে মোর, পালিব অন্তর তোর, অগোচর করিব গোচরে ॥ কর যুড়ি বলে মুনি সর্ব্ব অন্তর্য্যামী তুমি, তোমাকে মো কি কহিব আর। দারু ব্রহ্ম দ্বারে মোরে, যে কহিলা নীচাচলে, সে রূপ মো দেখিব তোমার ॥ পুনঃ কহে গুণমণি, নিভৃতে কহিয়ে আমি, সেইরূপ সহজ স্বরূপ। তার ছায়া মায়া যত, অবতার শত২ অবিরয়ে পরম উদ্যোগ ॥ যার শকতি ছায়া মায়া, আমিত ব্যপিত তাহা, সর্ব্বময় বিষ্ণু২ সর্ব্ব। লক্ষ্মী মোর অনুচরী আর এই মুকতি চারি, আরচিত পরম সন্দর্ভ ॥ যাঁর ছায়া বিষ্ণু আমি, সম্পদ ছায়া লখিমী, বৈকুণ্ঠের যে বৈকুণ্ঠ। মুক্ত ছায়া চারি মুক্তি, সব আবরিত ভকতি, সঙ্গে নাথ

সে পহু বৈকুণ্ঠ ॥ রাধা মাত্র প্রকৃতি, প্রেমময় আকৃতি, যার বশ পুরুষ প্রধান। প্রকৃতি দক্ষিণ বাম, রুক্মিণী শকতি নাম, তিন গুণ শকতি সন্ধান ॥ নিশ্চয় বচন মোরী, অমরা সে গৌরহরি, প্রকট করুণা কল্পতরু। চল মুনি চল যাই, সেই মহাপ্রভু ঠাঞি, সকল ভুবনে শিক্ষাগুরু ॥ চলিলা মুনীন্দ্র রায়, বীণা হরিগুণ গায়, আনন্দে অবশ অঙ্গ কাঁপে। পুলকিত সব গা, আপনি মস্তক গা, প্রেমবারি দুনয়ন ঝাপে ॥ আচম্বিতে বায়ু বহে, জুড়ায় অন্তর দেহে, লাখ হেমকর জিনি জ্যোতি। শ্রীপাদ পদ্ম গন্ধে, অবশ শরীর বান্ধে, যে দেখিয়ে সেই কামকান্তি ॥ অনেক মদন রায়, অনুগত কাজে ধায়, প্রেম বিনু না দেখিয়া লোক। না দিবা রজনী জানি, না দেখিয়া ভিনা ভিমি, সর্ব্বলোক হরিষ অশোক ॥ গমন নটন লীলা, বচন সঙ্গীত কলা, নয়ন চাহনি আকর্ষণ। রঙ্গ ভিন্ন নাহি অঙ্গ, ভাব বিনী নাহি সঙ্গ, রসময় দেহের গঠন ॥ সব তরু কল্পদ্রুম, তহি এক নিরূপম, রত্ননদী তার দুই শাশে। স্বর্ণ সিংহাসনে তায়, বসিয়া গৌরাঙ্গরায়, অমৃত মধুর লহু হাসে ॥ শাখা মঙ্গল ঘটে, সিংহাসন সুনিকটে, বাম পদাঙ্গুষ্ঠে পরশিয়া। রতন প্রদীপ জ্বলে, যেন দিন দিবাকারে, আলোকিত ভুবন ভরিয়া ॥ রাধিকা করিয়া কাছে, অনুচরী চারি পাশে, রতন কলসী করি করে। বাম পাপে রুক্মিণী, সঙ্গে ক্ষত সঙ্গিনী, রত্ন স্বর্ণঘটে জল ভরে ॥ লগ্নজীতা জল ভরে, দেই নিন্দবিন্দা করে, মিত্রবৃন্দা সুলক্ষণা বরে। সে দেই রুক্মিণীর হাতে, দেবী ঢালে প্রভু মাথে, অভিষেক স্বরনদী জলে ॥ তিলোত্তমা জল ভরে, দেই মধুপিয়া করে, মধুপ্রীয়া চন্দ্রমুখী করে। সে দেই রাধিকা করে, রাই ঢালে প্রভু শীরে, অভিষেক কৈল গঙ্গাজলে ॥ সত্যভামা তদন্তরে, দিব্য গন্ধ করি করে, দিব্য বস্ত্র মালা অলঙ্কার। লক্ষণা সুভদ্রা ভদ্রা, সত্যভামা পর তন্ত্রা, অনুক্রমে করে দেই তার ॥ আর দিব্য নারী যত, চারি পাশে শত শত, দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কারে। রতন তবক

করে, বক্ষে প্রভুর বরাবরে, জয় জয় মঙ্গল উচ্চারে॥ বৈকুণ্ঠ নাথের স্থান, ইহা বহি নাহি আন, আগমে কহিল হোধ্যান। হেন গৌর কলেবর, মন্ত্র চারি অক্ষর, সহজে বৈকুণ্ঠনাথ শ্যাম॥ শ্যাম দেহ চারি হাত, ধরয়ে বৈকুণ্ঠনাথ, চারি হাতে চারি অস্ত্র তার। হেম বরণিয়া প্রভু, হেম সঙ্গে বোলে লহু, দ্বিভুজ শরীর শুন সার॥ ঐছন সময়ে মুনি, দেখি গৌর গুণমণি, বিহ্বোলে পড়িয়া ভূমিতলে॥ আখি মিলিবার নারে, পুনঃ চাহে দেখিবারে, সিমাইয়া নয়নের জলে॥ স্নান সমপিয়া পহু, হাসি কহে লহু২, নারদে তুলিয়া কৈল কোলে॥ ঘুচিল সংশয় চিন্তা, খণ্ডিল মনের ব্যথা, পহুঁ পিয় লহু২ বোলে॥ বলে মহাপ্রভু, হেন নাহি দেখি কভু, না দেখিলে না শুনিলে আমি। জনম সফল আজি দেখিনু সুমায়াবাজী, ধন্য২ আপনাকে মানি॥ ব্রহ্মাদি না জানে তত্ত্ব, অবতারে অবিদীত, অচিন্ত্য বলিয়া বোলে তোমা। জ্যোতির্ম্ময় বোলে কেহো, মুখে না নির্ব্বেচে সেহো, কহিবারে নাহিক উপমা॥ কেহো বোলে পরাৎপর, প্রধান পুরুষবর, বিচারে না করি নিরূপণ। সর্ব্বময় তোর শক্তি, দেখিয়া না পায় মুক্তি, অগোচর তোর আচরণ॥ সহস্র ফণী অনন্ত, না পাঞা গুণের অন্ত, দুজিহ্বা ধরিল সবমুখে। না পাইল গুণের ওর, ঐছন ঠাকুর গৌর, কৃপা বলে দেখিল তোমাকে॥ যে পুনঃ আরতি করে, তুয়া পদ অনুসারে, নানা বুদ্ধি নহে একমত। কেহ বলে সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্মবাদী সংখ্যযোগী, স্থূল যেবা করয়ে ভকত॥ কেহ বেদ অনুসারে, নিত্য ধর্ম্ম কর্ম্ম করে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনুগত। বেদান্ত সিদ্ধান্ত সেই, সমাধানে নাহি পাই, নির্ব্বাচন নহে কেহ মাত্র। অন্যান্য বিরোধী কেনে, ইহা নাহি অনুমানে, কহে পুনঃ এক অদ্বৈত। না বুঝি তোমার মর্ম্ম পক্ষ ধরি করি কর্ম্ম, তোর কথা সব অবিনীত॥ এবে পদ পরপাদে, নিরবধি প্রাণ কান্দে, ছাড়িয়া ইহার ক্রমে মুক্তি। পুনঃ জনমিয়া আর, করি কৃষ্ণ সংসার, আচরয়ে এই প্রেমভক্তি॥ ঐছন

নারদ বাণী, শুনি কহে গুণমণি, চল চল মুনিবররাজ। কলি লোক নিস্তারিব, নিজ প্রেম প্রকাশিব, জনমিব নদীয়া সমাজ॥ পৃথিবা চলহ তুমি, শ্বেতদ্বীপে আছি আমি, বল রাম নামে সহোদর। অনন্ত যাহার অংশ, একাদশ রুদ্রবংশ, সেবা করে মহেশ ঈশ্বর॥ রেবতী রমণী সঙ্গে, আছয়ে বিনোদ রঙ্গে, ক্ষীর জলনিধি মহীমাঝে॥ যত অবতার তায়, সেই মাত্র সহায়, আগে করি করি নিজকাযে॥ চল চল মুনি রাজ, গোচর করিহ কায, কহিয়া কহিয়া পরবন্ধ। নিজ২ অংশ লঞা, পৃথিবী জনম গিয়া, সুনাম ধরহ নিত্যানন্দ॥ শুনিয়া ঠাকুররাণী, আনন্দে নারদ মুনি, হিয়া সুখে বলে হরিবোল। কহিল লোচন দাস, এ দুহাঁর সম্ভাষ, শুনি উঠে হিল্লোল॥

কেদার রাগ।

জগত-জীবন গোরাচাঁদ। অখিল জাবের মন,
করাইল চেতন, বান্ধল দিয়া প্রেমফাঁদ॥

নারদে বিদায় দিয়া বসিলা ঠাকুর। আপন অন্তর কথা তুলিল অঙ্কুর॥ পৃথিবীতে জনম লভিল যে কারণে। তত্ত্ব কহি সবজন শুন সাবধানে॥ নিজ বৃন্দ লয়ে প্রভু কহে নিজ কথা। মহামহেশ্বর করে পৃথিবীর চিন্তা॥ ডাহিনে রাধিকা বামে দেবী দেবী যে রুক্মিণী। আহার অন্তরে যত প্রধান রঙ্গিণী। প্রাণনাথ প্রিয় কথা শুনিল শ্রবণে॥ লাখ লাখ আখি এক সুন্দর বদনে॥ অনেক চকোর যেন একচাঁদ আশে। পিবই অমীঞা শ্রীমুখ পরকাশে॥ যুগে২ জন্ম মোর পৃথিবীর মাঝে। সাধুজন ত্রাণ ধরম রাখিবার কাজে॥ ধর্ম্ম সংস্থাপন করনা বুঝয়ে কেহ। অধিকে বাড়ল পাপ পরমাদ এহ॥ সত্যযুগে অধিক ত্রেতায় বাড়ে বাপ। দ্বাপরে তাহারধিক এবড় সন্তাপ॥ কাল ঘোর অন্ধকারে নাহি ধর্ম্মলেশ। করুণা বাড়ল দেখি সর্ব্বজন ক্লেশ॥ ধর্ম্ম সংস্থাপন হেতু মোর অবতার। অধর্ম্ম বাঢ়য়ে পুনঃ কি কাজ আমার॥ ঐছন জানিয়া দয়া উপজিল চিত্তে। জনম

লভিল নিজ প্রেম প্রকাশিতে ॥ ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম ভকতি প্রকাশিয়া। বুঝাইব লোক ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারিয়া ॥ নবদ্বীপে জন্ম মোর শচীর উদরে। গঙ্গার সমীপে বিপ্র জগন্নাথ ঘরে ॥ অন্য অবতার হেন অবতার নহে। অসুর সংহার হেতু পৃথিবী বিজয়ে ॥ মহাকায় মহাসুর মহাঅস্ত্র মোর। মহাবলে সংহার করিয়া করো চুর ॥ এবে সেই জন সব হৃদয় আসুরি। খড়্গ ছেদ্য নহে অস্ত্র বলে কিবা করি ॥ নাম গুণ সঙ্কীর্ত্তনে বৈষ্ণবের শকতি। প্রকাশ করিব আর নিজ প্রেম ভকতি ॥ এইমতে কহি পাপ করিনু সংহার। সবে চল আগে পাছে নাহিক বিচার ॥ শুনহ সব লোক হঞা একচিতে। চৈতন্যমঙ্গল কথা অপূর্ব্ব রচিতে ॥

বড়ারি রাগ ত্রিপদীছন্দ।

চলিল নারদ মুনি, উঠিল বীণার ধ্বনি, পানি পদ না চলয়ে আর। যাইতে না পথ দেখে, প্রেমজলে আঁখি ঢাকে, টলমল যেন মাতোয়ার ॥ পদ দুই চারি যাই, পুনঃ পড়ে সেই ঠাঞি, কৃষ্ণনাম গদ২ বলে। অনেক শকতি উঠি, ধরিয়া ধরণী কটি, নদী বহে নয়নের জলে ॥ ক্ষণে মহা উন্মাদ, হুহুঙ্কার সিংহনাদ, গোরারূপ হৃদয়ে ধেয়ান। বাহ্য নাহি অন্তরে, নাচিনে আপন পরে, সবে এক গৌর গেয়ান ॥ কোটী রবি তেজ যেন, অঙ্গে নিকশয়ে হেন, নারদ চলিল অন্তরীক্ষে। উত্তরিল সেই ধাম, যথা প্রভু বলরাম, চমক নগর শ্বেতদ্বীপে ॥ পুরী পরিসরে রহি, চমকি চৌদিগে চাহি, লাখ লাখ হেমকর জ্যোতী। বায়ু বহে মন্দ মন্দ, দিব্য সে কুসুম গন্ধ, প্রতিদ্বারে নামে গজ মতি ॥ সত্বগুণ সব জন, নাহি কারো ভিন্নাভিন্ন, সবজন সবাকার বন্ধু। যেখানে যে দেখে দিঠি, সেই সে অধক মীঠি, বলদেব ময় ক্ষীরসিন্ধু ॥ দেখিয়া নারদ মুনি, ধন্য২ মনে গণি, ধন্য ধন্য আপনি বাখানি। ত্রিজগত নাথ স্বামী, দেখিব নয়নে আনি, কান্দিয়া পড়িব দুচরণে ॥ সেই বলরাম রায়, যুগে২ সহায়, করি কৃষ্ণ করে অবতার।

খেলয়ে বিবিধ খেলা, অনন্ত বিনোদ খেলা, করি করে অসুর সংহার ॥ সেই প্রভু বলরাম, নিজ অংশে তিন ঠাম, রহি করে কৃষ্ণের পিরীতি। আদ্য মধ্যে আর অন্ত্য, যার অংশ অনন্ত, এক ফণায় ধরে রহে ক্ষিতি ॥ আপন ঈশ্বর হঞা, শ্বেতদ্বীপ মাঝে রঞা, বিলাস করয়ে নানা রঙ্গে। সর্ব্বোপরি পরিণাম, সেই মহাপ্রভু ঠাম, সেবা করে অপরূপ অঙ্গে ॥ গমনের কালে ছত্র, বসিতে আসন বস্ত্র, শয়নের কালে হয় শয্যা। প্রলয়ে যে বটপত্র, মহারণে দিব্য অস্ত্র, নানারূপে হয় পরিচর্য্যা ॥ এক অংশ সেবা করে, আর অংশে মহী ধরে, হেন প্রভু বলরাম মোর। ত্রিজগত অধিরাজ, দেখিব ক্ষীরোদমাঝ, পহু আজ্ঞা করিমু গোচর ॥ এই দুই প্রভু মাত্র, যেন রাজ মহাপাত্র, পৃথিবী পালয়ে এক মূর্ত্তি। আর যত রুদ্রবংশ, শেষ তার অংশ অংশ, অবতার করি বহে ক্ষিতি ॥ হেন মনঃ কথা রসে, মুনি ভেল পরকাশে, পুরী প্রবেশিল মহানন্দে ॥ দেখি ত্রিজগত নাথ, সব পারিষদ সাথ, অপরূপ বলরাম চাঁদে ॥ অঙ্কুর পর্ব্বত যেন বসি শ্বেত সিংহাসন, তমৃত মধুর লহু হাসে। রাঙা উৎপল আঁখি, ঢুলু ঢুলু হেন দেখি, আধ মুদিল জানি কেশে ॥ তারক ভ্রমর আধ, আচ্ছাদিল তার সাধ, আধ উদাস আধ দেখি। মণি মুক্তা প্রবাল, দিব্য রত্নময় হার, অলঙ্কারে অঙ্গ নাহি দেখি ॥ আলিস বালিস করে, বামকর দিয়া শিরে, ডাহিনে রেবতী কর ধরে। রেবতী তাম্বুল করে, দেই প্রভু অধরে, অনুরাগে বদন নেহারে ॥ অনুচরী চারি পাশে, চামর ঢুলায় হাসে, কঙ্কণ কিঙ্কিণি ধ্বনি শুনি। কেহ বেণু বীণাবায়, কেহ রসগীত গায়, তাল শঙ্খ পরম রমণী ॥ তাহার অন্তরে যত, অনুগত শত শত, যার যেই নিজ নিয়োজিত। ঐছন সময়ে মুন, করিল বীণার ধ্বনি, ঠাকুর দেখিল আচম্বিত ॥ বিহ্বোল নারদ মুনি, টলমল পড়ে ভূমি, ঠাকুর তুলিয়া কৈল কোলে। চিরদিন অনুরাগে, দেখিনু মো মহাভাগে, তুষিল শীতল প্রিয় বোলে ॥ হাসি

সম্ভাষয়ে পঁহু, কহ কোথা হৈতে তুহু, রহস্য করিবে হেন বাসি। কহনা কেমন কায়, শুনিতে হৃদয় মাঝ, আনন্দ উঠয়ে রাশি রাশি॥ সম্ভ্রমে কহয়ে মুনি, কি কহিতে আমি জানি, তুমি প্রভু সর্ব্ব অন্তর্য্যামী। যে কিছু কহিতে পারি, সেই কথা অনুসারি, যে জুয়ায় কর প্রভু তুমি॥ কলি পাপময় যুগে, না দেখি নিস্তার লোকে, দয়া উপজিল প্রভু চিত্তে। পালিব ভকত জন, আর ধর্ম্ম সংস্থাপন, জনম লভিব পৃথিবীতে॥ অধর্ম্ম বিনাশ কাজে, আর কিবা মর্ম্ম আছে, হেন বুঝি আকার ইঙ্গিতে। প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে, ঘোষণা দিবার তরে, শুনি প্রভু ভেল আনন্দিতে॥ সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদে, জনমহ পৃথিবীতে, সুনাম ধরহ নিত্যানন্দ॥ তোমার অগোচর নহে, প্রভুর কর্ম্ম সঙ্গদেহে, আজ্ঞা করিলা গৌরচন্দ্র। শুনি বলরাম রায়, আনন্দে চৌদিকে চায়, অট্ট অট্ট হাসি উচ্চনাদে। ঘন ঘন হুহুঙ্কার, নয়নে বহয়ে ধার, আপনা পাসরে প্রেমানন্দে॥ আজ্ঞা দিলা নিজজনে, পৃথিবী কর আগমনে, প্রভু আজ্ঞা পালিবার তরে। শুনহ নারদ মুনি, জনম লভিব ভূমি, অগোচর করিব গোচরে॥ ঐছন অমৃত কথা, শুন গোরা গুণগাঁথা, সবজন কর অবধানে। সব অবতার সার, কার গোরা অবতার, বিচার করহ মনে মনে॥ তৃণ ধরে দশমে, বোলোঁ মো কাতর মনে, গোরাগুণে না করহ হেলা। সংসারে না দেহ মাত, কর কৃষ্ণে পিরীতি, সংসায় তরিতে এই ভেলা॥ কভু নাহি হয় যেই, গোরা অবতার সেই, হইব পরম পরকাশ। নির্জ্জীবে জীবন পাবে, অন্ধে পথ বিচারিবে, গুণ কহে এ লোচন দাস।

বড়াড়ি রাগ।

অবতার অরে ভাইরে ভাই।
গোরাচাঁদ বিনে দয়াল আর নাই॥ ধ্রু॥

হেনমতে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা কৈল। নিজ নিজ অংশে সবে জনম লভিল॥ মহেশ ঠাকুর সব আগে আগুয়ান।

ব্রাহ্মণের কুল জন্ম কমলাক্ষ নাম॥ পড়িয়া শুনিয়া গুণ পরবীণ হৈল। অদ্বৈত আচার্য্য বলি পদবী লভিল॥ সেই মহা মহেশ্বর সত্ত্বরূপ ধরে। তমোগুণ বলি যাঁরে ঘোষয়ে সংসারে॥ অন্তর বাহ্য বিচার না কহিবা কহে পুনঃ। বাহ্য আচরণে দেখি বোলে তমোগুণ॥ কৃষ্ণের কেবল পর সত্য হরিহর। পরাকৃত হয় তমোগুণের ভিতর॥ পরমার্থ ভকত বলিরে তমোগুণী। অধর্ম্ম বলিয়ে অল্প জনে মরে জানি॥ এক মনে হরিহর বোল তমগুণ। অবজ্ঞা না কর সভে মোর বোল শুন॥ মনে অনুমান করি করহ বিচার এতেক বলিয়া গোরা অবতার সার॥ সবঅবতার তাঁর খেলার সংহতি। বলরাম জনম লভিব এই ক্ষিতি॥ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম যুগ অনুরূপে। নিত্য আনন্দ কন্দ সহজ স্বরূপে এক অংশে যাহার সহস্র ফণা ধরে। এককলা মহী ধরে সৃষ্টি রাখিবারে॥ পদ্মাবতী উদরে জনম বলরাম। পিতা হাড়ো ওঝা পরমানন্দ নাম॥ পিতামাতা নাম থুইল কুবের পণ্ডিত। সন্ন্যাস আশ্রমে নিত্যানন্দ সুরচিত॥ শুক্লা ত্রয়োদশী শুভযোগ মাঘমাসে। পৃথিবীতে জনম হইল পরকাশে কাত্যায়নী জনম হইল মহীমাঝে। সীতা নাম ধরে বিপ্র কুলের সমাজে॥ অদ্বৈত ঠাকুর সনে একত্র বিলাস। দোঁহে মিলি প্রেম ভক্তি করে পরকাশ॥ আমি অল্পবুদ্ধি কাম কান্ত নাহি জানি। অবতার নির্ণয় বা কেমনে বাখানি॥ মহন্তের মুখে যেই শুনিয়াছি কাণে। তাহা কহিবারে নারি শতেক বদনে॥ আমার শকতি নাহি করিতে নির্ণয়। নাম লই এই মাত্র যাঁর যেই হয়॥ আগে পিছে বিচার কেহ না করহ মনে। অক্ষরানুরোধে গ্রন্থ নাহি হয় ক্রমে॥ বৈষ্ণব জনম কথা শুন মন দিয়া। হেলা না করিহ কেহ শুন মন দিয়া॥ শচীদেবী জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর। আপনে ঠাকুর জন্ম লৈলা যাঁর ঘর॥ গোপীনাথ কাম কাশীমিশ্র ঠাকুর। চৈতন্য সম্মত পথে আনন্দ প্রচুর॥ পণ্ডিত শ্রীগদাধর গদার ধর দাস। মুরারি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস॥ রাম রামা-

নন্দ আর বসুদেব দত্ত। হরিদাস ঠাকুর গোবিন্দ অনুগত॥ ঈশ্বর মাধবপুরী বিষ্ণুপুরী আর। বক্রেশ্বর পরমানন্দ পুরী শুক্লাম্বর॥ পণ্ডিত জগদানন্দ আর বিষ্ণুপ্রিয়া। রাঘব পণ্ডিত আদি পৃথিবী আসিয়া॥ রামদাস গৌরদাস আর যে সুন্দর। কৃষ্ণদাস পুরুষোত্তম এক মালাকার॥ পরমেশ্বর দাস আর বৃন্দাবন দাস। কাশীরাম রূপ সনাতন পরকাশ॥ গোবিন্দ মাধব ঘোষ বসুঘোষ আর। সভে মেলি আসি কৈল পৃথিবী প্রচার॥ দামোদর পতি মিলিয়া পঞ্চ ভাই। জনম লভিল পৃথিবীতে এক ঠাঁই॥ পুরন্দর পণ্ডিত আর পরমানন্দ বৈদ্য। পৃথিবী আইলা যত ছিল অন্য আদ্য শ্রীনরহরি দাস যে ঠাকুর আমার। বিশেষ কহিব কিছু চরিত্র তাঁহার॥ তাঁহার মহিমা আমি কি বলিতে জানি। আপনার বুদ্ধির শক্তি সেই অনুমানি॥ অভিমান কেহ কিছু না করিহ মনে। প্রণতি করিয়ে নিজ গুরুর চরণে॥ যাঁর পদ পরসাদে আমা হেন ছার। তোমরা ঠাকুর গুণ কহত সভার॥ শ্রীনরহরি দাস যে ঠাকুর। বৈদ্যকুলে মহাকুল প্রভাব যাহার॥ অনর্গল কৃষ্ণপ্রেমা কৃষ্ণ সব তনু। অনুগত জনে না বুঝায় প্রেম বিনু॥ অসংখ্য জীবের দয়া কাতর হৃদয়। কৃষ্ণ অনুরাগে সদা অথির আশয়॥ রাধাকৃষ্ণ রসে তনু গড়িয়াছে যেন। ভাবেতে উদয় কলি যমুনা ঐছন॥ ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে রাধা রসের আবেশ। রাধাকৃষ্ণ রস মূর্ত্তি অন্তর প্রকাশ॥ চৈতন্য সম্মত পথে সে শুদ্ধবিচার। অতুল সরস আর ভাব অবতার॥ সকল বৈষ্ণব আর্য্যে সমান পিরীত। সকল সংসারে যার নির্ম্মল পিরীতি॥ তার ভ্রাতৃপুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর। সকল সংসারে যশ ঘোষয়ে প্রচুর॥ কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগজন শোহে। নাহি ভিন্না ভিন্ন সব সমান সিলেহে॥ সর্ব্বদা মধুরবাণী বোলয়ে বদনে। সর্ব্বকাল না দেখিল উৎকট কখনে॥ চারি মাধু লীলা বিলাস লাবণ্য। রসময় দেহ যেই এ সংসারে ধন্য॥ পিতা যাঁর মহামতি শ্রীমুকুন্দ দাস।

চৈতন্য সম্মত পথে মধুর বিশ্বাস ॥ কি কহিব আর অন্য পারিষদ যত। পৃথিবীতে আইলা সভে নাম লব কত। সমুদ্রের জল যদি কলসী প্রমাণি। পৃথবীর রেনু যবে এক এক গণি ॥ আকাশের তারা যবে গণিবারে পারি। তবু গোরা অবতার লিখিবারে নারি ॥ মুই অতি অল্প-মতি কি কহিব আর। মুরুখ হইয়া করো বেদের বিচার ॥ অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্যরত্ন চাহে। খর্ব্ব যেন চন্দ্র ধরি-বারে চাহে ধাহে ॥ পঙ্গু মহী লঙ্ঘিবারে করে অহঙ্কার। ক্ষুদ্র পিপীলিকা চাহে গিরি বাহিবায় ॥ ঐছন আমার আশা হৃদয়ে বিলাস। গোরা অবতার কথা করিতে প্রকাশ করযোড় করি বলোঁ শুন সর্ব্বজন। বাচাল করয়ে গোরা গণে মুনিগণ ॥ নির্জ্জীবে কহয়ে যেন চাটু প্রকট বাণী। নিঃশব্দে কহয়ে প্রকট পটু বাণী ॥ না পড়ি মুরুখ কহে ব্রহ্মার কাহিনী। সেই মত আজ্ঞা আমি কিছুই না জানি ॥ পৃথিবী জনম মহা মহাভাগ যত। কৃষ্ণের গোপন কথা করয়ে বেকত ॥ এ কারণ করুণা করয়ে সর্ব্বজীবে। মাতা পিতা দুরন্ত তনয় যেন সেবে ॥ ঐছন প্রভুর কৃপা দেখিয়া অগাধ। অধম হইয়া করোঁ অমৃতের সাধ ॥ শ্রীনরহরি দাস যে দয়াময় দেহ। পাতকী দেখিয়া দয়া বাঢ়ল সিলেহ দুরন্ত পাতকী অন্ধ অতি দুরাচারে। অনাথ দেখিয়া দয়া করিলা আমারে ॥ তাঁর দয়াবলে আর বৈষ্ণব প্রসাদে। এই ভরসায় পুঁথি হইবে অবধানে। করযোড় করি বলো কাতর বয়ানে। আত্ম নিবেদন মুঞি বৈষ্ণব চরণে ॥ মোরাধিক অধম নাহিক মহীমাঝে। বৈষ্ণবের কৃপাবলে সিদ্ধি হউক কাযে ॥ দশনে ধরিয়া তৃণ এ লোচন দাস। প্রণতি কাকুতি করোঁ পুরু মোর আশ ॥ সূত্রখণ্ড সায় কথা কহিল কথন। অবতার আদিখণ্ড কহিব এখন ॥

ইতি শ্রীচৈত্যমঙ্গলে সূত্রখণ্ড সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থঃ।

আদি খণ্ড।

জয় জয় গদাধর চৈতন্য নরহরি। জয় জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বশক্তিধারী॥ জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহেশ্বর। জয় জয় গৌরাঙ্গে ভক্ত মহাবর॥ সভার চরণধূলি মস্তকে করিয়া। আদি খণ্ড কথা কহি শুন মন দিয়া॥ সর্ব্ব নিজ জন যবে জনম লভিল। সাজ সাজ বলি শব্দ ঘোষণা পড়িল॥ পৃথিবী চলিব আর নাহিক বিলম্ব। আপনে ঠাকুর শচী-গর্ব্ভে অবিলম্ব॥ জয় জয় শব্দ হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া। দেব নরগণ দেখে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥ কেহ যারে বলে জ্যোতি-র্ম্ময় সনাতন। কেহ যারে বলে সূক্ষ্ম স্থূল নারায়ণ॥ কেহ যারে বলে স্থূল সূক্ষ্ম ব্রহ্ম করি। সে জন শচীর গর্ব্ভে অবলম্ব করি॥ তেজোময় বায়ুরূপে গর্ব্ভে বাড়ে নিতি। দেখিয়া সকল লোকে বাড়য়ে পিরীতি॥ এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে। শচীর উদরে মহানন্দ পরবেশে॥ দিনে দিনে তেজ বাড়ে শচীর উদরে। দেখিয়া সকল লোকে হরিষ অন্তরে॥ না জানি এ কোন জন আইল শচী ঘরে। ঘরে ঘরে এইমত সভাই বিহারে॥ ছয় মাস পূর্ণ হৈল শচীর উদরে। অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ঘরে॥ হেনই সময়ে এক অদ্ভুত কথা। আচম্বিতে অদ্বৈত আচার্য্য আইলা তথা॥ ঘরে বসিয়াছে জগন্নাথ দ্বিজবর্য্য। সম্ভ্রমে উঠিলা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য॥ অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাই সর্ব্ব গুণধাম। ত্রিজগতে ধন্য যার নাহিক উপাম॥ দেখি মিশ্র পুরন্দর বড়ই সম্ভ্রমে। বসিতে আসন আনি দিলা সেইক্ষণে॥ চরণের ধূল

লইল শিরের উপর। সম্ভ্রমে আচার্য্য কৈল বিনয় বিস্তর॥ পাদ প্রক্ষালনে জল দিল শচীদেবা। শচী দেখি সম্ভ্রমে উঠিলা অনুরাগী॥ অনুরাগে রাঙ্গা দুই কমললোচন। বাষ্প ঢল ঢল আঁখি অরুণ বদন॥ সকম্প অধর গদ গদ কণ্ঠ স্বর। ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল॥ শচী প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম। চমকিত শচীদেবী দেখি অবিধান॥ জগন্নাথ সসন্দেহ শচী সুবিস্মিতা। কি কর কি কর বলি হৃদয়ে দুঃখিতা॥ জগন্নাথ বলে শুন আচার্য্য গোঁসাই। তোমার চরিত্র বুঝিবারে কেহ নাই॥ দয়া কর কহ যদি ঘুচাহ সন্দেহ। নহে চিন্তা অগ্নে আমি পোড়াইব দেহ। আচার্য্য কহিল শুন মিশ্র পুরন্দর। জানিবে সকল পাছে কহিল উত্তর॥ পুলকিত সর্ব্ব অঙ্গ জানিয়া সন্দর্ভ। গন্ধ চন্দন তৈলে লেপে শচীর গর্ভ॥ সাত প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম। না কহিয়া কিছু গেলা আপনার স্থান॥ এথা শচী জগন্নাথ মনে অনুমানে। মোর গর্ভ বেদনা করিল কি কারণে॥ আচার্য্য গোসাঞি কৈল গর্ভের বেদনা। কোটী গুণ তেজ শচী পাসরে আপনা॥ সব সুখময় দেখে না দেখয়ে দুঃখ। সব দেবগণ দেখে আপনি সম্মুখ॥ ব্রহ্মা শিব সনকাদি যত দেবগণ। উদর সম্মুখে করি করয়ে স্তবন॥ জয় জয় অনন্ত অদ্বৈত সনাতন। জয়াচ্যুতানন্দ নিত্যানন্দ জনার্দ্দন॥ জয় সত্ব রজঃ তম প্রকৃতির পর। জয় মহাবিষ্ণু কারণ সমুদ্র ভিতর॥ জয় পরব্যোমনাথ মহিমা বিস্তর। জয় সত্ব পরসত্ব বিশুদ্ধ সত্বাকার॥ জয় গোলোকের পতি রাধার নাগর। জয় জয় অনন্ত বৈকুণ্ঠ অধীশ্বর॥ জয় জয় নিশ্চিন্ত ধীর ললিত। জয় জয় সর্ব্ব মনোহর নন্দসুত॥ ইথে কলিযুগে শচী গর্ভেতে প্রকাশ। আপনে ভুঞ্জিতে আইলে আপন বিলাস॥ জয় জয় পরমানন্দ দাতা মহা-প্রভু। এ হেন করুণা আর নাহি দেখ কভু॥ আপনা আপনি দাস হৈলে কলিকালে॥ পাত্রাপাত্র বিচার না কৈলে গদাধরে॥ যে প্রেম যাচিঞা কর মোর সব দেবে।

না পাইল লবলেশ সুগন্ধ অনুভবে॥ সে প্রেম মধুর আপনে খাইয়া। ভুঞ্জাইবে আচাণ্ডালে দোষ না দেখিয়া॥ তুয়া প্রেম লবলেশ মোরা যেন পাই। তোর সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ গুণ যেন গাই॥ জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন দাতা গৌরহরি। ইহা বলি দেবগণ প্রদক্ষিণ করি॥ চারি মুখে ব্রহ্মা করে বহুবিধ স্তব। ভরাসিত শচীদেবী চমকিত সব॥ সর্ব্বজীকে দয়া ভেল শচীর অন্তরে। আত্মজ্ঞানে দয়া করে নাহি ভিন্ন পরে॥ দশমাস পূর্ণ গর্ভ ভেল দিশে দিশে। আপনা পাসরে দেবী মনের হরিষে। শুভক্ষণ শুভদিন পূর্ণিমার তিথি। ফাল্গুণীর শুভনিশি হিমকর জ্যোতি। চন্দ্রমা গ্রাসয়ে রাহু অদ্ভুৎ বোলে। উঠিল চৌদিগ ভরি হরি হরি বোলে॥ চৌদিগে ভরল আর দিব্য চারু গন্ধ। পরসন্ন দশদিশ বায় মন্দ মন্দ॥ ষড়ঋতু উদয় ভৈ গেল সেই বোলে। প্রভু শুভজন্ম পৃথিবীতে হেনকালে॥ অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্য জ্ঞানে চাহে। গোরা অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধায়ে॥ এক মাত্র শুনি ধ্বনি হরি হরি বোল। জন্মমাত্র প্রকাশয়ে গোরাচাঁদ মোর॥ শচীর উদয় মহা বৈকুণ্ঠ সম্পদ। আনন্দে বিহ্বোল দেবী বলে গদ গদ॥ জগন্নাথ পণ্ডিতে ডাকয়ে হাত সানে। জনম সফল দেখ পুত্রের বদনে॥ পুরনারীগণ জয় জয় দেই সুখে। আনন্দে বিহ্বোল তারা দেখিয়া বালকে॥ দেব নাগ নর কন্যা সভাই আইল। দেখিয়া গৌরাঙ্গ জয় জয় ধ্বনি কৈল॥ গৌর গা গরিমা গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড। প্রতি অঙ্গ রসরাশি অমিয়া অখণ্ড॥ দেখিতে দেখিতে সভার যুড়াল নয়ন। সভার মনে হৈল এই নাগরীর প্রাণ॥ এ হেন বালক কভু নাহি দেখি শুনি। ইহারে দেখিয়া হিয়া করয়ে কি জানি॥ মানুষের হেন ঠাম নাহি দেখি কিছু। দিব্য বিলাসিনী বলে জানিব ইহা পিছু॥ জগন্নাথ বিহ্বোল দেখিয়া পুত্র মুখ। ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তর কৌতুক॥ কত চাঁদ উদয়ে দেখিয়ে মুখখানি। প্রফুল্ল কমলদল নয়ান তাখানি॥ উন্নত নাসিকা চারু

চৌরস কপাল। ঝলমল গোরা অঙ্গ অমিয়া রসাল ॥ অধর অরুণ আর চারু গণ্ড জ্যোতি। সুন্দর চিবুক দেখি উছলে পিরীতি ॥ সিংহগ্রীবা গজস্কন্ধ বিশাল হৃদয়। আজানুলম্বিত বাহু তনু রসময়। বিশাল নিতম্ব উরু কদলীর হেন। অরুণ কমলদল দুখানি চরণ ॥ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ সে পঙ্কজ পদতলে। রথ ছত্র চামর স্বস্তিক জম্বুফলে ॥ ঊর্দ্ধ-রেখা ত্রিকোণ কুঞ্জর কুম্ভবরে। সব অপরূপারূপ অমিয়া উগারে ॥ এ হেন অদ্ভুত রূপ পৃথিবীর মাঝে। মহারাজ রাজাধিপ লক্ষণ বিরাজে ॥ ইন্দ্র চন্দ্র গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেবগণ। পৃথিবী আইল কিবা কৌতুক কারণ ॥ নয়নে লাগিল সভার অমিয়া অঞ্জন। চির অনুরাগে যেন প্রিয় দরশন ॥ জন্মমাত্র বালক হইল যেই দেখা। কত কাল ছিল যেন পূর্ব্বের সে সখা ॥ প্রতি অঙ্গে অমিয়া উপারে রাশি রাশি। নিরখিতে নয়ন হৃদয় কেন বাসি ॥ বালক দেখিয়া বুক ভরিল আনন্দে হুলহুল আঁখি করে শ্লথ নীবিবন্ধে ॥ জন্ম মাত্র দেখিল বালক এইক্ষণে। শত কোটি কাম যিনি সুন্দর বদনে ॥ হেন অনুমানি সভে দেই জয় জয়। স্বরূপে মানুষ নহে শচীর তনয় ॥ অভিনব কামদেব শচীর নন্দন ॥ শ্রবণ অমিয় যবে করয়ে ক্রন্দন ॥ আপনে গোলোকনাথ কৈল অবতার। নির্দ্ধারিব নারীগণ অনুমান সার ॥ সর্ব্বলোকনাথ অবনীতে পরকাশ। আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥

মঙ্গল ধানশী।

জয় জয় মঙ্গল পড়ে নারে জয়।

শচীর মন্দিরে আনন্দ কোলাহলে দেই জয় জয় ॥

মিশ্র পুরন্দর, আনন্দে গর্গর, গদগদ ভৈল কণ্ঠস্বরে। ইষ্ট কুটুম্ব, আনি অবিলম্ব, পুত্র মহোৎসব করে ॥ ১ ॥ মঙ্গল করহ উৎসাহ। আনন্দ শচীর মন্দিরে গোরাগুণ গাহনারে। মঙ্গল উৎসাহ করে, শচীর মন্দিরে, গোরাগুণ গায় উচ্চৈঃস্বরে। ভালিরে ভালিরে আলি, কেহ দেই করতালি, নৃত্য করে

আনন্দের ভরে ॥ ২ ॥ মঙ্গল করয়ে আনন্দ উৎসাহে কি আনন্দ শচী মন্দিরে গোরাগুণ গায়না হারে ॥ ধ্রু ॥ জয় জয় জয়, আনন্দ সুখময়, চৌদিকী ভরল নারী। কুলবধূ যত যত, আওল শত শত, বিলাইস সিন্দুর পিঠালি ॥ ৩ ॥ পুত্র করি কোলে, আনন্দে বিহ্বলে, গদগদ বোলে শচীদেবী। আশীর্ব্বাদ কর, পদধূলি দেহ বর, বালক হউক চিরজীবী ॥ ৪ ॥ বালক নহে মোর, আপনা বলি বর, দেহ সব নারীগণে। অমিয়াধিক দেহ, পরিণাম বিপর্য্যয়ে, নিমাই বলিয়া থুইল নামে ॥ ৫ ॥ এ অষ্ট দিবসে, শিশুগণ সন্তোষে, অষ্টকলাই রিলাই। নবরাত্রি মহোৎসব, আনন্দময় সব, বাজায়ে আনন্দ বাধাই ॥ ৬ ॥ বাড়য়ে দিনে দিনে, শচীর নন্দনে, অবনী পূর্ণিমার চাঁদে। কাজলে উজ্জ্বল, নয়ন যুগল, গোরোচনা তিলক সুছাঁদে ॥ ৭ ॥ এ কর চরণ, চালয়ে ঘন ঘন, ঈষদ হাসয়ে মুচকি। শচী জগন্নাথ, দেখি অদভূত, নিরখে অনিমিখ আঁখি ॥ ৮ ॥ শ্রী অঙ্গ মার্জ্জনা করয়ে নিতি নিতি, সুগন্ধি তৈল হরিদ্রা। বদন চুম্বয়ে, হিয়াপর ভরি থোয়ে, ধৃত্ব শচী সুচরিতা ॥ ৯ ॥ ঐছন দিনে দিনে, বাড়য়ে অনুক্ষণে, আনন্দে নদীয়া নগরে। কিবা দিবারাতি, কি জানি বার তিথি, প্রেমায়ে আপনে পাসরে ॥ ১০ ॥ নদীয়ানগরে, আনন্দ ঘরে ঘরে, না জানি কি নারী পুরুষে। বালবৃদ্ধ অন্ধ, প্রেম পরিবন্ধ মাতল অতুল হরিষে ॥ ১১ ॥ শারদ শশী জিনি, বদন অনুমানি, বদন সদন বিরাজে। যুবতী যত ছিল, উমতি সভেল, ছাড়িল গুরু গৃহকাজে ॥ ১২ ॥ দিনে তিন বেরি, ধায়ে পুরনারী, বালক দেখিবার তরে। দেখি বুলে বুলে, সবে করে কোলে, পুলকে ভরল কলেবর ॥ ১৩ ॥ ঐছন দিনে দিনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, আনন্দ কহিল কি যায়ে। শ্রীনরহরি দাস, পদ করি আশ, লোচন দাস পুনঃ গায়ে ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

এইমত দিনে দিনে শচীর কুমার। বাড়য়ে শরীর খানি অমিয়ার ধার ॥ কি দিব উপমা কিছু না দিলে সে নারী।

বল বল করে প্রাণ না কহিলে মরি ॥ নিতি ষোলকলা পূর্ণ ইন্দ্র মুখ মুন্দ্র। সাধে দেখিবারে ধায় অমনের অন্ধ ॥ আবেশ অধরে আধ মুচকি হাসিতে। অমিয়া সাগরে যেন হিল্লোল সহিতে ॥ রসে ডুবু ডুবু তারা নয়ন যুগল। কজ্জল অমিয়া শঙ্খে কে বান্ধ বান্ধল ॥ শচী পুণ্যবতী জগন্নাথ ভাগ্যবান। সাদরে নিরখে দোঁহে পুত্রের বয়ান ॥ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে খটি করে। ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে ॥ শচী স্তনযুগে দুইচরণ রাখিয়া। বোলে যেন সোণার লতিকা বায়ু পাঞা ॥ অতি দীর্ঘ নয়ন সুন্দর অল্প হাসি অধরে আমিয়া যেন ঢালিছেন শশী ॥ নাসিকা শুকের ওষ্ঠ জিনি মনোহর। গণ্ডযুগ জ্যোতির্ম্ময় গটল সোসর ॥ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় মাসে। নামকরণ অন্নপ্রাশন দিবসে পুত্র মহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর। অলঙ্কারে ভূষিল সোণার কলেবর ॥ অঙ্গদ বলয়া করে গলে মতিহার। কোটি স্বর্ণ শিকলি মগরা পায়ে আর ॥ মাড়িল হিঙ্গুল যেন করা পদতল। অধর বান্ধুলি আঁখি রাঙ্গা উৎপল ॥ বিজুলি মাজিল গায় রতন ঠাঞি২ ॥ ঝলমল দিব্য তেজ চাহিতে না পাই। বিশ্ব শাসন হেতু থুইল বিশ্বম্ভর নাম। সরস্বতী সম্বাদ এই পুরুষ প্রধান ॥ ক্ষণে পিতা মাতা কর অঙ্গুলি ধরিয়া ॥ অথির শরীর পড়ে পদ দুই গিয়া ॥ আর কত আধ আধ লহু লহু বোলে। চাঁদের মাগরে যেন অমিয়া উথলে ॥ এইমত দিনে২ আঙ্গিনা বেড়ায়। ঘুচিল বিবিধ তাপ জগত যুড়ায় ॥ লক্ষ্মী ললিত পদ ধরণীর কোলে। প্রেমায় পৃথিবী দেবী আপনা পাসরো। গগণে সে একচাঁদ ভূমে দশচাঁদ। কিরণের তেজ সে আঁখি পাইল আঁধ ॥ আর দশচাঁদ কর অঙ্গুলীর আগে। পাতকি দেখিয়া হিয়া আন্ধীয়ার ভাগে ॥ শ্রীমুখচাঁদ কত কোটী চাঁদের আজ্ঞা। ভুরু কামধনু দিয়া কামকরে পূজা ॥ কি কহব আর তার করুণ চন্দ্রিমা। অন্তর তিমির কাটে নাহি করে ক্ষমা ॥ কে কহিতে পারে তাঁরে বালক চরিত্র। লৌকিক আচরে

কৈল পৃথিবী পবিত্র ॥ অগ্রজ তাঁহার শ্রীবিশ্বরূপ মহাশয়। অল্পকালেতে সর্ব্বশাস্ত্রে অভিনয় ॥ মহাতেজোময় তাঁহো অরুণ বদন। হাসে কান্দে নাচে গায় সদা সঙ্কীর্ত্তন ॥ তাহার মহিমা গুণ কে কহিতে জানে। বিশ্বম্ভর দেখি আনন্দিত হয়ে মনে ॥ দিনে দিনে করে প্রভু করুণা প্রকাশ। শুনিয়া আনন্দ হিয়া এ লোচন দাস ॥

বরাড়ী রাগ।

চান্দা চান্দা চান্দা গগণ উপরে কে পাড়ী আনিয়া দিব। কলঙ্ক মুছিয়া মোর গোরাচাঁদের কপালে চিত লিখিব ॥ লুত্ত লুত্ত লুত্ত আয় আয় আয় মোরে সোণার নিমাঞি নন্দে কান্দে। আকটি করিতে একটি বোল যেন অমিয়া অধিক লাগে ॥

এখনি আসিবে নিমাঞির বাপ ক্ষীর কদলক লঞা। হেরি আসিতেছে দুরন্ত হাই নিন্দাহ আখি বুজিয়া ॥ সোণার পদুম মুখ রাতা পদুম আঁখি মুদিত যেন আধা ধারা। হেন বুঝি পারা মোহুরপাথারে ডুবিল আধ ভ্রমরা ॥ নেতের তুলি পাটে গোলাপ তাতে রচিয়া শয্যাখানা। কোলেতে করিয়া পুত্রপাত্তী যাইয়া শুতিলা শচীঠাকুরাণী ॥ এক স্তন মুখে রহি রহি চাখে অঙ্গুলী নাড়য়ে আর। লোচন বলে সব দেব শিরোমণি বালক রূপে ব্যবহার ॥

ধানসীরাগ। দিশা।

আরে আরে হয়। হেন অদ্ভুত কথা শ্রবণে মঙ্গল নাম রে শুন পায় গুণগাঁথা ॥ ওরে আর হয় ॥ ধ্রু ॥

আর দিনে আর কথা শুন সাবধানে। আপনা প্রকাশ প্রভুর কৈল যেন মনে ॥ এক গৃহে জগন্নাথ আর গৃহে শচী। পুত্র কোলে করে লঞা সুখে শুনিয়াছি ॥ শূন্যময়ে কত সৈন্য সামন্ত ভরিল। ঐছন ত্রাস এ শচী তরাসিত হৈল। যত দেবগণ আসি শচী কোলে হৈতে। বসাইল রত্ন সিংহাসনেতে ত্বরিতে ॥ অভিষেক করি নানামত পূজা করি। প্রদক্ষিণ হৈঞা পড়ে চরণেতে ধরে ॥ শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি সবে

করে বারে বার। জয় জয় হরিধ্বনি ভরিল সংসার ॥ জয় জগন্নাথ তুমি সবার পালন। কলিযুগে মো সভারে করিবে পোষণ ॥ বৃন্দাবন ধন রস দিবে মো সভারে। নিবেদন তোমার চরণে বিশ্বম্ভরে ॥ দেখি শচী মাতা বারম্বার চমকিত। পুত্র পুত্র করি শচী ভেল মহাভীত ॥ আপনাকে নাহি ভয় পুত্রগত প্রাণ। বালক পাঠাঞা দিল জগন্নাথ স্থান ॥ শুতিয়াছে তোর পিতা ঐ দেখ ঘরে। তথা যাঞা নিদ্রা যাও সুখে তার কোলে ॥ চলিলা সে বিশ্বম্ভর মায়ের বচনে। নূপুরে ধ্বনি শুনি এ শূন্য চরণে ॥ বাহিরে আইলা যবে দেব শিরোমণি। সকল দেবতা আইলা পিছে যোড়পানি ॥ প্রভু বলে দেবগণ না চাহ আমারে। গাহ রাধাকৃষ্ণলীলা কহিনু তোমারে ॥ দেবে রাধাকৃষ্ণ প্রেম গানেতে মিলাঞা। দিলেন আনন্দে রাধাকৃষ্ণের দরিঞা ॥ আপনে কান্দেন আর কান্দায়েন দেবগণে। রাধা রাধা গোবিন্দ বলিছেন প্রাঙ্গনে ॥ কালিন্দী যমুনা বৃন্দাবন বলি ডাকে। রাধা রাধা বলিয়া ডাকে মহাসুখে ॥ দেখিয়া পুত্রের লীলা শচী মূর্চ্ছা হৈলা। শব্দ শুনি জগন্নাথ মন্দিরা জানিলা ॥ জগন্নাথ ডাকে শচী বীণা ধ্বনি শুনি। উচ্চৈঃস্বরে ডাকে তরাসিত শচী রাণী ॥ বাহিরেতে আসিয়া দোঁহে পুত্র কোলে করে। শূন্য চরণ দেখি আপনা পাসরে ॥ সেইক্ষণে কৃষ্ণের চরিত্র মনে পড়ে। শচীদেবী কহে আমি যে দেখিল ঘরে ॥ চারি মুখ পঞ্চ মুখ আদি যত দেবা। দিব্য জনে আসি করে বালকের সেবা ॥ প্রাঙ্গনে নাচিল পুত্র রাধাকৃষ্ণ বুলি। আমিহ দেখিনু স্বপ্নবৎ মনে জানি ॥ সেই ক্ষণে তোমা ঠাঁই পাঠাইনু। শূন্য পায়ে নূপুরের ধ্বনি যে শুনিনু ॥ এ হেন বালক দিব্য মুরতি সুঠাম। না জানি কখন কারো কি হয়ে বিজ্ঞান ॥ সাত কন্যা মরি মোর এইটি ছাওয়াল। ইহা দিয়া কিছু হৈলে নাহি জীব আর ॥ সাত পাঁচ নাহি মোর তুই আঁখি তারা। আঁধলার নড়ি যেন এই ধন মোরা ॥ ঘর সরবস ধন দেন আত্মা তনু। না রহে জীবন মোর গোরাচাঁদ বিনু। বিঘ্ন

নিবারণ হেতু প্রতীকার চিন্তা। বালক মঙ্গল মরু দেবাতাদি চিন্তা॥ হেনমতে অনুমানি রাত্রি সুপ্রভাতে। খেলায় শচী সুত বালক সহিতে॥ খেলে আঙ্গিনায় লুটয়ে ধূলী ধূসর। দেখিয়া জননী বলে বচন কাতর॥ সোণার পুত্তলি তনু বদন সুছান্দ। উপমা দিবারে নাহি অকাশের চাঁদ॥ এ হেন সুন্দর গায় ধবলী পড়িয়া। লোটাইয়া বুল কেন মোর মাথা খেঞা॥ ইহা বলি ধূলা ঝাড়ি চুম্বয়ে বদন। পুলকে পূরল অঙ্গ সজল নয়ন॥ তবে আর কত দিনে শচীর নন্দন। বয়স্য সহিতে করে বাহিরে ভ্রমণ॥ গঙ্গাতীরে তরুমূলে খেলিয়া বেড়ায়। মার্কণ্ড খেলা খেলে এক চরণে দাণ্ডায়॥ শুনিলে শচী গঙ্গাতীরে গৌরহরি। ধরিতে চলিলা শচী হাতে হাত কড়ি॥ জানুর উপরে জানু রহে এক পদে। দেখিয়া জননী ডাকে উৎকৃষ্ট শবদে॥ মায়েরে দেখিয়া প্রভু পালাইয়া যায়। মাতল কুঞ্জর যেন উলটিয়া চায়॥ ধর ধর বলি ডাকে শচীদেবীর রাণী। আগে আগে ধায় মোর প্রভু দ্বিজমণি॥ ধরিবারে চাহে শচী ধরিতে না পারে॥ যাঞা সান্তাইল গিয়া ঘরের ভিতরে। ঘর মধ্যে যত ভাণ্ড ভাজন আছিল। ধর ধর করিতে সব ভাঙ্গিয়া ফেলিল॥ নাসায়ে অঙ্গুলি শচী দাণ্ডাইয়া চাহে। হেঁট বয়ান কার বিশ্বম্ভর রহে॥ অতি বড় কম্পিত হইল লজ্জা ভয়ে। দাণ্ডাইয়া হেঁট মুখে অশ্রু নেত্রে ঝরে॥ চন্দ্রের উপরে যেন খঞ্জন বসিয়া। উগারয়ে মতিহরে যেমন গিলিয়া॥ দেখি শচী গৌর মুখ প্রেমপূর্ণ হঞা। আইস কোলে করি বোলে মোর দুলালিয়া॥ করে ধরি লঞা কোলে বলে শচীরাণী। ঘর সম্ম বস যাই তোমার বিছনি॥ এইমত নানা লীলা করে গৌর হরি। বুঝিতে না পারে শচী পুত্রের চাতুরী॥ লোক বেদ অগোচর চরিত্র তাহার। উদ্ধত জানিল শচী না বুঝিবে তার॥ সুদৃঢ় চঞ্চল পুত্র জানিল নিমাই। দুঃখ ভাবে শচীদেবী স্মঙরে গোঁসাই॥ একদিন পরিণত আনি যত নারী পুছিলেন সভকারে অনুনয় করি॥ কত সাধে পুত্র মোরে

দিলেন গোঁসাই। ক্ষিপ্তমত আচরণ বুদ্ধি কিছু নাই॥ এক কয়ে আর বোলে বুঝিতে না পারি। আচার পবিত্র কিছু না করে বিচারি॥ শুনি সবে কান্দিতে লাগিলা দুঃখ ভরে। কোলে করি গোরাচাঁদে মিলি সবে বলে॥ কেন কেন বাপ এত কর অমঙ্গল। শুনি বিশ্বম্ভর হৈলা অত্যন্ত চঞ্চল॥ দেখি নারীগণ ব্যথা পাইলা অন্তরে। শচী যা কহিল তাহা দেখিল সত্বরে॥ কবে হৈতে এমন হইল পুত্র তোর। শচী বলে না পারি বলিতে কিছু ওর॥ এক দিন রাত্রে ছিনু কোলে করি। আসি সর্ব্ব দেবতা রহিল ঘর ভরি॥ দিব্য সিংহাসনে মোর নিমাই রাখিয়া। দণ্ডবৎ করে ভূমি চরণে পড়িয়া॥ জাগিয়া দেখিনু মুই এই চমৎকার। সেই হৈতে কিবা তন্ত্র তইল ইহার॥ শুনি সবে বলিলেন এই সত্য বাণী। কোন দেব ইহাতে রহিল অনুমানি॥ সব দেব নামে এক যজ্ঞ আরম্ভিয়া। সব বিপ্রলঞা আইস মিশ্রেরে বোলিয়॥ স্বস্ত্যয়ন করিয়া কর বালক কল্যাণ। পূজা পাঁয়া দেব যেন জান নিজ স্থান॥ চিন্তা না কহিল শচী কহিল নিশ্চয়। পূজা পাইলে দেবতারা করাবে অভয়। সবারে বিদায় দিল লঞা পদধূলি। কহিলেন শচীদেবী মিশ্রেরে সকলি॥ শচী দেবী কহিলেন মিশ্রেরে যাইয়া শুনি মিশ্র সচিন্তিত অতি শীঘ্র হঞা॥ ভাবিত হইয়া বিপ্র দ্রব্য সব করি। যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণ গণের আহরি॥ এথা শচী গৌরচন্দ্র লওয়া গঙ্গাস্নানে। চঞ্চল ঘুচিবে পুত্র এই করি মনে॥ শচী আগে আগে যায় বিশ্বম্ভর রয়। খেলিতে খেলিতে সে অশুচি দেশে যায়॥ ত্যক্তভাণ্ড পরশ করিয়া চলি যায়। দেখিয়াত শচীদেবী করে হায়২॥ অধিক চঞ্চল পুত্র হইল আমার। স্বস্ত্যয়নের ধর্ম্ম আর হইল বিস্তার॥ ছি ছি করিয়া ডাকে বলে কটুত্তর। শুনিয়া সদয় বাণী বলে বিশ্বম্ভর॥ কি শুচি অশুচি কিবা ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্ব। না বুঝি বিচার কিছু মরয়ে জগত॥ ক্ষিতিজল বায়ু অগ্নি আকাশ আকার। জগতে যতেক ইহা বিনা নাহি আর॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণ বিনা নাহি আর ধর্ম্ম। তা বিনু সংসার

মিছা কহিল এ মর্ম্ম ॥ ইহা শুনি শচী বাণী বিস্ময় হইয়া। সুরনদী স্নান কৈল বিশ্বম্ভর লওয়া ॥ ঘরেতে আসিয়া শচী জগন্নাথে কহে। বালক চরিত্র কিছু শুন মহাশয়ে ॥ সর্ব্বজ্ঞময় এই যে তোমার তনয়। নিশ্চয় জানিল পুত্রে কিছু বিষ্ণুময় ॥ অশুচি দেশেরে গিয়া কহে হেন বার্ত্ত। না দেখিল না শুনিল বালকের কথা ॥ ইহা শুনি জগন্নাথ পুত্র কোলে কৈল। ছুইলে অশুচি দেশে সব শুচি হইল ॥ কুলের প্রদীপ মোর নয়নের তারা ॥ এ দেহের আত্মা তোমা বলি নাহি মোরা ॥ ইহা বলি দোহে পুত্র বয়ান নেহারে। প্রেমে গর গর তারা আপনা পাসরে ॥ অরুণ নয়নে অশ্রু শতধারা গলে। পুলকিত সব অঙ্গ আধ আধ বোলে ॥ হেনকালে বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর সনে। খেলায়ে বিবিধ খেলা এ গীত নাচনে ॥ ইন্দ্র উপেন্দ্র যেন দুই সহোদর। দেখি জগন্নাথ অতি আনন্দ অন্তর ॥ দোহে দোহা মুখ দেখি উপজিল হাস। গোরা গুণ গাঁথা গায় এ লোচন দাস ॥

শ্রীরাগ।

দিশা। ওকি হোরে গৌরাঙ্গ জয়জয় মুর্চ্ছা
ও কিনা মোর গৌরাঙ্গ অমিয়া আনন্দ। কিনা
মোর গৌরাঙ্গ জয় জয় জয় কি আমারে জয়
জয় জয় ॥ ধ্রু ॥

এই মতে দিনে২ খেলে খেলে আন। বাঢ়য়ে শরীর যেন সুমেরু সমান ॥ অমৃতের ধারা যেন বচন মাধুরী। শুনি শচী দেবী মনে মনে কুতুহলী ॥ কথা ছলে কথা শুনিবারে চাহে রাণী। প্রভু কহে শুনিতে না পাই তোর বাণী ॥ উচ্চ করি শচী ডাকে মহাকুতূহলী। শুনিতে না পাই কহে গোঁরা বনমালী ॥ বাৎসল্য প্রেমেতে মুগ্ধ হৈল শচীমাতা। ক্রোধ করি ছোট লওয়াধায় উনমতা ॥ আজি বাক্য নাহি শুন ঔদ্ধ তোর মত। বৃদ্ধকালে মোরে তুমি নাই দিবে ভাত ॥ এত বাক্য শুনি তভু শচীর নন্দন। খাঁটী করি না শুনিয়ে মায়ের বচন ॥ রুষিল সে শচীদেবী চাহে এক দিটে। ধাঞা ধরি

খারে যায় হাতে করি সাটে ॥ ধাঞা বিশ্বম্ভর গেল অশুচির স্থানে। ত্যক্ত মৃত্তিকার ভাণ্ড বর্জ্জয়ে যেখানে ॥ দেখিয়া জননী নিজ শিরে কর হানি। হাহাকার করি শচী বলে কটু বাণী ॥ অধিক সে বিশ্বম্ভর রুষিব হিয়ারে। উপরি উপরি ভাণ্ড উঠিয়া দাঁড়ায়ে ॥ কোপ বাক্য শুনি করে বিপরীত। বুঝিয়া জননী কিছু বোলয়ে পিরীত ॥ আইসহ বাপ ছাড় জুগুপ্সিত কর্ম্ম। এ নহে উচিত তোর ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ॥ ব্রাহ্মণ বালক আরে কুলীনের পুত্র। শুনি কি বলিবে মোরে সকল জগত ॥ আইস আইস বাপু স্নান কর গঙ্গাজলে। মায়ের পরাণ ফাটে উঠসিয়া কোলে ॥ নহে বা মরিব মুঞি গঙ্গায় ঝাপ দিয়া। এতি ঘরে ঘরে যেন বেড়ালি কান্দিয়া ॥ কোমল যে দশপাণ স্ববরণ তনু। এ হেন সুন্দর গায় কালি মাখা কেন ॥ অশুচি কুৎসিত স্থান ছাড় বাপ মোর। চাঁদের কলঙ্ক যেন গায় কালি তোর ॥ শুনিয়া রুষিল বিশ্বম্ভর গুণ রাশি। বারে বারে কহি তোরে তবু না বুঝসি ॥ অশুচি অশুচি বলি বলিস কুবোল। কি শুচি অশুচি আগে বিচারিয়া বল ॥ ইহা বলি সম্মুখে ইষ্টকা লৈল হাতে। ইষ্টকা প্রহার কৈল জননীর মাথে ॥ ইষ্টকা প্রহারে মূর্চ্ছা পাইল শচীরাণী। মা মা বলি পুনঃ কান্দয়ে আপনি ॥ কান্দনের বোল শুনি পুর-নারীগণ। নিকটে যে ছিল ধাওয়া আইল তখন ॥ গঙ্গাজল মুখে দিয়া সচেতন কৈল। সংজ্ঞামাত্র বিশ্বম্ভর বলিয়ে ডাকিল ॥ বাহু পাশরিয়া শচীপুত্র কৈল কোলে। মূর্চ্ছিত হইয়া পূর্ব্ব জ্ঞান পাশরিলে ॥ কান্দয়ে সে বিশ্বম্ভর জননী দেখিয়া। তাহে এক দিব্য নারী কহিল হাসিয়া ॥ চিবুকে ধরিয়া বিশ্ব-ম্ভরে বলে বাণী। নারিকেল ফল দুই মায়ে দেহ আনি ॥ তবে সে জীবয়ে এই শচী তোর মাতা। নহেত মরিল এই শুন মোর কথা ॥ ইহা শুনি বিশ্বম্ভর হরিষ হইল। তখন যুগল নারিকেল আনি দিল ॥ তৎকাল গলিত বৃক্ষ স্নিগ্ধ সোণাবান। নারিকেল যুগল দিল নাগরীর স্থান। দেখিয়া নাগরীগণে বিস্ময় হইল। এই খানে শিশু নারি

কেল কোথা পাইল ॥ তহি এক দিব্য বিলাসিনী নারী আছে। লহু লহু বলি কিছু বিশ্বম্ভরে পুছে ॥ শিশু হৈয়া নারিকেল কোথা পাইলা তুমি। তোমার চরিত্র কিছু বুঝি-য়াছি ॥ ঐছন বচন শুনি বিশ্বম্ভর রায়। হুহুঙ্কার করি ধরে মায়ের গলায় ॥ সচেতন হৈয়া শচী পুত্র কৈল কোলে লাখে লাখে চুম্ব দিল বদন কমলে ॥ বয়ান মুছিল অঙ্গ বসন অঞ্চলে। শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন কৈল সুরনদী জলে ॥ স্নান করাইল গঙ্গাজল অভিষেকে। অন্তরে বিস্মিত পুত্র বয়ান নিরীখে ॥ সমুদ্র গম্ভীর কোটী দিনকর ছটা। কোটী নিশাকর তেজ নখ কুড়ি গোটা ॥ কোটীকাম জিনি রূপ রূপ সুললিত তনু। রঙ্গিন ভঙ্গিম আঁখি ভুরুকাম ধনু ॥ সব লোকনাথ এ অবনী পরকাশ। দেখিয়া জননী পাইল অন্তরে তরাস ॥ পূরব রহস্যে গর্ভ ধারণের কালে। দেখিল দেবতা দিব্য জানি সেই বেলে ॥ আর যত বালক চরিত্র যে যে কৈল। এখন সকল সেই স্মরণ হইল ॥ নিশ্চয় জানিল জ্যোতিধর্ম্ম সনাতন। নির্লোপ নিরঞ্জন নিরাকার নারায়ণ ॥ সর্ব্বময় সর্ব্ব শক্তি ধর আত্মারাম। যোগেন্দ্রগণের ইহোধ্যান অনুপম ॥ মোর ভাগ্য গণিবারে নারে কোন জন। ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি যত দেবগণ ॥ সভার আরাধ্য এই আমার তনয়। বলিতে২ কোলে কৈল গৌর রায় ॥ যেই মাত্র কোলেতে করিলা গৌর হরি। পুত্র ভাবে শচীদেবী ঐশর্য্য পাসরি ॥ ঘরেতে আইলা শচী বিস্ময় হইয়া। কোন দেব আবির্ভাব হৈল পুত্র দিয়া ॥ এত চিন্তি রক্ষাবান্ধে অঙ্গে হাত দিয়া। জনার্দ্দন হৃষীকেশ গোবিন্দ বলিয়া ॥ শিরে তোর রক্ষা করু চক্র সুদর্শন চক্ষু নাসিকা মুখ রাখ নারায়ণ ॥ বক্ষ তোর রক্ষা করু দেব গদাধর। ভুজ দুই রক্ষা করুক কমলা শঙ্কর। উদর রক্ষা করু তোর প্রভু দামোদর। নাভিদেশ রক্ষা করু নৃসিংহেশ্বর ॥ জানু দুই রক্ষা করু দেব ত্রিবিক্রম। রক্ষা করু ধরাধর তোর দুচরণ ॥ সর্ব্ব অঙ্গ থুথু কতি দেই শচীমাতা। পুত্র ভাবে অতিশয় হৈল উনমত্তা ॥ হেনমতে আনন্দে সানন্দে দিন গেল।

সুখে শচী গৌরচন্দ্রে প্রাঙ্গণে রাখিল॥ পরম মঙ্গল কাল আসি সন্ধ্যা হৈল। দাস দাসীগণ সন্ধ্যাকার্য্য নিয়োজিল॥ হেনকালে গৌরচন্দ্র চতুর সুজন। মামা বলিয়া কাঁদে জনক আজান॥ শচী বলে সন্ধ্যাকালে না কর রোদন॥ যাহা চাহ তাহা দিব শুনহ বচন॥ প্রভু কহে চাঁদ দেহ আমারে পাড়িয়া। হাসি২ শচী কহে আরে অবোধিয়া॥ ধিক২ এই পুত্র হইল মোর ঘরে। আকাশের চাঁদ কেবা ধরিবারে পারে॥ প্রভু কহে বলিলে যে যাহা চাহ তুমি। তাই আমি দিব এমন কহিলে যে বাণী॥ এই লাগি চাঁদ নিতে হৈল মোর মন। ইহা বলি উচ্চ করি করিয়ে ক্রন্দন॥ আঁচলে ধরিয়া কাঁদে নানা খটি করে। চরণ আঘাত করে নয়ন কচালে॥ হেনকালে দিন অবসান সন্ধ্যা হৈল। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র গগণে দেখিল॥ মায়ের গলায় ধরি কাঁদে গৌররায়। খেলা খেলিবারে আকাশের চাঁদ চায়॥ ক্ষণে খটি ক্ষণে নুটি মায়ের চুল ছিণ্ডে। ধূলায় ধূসর কর হানে নিজ মুণ্ডে॥ দেখিয়া জননী বলে অধোধিয়া পুত। তোমার চরিত্র মোরে অতি অদ্ভুত॥ আকাশের চাঁদ কেবা পারে ধরিবারে। ও হেন কতেক চাঁদ তোমার শরীরে॥ হের দেখ চাঁদ লাজে মলিন হইল। না জানিয়া তোর আগে উদয় করিল॥ না জানিয়া নবদ্বীপে চাঁদের উদয়। লজ্জা নাই মেঘের ভিতরে যাঞা রয়॥ নবদ্বীপে হউ আইল শুনহ বচন। না কান্দহ আরে বাপ আমার জীবন॥ ইহা বলি কোলে করি চুম্ব দেই মুখে। আপনা পাশরে শচী প্রেমানন্দ সুখে॥ আনন্দসম্পুদে দেবী পরম বিহ্বোলা। দিগ্বিদিগতা নাহি দেখি পুত্রলীলা॥ অন্তর উল্লাস দেবী গদ গদ ভাষ। গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস॥

ধানশী রাগ।

জয়২ জয় শ্রীশচীনন্দন আনন্দকন্দ কিশোরা। সকল চপল শিশু সঙ্গে করি খেলয়ে বিবিধ খেলা॥ আর কত দিনে, শচীর নন্দনে, কতেক বিনোদ লীলা। বালকের সঙ্গে

খেলা নানা রঙ্গে; করিয়া অর্ভক খেলা ॥ ১ ॥ খেলিতে২, তথি আচম্বিতে, শ্বান শাবক দুই চারি। বাঢ়য় কৌতুক, তহি বাচি এক, ধরি নিল গৌরহরি ॥ ২ ॥ সঙ্গের ছাওয়ালে, কহিল তাহারে, শুন২ বিশ্বম্ভর। কুৎসিত ছাড়িলে, ভাল তুমি নিলে, না খেলিব যার ঘর ॥ ৩ ॥ তবে বিশ্বম্ভর, কহিল উত্তর, এই শাবক সভার। সভাই মিলিয়া, খেলি ইহা লঞা, পুনঃ ঘরে থাকিবে মোর ॥ ৪ ॥ ইহা বলি সেই, শ্বানসুত লই, চলিলা আপন ঘরে। দড়ি গলে দিয়া, নিজঘরে লঞা, বান্ধিল পিড়ার উপরে ॥ ৫ ॥ হেনকালে হেথা, বিশ্বম্ভর মাতা সমাধিয়া নিজ কাব। স্নান করিবারে, [illegible] গঙ্গাতীরে, সব পুরনারীর সাথ ॥ ৬ ॥ তবে বিশ্বম্ভর, [illegible]ওয়া শূন্য ঘর, শ্বানের শাবক লওয়া। বালকের সঙ্গে, [illegible] নানা রঙ্গে, ধুলায় ধুসর হওয়া ॥ ৭ ॥ খেলিতে২, [illegible] সাহে, দোঁহে উপজিল দ্বন্দ্ব। তহি গৌরহরি, একে পুরস্কারি, আর কে বলিল মন্দ ॥ ৮ ॥ নিতি২ আসি, কহই কারণি, স্বভাব কেমন তোর। হেন বুঝি তোর, চরিত্র আচার, শ্বানের শাবক চোর ॥ ৯ ॥ ভাল সেই কালে, রুষিয়া অন্তরে, শাবক চলিলা ধাওয়া। শচীর সম্মুখে, কহ বড় ডাকে, ক্রোধে গদ২, হওয়া ॥ ১০ ॥ শুন২ ওরে, তোর বিশ্বম্ভরে, শ্বানের শাবক লওয়া। খেলে কোলে করে, দেখে গলে ধরে, বালক দেখে হাসিয়া ॥ ১১ ॥ বালকের বাণী, শুনি শচীরাণী, সত্বরে আইলা ঘরে। দেখি পরতেকে, শ্বানের শাবকে, বিশ্বম্ভর কোলে করে ॥ ১২ ॥ শিরে কর হানি, বলয়ে জননী, না জানি কি তোর লীলা। সকল থাকিতে, অতি বিপরীতে, কুক্কুরছা লওয়া খেলা ॥ ১৩ ॥ জনক তোমারি, অতি ধর্ম্মচারি, তাহার তনয় তুমি। কি কহিব লোকে, শ্বানের শাবকে, খেলাই কি সুখ মানি ॥ ১৪ ॥ ব্রাহ্মণ কুমার, ভালই আচার, কিছুই নাহিক তোর। ইহা যে শুনিব, কে ভাল বলিব, এ শেল হৃদয়ে মোর ॥ ১৫ ॥ এ হেন সুন্দর, মুরতি তোমার, ধুলা মাখ কেন সুখে। বলিতে কথন, নামহ বদন, আগি নাও

মোর মুখে ॥ ১৬ ॥ কত চাঁদ জিনি, তোর মুখ খানি, এবির বিজরী অঙ্গ। বেশ নাহি চায়ে, ধূলা মাখা গায়ে, অধম বালক সঙ্গ ॥ ১৭ ॥ ক্রোধে শচী দেবী, দন্তে ওষ্ঠী চাপি, বালকেরে দেয় গালি। নিজ ঘরে যাহ, স্বানসুত নেহ, মা বাপে দেহগা ডালি ॥ ১৮ ॥ ইহা বলি সেই, পুত্র মুখে চাই, ডাকয়ে আনন্দে ভোরা। আইল আরে বাপ, কোলে আসি চাপ, বদন চুম্বহ তোরা ॥ ১৯ ॥ স্নানে শাবক, এড়ি দেহ বাপ, স্নান কর গঙ্গাজলে। বেলা দুপহর, ক্ষুধা নাহি তোর, কত দুঃখ দেহ মোরে ॥ ২০ ॥ নহে স্বানসুত, বান্ধ রাখি পুত, স্নান করিবারে যাহ। বিকালে খেলিহ, স্বানসুত সহ, এথা নেতে কিছু খাহ ॥ ২১ ॥ এ মুখ মলিন, সোণার নলিন, আতপে যে হেন মলান। নাসিকার আগে, ঘর্ম্মবিন্দু জাগে, দেখিতে বিদরে পরাণ ॥ ২২ ॥ মায়ের উত্তর, শুনি বিশ্বম্ভর, হাসি উঠি বলে বাণী। মোর স্বানসুত, জানি যায় কুথ, তখনি জানিবে তুমি ॥ ২৩ ॥ ইহা বলি হরি, মায়ের গলা ধরি, স্নান করিবারে চাহে। এ ধূলি ঝাড়িয়া, বদন মুছিয়া, গন্ধ তৈল দিল গায়ে ॥ ২৪ ॥ স্নান করিবারে, যার গঙ্গাতীরে, বয়স্য করিয়া সঙ্গে। সুরনদী জলে, অতি কুতূহলে, জলক্রীড়া করে রঙ্গে ॥ ২৫ ॥ সভে সভা অঙ্গে, জল দেই রঙ্গে, মাতাল কুঞ্জর হেন। গোরাবর তনু, সুমেরু বজনু, অটল অদ্ভুত যেন ॥ ২৬ ॥ এথা শচীরাণী, মনে অনুমানি, স্বানসুত ক্রীড়া দিল। নিজ মাতা পাওয়া, সঙ্গে গেল ধাওয়া, না জানি কতিরে গেল ॥ ২৭ ॥ সেইখানে এক, আছিল বালক, ধাওয়া গেল গঙ্গাকুলে। শুন বিশ্বম্ভর, জননী তোমার, স্বানসুত ধরি দিলে ॥ ২৮ ॥ বালক বচন, শুনিয়া তখন, সত্বরে আইল ধাঞা। যেখানে থাকিত, সেহ স্বানসুত, সেখানে চাহিল জিয়া ॥ ২৯ ॥ চতুর্দ্দিকে চাহি, স্বানসুত নাহি, অন্তর ভরিল কোপে। কান্দে উভরায়ে, গালি দেই মায়ে, স্বানের সাবক শোকে ॥ ৩০ ॥ শুন অবোধিনী, কি কৈলে জননী, এ দুঃখ দেওলি মোরে। পরম সুন্দর, স্বান শিশুবর, কেমনে দিলে কাহারে ॥ ৩১ ॥

বলে শচীরাণী, আমিত না জানি, স্বানের শাবক তোর। এই খানে ছিল, কেবা কতি নিল, কেমন বালক চোর ॥ ৩২ ॥ কোন প্রয়োজনে, করহ ক্রন্দনে, কুকুর শাবক লাগি। করিয়া যতন, চাহি বনে বন, কালি আমি দিব মাগি ॥ ৩৩ ॥ করহ অবধি, আপন শপতি, করিয়া বলোমো তোরে। স্বানের শাবকে, অনিদিব তোকে, না কান্দ না কান্দ আরে॥ ৩৪ ॥এতেক বলিয়া, বদন মুছিয়া, পুত্র কোলে করি নিল। শ্রীমুখ চাপিয়া, ঈষদ হাসিয়া লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল ॥ ৩৫ ॥ অংশের মার্জ্জনা, করি শচীপনা, স্নান কৈল গঙ্গাজলে। সন্দেশ মোদক, ক্ষীর কদলক, ভক্ষণ করাইল ভাগে ॥ ৩৩ ॥ তিন ঝুটী মাথে, পাট থুপি তাতে, একত্র করিয়া বান্ধি। নয়নে কজ্জল, মুখের উজ্জ্বল, দিঠিজ গমন রঞ্জি ॥ ৩৭ ॥ রক্তপ্রান্ত ধড়া, কটি দিয়া বেড়া, শ্রীপদে অঙ্কল দোলে। মুকুতার হার, হিয়ার উপর, চন্দন তিলেক ভালে ॥ ৩৮ ॥ অঙ্গদ কঙ্কণ, অমুল্য রতন, চরণে মগরা খাড়ু। বালকের ঠাই, খেলিবারে যাই, হাতে করি ক্ষীর লাড়ু ॥ ৩৯ ॥ গমন সুন্দর. জিনিয়া কুঞ্জর, বচন গভীর মধু। বালকের মাঝে, গোরা দ্বিজরাজে, যেন তারা মাঝে বিধু ॥ ৪০ ॥ ঐছন লীলায়ে, ঠাকুর খেলায়ে, দেবতা দেখিয়া হাসে। মায়ায় কুকুর, পরশে ঠাকুর, কৌতুক লোচন দাসে ॥ ৪১ ॥

গৌরাঙ্গ পরশে সেকুকুর ভাগ্যবান। স্বভাব ছাড়িয়া তার হৈল দিব্য জ্ঞান ॥ রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ বলিয়া ডাকে নাচে। নদীয়ার লোক সব ধায় পাছে পাছে ॥ কুকুরের এমন আবেশ সভে দেখি। পুলকিত সব অঙ্গ অশ্রুময় আঁখি ॥ আচম্বিতে দেহ ছাড়ি ভাগ্যবান। কৃষ্ণলোক হঞা করে গোলোকে পরান ॥ আচম্বিত দিব্য এক রথ সে আসিয়া। আকাশ পথেতে যায় তাহারে লইয়া ॥ সুবর্ণের রথারূঢ় সহস্র শিখর। মণি মুক্তার ঝারা করে ঝলমল ॥ লক্ষ লক্ষ ঘণ্টাধ্বনি হতেছে তাহাতে। কাংস্য করতাল তাতে বাজে যুথে যুথে ॥ শঙ্খ ধ্বনি জয়ধ্বনি হরিধ্বনি শুনি। গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় রাধা

কৃষ্ণবাণী ॥ ধ্বজ পতাকা সব উড়ে রথোপরে। সূর্য্যের মণ্ডল ঢাকে কিরণ উজ্জলে ॥ রথ মধ্যস্থলে বসি রত্ন সিংহাসনে। কমনীয়কান্তি তেঁহো অতি মনোরম ॥ দিব্য আভরণ তায় অঙ্গে অঙ্গে সাজে। কোটি মদন মূচ্ছিত হয় তার লাজে ॥ পরম শীতল হৈল কোটী চন্দ্র জিনি। রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ বলিয়া করে ধ্বনি ॥ সিদ্ধগণ সব আসি চামর করিয়া। চলিল গোলোক পথে তাঁহারে লইয়া ॥ ব্রহ্মা শিব সনকাদি সবে কর যুড়ি। গৌরাঙ্গ মহিমা গান করে রথ বেড়ি ॥ জয়২ কৃপাসিন্ধু শচীর নন্দন। এমন করুণা প্রভু না কৈল কখন ॥ কুক্কুর উদ্ধার করি গোলেকে পাঠায়ে। দিব্য সেহ এমনকে কভু নাহি পায়ে ॥ জয় জয় অগতির গতি গৌরহরি। জয়২ অবতার সভার উপরি ॥ তোর করুণায়ে কলি উদ্ধার করিব। আর কি বলিব তোর অলৌকিব সব ॥ মোরা সব দেব করে হৈল ভাগ্যবান। পাইব তোমার প্রসাদ প্রধান ॥ কুক্কুর তরিয়া যায় তোমার পরশে। এমন করুণা কভু নাহি হৃষীকেশে ॥ কবে মোরা এমন হইব ভাগ্যরাশি। কুকুর কৃতার্থ হৈলে তাহি মোরা বাসি ॥ নমো নমো অদোষ দরষি গৌর রায়। নমো নমঃ তোমার সুন্দর দুইপায় ॥ অনুব্রজি হৈল রূপে যত দেবগণ। বিদায় হইয়া আইল আপন ভবন ॥ গৌরাঙ্গের গুণগায় সব দেবগণ। কবে মোরা পাব গোরাচাঁদের চরণ ॥ এথা গোলোকেরে আইলা মহাভাগ্যবান। গৌরাঙ্গের লীলা অনুব্রত তথা গান ॥ হেন অদ্ভুত গোরাচাঁদের প্রকাশ আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচন দাস ॥

এথা শচীদেবী, মনে মনে ভাবি, ষষ্ঠিব্রত করিবারে। পুরনারী যত, সভে করি ব্রত, গিয়ে বটবৃক্ষতলে ॥ ১ ॥ নৈবেদ্যের সজ্জা, করিয়া সুসজ্জা, বসনে ঢাকিয়া লঞা। ব্রত করিবারে, যায় বটতলে, অতি হরষিত হওয়া ॥ ২ ॥ হেনই সময়ে, বিশ্বম্ভর রায়, খেলিতে খেলিতে পথে। জননী দেখিয়া, আইল ধাইয়া, কিবা লওয়া যাহ হাতে ॥ ৩ ॥ বাহু পসারিয়া, আইল ধাইয়া, জননী রাখিতে চাহে। কি২ বলি

মায়ে, ধরিবারে চায়, আখটি করিয়া মায়ে ॥ ৪ ॥ দেব আরাধনে, করিয়া যতনে, তইয়া নৈবেদ্য খানি। ষষ্ঠি পূজিবারে, যাব বটতলে, এখানে খেলহ তুমি ॥ ৫ ॥ আসিবার বেলে, সন্দেশ কদলে, আনি দিব শুন এ বাপ। দেবতা পূজিব, এরর মাগিব, ঘুচে অমঙ্গল তাপ ॥ ৬ ॥ এতেক উত্তর, শচীর অন্তর, জানি প্রভু বিশ্বম্ভর। কহে কহু বাণী, অমিঞা লবনী, মুখে মিলাইতে তার ॥ ৭ ॥ এই মনে তোরে, বসো বারে বারে, তভু না বুঝ অবোধিনী। ক্ষুধায় আমার, জ্বলিছে অন্তর, নৈবেদ্য খাইব আমি ॥ ৮ ॥ ইহা বলি হরি, মায়ের কর ধরি, নৈবেদ্য ভরল মুখে। দেখিয়া জননী, হাহাকার বাণী, অন্তর জলিল দুঃখে ॥ ৮ ॥ দেবতার দ্রব্য, ঘৃত মধু গব্য, বিশ্বম্ভর খাইল দেখি। অন্তরে চিন্তয়ে, বিস্মিত হইয়ে, কোপে ছল২ আঁখি ॥ ১০ ॥ অবোধিয়া পুত, বুঝাইব কত, দেবতা নামান তুমি। ব্রাহ্মণ কুমার, হয়ে দুরাচার, এ দুঃখে মরিব আমি ॥ ১১ ॥ শুনি গৌরমণি, জননীর বাণী, অন্তর জলিল কোপে। কহিল সে সব, না বুঝিয়া তব, কুবোল বলিল বোকে ॥ ১২ ॥ শুন অবোধিনী, আমি সব জানি, আমি তিন লোকসার ॥ যত২ দেখ, আমি মাত্র এক, ত্রিভুবনে নাহি আর ॥ ১৩ ॥ তরু মূলে যেন, জল নিসেচন, উপরে সিঞ্চিত শাখা। প্রাণ নিমেষণ, ইন্দ্রিয় যে হেন, ঐছন আমার খেলা ॥ ১৪ ॥ ইহা বলি হরি, করিয়া চাতুরী, মায়ের গলায় ধরে। শচীর হৃদয়ে, অতি সবিস্ময়ে, গেল ষষ্ঠি পূজিবারে ॥ ১৫ ॥ সেই ষষ্ঠিদেবী, বহু দিন সেব, বলয়ে কাতর বাণী। আমার ছাওয়াল, বড়ই ধামাল, এ দোষ ক্ষমা বে তুম ॥ ১৬ ॥ তুমি দিলে মোরে, এ খেপা কুমারে, কেমনে লইবে দোষ। করবে কল্যাণে, এ মোর নন্দনে, না করিবে কিছু রোষ ॥ ১৭ ॥ সাত পাঁচ নাই, এখন মিলাই, দিলো গো করুণা করি ॥ বিঘ্ন নাহি হয়, এ মোর তনয়, এ বালক দেবী তোরি ॥ ১৮ ॥ এতেক বলিয়া, চরণে পড়িয়া, যত বিপ্রনারীগণ। বলয়ে মিনতি, করিয়া প্রণতি; আশীর্ব্বাদ কর মনে ॥ ১৯ ॥ চরণের ধূলি দেহ নিজ বলি মোর

বিশম্ভর শিরে। বড়ই চঞ্চল, এ মোর ছওয়াল, বুদ্ধি হয় যেন স্থিরে ॥ ২০ ॥ দন্তে তৃণ ধরি, বলে শচীদেবী, সভার চরণ সেবি। সবে দেহ বর, মোর বিশ্বম্ভর, যেন হয় চির জীবি ॥ ২১ ॥ ষষ্ঠিপূজা করি, পুত্র কোলে ধরি, ঘরেতে চলিলা দেবী। জগন্নাথ সনে, করি অনুমানে, মনে অনুভব ভাবি ॥ ২২ ॥ কি কহিব আর, সর্ব্ব দেবসার, পৃথিবীতে পরকাশ। বালকের সঙ্গে, খেলে নানা রঙ্গে, কহয়ে লোচন দাস ॥ ২৩ ॥

বরাড়ি রাগ।

তবে আর কত দিনে, সেই শচীর নন্দনে, ধূলা খেলা খেলে রাজ পথে। এ ধুলী ধূসর, গৌর কলেবর, অনুগত বয়স্য কহিতে ॥ ১ ॥ শিশু২ ধূলা খেলি, খেলে হয় গালাগালি, ধূলারণ অঙ্গ দিগবাস। সমান সে বরঃক্রম, সবে মেলি এক মর্ম্ম, মর্ম্ম বিন্দু খেলার আবেশ ॥ ২ ॥ সভে মেলি খেলা খেলে, গুপ্তবৈঝা হেনকালে, সেই পথে আইল আচম্বিতে। তার সেই নিজ জন, সঙ্গে করি আগমন, জ্ঞানপথে বিচারে পণ্ডিত ॥ ৩ ॥ তার সনে অনুমানে, যোগশাস্ত্র বাখানে, কর শির করিয়া চালন। দেখি বিশ্বম্ভর রায়, তার পাছে২ যায়, অনুসরি গমন বচন ॥ ৪ ॥ দেখি বৈদ্য মুরারি, কটাক্ষে তিলেক হরি, পুনঃ করে যোগের ব্যাখ্যান। সেইমত বিশ্বম্ভরে, তজ্জার ব্যাখ্যান করে, যেন হাত নাসা মুখ থান ॥ ৫ ॥ এই মনে বেরি, পরিহাসে গৌরহরি, শিশুগণ সংহতি করিয়া দেখিয়া মুরারি বৈদ্য, নিজ আচরণ গদ্য, কুবচন বলিল রুষিয়া ॥ ৬ ॥ এ ছারে কে বলে ভাল, দেখি অতি দুরাছার, মিশ্র পুরন্দর সুত। সর্ব্বত্র শুনিয়ে কথা, ইহার যে গুণ গাথা, ভালো নাম ইহার নিমাই ॥ ৭ ॥ ঐছন শুনিয়া বাণী, রুষিল সে গৌরমণি, অনুগত কৃপার কারণে। ভ্রূকুটি বয়ান করি, বলে বাক্য চাতুরি, জানাইব ভোজনের ক্ষণে ॥ ৮ ॥ শুনি বিশ্বম্ভর বাণী, মুরারি সে মনে গণি, ঘরে গেলা বিস্মিত হিয়ায়। গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতে, পাসরিল আনছিতে, হৈল সেই

ভোজন সময় ॥ ৯ ॥ কথা বিশ্বম্ভর হরি, অঙ্গের সুবেশ করি, কটীতে আঁটিয়া পিন্ধেধড়া। শিরে শোভে তিন ঝুটি, গলায় সে রস কাটি, কণ্ঠে লগ্ন মুকুতা দুবেড়া ॥ ১০ ॥ নয়নে কজ্জল রেখা, পাচ ঝুটি বান্ধে শিখা, ঝলমল হেন অহঙ্কারে। চরণে মগরা খাড়ু, হাতে করি ক্ষীর লাড়ু, চলিল ঠাকুর বিশ্বম্ভরে ॥ ১১ ॥ মুরারি গুপ্তের ঘরে, গেল নিজ অভ্যন্তরে, ভোজন করয়ে বৈদ্যরাজ। মেঘ গম্ভীর নাদে, নিজ মনো পরসাদে, মুরারি বলিয়া দিল ডাক ॥ ১২ ॥ স্বরশুনি স্মঙারল বিশ্বম্ভর যে বলিল, গুপ্তবেঝা চমকিত চিত। তবে সেই গৌরহরি, কি কর কি কর বলি, সেইখানে হৈলা উপনীত ॥ ১৩ ॥ তরস্ত নহিয় তুমি, এইখানে আছি আমি, ভোজন করহ বাণী বৈলা। মধ্যে ভোজন বেলা, ধীরে ধীরে নিয়ড় গেলা, থালু ভরিয়ে মুত মুতিলা ॥ ১৪ ॥ কি করিলি ছিছি করি, উঠিলা সে মুরারি, করতালি দিয়া বলে গোরা। করশির লাড়িয়া ভক্তিপথ আছাড়িয়া, যোগবল এই অতিপরা ॥ ১৫ ॥ জ্ঞান কর্ম্ম উপেক্ষিয়া, কৃষ্ণ ভজো মন দিয়া, রসিক বিদগ্ধ চিদানন্দ। কৌতুকে তাহার দৃষ্টি, এ নহে ভোজন পুষ্টি, নাহি বুঝ বুদ্ধি অতি মন্দ ॥ ১৬ ॥ পরম দয়াল হরি, তেহো সর্ব্বশক্তি ধারী, জীবেতে সম্ভবে ইকি কথা। তেহো ব্রহ্ম সনাতন, গোপীর জীবন ধন, না ভজিয়া কেন দেহ বৃথা ॥ ১৭ ॥ ইহা বলি গোরামণি, কতি গেলা নাহি জানি, মুরারি দেখিতে নাহি পায়। মনে২ অনুমানে, এই বহু নাহি আনে, সত্য কৃষ্ণ শচীর তনয় ॥ ১৮ ॥ এই অনুমান করি, তবে সেই মুরারি, আস্তেব্যস্তে চলিল সত্বর। চলিতে না পারে পথে অতি আনন্দিত চিতে, গেল যথা মিশ্র পুরন্দর ॥ ১৯ ॥ শচী জগন্নাথ মেলি, পুত্ত্রেরে দুলাল করি, তুমি মোর সরবস ধন যেখানে সেখানে যাই, যথা বা যে দুঃখ পাই, দেখি পাসরিয়ে চাঁদবদন ॥ ২০ ॥ ইহা বলি দোঁহে মিলি, দ্বিগুণ চুম্বন করি, কোলে করিবারে টানাটানি। হেনকালে মুরারি, সেই স্থানে বরাবরি, আনন্দে না নিঃসরে বাণী ॥ ২১ ॥ দেখিয়াত

ব্যস্ত হঞা, শচী জগন্নাথ গিয়া, বৈদ্যের করিল অভ্যর্থনা। কারে কিছু না বলিল, আরসব পাসরিল, দেখি গোরাচাদের বয়ান ॥ ২২ ॥ পুলকিত সব গা, আপদ মস্তক পা, ধারা বহে নয়নের জলে। অরুণ কমল আখি, আইসে প্রেমার পাখী, গদগদ আধ আধ বোলে ॥ ২৩ ॥ স্থিরে দাঁড়াইতে নারে, পড়িল ধরণীতলে, পুনঃ পুনঃ করে পরনাম। দেখিয়া যে বিশ্বম্ভর, মায়ের কোল ভিতরে, সান্তাইল জনক আহান ॥ ২৪ ॥ শচী জগন্নাথ বলে, ওহোহো কি কৈলে২, তোরে দেখি দেবতা সমান। আশীর্ব্বাদ যোগ্য তোরী, এ অতি বালক মোরী, কি করহ বড় অবিধান ॥ ২৫ ॥ তোরে বলি শুভ্র মণি, সব জনে বাখানি, বালক কি কৈল অপরাধ। মোদিয়ে যে হয় হউ, বাঢ় শিশু পরমায়, চিরজীবি দেহ আশীর্ব্বাদ ॥ ২৬ ॥ ইহা বলি হাতে ধরি, কাকুতি মিনতি করি, শাচী আর মিশ্র পুরন্দর ॥ হাসি বৈল মুরারি, এ না পুত্র তোমারী, দেব দেব বিশ্বম্ভর ॥ ২৭ ॥ বালক লা লিছ কাছে, ইহাত জানিব পাছে, তোমা সম নাহি ভাগ্য বান। সভরি রাখিহ মনে, এই মোর বচনে, বিশ্বম্বর প্রভু ভগবান ॥ ২৮ ॥ ইহা বলি গুপ্তবেঝা, না করিল অন্যচার্য্যা চলি গেলা হৃদয় সত্বর। আনন্দে ভরিল হিয়া, গোরাপদ দেখিয়া, গেলা যথা আচার্য্যর ঘর ॥ ২৯ ॥ অদ্বৈত আচার্য্য নাম, সেই সর্ব্ব গুণধাম, সেই সর্ব্বজন শিক্ষাগুরু। পড়িয়া চরণতলে, মুরারি মিনতি করে, তুমি সর্ব্ববেত্তা কল্পতরু ॥ ৩০ ॥ দেখিল অদ্ভুত, মিশ্র পুরন্দর সুত, নিমাই পণ্ডিত বিশ্ব-ম্ভর। বালক্রীড়া করে রঙ্গে, সকল শিশুর সঙ্গে, চরিত্র দেখিল লোকন্তর ॥ ৩১ ॥ ইহা শুনি দ্বিজমনি, হুহুঙ্কার করে ধ্বনি, পুলকে পুরল সব অঙ্গ। রহস্য রহস্য এই, তোমায় নিভৃতে কই, সেই ব্রহ্ম রসিক শ্রীঅঙ্গ ॥ ৩২ ॥ ইহা বুলি কোলাকুলি, দুজনে আনন্দ ভরি, বেকত না করে বিশ্বাস। অখিল ভুবন পতি, কৃপায় আইলা ক্ষিতি, গুণ গায় এলো-চন দাস ॥

গীত বঙ্গ। ভাটিয়ারি রাগ।

হরিনাম হরিবোল চৌদিকে শুনি। হাতে তালি জয় জয় নাচে দ্বিজমণি॥ ধ্রু॥ বয়স্য বালক সঙ্গে করি এক মেলা হরিনাম সংকীর্ত্তন পাতিয়াছে খো॥ চৌদিকে বালক বেড়ি হরি হরি বোলে। আনন্দে বিহ্বোল গোরা ভুমি পড়ি বুলে॥ বোল বোল ডাকে মেঘ গম্ভীর স্বরে। আইস আইস বলি বালক কোলে করে॥ শ্রীঅঙ্গে পরশে বালক পাসরে আপনা। ফাফরে পড়িল দেখি বালক কান্দনা॥ আপদ মস্তক পুলকাশ্রু ধারা গলে। করতালি দিয়ে বালক হরি২ বোলে॥ চৌদিকে বেড়িয়া বালক মাঝে গৌরসিংহ। মধুময় কমলে যেন দেখি মত্তভৃঙ্গ॥ হেনকালে পথে যায় দুই চারি পণ্ডিত। বিশ্বম্ভর খেলা খেলি আইল আচম্বিত॥ অপ রূপ দেখি গোরা বালকের খেলা। নবফুল গাঁথি সবার গলে বনমালা॥ হরি হরি বোলে মুখে করে করতালি। আনন্দে নাচিয়া বুলে মাঝে গৌরহরি॥ আপন পাসরি পণ্ডিত সান্তা ইল মেলে। করতালি দিয়া আর হরি২ বোলে॥ যে যায়ে সে যায়ে পথে দেখি গোরা। কাখেতে কলসী করি চাহে নারীগুলা॥ হরি২ বোল শুনি জয় জয় নাদ। শুনিয়া ধাইল কেহ দেখিবারে সাধ॥ হরিবোল শুনি শচী আইল আচম্বিত। দেখিহ আপন পুত্র নিমাই পণ্ডিত॥ পুত্র পুত্র করি শচী পুত্র কৈল কোলে। সভারে দেখিয়া সে নিষ্ঠুর বাণী বোলে॥ এমত ব্যভার তোর পণ্ডিত সভায়। পরপুত্র পাগল করিয়া উন্মত্ত নাচায়॥ কর্কশ কথায় সভেভৈ গেল চেতন কি কৈলে কি কৈলে করি গুণে মনে মন॥ বিশ্বম্ভর লয়ে গেল বিশ্বম্ভর মাতা। আনন্দে লোচন কহে গোরা-গুণ গাথা॥

সিন্ধুড়া রাগ।

এইখানে এক কথা কহিব এখান। মুবারীতে দামোদরে যে হৈল কথন॥ মুরারীকে পুছিলা পণ্ডিত দামোদর। এক নিবেদন চির বেদনা অন্তর॥ কাহো২ বৈদ্যরাজ পুছো তোর

ঠাঞি। কতি গেলা বিশ্বরূপ ঠাকুরের ভাই॥ তাহার চরিত্র কিছু পুছো সমাদরে। কহয়ে মুরারি বড় সাদর অন্তরে॥ শুন শুন দামোদর পণ্ডিত প্রধান। যে জান মো কহ কিছু তোর বিদ্যমান॥ বিশ্বম্ভর জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ গুণধাম। কি কব উহার গুণচরিত্র বাখান॥ অল্পকাল সবশাস্ত্রে জানেন সকল। স্বধর্ম্ম তৎপর বুদ্ধি সংসারে বিরল॥ স্বচ্ছন্দে হৃদয় দ্বিজ দেবগুরু ভক্ত। পিতৃ মাতৃ সেবাকারে অতি অনুরক্ত॥ বেদান্ত সিদ্ধান্ত জানে সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম। বিষ্ণু ভক্তি বিনু সে না করে কোন কর্ম্ম॥ সর্ব্বলোক প্রিয় সে পরম মহাসিদ্ধি। অন্তরে বৈরাগ্য তত্ব জ্ঞানে নিষ্ঠ বুদ্ধি॥ সমাধ্যায়ী সঙ্গে কথা পুথি বামহাতে জগন্নাথ পিতা তা দেখিল রাজ পথে॥ ষোড়শ বরিষ পুত্র ভেল বয়ঃক্রম। বিবাহের যোগ্য যৌবন সংপূর্ণ॥ এইমত কথা পিতা হৃদয়ে করিল। বিশ্বরূপ যোগ্য কন্যা মনে বিচারিল॥ চিন্তিতে২ বিপ্র আইল নিজ ঘর। বিশ্বরূপ বিবাহ দিব চিন্তিত অন্তর॥ কতক্ষণে বিশ্বরূপ দ্বিজ আইল ঘর। সবিস্মিত পিতা দেখি বুঝিলা অন্তর॥ তবে সেইমতে বিশ্বরূপ দ্বিজবর্য্য। সবিস্মিত পিতা দেখি বুঝিলেন কার্য্য॥ অন্তরে জানিলা মোর বিবাহের তরে। চিন্তিত হইলা দোহে কার্য্য করিবারে॥ বিবাহ করিব আমি নহে'ত উচিত। নহে বা জননী দুঃখ পাবে বিপরীত॥ এই মনে অনুমানে রাত্রি সুপ্রভাতে। বাহির হইয়া গেল পুথি বামহাতে॥ গঙ্গাজল সন্তরণ করি পার হইল। গতমাত্র মহাশয় সন্ন্যাস করিল॥ কহুয়ে লোচন দাস গোরা গুণ লীলা। যাহার শ্রবণে গলে দারু আর শিলা॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

দ্বিতীয় প্রহর বেলা, কেনে পুত্র না আইলা, পিতামাতা চিন্তিত হৃদয়। জগন্নাম খোজ করে, চাহে প্রতি ঘরে২, না পাইল আপন তনয়॥ ১॥ জনে২ কানাকানি, কার্য্য হৈল জানাজানি, বিশ্বরূপ সন্ন্যাস কারণ। তোকান মোকানী কথা, শুনে জগন্নাথ পিতা, আচম্বিতে হইল অচেতন॥ ২॥

তবে শচী ইহা শুনি, মুচ্ছিত পড়িলা ভুমি, অন্ধকার হইল ত্রিজগত। বিশ্বম্ভ বলি বলি ডাকে, আইস পুত্র দেখি তোকে, কি লাগিয়া হইল বিরকত ॥ ৩ ॥ সে হেন সুন্দর গা, সে হেন সুন্দর পা, কেমনে হাটিয়া যাবে পথে। প্রহরের ভোক তুমি, তিলোক সহিতে নারি, আথটি করিবে আর কাথে, ॥ ৪ ॥ তুমি পড়িবারে যাহ, সোয়াস্ত নাহিক পাঞা যেলী চাহ তখনে তখন। স্নান করিবারে, যাঙ, তথা স্থির নাহি পাঙ, বিশ্বরূপ আসিব এখন ॥ ৫ ॥ তুমি না বলিয়া ডাক, সেই ধন্য লাখে লাখ, মুখ চাঞা পাসরে। আপনা। না জানি কি দুঃখ পাঞা, মোর মুখে আগি দিয়া, সন্ন্যাস করিল দীন পণা ॥ ৬ ॥ কতি গেল তোর পিতা, যাহ বিশ্বরূপ যথা, ধরিয়া আনহ পুত্র ঘরে। যে বলু সে বলু লোকে, পুত্র আনি দেহ মোকে, পুনঃ উপবীত দিবত তারে ॥ ৭ ॥ জগন্নাথ বলে বাণী, শুন দেবী শচীরাণী, স্থির কর আপন অন্তর। শোক না করিহ আর, মিথ্যা সব সংসার, বিস্বরূপ সুপুত বর ॥ ৮ ॥ আমার বংশের ভাগ্য, বিশ্বরূপ পুত্রযোগ্য অকুমারে করিল সন্ন্যাসে। এই আশীর্ব্বাদ কর, সেই পথে হউ স্থির সন্ন্যাস করুক অনায়াসে ॥ ৯ ॥ সম্পদে বিপদ হেন, না মানিহ তুমি শুন, শোক না করিহ অকারণ। একটি সন্ন্যাস করে, কুল কোটি নিস্তারে, বিশ্বরূপ পুরুষ রতন ॥ ১০ ॥ শুনিয়া এতেক বাণী, কহে পুনঃ শচীরাণী, কি কহিলে কহ মহাশয়, একটি সন্ন্যাস করে, কুল কোটি নিস্তারে, ভাল কৈল আমার তনয় ॥ ১১ ॥ এই মনে দুইজনে, হরিষ বিগাদ মনে গোঙাইল তথক সময় ॥ কি কহিব মহিমা, ভাগ্য পথে নাহি সীমা গৌরচন্দ্র পাইল তনয় ॥ ১২ ॥ কহিল মুরারি গুড় দামোদর পণ্ডিত, শুন বিশ্বরূপ সন্ন্যাস। পুনরপি আছে কথা, গোর চন্দ্র গুণ গাথা, কহেন কিছু এ লোচন দাস ॥ ১৩ ॥

আমি তোর হইলাম না হরিনাম বল। কেহ কার নহে গো তবে কেন ভুল ॥

বিশ্বম্ভর হেনকালে, বসিয়া মায়ের কোলে, নেহারয়ে

বাপের বদন। কতি গেলা মোর ভ্রাতা, শুন২ পিতা মাতা, আমি তব করিব পালন॥ ১॥ হেনই শুনিয়া বাণী, জগন্নাথ শচীরাণী, দোঁহে মিলি পুত্র কৈলা কোলে। দেখি বিশ্বম্ভর মুখ, পাসরিলা শোক দুঃখ, আনন্দেতে গদগদ বলি॥ ২॥ বিশ্বম্ভর মুখে মুখ, চুম্ব দেই লাখে লাখ; মরি বাছা তোর বালাই লঞা তুমি সে দোঁহার প্রাণ; তোমা বিনে নাহি আন; প্রাণ রহে তোমার মুখ চাঞা॥ ৩॥ এইমতে ক্ষণে২; হৈলা দোঁহে আন মনে; পুত্র দেখি বাড়িল উল্লাস। তবে আর কতদিনে; জগন্নাথ শচীসনে; গুণগায় এ লোচন দাস॥

ধানসী রাগ।

এই মনে আর দিনে মিশ্র পুরন্দর। চিন্তিতে লাগিলা মনে দেখি বিশ্বম্ভর॥ শুভক্ষণে শুভদিনে সুতিথি নক্ষত্র। হাতে খড়ি দিল তার সময় উচিত॥ দিনে২ পড়ে সেই জগতের গুরু। দেখি শচী জগন্নাথ আপনা পাসরু॥ এই মতে খেলা লীলা কতকাল গেল। শচী জগন্নাথ মনে যুকতি করিল॥ বিশ্বম্ভর চুড়াকরণ মনে মনে করি। ইষ্ট কুটুম্ব সব আনিল আহরি॥ চর্চ্চিতে শুভক্ষণ শুভতিথি দিনে। করিব যে চুড়াকরণ দাঁড়াইল মনে॥ নদীয়া নগরে ঘরে ঘর আনন্দিত। ব্রাহ্মণ সজ্জন আনি লোকে যে পূজিত॥ ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে গায়নে গায় গীত। করিলত যজ্ঞ বিধি যে ছিল উচিত॥ জয় জয় দেয় যত কুলবধুগণ। সভারে দিব গুবাক মাল্য চন্দন॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার। শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউরি কাহাল॥ মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কাংস্য করতাল। সাহিনী শরদ শুনি বড়ই বিশাল॥ চৌদিকে হরিধ্বনি কাঁপায়েগগণ। চুড়াকরণ কর্ণবেধ করিল তখন॥ আনন্দিত হৈল সব নদীয়া নগরী। বিশ্বম্ভর মুখ দেখি আপনা পাসরি॥ হাটে বাটে ঘাটে মাঠে যেই যথা যায়। দুহে মিলি সদা বিশ্বম্ভর গুণ গায়॥ পরপুত্র দেখি হেন করয়ে হৃদয়। শচী জগন্নাথ ভাগ্য এ হেন তনয়॥ নবদ্বীপের ভাগ্য আর সংসারের ভাগ্য। ওরূপ দেখিলে হয় নয়নের

শ্লাঘ্য ॥ আর একদিন গঙ্গা বালুকার তটে। বালক সহিতে ক্রীড়া করে গঙ্গাঘাটে ॥ বালুকার পক্ষ পদচিহ্ন অনুসরি। গমন করিয়া পক্ষ পদচিহ্ন ধরি ॥ ইহা বলি সেই মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র। বালক সহিতে ক্রীড়া করিল নির্ব্বন্ধ ॥ এই পক্ষ পদ যেই বালকে ডিঙ্গার। সেই ততক্ষণে খেল পরাজয় পায় ॥ যেইজন তাহা যাঞা পারে ধরিবারে। যেইজন খেলা জিনে স্কন্ধে চড়ে তারে ॥ তার স্কন্ধে চড়ি তার পৃষ্ঠে মারে সাট। কান্ধে করি লঞা যায় সঙ্কটের ঘাট ॥ হেন মনে শিশুসনে বালুকায় ধায়। মহা পরিশ্রমে ঘর্ম্ম নিকশে যে গায় ॥ হেনকালে জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর। স্নান করিবারে গেলা জাহ্নবীর জল ॥ দেখিয়া পুত্রের খেলা কোপ উপজিল পরিশ্রম দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল ॥ সুবর্ণের পদ্ম যেন আতপে মৈলান। মধু নিকলয়ে যেন বদনের ঘাম ॥ ডাকিতে ডাকিতে মিশ্র যায় পাছে পাছে। পিতা দেখি বিশ্বম্ভর পায় বড় লাজে। মুখ নাহি তোলে অন্তরে তরাসে ॥ আপনে পণ্ডিত গেলা বিশ্বম্ভর পাশ ॥ করে ধরি লঞা আইল আপন কুমার। সকল বালক গেল আপনার ঘর ॥ জগন্নাথ গঙ্গাস্নান করি আইলা ঘর। সবে আসি বিশ্বম্ভরে ভৎর্সনা বিস্তর ॥ পাঠ-শাল গেল তোর অধমের হেন। কুবুদ্ধি করিয়া তো বেড়াসি অনুক্ষণ ॥ ব্রাহ্মণ কুমার হঞা নাহিক আচার। ইহার উচিত শাস্তি দিছো মো তোমার। ইহা বলি জগন্নাথ হাতে সাট করি। তর্জ্জন করয়ে শচী তাঁর হাতে ধরি। না মারিহ পুত্র মোর না খেলিব আর। সর্ব্বদা পড়িব কাছে থাকিব তোমার বিশ্বম্ভর সান্তাইল জননীর কোলে। না খেলিব না খেলিব ধীরে ধীরে বোলে ॥ জগন্নাথ পাছে করি পুনঃ আগলিয়া না মারিহ পুত্র মোর মৈল ডরাইয়া ॥ ইহা বলি শচীদেবী পুত্র করি কোলে। বয়ান মুছিল অঙ্গ বসন আঁচলে ॥ না পঢ়ুক মুত্র মোর হউক মুরুখ। মুরুখ হইয়া শত বরিখ জীউক ॥ শুনিয়া শচীরবাণী মিশ্র পুরন্দর। কহিতে লাগিলা কিছু সক্রোধ উত্তর ॥ মুরুখ হইলে পুত্র জীবকে কেমনে।

কেমনে ব্রাহ্মণ ইথে কন্যা দিবে দানে॥ তবে জগন্নাথ দেখি পুত্রের বয়ান। পিতা পানে চাহে ঘন তরাস নয়ন॥ অন্তরে পোড়য়ে মিশ্রের বাহিরে কঠিন। ফেলিল হাতের সাট প্রেম পরবীণ॥ সজল নয়ন পুত্র কৈল লঞা কোলে। পুলকে বুঝায় মিশ্র সুমধুর বোলে॥ পড়িলে শুনিলে বলে লোক বলে ভাল। আমি পাট ধড়া দিব কদলক আর॥ এই মনে আনন্দে সানন্দে দিন গেল। সন্ধ্যা সমাধিয়া মিশ্র শয়ন করিল॥ নিদ্রাগত হৈল রাত্রি তৃতীয় প্রহর। স্বপন দেখিয়া মিশ্র পড়িল ফাফর॥ রাত্রি সুপ্রভাতে ডাকি উঠিল সভারে। স্বপ্ন এক দেখিয়াছি কহিব তোমারে॥ দেখিল ত এক দ্বিজ পুরুষ বিশাল। দিনমণি কিরণ বরণ উজিয়াল॥ রত্ন অলঙ্কারে বিভূষিত দিব্যদেহ। নিরখি না পারি ঝলমল করে গেহ॥ বলিল আমারে মেঘ গভীর বচনে। বিশ্বম্ভর নিজ সুতকরি মান মনে॥ আমি দেবনারায়ণ ইহা নাহি জান কেবল আপন সুত করি কেন মান॥ পশু না জানয়ে স্পর্শ মণির পরশ। পুত্রজ্ঞান কর মোরে এ বড় সাহস॥ সব শাস্ত্র জানি আমি সর্ব্বদেব গুরু। আমা পড়াইতে কেন হাতে সাট করু॥ ঐছন স্বপন আজি দেখিয়াছি আমি। সে অবধি মোর হিয়া করয়ে কি জানি॥ শচী অতি হৃষ্ট-মতি আর সর্ব্বজন। সবে নিরখয়ে বিশ্বম্ভরের বদন॥ শচী জগন্নাথ কোলে করে হিয়া ভরি। আমার তনয় বিশ্বম্ভর দেব হরি॥ অনন্ত মহিমা যার বেদে নাহি জানে। শিব সনকাদি যারে না পায় ধেয়ানে॥ হেন মহামহত্ত্ব মহিমা জানে কিবা। মোর পুত্র হইয়া জনম গৌরদেবা॥ বলিতে বলিতে স্নেহ বাৎসল্য হইল। ঐশ্বর্য্য যতেক ভাব সব দুরে গেল॥ স্বপন শুনিয়া সর্ব্ব জনের উল্লাস। গোরা গুণ গায় সুখে লোচন দাস॥

বড়ারি রাগ।

মোর প্রাণ নারে আরেরে গৌরাঙ্গ নীরে হয়॥ ধ্রু॥

এইমনে আনন্দে সানন্দে দিন যায়। নদীয়া নগরে সুখ

সাগরে ভাসয়॥ তিলেকে যতেক সুখ কে কহিতে পারি। শচী জগন্নাথ ভাগ্য ব্রহ্মাণ্ডে না ধরি॥ একদিন বয়স্যের সঙ্গে আচম্বিতে। জগন্নাথ তনয় দেখিল সুচরিতে॥ নবম বরিষ পুত্র যোগ্য সময়। উপনীত দিব বলি চিন্তিল হৃদয়॥ ঘরে আসি শচী সঙ্গে যুকতি করিল। দৈবজ্ঞ আনিয়া শুভ দিবস রচিল॥ ইষ্টকুটুম্ব আনি নিবেদল কথা। আজ্ঞা কর বিশ্বম্ভরে দিবারে পোইতা॥ মিশ্র আর্য্য আনিল বিখ্যাত। পণ্ডিত যজ্ঞকর্ম্ম জানে যে আনিলা বেদনীত॥ গুবাক চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল। শত শত কুলবধূ সিন্দুর পরিল॥ খই কদলক আর তৈল হরিদ্রা। প্রত্যেক সবারে দিল শচী সুচরিতা॥ শঙ্খ শব্দ হুলাহুলি ধ্বনি জয় জয়। গন্ধ অধিবাস হৈল গোধুলি সময়॥ ব্রাহ্মণে মঙ্গল পড়ে ভাটে রায়বার। আশীর্ব্বাদ করি কৈল যে বিধি আচার॥ রাত্রি সুপ্রভাতে উঠি মিশ্র পুরন্দর। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ বিধি করিল সকল॥ ব্রাহ্মণে পূজিল পাদ্য আচমন দিয়া। সকল কর্ম্ম আরম্ভিল সময় বুঝিয়া॥ এথা শচীদেবী যত আইও সুহ লঞা। পুত্র মহোৎসবে বলে কৌতুক করিয়া॥ নাগরীগণ সব গৌরাঙ্গ বেড়িলা। শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করি॥ বারে মন কৈলা॥ তৈল হরিদ্রা বিশ্বম্ভর অঙ্গে দিলা। গন্ধ আমলকী দিয়া মস্তক মার্জ্জিল॥ অভিষেক করাইল সুর নদীজলে। আপনা পাশরে শচী আনন্দে বিহ্বোলে॥ শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহার। মৃদঙ্গ পাড়হ বাজে কাংস্য করতাল॥ ঢাকের দুন্দুরী শুনি যোজনের পথে। শুনিয়া যুড়ায় হিয়া সাহিনী শব্দে॥ বীণা বেণুর বিলাস বংশী নিশানে। রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজ একতানে॥ নর্ত্তকে নাচয়ে গীত গায়েত গায়নে। শুভক্ষণ করি কৈল মস্তক মুণ্ডনে॥ প্রতি অঙ্গে অলঙ্কারে ভূষিত করিল। সুগন্ধ চন্দন মাল্যে বেশ বানাইল॥ যজ্ঞস্থানে লঞা আইল শচীর নন্দনে। যথা বেদধ্বনি করে ব্রাহ্মণের গণে॥ রক্ত বস্ত্র উপবীত পরাইল অঙ্গে। রূপ দেখি ভুলি গেল আপনি

অনঙ্গ ॥ বিশ্বম্ভর কর্ণে মন্ত্র কহে তার বাপ ॥ দণ্ড করে দেখি ওরে ডরাইল পাপ ॥ ভিক্ষা মাগয়ে প্রভু আশ্রম আচার। সন্ন্যাস আশ্রম সর্ব্ব আশ্রমের সার ॥ যুগধর্ম্ম সন্ন্যাস করিব মনে ছিল। মুণ্ডনের কালে সেই মনেতে পড়িল ॥ এইমন হৈব বুলি হইল আবেশ। কাল সবজনের আমি ঘুচাইব ক্লেশ ॥ পুলকিত সব অঙ্গ আপদ মস্তক। কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক। তরুণ অরুণ দুই দীর্ঘল নয়ন। বলি দিনকর জিনি অঙ্গের কিরণ ॥ প্রেমারম্ভে মহাদম্ভে হুঙ্কার গর্জ্জন। চমক লাগিল দেখি সকল ব্রাহ্মণ সুদর্শন আদি যত পণ্ডিত প্রধান। একত্র হইয়া সভে করে অনুমান ॥ সকল পণ্ডিত মেলি করয়ে বিচার। মানুষ না হয় এই শচীর কুমার ॥ কোন দেবতার তেজ জানিল নিশ্চয়। এ তেজ গোবিন্দ বিনে আর কার নয় ॥ আমরা কি জানি প্রভুর চরিত্র আচার। অনুমান করি সভে বুদ্ধি বিচার ॥ এক জন বলে শুন আমার বচন। না বুঝিয়ে এই দৃঢ় প্রভুর আচরণ ॥ যে কিছু কহিয়ে শুন আপনার মর্ম্ম। লোক নিস্তারিতে প্রভু যুগে২ জন্ম ॥ কত২ অবতার কার্য্য অনুসারে। যুগের স্বভাবে ভাবে প্রচারিত তারে। ধর্ম্ম সংস্থাপন আর অধর্ম্ম বিনাশে। সানুজন পরিত্রাণ হয় পরকাশে। অসুর সংহার হেতু আদি যত আর। কার্য্য অবতার বুলি এ নাম তাহার। শ্রীরামাদি অবতার যত২ লিখি। কার্য্য অবতার তার কার্য্য হয় লাক্ষি। ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ যজ্ঞ তার ধর্ম্ম। দুর্ব্বাদলশ্যাম রাম রাক্ষস ক্ষয় কর্ম্ম। সকল ত্রেতার সেনা হয় রঘুনাথ। রাবণ বধিতে খেলা বানরের সাথ। চৌদ্দ চতুর্যুগ সে রাবণের পরমায়। কত কত ত্রেতা গেল লেখা কর চাই। এতেক বুলিয়ে সব ত্রেতা এক নহে। কার্য্য অনুসারে বলি যখন যে হয়ে। সত্যে শুক্ল তপোধর্ম্ম হংস নাম জানি। নৃসিংহাদি অবতার কার্য্য আনুমানি। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকসিপু দুইজন। তার পরমায় কত বুঝহ কেমন। যুগ অনুরূপ কর্ম্ম ধর্ম্ম সংস্থাপন। যুগ অবতার

বুলি জানিয়ে সে জন ॥ দ্বাপরে কৃষ্ণের পুনঃ শুন একমনে। একেলা ঠাকুর আর নাহি অন্য জনে ॥ কার্য্য অবতার কিবা যুগ অবতার। সব কলা পূর্ণ সে নন্দের কুমার ॥ পূর্ণব্রহ্ম বলি যারে বলে সর্ব্বজনে। গোপিকা লম্পট সে জানিহ বৃন্দাবনে ॥ অবতার শিরোমণি কৃষ্ণ অবতার। দ্বাপর ভিতর সেই লীলার প্রচার ॥ আর দ্বাপরে অবতার আছে দুই। কার্য্য কিবা যুগ অবতার হয়ে এই ॥ যেই দ্বাপরে হয়ে কৃষ্ণ অবতার। সেই কলিযুগে গৌরচন্দ্রের প্রচার ॥ যেন কৃষ্ণ অবতার তেন গৌরচন্দ্র। এই দুই যুগে সব যুগের সম্বন্ধ ॥ সকল দ্বাপরে নহে কৃষ্ণের বিহার। সব কলিযুগে নহে গৌর অবতার ॥ কতেক দ্বাপর কলি সত্য ত্রেতা যায়। অংশ অবতার প্রভু হয় তা সভায় ॥ এই দ্বাপর আর এই কলিযুগে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ চৈতন্য মিলয়ে বড় ভাগ্যে ॥ ব্রহ্মার দিবসে অবতার একবার। দ্বাপরেতে কলিযুগে করেন বিহার ॥ বৈবশ্বত মন্বন্তরে শ্যাম গৌর হঞা ॥ দ্বাপরেতে পূজা কৈল কীর্ত্তন করিয়া ॥ ধন্য২ কলিযুগ যুগের উপরি। সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে সভে হৈল অধিকারী ॥ আরে আরে দয়ার সাগর গৌরচন্দ্র। সঙ্কীর্ত্তনে পার কৈল পঙ্গু জড় অন্ধ ॥ আমার বচনে যদি না হয় প্রতীত। যে কিছু পুছিয়ে তার কহ সমুচিত ॥ যে যুগে যাহার যেই আছে বর্ণ ধর্ম্ম। যুগ অবতার প্রভু করে সেই কর্ম্ম ॥ দ্বাপরে ঠাকুর কৃষ্ণ যুগ অবতার। যুগ ধর্ম্ম আচরণে কি কৈল অবতার ॥ দ্বাপরে পরিচর্য্যা ধর্ম্মশাস্ত্রে হেন কহে। কোথা ধর্ম্ম সংস্থাপন কৈল প্রভু তাহে ॥ অবজ্ঞা না কর যদি বল এক বোল। যুক্তি পর কহি কথা না ঠেলিহ মোর ॥ আপনে ঠাকুর সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কার্য্য কিবা যুগধর্ম্ম সব তার পর ॥ যুগধর্ম্ম সংস্থাপন কৈল যেবা কার্য্য। সকলি করিবা প্রভু বুঝিতে আশ্চর্য্য ॥ রাধাকৃষ্ণ অবতার করিতে বিহার। আপনে স্বতন্ত্র রাধা প্রকৃতি আমার ॥ প্রকৃতি পুরুষ যেন দোঁহে আত্মতনু। দোঁহে এক তনু কার্য্যে বুঝাইল ভিন্ন। রাধা

নাম ধরে কৃষ্ণ আরাধনা কায। পরিচর্য্যা করে লঞা গোপিকা সমাজ॥ প্রেমভক্তি করে গোপী শত শত শাখা। প্রকৃতি স্বরূপা মাত্র একলা রাধিকা॥ কৃষ্ণে সমর্পয়ে দেহ দেহের স্বভাব। নিতিয়ে নূতন তারে বাঢ়ে অনুরাগ॥ এই পরিচর্য্যা ধর্ম্ম না বুঝয়ে কেহ। এই কথা কহে যত ভাগবত সেহ॥ আর দ্বাপরযুগে অংশে কর কর্ম্ম। ধর্ম্ম সংস্থাপন করে না বুঝিয়ে মর্ম্ম। ধর্ম্ম বলি দানব্রত তপোধর্ম্ম কহি। ধর্ম্ম করি সমর্পণা করে সভে তহি॥ এইত কারণে প্রভু প্রকাশিলা নিজ। তভু না বুঝিল কেহ ধর্ম্মময়ব্রজ॥ কলিযুগে গৌরদেহ প্রকাশে আপনা। যুগ অবতার কার্য্যে প্রকাশয়ে প্রেমা॥ রাধার বরণে অঙ্গ গৌরাঙ্গ হইয়া। রাধিকার ভাব রস অন্তরে করিয়া॥ সেই ভাবে কান্দে এই রসিক নাগর। বিকসিত পুলক কদম্ব কলেবর॥ সেই প্রেমে গরগর মাতোয়াল হঞা। হুঙ্কার তর্জ্জন করে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ সে গর্জ্জন শুনি অচেতন কলিকাল। চেতন পাইয়া সবে আনন্দে বিশাল॥ তেঞি রাধাকৃষ্ণ বলি ডাকে কান্দে হাসে। অন্ধকার দুরে গেল পাইলা পরকাশে॥ দ্বাপরে উপজে কৃষ্ণ প্রেমময় তনু। কলি অচেতন লোক করয়ে চেতন॥ প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু করি দীনভাব। আপনা বিসায় আপে মানে নিজ লাভ॥ এহেন ঠাকুর কোন কৈল ঠাকুরাল। না ভজিলে প্রেম দেই নাহিক বিচার॥ এতেক বলিয়ে যুগ অবতার যেই। এই পূর্ণ অবতারে প্রবেশিল সেই আর কলিযুগে নারায়ণ অবতার। কৃষ্ণ দুই অক্ষর নামেতে নাম তার॥ শুক্লপক্ষ পাখার বর্ণ বরণ তাহার। ইন্দ্র নীল মনি জ্যোতি বলে টিকাকার॥ এই কলিযুগে গৌরচন্দ্র পূর্ণ ব্রহ্ম। অংশ প্রবেশিল ইথে কহিল এ মর্ম্ম॥ পূর্ণ পূর্ণ অবতার চৈতন্য গোসাঞি। এ হেন করুণানিধি আর কেহ নাঞি॥ কার্য্য অবতারে যুগ অবতার এক। যুগ অনুরূপ তেই গৌর পরতেক॥ কলি গীত সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মশাস্ত্রে কহে। এই বিশ্বম্ভর প্রভু কভু আন নহে॥ বিচার পণ্ডিত সব

দাঁড়াইল হিয়া। আপনা সভারে প্রভু সে কাজ বুঝিয়া॥ সব সম্বরিল প্রভু তিলেকে তখন। জয় জয় গৌর হরি উঠিল বচন॥ সব লোকে কানাকানি অপরূপ কথা। সাতে পাচে অনুমানি যার যথা তথা॥ আশ্চর্য্য থাকিল কার সন্দেহ হৃদয়। কি দেখিল বিশ্বম্ভর রচিত আশয়॥ লোকমুখে যে শুনিল বিশ্বম্ভর কথা। সাক্ষাতে দেখিল এই জগত করতা। আনন্দে ভরল পুরী দেই জয় জয়। ধন্য গৌরগুণ গাথা এ লোচন কয়॥

শ্রীরাগ।

দিশা। আকি আরে গৌরাঙ্গ জয় জয়॥ ধ্রু॥

তার পরদিন প্রভু বসি নিজ ঘরে। আপন অন্তর কথা পরকাশ করে॥ নিজ তেজ অমিয়া পুরিত সব দেহে। নিরখি না পারি ঝলকল করে গেহে॥ মায়েরে দেখিয়া বোলে শুন মোর বোল। এক মহাদোষ আমি দেখিয়াছি তোর॥ একাদশী দিনে অন্ন না খাইহ আর। যতনে পালিবে তুমি বচন আমার॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

যানি পাপানি তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে ইতি।

মেঘ গম্ভীর নাদে কহিল মায়েরে। শুনি মাতা সবিস্মিত সংভ্রম অন্তরে॥ সংভ্রমে সঙ্কট প্রেম ভরিল শরীরে। পালিব তোমার আজ্ঞা বোলে ধীরে ধীরে॥ শুনিয়া মায়ের বোল সন্তোষ হৃদয়। ধর্ম্ম বুঝাইল সেই অন্তর সদয়॥ সেই কালে এক দ্বিজ আসি আচম্বিতে। আনি দিল গুয়া পান অতি শুদ্ধ চিত্তে॥ হাসিয়া তখনে ওহু গুবাক খাইল। ক্ষণেক অন্তরে পুনঃ মায়েরে ডাকিল॥ কহিল মায়েরে প্রভু আজি যাই গেহ। যতনে পালিহ তুমি নিজসুত এই॥ ইহা বলি ক্ষণার্দ্ধ নিশ্চেষ্ট হঞা রহি। দণ্ড পরণাম করে লোটাইয়া মহী॥ নিঃশব্দে রহিলা পুনঃ শচী তরাসিত। গঙ্গাজল মুখে দেয় হৃদয়ে তুষিত॥ ক্ষণেকে তৎক্ষণে প্রভু পাইলা সম্বিত। সহজ রূপে তেজে ঘর আলোকিত॥

মায়েরে বলিল এই আমি যাই গেহ। এ কথা বিচার করিবারে আছে কেহ॥ মুরারিগুপ্তবেঝা প্রভুর অন্তরীন। সর্ব্ব তত্ত্ববেত্তা সেই ভকত প্রবীণ॥ দামোদর পণ্ডিত পুছিল তার স্থানে। এক কথা তত্ত্ব মোরে কহিবে আপনে॥ কিবা মায়া কৈল প্রভু কিবা কোন শক্তি। ইহার বিচার মোরে করি দেহ যুক্তি॥ মুরারি কহয়ে শুন শুন মহাশয়। আমি কি সকল জানি কৃষ্ণের হৃদয়॥ যে কিছু কহিয়ে নিজ বুদ্ধি অনুমানে। যুক্তি সিদ্ধ হয় যদি রাখহ মরমে॥ শ্রবণে দর্শনে ধ্যানে আর সংকীর্ত্তনে। হৃদয়ে প্রবেশ প্রভু নিজ ভক্ত জনে॥ নিজদেহ দেহ নহে নির্গুণ আকার। গুণে সে গুণের ভোগ আচার বিচার॥ এতেক ভকত দেহ করি যদি মানে। স্বচ্ছন্দ বিহার তার সব আচরণে॥ নিজ পূজা অধিক ভকত পূজা মানে। পূজার সংগ্রহ তাতে জানে মনে মনে॥ আপনে ঠাকুর সেই তদধীন জনে। লোকে আচরণে মায়া বলিয়ে সূজনে॥ আপনা অধিক কেন মানয়ে ভকত। এ কথা বুঝিতে নারে সকল জগত॥ রসময় বিগ্রহ লাবণ্যময় দেহ। সকল সম্পদ তনু নিরমিল সেহ॥ বিলাস বিনোদ লীলা বিনু নাহি আর। নির্গুণ বলিয়া গালি দেই কোন ছার॥ মায়ার কারণ আপে না হয় বেকত। ভক্ত দেহে বিলাস করয়ে অবিরত॥ ভক্তের ভোজন লীলা শয়ন বিলাস। তাহাতেই কৃষ্ণ সুখ হয় পরকাশ॥ ভক্তজন আর জন আচরণ এক। দেহের স্বভাবে এক দেখ পরতেক॥ পরত্যেক দেখি যায় মানুষ গেয়ানে। কোথা কৃষ্ণ এথা কিয়ে গণে মনে মনে॥ কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নির্গুণ যে ব্রহ্ম। মানুষ শরীরে করে প্রাকৃতের কর্ম্ম॥ ইহা বলি নাহি মানে যে অধম জনে। ভক্তদেহে প্রভু দেহ জানায়ে উত্তমে এই অনুমান কথা মোর মনে লয়। আপনি বুঝিয়া চিত্তে কর যে যুয়ায়॥ সদা কৃষ্ণময় তনু বৈষ্ণব জানিয়ে। বেদ পুরাণ ভাগবতেতে শুনিয়ে॥ যাঁর পদ প্রসাদে পবিত্র সর্ব্বজন। গঙ্গা আদি করি তীর্থ সবার পাবন। হেন জন দেহ

কে যাইতে করে সাধ। না বুঝিয়ে যেইজন সেই করে বাদ॥ এই মত দামোদর মুরারি গুপ্ততে। নিবারিল দোহে কথা অতি হরষিতে॥ আপনার দেহ প্রভু দেহ নাহি গুণে। ভকত জনার দেহ নিজ করি মানে॥ এতেক বিচারি গেল সেই দুইজনে। শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে॥

বিভাস।

দিশা। নাহারে হয় হয়, নাহারে প্রাণ হয়॥ ধ্রু॥

সর্ব্বজন শুন আর অপরূপ কথা। যা শুনিলে ঘুচে সব অন্তরের ব্যথা॥ গুরুর আশ্রমে সব দেহতত্ত্ব জানি। ঘরেতে আইলা জগন্নাথ দ্বিজমণি॥ দৈবের নির্ব্বন্ধে জ্বর হৈল তার গায়। বিপরীত জ্বর দেখি তরাস উঠয়॥ শচীর ক্রন্দন দেখি ব্যাকুল হইয়া। প্রবোধ করে প্রভু তত্ত্ব বুঝাইয়া॥ মরণ সবার মাতা আছয়ে নিশ্চয়। ব্রহ্মা রুদ্র সমুদ্র পর্ব্বত হিমালয়॥ ইন্দ্র বরুণ অগ্নি কালে সর্ব্বনাশে। মরণ লাগিয়া কেন ভাবিছ তরাসে॥ তোর বন্ধুগণ যত আনহ এখানে। সবে মেলি কৃষ্ণ নাম করাহ স্মরণে। বান্ধবের কার্য্য মৃত্যুকালে সত্য জানি। স্মরণ করায় প্রভু দেব যদু-মণি॥ শুনিয়া কুটুম্ব বন্ধুগণ সভে আইলা। প্রভুর বাড়িতে আসি মিশ্রেরে বেড়িলা॥ পরিণত বৃদ্ধ যত বন্ধুগণ ছিলা। কাল প্রত্যাসন্ন দেখি যুকতি করিলা॥ বিশ্বম্ভর বলে মাগো কি কর বিলম্ব। এইক্ষণে চাহি সর্ব্ব ইষ্ট কুটুম্ব॥ ইহা বলি মায়েপোয়ে ধরি নিল তারে। বন্ধুগণ সহ গেলা জাহ্নবীর তীরে॥ বাপের চরণ ধরি কান্দে বিশ্বম্ভর। সম্বরিতে নারে অশ্রু গদগদ স্বর॥ আমারে এড়িয়া বাপু কোথা যাহ তুমি। বাপ বলি আর ডাক নাহি দিব আমি॥ আজি হৈতে শূন্যঘর হইল আমার। আর না দেখিব দুই চরণ তোমার॥ আজি দশদিক শূন্য আঁধিয়ার ঘোরে। না পড়াবে যত্ন করি ধরি নিজ করে। ঐছন অমিঞা বাণী শুনি জগন্নাথ। সকরুণ কণ্ঠে কুহরে নাহি বাত॥ গদগদ স্বরে বলে শুন

বিশ্বম্ভর। কহিল না হয় মোর যে ছিল অন্তর॥ রঘুনাথ চরণে সপিনু আমি তোমা। তুমি যেন কোনকালে না পাসর আমা॥ ইহা বলি হরি২ করয়ে স্মরণ। গঙ্গাজলে নামাইল সকল ব্রাহ্মণ॥ গলায় ভুলিয়া দিল তুলসীর দান। চৌদি গেতে বন্ধুগণ লয় হরিনাম॥ চতুর্দ্দিকে হয় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন। হেনকালে দ্বিজোত্তম বৈকুণ্ঠে গমন॥ বৈকুণ্ঠে চলিলা দ্বিজ রথে আরোহণে। ধরণী বিদার সেই শচীর ক্রন্দনে॥ পতির চরণ ধরি কান্দে লোটাইয়া। মো যামু আমারে লহ সংহতি করিয়া॥ এত কাল ধরি তোর সবা কৈল আমি। বৈকুণ্ঠে চলিলা তুমি মোরে রাখি ভূমি॥ শয়নে ভোজনে আমি সেবা কৈনু তোর। আজি দশদিগ শূন্য আঁধিয়ার মোর॥ অনাথিনী হৈনু আমি ছোঙড় লইয়া। নিমাঞি রহিব কোথা কোন দুঃখ পাআ॥ জগত দুল্লভ হের তোমার নিমাই। সব পাসরিয়া যাহ আমার গোসাই॥ মায়ের কান্দনা দেখি বাপের মরণ। কান্দয়ে শচীর সুত অঝর নয়ন॥ গজমতীহার যেন গাথিল সুতায়ে নয়নে বহয়ে জল বিশাল হিয়ায়ে॥ ভক্তজন বন্ধুজন হাহাকার করে। প্রভুর কান্দনায় কান্দে সকল সংসারে॥ শান্ত করাইছে সভে মধুর বচনে। সৃষ্টি নষ্ট হয় প্রভু তোমার ক্রন্দনে॥ নারীগণে প্রবোধে করিছে শচীদেবী। বিশ্বম্ভর দেখি শচী সব পাসরিবি॥ আপনে সুধরি প্রভু সময় বুঝিয়া কাল যথোচিত কর্ম্ম করিল সংক্রিয়া॥ তবে দৈব বিধিমত যে ছিল উচিত। করিল বাপের কর্ম্ম কুটুম্ব বেষ্টিত॥ পিতৃবৎসল প্রভু পিতৃকার্য্য কৈল। ক্রমে২ যথাবিধি ব্রাহ্মণ পূজিল॥ তোয়াধার ভোজনাদি দ্রব্য যত২। ব্রাহ্মণেরে দিল প্রভু পিতৃ ভকত॥ জগন্নাথ বৈকুণ্ঠে গমন এই কথা। আপনে সে দ্বিজোত্তম বিশ্বম্ভর পিতা॥ শ্রদ্ধাবন্ত জন যদি এই কথা শুনে। বৈকুণ্ঠে চলয়ে সেই গঙ্গায় মরণে॥ গোরা চাঁদ দেখি শচী ছাড়য়ে নিশ্বাস। পিতৃশূন্য পুত্র আছে পায়েন হুতাশ॥ বিস্তারসে চিত্ত যাবে ডুবয়ে ইহার। তবে

মনোসুখে পুত্র গোঙায়ে আমার॥ হেন অদ্ভুত কথা শুনে সর্ব্বজন। চৈতন্য চরিত কহে এ দাস লোচন॥

ধানসী রাগ।

একদিন শচী করে ধরি গৌরহরি। পড়িতে গৌরাঙ্গ দিল নিয়োজিত করি॥ সকল পণ্ডিত স্থানে পুত্র সমর্পিয়া। বোলয়ে কাতরে দেবী বিনয় করিয়া॥ পড়াহ আমার পুত্রে তোমরা ঠাকুর। রাখিবে আপন কাছে না রাখিবে দুর॥ পিতৃ শূন্য পুত্রে মোর পিরীতি করিবে। আপন তনয় বলি ইহারে জানিবে॥ শুনিয়া পণ্ডিত সব সঙ্কোচ অন্তরে। কহিতে লাগিলা অতি বিনয় উত্তরে॥ মো সভার ভাগ্য এত দিনে সে জানিনু। কোটি সরস্বতী কান্ত আমরা পাইনু অখিলে পড়াব ইহো নিজে প্রেম নাম। সর্ব্বলোকে গুরু ইহঁ সবার প্রধান॥ আমরাহ পড়িব ইহাঁর সন্নিধান। নিশ্চয় জানিহ মাতা কহিল বচন॥ শুনিয়াত শচী কৈল বিনয় বচন। পুত্র সমর্পিয়া আইল আপন ভবন॥ হেন মনে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। পড়িবারে গেলা বিষ্ণু পণ্ডিতেরে ঘর॥ সুদর্শন আদি করি গঙ্গাদাস পণ্ডিত। পড়িলা জগত গুরু তা সভা সহিত॥ লোক আচরণে মায়া মানুষ বিগ্রহ। পড়য়ে পড়ায়ে প্রভু লোক অনুগ্রহ॥ পণ্ডিত শ্রীসুদর্শন আর এক দিনে। পরিহাস করে প্রভু সতীর্থের মনে॥ রঙ্গ জের কথা কহে বড়ই রসাল। অতি মনোহর হাসি অমিয়া মিশাল॥ এইমতে রঙ্গ কতকাল গেল। বনমালী আচার্য্য দেখিব মনে কৈল॥ তারে দেখিবারে তার আশ্রমেতে গেলা। দেখিয়া প্রণতি তেহো সংভ্রমে উঠিলা॥ করে ধরি তার সনে চলি যায় পথে। কৌতুক রহস্য কথা কহিতে২॥ হেনকালে শ্রীবল্লভ আচার্য্যের কন্যা। রূপ গুণে শীলে সেই ত্রিজগতে ধন্যা॥ গঙ্গাস্নানে যায় সেই সখীর সহিতে বিশ্বম্ভর হরি তা দেখিল আচম্বিতে॥ একদৃষ্টে চাহে প্রভু ঈষস্মিত আনন। দেখিয়া জানিল তার জন্মের কারণ॥ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা ইঙ্গিতে বুঝিল। প্রভু পাদপদ্ম দেবী

শিরে করি নিল॥ আচর্য্যে সে বনমালী বড়ই চতুর। বুঝিল অন্তরকথা হৃদয় অঙ্কুরে॥ আরদিন বনমালী আচার্য্য আইলা। আনন্দ হৃদয়ে তেঁহো শচী স্থানে গেলা॥ হাসিয়া প্রণাম কৈল শচীর চরণে। প্রণতি করিয়া কৈল মধুর বচনে॥ তোমার পুত্রের যোগ্য আছে এক কন্যা॥ রূপে গুণে শীলে সেই ত্রিজগতে ধন্যা॥ বল্লভ আচার্য্য কন্যা অতি সুচরিতা। যদি ঈচ্ছা হয় কহ হৃদয়ের কথা॥ তবে শচীদেবী শুনি কহিল বচন। এ অতি বালক মোর পড়ুক এখন॥ পিতৃ শূন্য পুত্র মোর পড় কথো দিনে। তাহাতে করহ যত্ন হউ পরবীণ॥ শুনিয়া আচার্য্য তবে সন্তোষ না পাইলা। বিরস বদন হঞা ঘরের চলিলা॥ কান্দিতে কান্দিতে চলে ব্যাকুল অন্তরে। হা হা গোরাচাঁদ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥ মোর ভাগ্য না করিলে পতিতপাবন। বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধর কি কারণ॥ মোর বাঞ্ছা পূর্ণ যদি না কৈলে আপনে। বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধরিবে কেমনে॥ জয় জয় দ্রৌপদীর লজ্জা ভয় হারী। জয় গজরাজকে কুম্ভীর মুখে তারি॥ জয় অজামিল গণিকায় প্রাণদাতা। আমারে যে ত্রাণ কর অখিলের পিতা॥ এথা গুরুগৃহে প্রভু জানিল অন্তরে। আচার্য্য শোকিত বড় হঞাছে অন্তরে॥ আস্তে ব্যস্তে পুস্তক সম্বরি ভগবান। গুরু সম্ভাষিয়া প্রভু করিলা পয়ান॥ মাতাল কুঞ্জর যেন গমন মন্থর। গৌরতনু অলঙ্কারে করে ঝলমল॥ চাঁচর কেশের বেণী অখিল মোহন। অধর বান্ধুলি ফুল মুকুতা দশন॥ চন্দনে চর্চ্চিত মনোহর অঙ্গ শোভা। তনু সুখ বসন পিন্ধন মনোলোভা॥ কত কোটি কামের নৃপতি গৌরহরি। কুলবতী কলঙ্ক বিথার দেহধারী। আচার্য্য লাগিয়া প্রভু ত্বরিত গমন। বাঞ্ছা কল্পতরু নাম বলি তেকারণ॥ কান্দি কান্দি আচার্য্য আইলা সেই পথে। হাহা গোরাচাঁদ বলি আইসে ঊর্দ্ধ হাতে॥ হেনকালে বিশ্বম্ভর গুরু গৃহ হৈতে। আসিতে হইল দেখা আচার্য্য সহিতে॥ পড়িলা আচার্য্য পার দণ্ড-

বং হঞা। তুলিলেন মহাপ্রভু হাসিয়া ধরিয়া নমস্কার করি কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন। কোথা গিয়াছিলে কৈল মধুর বচন॥ আচার্য্য করয়ে শুন শুন বিশ্বম্ভর। আজি গিয়াছিলাম এই তোমার সে ঘর॥ তোমার জননী দেবী অতি সুচরিতা। গোচর করিল চিত্তে আছিল যে কথা॥ তোমার বিবাহ যোগ্য আছে এক কন্যা। বল্লভ আচার্য্য সুতা সর্ব্ব গুণে ধন্যা॥ একথা তোমার মাতা শুনি শ্রদ্ধাহীন॥ ঘরেরে যাইলাম আমি অন্তরমলিন॥ কিছু না বলিল পঁহু শুনিয়া কথন। মুচকি হাসিয়া ঘরে করিলা গমন॥ সে চাতুরী লাবণ্য মধুর মন্দহাসি। হেরিয়া আশ্চর্য্য মনে হইল অভিলাষী। জানিলেন মোর কার্য্য অবশ্য হইল। অন্তরে জানিলা প্রভু বিবাহ করিব॥ ঘরেরে আইলা আশ্চর্য্য আনন্দিত হঞা। প্রভুর চরিত্র সব বুঝিল ভাবিয়া॥ ঘরে আসি জননীরে বলে বিশ্বম্ভর। বনমালী আচার্য্যের কি দিলা উত্তর॥ বিমনা দেখিল আমি তারে পথে যাইতে। সম্ভাসে না পাইল সুখ তাহার সহিতে॥ তারে অসন্তোষ কেন করিয়াছ তুমি; বিমান দেখিয়া চিত্তে দুঃখ পাইল আমি॥ শুনিয়া পুত্রের বাণী শচী সুচতুরা। ইঙ্গিত জানিয়া কৈল হৃদয় সত্বরা॥ ত্বরায় মানুষ গেল আচার্য্য আনিবারে। সম্বাদ শুনিয়া তেহো আইলা সত্বরে॥ আনন্দে পূরিত তনু গদ গদ হঞা। শচী কাছে উপনীত প্রণত হইয়া॥ দণ্ডবৎ করি লৈল চরণের ধুলি। কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বরী॥ শুনি শচীদেবী তবে আচার্য্য বচন। প্রণত হইয়া কিছু কহেন কথন॥ পূর্ব্বে যে কহিলে তার করহ উদ্যোগ। বিশ্বম্ভর বিভা দিব সভার সন্তোষ॥ আমারে অধিক স্নেহ তোয় বিশ্বম্ভরে। আপনে করিলে সব কি বলিব তোরে॥ বিশ্বম্ভর বিবাহ নিমিত্ত যে কহিলে। আপনে উদ্যোগ কর কহিউ তোমারে॥ ইহা শুনি বনমালী আচার্য্য উত্তম। পালিব তোমার আজ্ঞা কহিল বচন ইহা বলি বল্লভ আচার্য্য বাড়ি গেলা। বল্লভ আচার্য্য অতি

সংভ্রমে উঠিলা ॥ বসিতে আসন দিল যতন করিয়া। নিজ ভাগ্য মানি কিছু কহয়ে হাসিয়া ॥ বলিল আমার ভাগ্যে তোমার গমন। কিবা প্রয়োজন আছে করহ এখন ॥ বল্লভ মিশ্রের কথা শুনিয়া আচার্য্য ॥ প্রবন্ধ করিয়া কহে হৃদয়ের কার্য্য ॥ সর্ব্বকাল আমারে করহ তুমি স্নেহ। স্নেহে বন্দী হইয়া মো আইনু তোর গৃহ ॥ মিশ্র পুরন্দর সুত শ্রীবিশ্বম্ভর। কুলে শীলে গুণে সেই ধর্ম্মেতে তৎপর ॥ আমি কি কহিতে পারি তাঁর গুণগাথা। একত্রে সকল গুণে গড়িল বিধাতা। কি কহিব তার গুণ গায় সর্ব্বলোকে। শুনিবে তাহার গুণ সব লোক মুখে ॥ তোমার কন্যার যোগ্য বর বিশ্বম্ভর। কহিল সকল যদি মনে লয় তোর ॥ এ কথা শুনিয়া মিশ্র মনে অনুমানি। এ কথা আমার ভাগ্য কহিল যে তুমি ॥ আমি ধনহীন কিছু দিবারে না পারি। কন্যা মাত্র আছে মোর পরম সুন্দরী। ইহা জানি আজ্ঞা যদি করহ আপনে। কন্যা দিব বিশ্বম্ভর জামাতা রতনে ॥ দেবঋষি পিতৃলোক করিবে আনন্দে। যবে মোর কন্যা দিব গৌরচন্দ্রে। অনেক তপের ফলে হয় হেন কর্ম্ম। তোর অধিক বন্ধু নাহি কহিল এ মর্ম্ম ॥ এই মতে দুই জনার কথা নিবড়িল। আচার্য্য শচীর ঠাই পুনঃ নিবেদিল ॥ শুনিয়া সে শচীদেবী অতি হৃষ্ট হৈলা। বনমালী আচার্য্যের আশীর্ব্বাদ দিলা ॥ ইষ্ট কুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা। আনন্দে ভরল তনু অতি হরষিতা ॥ কুটুম্ব সহোদর যত সভে আজ্ঞা দিলা। বিচার ক্রমেতে সভে ভাল ভাল বৈলা ॥ তবে দেবী নিজসুত বদন চাহিয়া। মধুর বচনে কিছু কহেন হাসিয়া ॥ শুন শুন বিশ্বম্ভর মোর সোণার সুত। বল্লভ মিশ্রের কন্যা অতি অদ্ভুত ॥ তোর বিবাহর যোগ্য মোর মনে লয়। তেন পুত্রবধূ মোর কত ভাগ্য হয় ॥ বিচার করিয়া কর বিচিত্র সময়। দ্রব্য আহোরণ কর যে উচিত হয় ॥ শুনিয়া মায়ের বাণী বিশ্বম্ভর যাঁর। করিল সকল দ্রব্য যতেক যুয়ায় ॥ দৈবজ্ঞ আনিল আর উত্তম পণ্ডিত। করিল ত শুভক্ষণ সময় সঙ্কেত ॥ সেই শুভ

দিনে শুভ সময় হইল। ব্রাহ্মণ সজ্জন সব আনন্দে আইল॥ আনন্দে ভরল সভ নদীয়ানগরী। উথলিল সুখসিন্ধু আপনা পাসরি॥ আয়সূও লঞা শচী করে শুভকার্য্য॥ প্রভু অধিবাস করে সকল আচার্য্য। চারি দিগে বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণ। শঙ্খ মৃদঙ্গ বাজে মঙ্গলামঙ্গল॥ দীপমালা পতাকা সে দিগ দিগন্তর। সুগন্ধি চন্দন মালা অতি মনোহর॥ সকল ব্রাহ্মণ প্রভু কৈলা অধিবাস। কোটি কামরূপ দেহে কৈল পরকাশ। ঝলমল করে অঙ্গ ছটা আলোকিত। দেখিয়া ব্রাহ্মণ সব হৈল চমকিত॥ সুগন্ধ চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল। ঘন ঘন তাম্বুল দানে বড় তুষ্ট কৈল॥ কন্যা অধিবাস করে বল্লভ আচার্য্য। সুমঙ্গল কর্ম্ম কর লঞা দ্বিজবর্গ্য॥ অন্যান্য সৌরভ গন্ধ মাল্য চন্দন। অধিবাসে ভূষা কৈল জামাতা রতন। অধিবাস সমাধান রজনীর শেষে। পানি সহিব বলি হইল উল্লাসে॥ নানা বাদ্য এক কালে হইল তরঙ্গ। সভাকার কুলবতী ব্রত হইল ভঙ্গ॥ যুবতী উমতি হৈল নদীয়া নগরে। গৌরাঙ্গ বিবাহ রস সমুদ্রে হিল্লোলে॥ যুথে যুথে নাগরী চলিল বিপ্রবধূ। অবনীমণ্ডলের পণ্ডিত তেন বিধু॥ কুরঙ্গ নয়নী চারু কুঞ্জরগামিনী। ঝলমল অঙ্গ তেজ মদন দাপিনী॥ কেশ বেশ বসন ভূষণ অনুপাম। হেরিলে হরিতে পারে মুনির পরাণ॥ হাসিতে দামিনী কাঁপে বচন অমিয়া। হাস পরিহাসে যায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥ গাইছে গৌরাঙ্গ গুণ মধুর আলাপে। স্বর পঞ্চ ধ্বনিতে অনঙ্গ অঙ্গ কাঁপে॥ নাসায় বেসর শোভে মুকুতা হিল্লোলে। নক্ষত্র পড়িছে যেন অরুণ মণ্ডলে॥ শচীর বাড়িতে আইলা কুলবধূগণ। সবাকারে দিল মাল্য গুবাক চন্দন॥ চলিলা নগরে সভে জল সহিবারে। মঙ্গল আনন্দরস প্রতি ঘরে ঘরে॥

তুড়িরাগেন গীয়তে।

সচন্দ্রিম রজনী চন্দ্রিমুখ বালা।
সুন্দর [illegible]ত গীতে গাইব গৌর লীলা॥

কে কে আগে যাইবে গো; গৌরাগুণ গাইবে গো, চল যাই পানি সাহবারে। হিয়া উথলে চিত কেবা পারে ধরি বারে গো॥ কেহ অবিলাসিনী কেহ পীতবাসে। ঢলিতে২ যাব গোরা অঙ্গের বাতাসে॥ শচী আগে২ করি যাইব পাছে২। আসিতে যাইতে দাণ্ডাইব গোরা কাছে॥ সুগন্ধি চন্দ্রন মাল্য ঢাকি লেহ করে। গোরা অঙ্গ পরশ করিব সেই ছলে॥ কপূর তাম্বুল লহ যত্ন করি তাতে। কর করে ধরি গোরার দিব হাতে২। আয়্য২ মিলি করি কৌতুক রংগ সে পানি সহিল গুণ গায় লোচন দাসে॥

আনন্দে২ সেই রাত্রি সুপ্রভাতে: যথাবিধি কার্য্য কৈল হরষিত চিতে॥ স্নান দান কার্য্য কৈল যে ছিল উচিত। দেবপূজা মিত্রপূজা করিল বিহিত॥ নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ কৈল যে ছিল বিধানে। পূর্ব্ব সংকল্পভাজ্য ব্রাহ্মণে দিল দানে॥ নর্ত্তকেরে দিল দ্রব্য আরে ভট্টগণে। সভারে সন্তোষ কৈল নানাদ্রব্য দানে॥ দ্রব্যকে অধিক মানে মধুর বচনে। দেখিয়া যুড়ায় হিয়া চন্দ্রিম বদনে॥ প্রবোধ করিল যার সেই অনুমান। বিবাহ উচিত প্রভু কৈল পুনঃ স্নান॥ নাপিতে নাপিত ক্রিয়া কৈল সেইকালে। শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করে কুল বধূ মিলে॥ পরশে অবশ কল্প হইল সভার। গদগদ বচনে নয়নে জলধার॥ হেরইতে পঁহুমুখ কি ভাব উঠিল। শ্রীঅঙ্গ পরসে সবে অবশ হইল॥ কেহ২ বাহু ধরি অবশ হইয়া। কেহ রহে উর্দ্ধতম শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া। কেহ বুকে পদযুগ ধরিয়া আনন্দে। ভুজলতা বেঢ়য়া রাখিল পরবন্ধে॥ কেহ চিত্রাপিত হঞা নেহারে গৌরঙ্গে। কেহ জল দেই শিরে মদন তরঙ্গে॥ উন্মত্ত হইয়া বহু হাসে ঘনেঘন। সতীত্ব নাশিল হেরি গৌরাঙ্গ বদন॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে সুমঙ্গল ধ্বনি। চারিদিগে হুলহুলি জয়২ শুনি॥ অভিষেক কৈল প্রভু সুরনদীজলে। দেখি ভাসে সর্ব্বজন আনন্দ হিল্লোলে॥ স্নান সমাধিয়া প্রভুবসিলা আসনে। বেড়িল নারীগণ শচীর নন্দনে॥ তবে শচীদেবী আনি আয়্য সুও যত। আদরে

পূজরে যার যেই সমুচিত॥ সভারে পূজিল গৃহাগত বন্ধু যত। বলি তবে শচীদেবী হৃদয় বেকত? পতিহীন মুঞিছার পুত্র পিতা হীন॥ তোস তার পূজা কি করিব মুই দীন॥ এবোল বলিতে শচী গদগদ ভাষ। তিতয়ে আখির নীরে হৃদয়ের বাস॥ ঐছনকাতর বাণী শচী যবে কৈল। শুনি বিশ্বম্ভর পহু হেট মাথা কৈল॥ চিন্তিত লাগিল মোর পিতা গেল কোথা। পুড়িতে লাগিল হিয়া পাইল বড় ব্যথা॥ মুকুতা গাথনি যেন চক্ষে পড়ে পাণি। দেখিয়াত ব্যস্ত হইলা শচী ঠাকুরাণী॥ আর যত কুলবধূ তাঁর পাছে ছিল। প্রভুর কান্দনা দেখি পড়িতে লাগিল॥ কেন২ বাপ হেন বিরস বদন। এ হেন মঙ্গল কার্য্যে করহ ক্রন্দন॥ সকল সংসারে মোর তুমি মাত্র ধন। তুমি বিমরিষ প্রাণ ছাড়িব এখন॥ শুনিয়া মায়ের বাণী প্রভু বিশ্বম্ভর। বাপের হতাশে কণ্ঠ গদগদ স্বর॥ প্রাতঃকালের শশীর যেন মলিন বদন নবীন মেঘের যেন গভীর গর্জ্জন॥ মায়েরে কহিল পঁহু শুন মোর কথা। কি লাগিয়া এত দুঃখ তোর মন কথা॥ কোন ধন নাহি তোর কি পাইলা দুঃখ। দীন একাকিনী হেন কহ অতি রুখ॥ পিতা অদর্শন মোর স্মরাইলে তুমি। যেমত করিছে হিয়া কি বলিব আমি॥ একজনে দুবার দেহ গুবাক চন্দন। নানাদ্রব্য দেহ যত লয় তোর মন॥ সর্ব্বাঙ্গে লেপহ সভার গন্ধ চন্দনে। যথেষ্ট করিয়া দেহ চিন্তা নাহি মনে॥ পৃথিবীতে কেহ যাহা নাহি করে লোকে। ইঙ্গিতে করিব তাহা কহিল মো তোকে॥ এবোল শুনিয়া শচী কহে ধরে২ মধুর বচনে শান্ত করে বিশ্বম্ভরে॥ যেমনরূপ আদেশ করিল বিশ্বম্ভর। তেনরূপে তুষিল সে ব্রাহ্মণ সকল॥ হেনকালে বল্লভ আচার্য্য নিজ ঘরে। ব্রাহ্মণ সহিত দেব পিতৃ পূজা করে॥ আপন কন্যারে নানা আভরণ দিল। গন্ধ চন্দন মাল্যে সুবেশ করিল॥ শুভক্ষণ নিকটে বুঝিয়া দ্বিজবর। ব্রাহ্মণ পাঠায়া দিল আনিবারে বর॥ এথা বিশ্বম্ভর পঁহুবয় স্তের সঙ্গে। অতি অদ্ভুত বেশ করয়ে শ্রীঅঙ্গে॥ গন্ধ চন্দনে

অঙ্গ করিল লেপন। ললাটে তিলক যেন চাঁদের কিরণ॥ মকর কুণ্ডল গণ্ডে করে ঝলমল। মুকুতার হার শোভে হৃদয় উপর॥ কাজল উজর তারা কমল নয়না। ভ্রূধনুযুগ যেন কামের কামনা॥ অঙ্গদকঙ্কণ দিব্য রতন অঙ্গুরী। ঝলমল দিব্য তেজ চাহিতে না পারি॥ দিব্যমালা পরিধানরক্ত প্রস্তে বাস॥ গন্ধে মোহ মোহ করে অঙ্গের বাতাস॥ সুবর্ণ দর্পণ করে যেন পূর্ণচন্দ্র। হেরিয়া লোকের হিয়া না হয় স্বতন্ত্র॥ বধুগণ বিকল হইল রূপ দেখি। মনো হরি নিল না নেওটে করে আখি॥ অস্থির নাগরীগণ শিথিল বসন। মথিল ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন॥ চিতহরি লইল সভার এক কালে। মনোনীত ধরিয়া রাখিল রূপজালে॥ হরিণী নয়নীগণ গৌরাঙ্গ দেখিয়া। চলিতে না পারে সে ধরিতে নারে হিয়া। ভুরভঙ্গী আকর্ষণে রঙ্গিণীর গণ। দুল্যমান হৃদয় করে অনুক্ষণ॥ সে মাধুরী হাস্য যার পশিল হিয়ায়। মরমে মরিল তাহা মদন ব্যথায়॥ সেভূজ বিলাস রস পরশ লাগিয়া। মানীনির মনে মৃগী বুলে লুকাইয়া॥ মায়ে নমস্কার প্রভু চলে শুভক্ষণে। উঠিল মঙ্গধ্বনি জয় হরি নামে। দিবামানে চড়ে প্রভু বয়স্য বেষ্টিত। সম্মুখে নাটয়া নাচে গায়নে গায় গীত॥ ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে ভাটে বায়বার। শিঙ্গা বরগো বাজে ভেউড় কাহার॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে পটহ মৃদঙ্গ। দোহার মোহরি বাজে শুনিতে আনন্দ॥ হরি হরি বোল শুনি জয় জয় নাদ। আনন্দে নদিয়া লোক ভেল উন্মাদ॥ ঠেলাঠেলি ধায় লোক পথ নাহি পায়। চমক লাগিল যথা নাগরী সভায়॥ কেহ কেশ নাহি বান্ধে না সম্বরে বাস। দেখিবারে ধাইয়া ধাই ঘন বহে শ্বাস॥ কাণাকাণি সনাসনি আর লাজে। ডাকাডাকি ধায় সব নাগরী সমাজে॥ গরবী গরব সব দুরে তেয়াগিয়া। গৌরাঙ্গ দেখিতে ধায় উল্লাসিত হঞা॥ পথ বিপথ কেহ না মানে রঙ্গিণী। অনঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গে ধাইল অমনি॥ অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্য জ্ঞানে চাহে। চৌদিকে নাগরীগণ সুমঙ্গল গায়ে॥

বিহাগড়া।

জয় জয় জয় চৌদিগে সুখময় গৌরাঙ্গ চাঁদের
বিবাহ রে। কুলবধু মিলি জয় হুলহুলি আনন্দে
মঙ্গল গাহরে॥ ধ্রু॥

নানা বেশ কর, পাটসাড়ি পর, কাজল দেহনা নয়নে। শ্রীবিশ্বম্ভর, সাজি দলবল, বিবাহে কবল পয়ানে॥ ১॥ এহার কেয়ুর, কঙ্কণ কিঙ্কিণী, নুপুর পরহ ঝটিরে। অলকা নিকটে, সিন্দুর নিকটে, চন্দনবিন্দু তার হোটরে॥ ২॥ তাম্বুল অধরে, আর বাম করে, লীলায়ে লিচু চলি যাহ রে। রে দেখ বিশ্বম্ভর যেন পাঁচ শর, জানি মোলাকলা খাহ রে॥ ৩॥ তাম্বুল চর্ব্বনে হাস্য আলাপনে, কুন্দদশন বিকসি। বন্ধুলি অধরে, দশন মধুকরে, পাশে মধুলোভে বসি॥ ৪॥ নাগরী সারি সারি, চলিলা কুতুহলী, মরাল গঠন সুঠাম। না জানি কোন বিধি, গড়িল মনমিধি, আপন বৈদগ্ধি জান॥ ৫॥ নানাবাদ্য বাজে, শত শত শঙ্খ বাজে, মৃদঙ্গ পটহ কাহান। আনন্দে দুন্দুভি, বাজায়ে ডিণ্ডিমি, ডিণ্ডিম মহুরি রসাল॥ ৬॥ পীণাক বিলাস, বেণু মন্দভাগ, রবাব উপাঙ্গ পাখুড়া জরে। নদীয়া নগরে, আনন্দ ঘরে ঘরে, মঙ্গল বাধাই বাজারে॥ ৭॥ গোরা চাঁদের মুখ, দেখি সব লোক, আনন্দ নদীয়া মাঝ রে। কোটিকাম জিনি, যেরূপ লাবণি, নিরখি নাহি রাখে লাজ রে॥ ৮॥ ফুয়ল কবরি, চিরনা সম্বরি, ধায় উনমত বেশ রে। পাসরি পতি সুত, বদন সুবেকত, ছিয়াভরি ভেলে কেশরে॥ ৯॥ ধনি ধনি ধনি, কহরে রমণী, আন না শুনিয়ে বাণী। চৌদিকে হাটে, নাগরীর ঠাটে, দেখিতে করল উঠনি॥ ১০॥ কেহ বীণা বায়, কেহ গীত গায়, ধাইল পরম উল্লাসে। চৌদিকে জয় জয়, মঙ্গল বিজয়, কহয়ে লোচন দাসে॥ ১১॥

ভাটিয়ারি রাগ।

দিশা। দেখ অপরূপ গোরা পরাণপুতলি
নবদ্বীপে॥ ধ্রু॥

মূর্চ্ছা। ডরনাহি হৃদয়ে মোরা যে বলু সে বলুয়ার লোকে। হেননন করিছে গোরা তুলিয়া রাখ বুকে॥ হেনরূপে বল্লভ মিশ্রের বাড়ি গিয়া। জয়২ ধ্বনি হৈল আকাশ যুড়িয়া॥ শত শত দ্বীপ জলে উর্জ্জল পৃথিবী। ঝলমল করে তাহে গোরা-অঙ্গের ছবি॥ বল্লভ আচার্য্য তবে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া। ঘরেতে আনিল তবে মঙ্গল করিয়া॥ তবে সেই মহাপ্রভু ছোউলা তেয়াগিয়া। দাণ্ডাইল পথোপরি উলসিত হঞা॥ পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া বদন। তাহাতে ঈষৎ হাসি অমিয়া মিলন॥ তপ্ত কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ। সুচারু পর্ব্বত যেন অঙ্গের গঠন॥ অঙ্গদকঙ্ক ভুজঙ্গ মাণিক অঙ্গুরী। অরুণ করল করতালে ঝলমলি॥ মালতীর মালা দোলে গৌরাঙ্গের গলে। সুমেরু উপরে যেন সুরেশ্বরী ধারে॥ মুকুট নিকট ললাটের তটে সাজে। কাম কোটী কাতর হেরিয়া রয় লাজে॥ শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কি দিব তুলনা। দুর কৈল মানিনীর মনের বাসনা॥ হেনমতে মহাপ্রভু আছে ছোউলাতে। বর উরষিতে সব আয়্যগণ কাছে। করিল বিচিত্র বেশ পরি দিব্য বাস। হাতেতে উজ্জ্বল দীপ অন্তর উল্লাস॥ আয়্যগণ আগে পাছে কন্যার জননী। ক উরথিতে ধনী চলিলা আপনি॥ সাত প্রদক্ষিণ করি সাত দিশ হাতে। চরণে ঢালিল দধি আনন্দিত চিতে॥ ব উরথিয়া তারা চলিল আলয়। শুভক্ষণ হৈল তবে গোধুলি সময়॥ তবে সেই বল্লভ আচার্য্য দ্বিজবর। কন্যা আনিবারে আজ্ঞা করিল সত্বর॥ সুগঠিত সিংহাসন মাঝে রূপবতী। অঙ্গের ছটায় টলমল করে ক্ষিতি॥ রতন প্রদীপ জ্বলে তার চারি পাশে। বদন শীতল পূর্ণচন্দ্র পরকাশে। সর্ব্বাঙ্গেতে অলঙ্কার রতন কণ্টনে। অন্ধকার ঘর গেল তাহার কিরণে॥ প্রভু প্রদক্ষিণ করি ফিরে সাত বার। করযোড় করি দেবী করে নমস্কার॥ অন্তঃপট ঘুচাই দোহে দোহা দেখি। দোহে দোহা দেখি মানে মানে উ আখি॥ চন্দ্র রোহিণী জিনি একত্রে মিলন। অন্যান্য ক

দোহে কুসুম বরিষণ ॥ যেন হর পার্ব্বতী দোহে হৈলা মেলা। ছাউনি নাড়িল দোহে আনন্দ বিহ্বলা ॥ হরি হরি বোল শুনি জয়২ নাদ। আনন্দে নদীয়ার লোক হরিন উন্মাদ ॥ চৌদিগে আনন্দ বোল জয় হরিনাদে। নাচয়ে সকল লোক আনন্দ উন্মাদে ॥ তবে সে কমলা পতি বিশ্বম্ভর পঁহু। একত্রে বসিলা বামপাশে করি বহু ॥ লজ্জায় নম্র মুখী বসি পঁহু কাছে। জামাতা পূজয়ে মিশ্র যে বিধান আছে ॥ যার পাদপদ্মে ব্রহ্মা পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া। সৃষ্টি করতা হৈলা প্রসাদ পাইয়া ॥ হেন পদারবিন্দে পাদ্য দেই মিশ্র। যাহার ধেয়ানে ঘুচে সংসারতমিশ্র ॥ মহেন্দ্র যাহারে দিল নৃপ সিংহাসন। হেনজনে দেই মিশ্র বসিতে আসন ॥ যে প্রভু বসন ধরে দিব্য পতিবাস। তাহারে বসন দেই শুনিলে তরাস ॥ এই মতে ক্রমে২ যে বিধি আছিল। যজ্ঞাদিক করি সর্ব্বকার্য্য নিবড়িল ॥ বল্লভ মিশ্রের হেন নাহি ভাগ্যবান ॥ আপনে গোলকনাথ লইল কন্যাদান ॥ কি কহব বল্লভ মিশ্রের পুণ্যরাশি। যার ঘরে কৈল এ পঞ্চগরাসি ॥ কন্যা বরে এক গৃহে ভোজন করিলা। শত২ কুলবধূ বাসরে মিলিলা ॥ যুথে২ তরণী আইল প্রভু কাছে বেড়য়া রহিলা বিশ্বম্ভর করি মাঝে ॥ গৌরাঙ্গের নয়ন সন্ধান শরাঘাতে। মানিনীর মানমৃগী পলায় বিপদে ॥ সে মানিনীর হাস্যচন্দ্র উদয় দেখিয়া। লজ্জায় তিমির গেল সব পালাইয়া ॥ বসিল সুন্দরী সব প্রভুর সমীপে। অঙ্গের বাতাসে রঙ্গির অঙ্গ কাপে ॥ পরাধীনবস্ত হেন মহাধন রচন বর স্খলিত হইল। নয়ন অলসযুত কাহার নহিল ॥ কেহ অঙ্গ পরশে অনঙ্গ রঙ্গ ভরে। ঢলিয়া পড়িল রসে বিশ্বম্ভর ক্রোড়ে ॥ কেহ অনিমিখ স্থির নয়নে নিরখে। চকোর চাঁদের লাগি যেন রয় মুখে ॥ নয়ন পঙ্কজে সবে গোরামুখে পূজে। নিজ দেহ পরশ লাগিয়া সবে যাচে ॥ নাম বিপর্য্যয় কেহ করে বাসঘরে। বিশ্বম্ভর শুনে ভোরা পরিহাস করে ॥ কেহ বলে বিশ্বম্ভর শুন মোর বোল।

গুয়াখানি দেহ লক্ষ্মী নিদে ভাল ভোর॥ আপনে তুলিয়া দেহ লক্ষ্মীর বদনে। দেখুক সকল সখী হরষিত মনে॥ বিশ্বম্ভর কেশ কেহ আলাইয়া বান্ধে। হৃদয় আকুতি অঙ্গ পরশের সাধে॥ কেহ গুয়াখানি দেই বিশ্বম্ভর মুখে হৃদয় দরবে তার অন্ত নাহি মুখে॥ অঙ্গ ঠেলি পড়ে কেহ দিয়া উতরোলে। অজ্ঞীরে তুলিয়া দেই বিশ্বম্ভর কোলে॥ কেহ বলে হেন ভাগ্যবতী কেবা আছে। বিশ্বম্ভর হেন পতি মিলিয়াছে কাছে॥ কোন তপ কৈল কোন কৈল ব্রতদান। দেব আরাধনে কোন সাধিল গেয়ান॥ কোনসতী পতিব্রতা আছে পৃথিবীতে। বিশ্বম্ভর রূপ দেখি স্থির করে চিতে॥ মদন সদন জিনি বদন সুন্দর॥ মাননীর মান মৃগী রতন চকোর॥ ভুজদণ্ড অখণ্ড যে কামখণ্ড জিনি। সাধকরে নিজ বুকে ধরিতে রমণী॥ লক্ষ্মী এই অঙ্গ সব বিলাস করিব। আমরা ইহার করে পরশ পাইব॥ এই মনোরঙ্গে ঢঙ্গে প্রভাত হইল। প্রাতঃক্রিয়া কৈল প্রভু যে বিধি আছিল বিবাহের পর দিনে কুশণ্ডিকা কর্ম্ম। ব্রাহ্মণে ভোজন করে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম॥ সকল করিল প্রভু সে দিন তথায়। আর দিন ঘরযাব কহিলা কথায়॥ ঘরেতে চলিল প্রভু আনন্দিত মনে। পরিজন পূজা করে রজত কাঞ্চনে॥ একাসনে বসি প্রভু লক্ষ্মী করি বামে। চৌদিগে বেড়িল আসি নব নারীগণে বল্লভ মিশ্রের হিয়া হরি বিষাদ। যাত্রা কালে করে কন্যা বরে আশীর্ব্বাদ॥ দুর্ব্বাধান্য গন্ধমাল্য গুবাকচন্দন। জামা তারে দিয়া কিছু কৈল নিবেদন॥ ধনহীন আমি ছার নাহি করি ভাগ্য। কি দিব তোমারে দান কিবা তোর যোগ্য॥ কেবল আপন গুণে কৈলে অনুগ্রহ। ধন্য করাইল কন্যা করি পরিগ্রহ॥ তোরে কি বলিব আমি কি যোগ্যতা। তোর নিজ গুণে তুমি আমার জামতা॥ তোমার অভয় পা পদ্মেতে শরণ। আর দুঃখ নাহি দিবে আমারে শমন॥ দেব

সমর্পিল॥ যে পদ ধেয়ানে পূজে ব্রহ্মা শিব আদি। সে পদ পূজিল বিশ্বমানে যথাবিধি॥ আর কিছু নিবেদিয়ে শুন বিশ্বম্ভর। এ বোল বলিতে কণ্ঠ গদগদ স্বর॥ ছল ছল করে আখি করুণার জলে। লক্ষ্মী করে ধরি দিল বিশ্বম্ভর করে। আজি হৈতে লক্ষ্মী কৈনু তোরে সমর্পণ। জানিয়া করিবে ইহার ভরণ পোষণ॥ মোর ঘরে ছিল এই ঘরের ঈশ্বরী। আজি হৈতে তোর দাসী কোণের বয়ারী॥ মোর ঘরে ছিল এই স্বচ্ছন্দ আচার। আকুতি করিয়া মায়ে স্ফুরত আহার॥ মোরঘরে ছিল এই মা বাপের কোলে। যথা তথা হইতে আইলে ধরে গিয়া গলে॥ সবার দুলাল এই আমি কি অপুত্রক। ঘর মাঝে সবে মোর একটি বালক॥ আমি কি বলিব এই তোমার নিজজন। মোহতে মুগ্ধ হঞা বলি এবচন॥ এই যে বলিল সেই মুই মূঢ়মতি। কি করিবে মোরে দয়া তুমি যার পতি॥ ত্রিভুবনে ইহা সম নাহি ভাগ্যবতী। আমি যত বলি সব এ মোহ পিরীতি॥ এ বোল বলিয়া মিশ্র কৈল সম্বরণ। টল টল সকরুণ অরুণ নয়ন॥ চলিলা সে বিশ্বম্ভর প্রিয়া করি বামে। লক্ষ্মী সহিত চড়ি মনুষের জানে॥ শঙ্খ দুন্দুভি বাজে হরি২ বোল। নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দে হিল্লোল॥ ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে ভাটে বারবার। সম্মুখে নাটুয়া নাচে আনন্দ অপার॥ বয়স্যে বেষ্টিত প্রভু চলি যায় পথে। অন্তরীক্ষে দেবগণ চাহে দিব্য রথে॥ এথা শচী আনন্দিত আর্য্য সুত লঞা। পুত্র মহোৎসবে বলে কৌতুক করিয়া॥ সশাখা মঙ্গল ঘট পাতিল দুয়ারে। নারিকেল ফল দিল ঘটের উপরে॥ নিস্মঞ্ছল সর্জ্জা আর ঘৃত বাতি জলে ঘরেতে আইলা প্রভু হেন শুভ বেলে॥ বিশ্বম্ভর নিস্মঞ্ছলকরে আয়্যগণ। জয় হুলাহুলি শুনি ও গীত নাচন॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে মঙ্গল উচ্চার। সুখালয় হৈল সেই শচীর আগার॥ উঠিল আনন্দ ধ্বনি মঙ্গল আশ্রয়। লক্ষ্মীকর ধরি নিজ গৃহে পরবেশ॥ পুত্রবধু কোলেতে করিয়া শচীদেবী। দুর্ব্বাধান্য দিয়া বলে হও চিরজীবি॥

বধূ মুখে চুম্ব দেই পুত্র নিরখিয়া॥ সর্ব্ব সুখময় হৈল শচীর আবাস। গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস॥

সিন্ধুড়া রাগ।

এই মনে নিজে বান্ধব সহিতে, সুখে নিসয়ে পহা শচীর অন্তরে আনন্দ পাথারে, দেখ বিশ্বম্ভর বহু॥ ১॥ নদীয়া বিনোদ, যেন গোরাচাঁদ, কেলি কুতুহলী ভোরা। কামের কামিনি, ভুরু নিরমণি, বাণ কাছা আছে তারা॥ ২ ধ্রু॥ বয়স্যের রঙ্গে, রহস্য বিলাস, লীলা রসময় তনু। বিনি মেঘে মহী, স্থির বিজুরিতহি, সাজল কুসুমবধূ॥ ৩॥ বয়স্যের স্কন্ধে কর অবিলম্বে, পুথি করি বাম হাতে। দিবসের অন্তে, রম্য রাজপথে, সুরধুনীতটে তাথে॥ ৪॥ সুগন্ধি চন্দন, অঙ্গেতে লেপন, বিনোদ বিনোদ ঘোটা। তাহাতে সৌরভে, মদন মোহিল যতেক যুবতী ঘটা॥ ৫॥ চাচর কেশর, বেশ কি কহিব, হে রিনা কে ধরে চিত। কোচার শোভায়, লোটায় রমণী, না মানে গুরুর ভীত॥ ৬॥ নদীয়া নাগর, রসের সাগর, আনন্দ সমুদ্রে সভে। বিশ্বম্ভর লীলা, দেখিয়া ভুলিলা, ছাড়িল আপন নাগরে॥ ৭॥ নাগরীগণ, আছয়ে বাখান, বঙ্কিম আখি কটাক্ষে। লাজের মন্দির, দুয়ার ভেজাঞা, ঢলি পড়ে লাখে লাখে॥ ৮॥ এ লোচন কহে, এসুখ সম্পদ, এই করি অনুমান॥ ৯॥

শ্রীরাগ।

দিশা॥ জয় জয় গদাধর চৈত্য লহরী। জয় জয় মহাপ্রভু সর্ব্বশক্তিধারি॥ জয় গদাধর গৌর সুধাতনু খানি। দুটি আঁখি থুলে ব্যথা নাহি জুড়ায় পরাণী॥ ধ্রু॥

এক দিন এক কথা শুন সর্ব্বজন। বিশ্বম্ভর গুণ গাথা তিনি এ নূতন॥ গঙ্গা দেখিবারে গেলা বয়স্যের মেলা। দিবা অবসানে সন্ধ্যা ধন্য রম্য মেলা॥ গঙ্গার দুকুলে যত ব্রাহ্মণ সর্জ্জন। গঙ্গা নমস্কার নীতি করয়ে স্তবন॥ কাখে কুম্ভ করি যত পুরনারীগণ। নিরখিয়ে গঙ্গাদেবী প্রসন্ন বদন॥

আচার॥ সব জন দাণ্ডাইয়া দেখে গঙ্গাজলে। গঙ্গার নির্ম্মল জল শোভে নানা ফুলে॥ গন্ধ চন্দন মালা দিব্য কদলক। যুবক যুতবতী বৃদ্ধ পূজয়ে বালক॥ ত্রৈলোক্য পাবনী গঙ্গা বহে মহাযোগে। আপনা না ধরে গঙ্গা গোরা অনুরাগে॥ উথলিল গঙ্গাদেবী বাড়ল সলিল। কুল কুল শব্দে ডাকে কুলে গুণশীল॥ প্রভু পরশের আশে বাড়ে গঙ্গাদেবী। সন্দেহ লাগিল লোকে মনে অনুভাবি॥ প্রতি দিন দেখি গঙ্গা যেমন তেমন। আজি অতি অপরূপ শুনিরে গর্জ্জন॥ মেঘ বরিষণে নাহি বাড়য়ে সলিল। খরতর স্রোত বহে উথলিল নীর॥ এই মনে অনুমান করে সবজন। গঙ্গার ভকত এক আছয়ে ব্রাহ্মণ॥ গঙ্গার প্রসাদে তার অন্তর নির্ম্মল। ভূত ভবিষ্যৎ বিপ্র জানয়ে সকল॥ গঙ্গা আরাধনা করে জপে হরিনাম। গঙ্গা গৌরাঙ্গ যেন দেখি একঠাম॥ এই বাঞ্ছা সেই বিপ্র করয়ে হৃদয়ের। গঙ্গা তীরে কুটীর বান্ধিয়ে সুখে রহে॥ গঙ্গা মহোৎসব দেখি বাড়ল উল্লাস। চিন্তিতে চিন্তিতে তারে তেন পরকাশ॥ বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু বয়স্যে বেষ্টীত। গঙ্গার সমীপে রহি দেখি আচম্বিত। গঙ্গা নিরখয়ে প্রভু বড় অনুরাগে॥ দ্বিগুণ হইল দেহ অঙ্গের পুলকে॥ বরুণ বরুণ ছল ছল করে আখি। দেখিয়া পাইল বিপ্র অন্তরের সাখি॥ এই সেই ভগবান কভু নহে আন। চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা প্রভু বিদ্যমান॥ প্রভুর নিকটে গিয়া দাণ্ডাইয়া দেখে। বিরস হইঞা প্রভু গঙ্গা অনুরাগে॥ গঙ্গার হৃদয় প্রভু জানে মনে মনে। আগুসার কৈল গঙ্গা কর পরশনে। কর পরশনে গঙ্গার না পুরিল আশ। ঢেউ ছল করি করে চরণ সম্ভাষ॥ মুর্ত্তিমতি হঞা গঙ্গা প্রভু কাছে রহে। করযোড় করিয়া চরণ পদ্ম চাহে॥ দেখিয়া ব্রাহ্মণ পুলকিত সব অঙ্গ। দেখয়ে সকল লোক গঙ্গা গৌরাঙ্গ॥ প্রভু পরশিল গঙ্গা চরণ কমলে। কৃতার্থ হইয়া মাতা গেল নিজ জলে॥ গৌরাঙ্গ নিকটে গঙ্গা কেহ

তড়াগ পাঞা গৌরহরি। পুলকিত সব অঙ্গ কাঁপে থর থরি॥ অবশ হইল প্রভু বলে হরিবোল। অবশ হইয়া দেই নিজ জনে কোল॥ অরুণ বরণ ভেল প্রেমের আরম্ভ। কদম্ব কেশর জিনি পুলক কদম্ব॥ গঙ্গা অনুরাগে গংগা হিয়া মাঝে রহে। শত শত ধারা আঁখি সাগরেতে বহে॥ মন্দ দ্রবময় ব্রহ্ম॥ চৌদিকে লোক সব হরি হরি বলে। অপরূপ হইয়া করে নিজ জনে কোলে॥ উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দ হিল্লোলে॥ ঘন ঘন সব লোক হরি হরি বোলে॥ চমৎকার গেল সর্ব্ব নদীয়া সমাজ। গঙ্গার ভকত বিপ্র বুঝিলেন কায॥ সেই ভগবান এই বিশ্বম্ভর দেব। ইহা লাগি বাড়ে গঙ্গা এই অনুভাব॥ চরণে পড়িয়া বিপ্র কান্দে আর্ত্তনাদে। এতদিনে গঙ্গা মোরে করিল প্রসাদে॥ যোগেন্দ্র মনীন্দ্র যারে না পায় ধেয়ানে। হেন মহাপ্রভু আজি দেখিনু নয়নে॥ ভূমে গড়াগড়ি যায় কান্দে আর্ত্তনাদে। আপনা পাসরে বিপ্র প্রেমার আনন্দে॥ চারিদিগে সর্ব্বজন দাণ্ডাইয়া চাহে। বেকত বদনে বিপ্র পূর্ব্বকথা কহে॥ অবশ ব্রাহ্মণ দেখি চলিলা ঠাকুর। নিজ গৃহে গেল হিয়া আনন্দ প্রচুর॥ আদি কথা কহে বিপ্র শুন সর্ব্বজন। যেমতে হইল গঙ্গা দেবীর জনম॥ এখানে বা গঙ্গা দেবী বাড়ে যে কারণে। কহিব সকল কথা শুন সাবধানে॥ পূর্ব্বে এককালে মহামহেশ ঠাকুর। কৃষ্ণ গানে মহা আনন্দ প্রচুর॥ নারদ ঠাকুর গান গণেশ বাদক। পুলকে পুরিল দেহ আপাদ মস্তক॥ সংগীত সুযন্ত্রে তিনে গায় এক মেলে। ব্রহ্মাণ্ড এড়ে দিল শব্দ ব্রহ্মার হিল্লোলে॥ একে সে মহেশ আরে কৃষ্ণের আবেশ। নারদের বীণা আর বাদক গণেশ॥ অস্থির হইয়া প্রভু আইলা সেইঠাঞি। মহেশ নারদ মিলে যথা গুণ গাই॥ কহিলেন গাহ গুণ শুনহে মহেশ। তের বার গান তত্ত্ব না জানে বিশেষ॥ তোমার সংগীত গানে নাহি রহে দেহ। আলুয়ে শচীরবন্ধ দ্রবময় লেহ॥ শুনিয়া ঠাকুর বাণী হাসয়ে মহেশ। গাইয়া দেখিব তত্ত্ব ইহার

বিশেষ॥ ইহা বলি গায় গুণ অধিক উল্লাস। আনন্দে দরবি ভাসে এ ভুমি আকাশ॥ দ্রবিলা শরীর প্রভু অতি ক্ষীণ তুন। তরাসে মহেশ কৈলা গান সম্বরণ॥ সম্বরণ কৈলা গান হৈলা স্থির মতি। সেই সে কারণ জল লোকে হৈল খ্যাতি॥ সেই দ্রব ব্রহ্ম নাম করুণার জল। চিৎস্বরূপি জনার্দ্দন ঘোষয়ে সকল॥ দুর্ল্লভ দুর্ল্লভ এই সংসার ভিতর। কমণ্ডলু করি ব্রহ্মা রাখিল সে জল॥ আহিলত বলিরাজা প্রভুর ভকত। তারে অনুগ্রহ লাগি হইলা বেকত॥ ত্রিপদ থুইতে প্রভু মাগলা পৃথিবী। ত্রিভুবনে যোড়ে প্রভু দ্বিপাদ পদবি॥ আর পদ দিল বলিবর মস্তক উপর। ঐহন করুণা নিধি নাহি দেখি আর॥ আর অপরূপ শুন দ্বিপাদ মহিমা ত্রিজগতে ধন্য কৈল যাহার করুণা। ব্রহ্মাণ্ড ভরিল সেই পদনখ আগে। সেই জলে পাদ্য ব্রহ্মা দিল অনুরাগে॥ প্রভু পদাম্বুজ জল পুজয়ে মস্তকে। ত্রিপাদ সম্ভব গঙ্গা তোঙ বলে লোকে॥ হেনই ঠাকুর মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। দেখহ সকল লোক নয়ন গোচর॥ দেখি গঙ্গাদেবীর পূর্ব্ব স্মরণ হইল। প্রেমানন্দ অনুরাগে বাড়িতে লাগিল॥ গঙ্গা পানে চাহে প্রভু অনুরাগ দিঠে। অমৃত অধিক গোরা অঙ্গ লাগে মিঠে। চরণ পরশে পুনঃ তরঙ্গের ছলে। পুলক হইয়া রহ খরশ্রোত জলে॥ শুনিয়া সকল লোকের বাড়ল উল্লাস॥ গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস॥

ধানশী রাগ।

দিয়া। আরে আরে হয়। মূর্চ্ছা হেন অদ্ভুত কথা শ্রবণ মঙ্গল নামের গুণ গাথা॥ ধ্রু॥

এইমত কত কাল গোঙাইনু সুখে। বান্ধব সহিতে প্রভু আনন্দ কৌতুকে॥ এক দিন মনে মনে কৈল আচম্বিতে। পূর্ব্ব দেশ যাব আমি সবজন হিত॥ পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ সর্ব্বজন গায়। গঙ্গা হঙা গঙ্গা নহে এই খ্যাতি তায়॥ আমার পরশে সে বসতি হৈব ধন্য। সর্ব্বলোক আমারই না জানিবে

অন্য ॥ ঐছন যুবতী পহুঁ মনে অনুমানে। মায়েরে কহিল যাব ধন উপার্জ্জনে ॥ যাত্রা করি যায় প্রভু সঙ্গে নিজ জন। ছট ফট করে শচীমায়ের জীবন ॥ ধন উপার্জ্জনে দূরদেশ যাবে তুমি। তোরে না দেখিয়া সে কেমনে জীব আমি ॥ জল বিনে যেন মীন না ধরে পরাণ। তোমা বিনু আমারে তেমন সমাধান ॥ তোমার পিরীতি মনে ভাবিয়া২। মরি যাব বাপ হেরি তোমা না দেখিয়া ॥ মায়ের বচন শুনি প্রভু দামোদর। বিনয় করিয়া কৈল প্রবোধ উত্তর ॥ আমার বিচ্ছেদ ভয় না ভাবিহ তুমি। নিকটে তোমার ঠাঞি আসিব যে আমি ॥ লক্ষ্মীরে কহিলা প্রভু হাসিয়া উত্তর। মাতার সেবায় তুমি হইবে তৎপর ॥ যারে যত বৈলে কিছু না শুনিল পহুঁ। শুভযাত্রা করি যায়ে হাসি লহু লহু ॥ চলি লাম মহাপ্রভু সঙ্গে নিজ জন। কৌতুকে ভ্রময়ে পহুঁ আনন্দিত মন ॥ যেখানে সেখানে যায় প্রভু বিশ্বম্ভর। দেখিয়া সেখানে লোক হয়ত ফাঁফর ॥ সেরূপ দেখিয়া কার ঊর্দ্ধে উঠে আঁখি। কেহ বলে এইরূপ অহর্নিশি দেখি ॥ পর-নারীগণ বলে দেখি বদন। সএল জনম আজি সফল নয়ন ॥ কোন ভাগ্যবতী মায় ধরিল উদরে। কিছু নাহি দেখি হেন সুন্দর শরীরে। হর গৌরী আরাধিয়া কোন ভাগ্যবতী। হেন রূপ হেন গুণে মিলিয়াছে পতি ॥ নবীন কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ। সুমেরু পর্ব্বত জিনি অঙ্গের গঠন ॥ সহজ রূপে নাহি ভুবনে তুলনা। যজ্ঞসূত্র অতিশয় তাহাতে শোভনা ॥ মরি যায় হেরিয়া সুন্দর মুখের হাসি। কুলবতী হৃদয় হরিল এই পশি ॥ দেখি গেল রাধার নাগর এই ঠাই। রাধার বরণ এই দেখি বিদ্যমান ॥ দীঘল সুন্দর আঁখি পুণ্ডরিক জিনি। অপরূপ তাহে চারু তরল চাহনি সকল যুবতী মিলি কহিতে লাগিলা ॥ শুনি বিশ্বম্ভর পহুঁ পালট চাহিলা ॥ সরল নয়নে পহুঁ হাসিয়া সবারে। প্রেমে গর গর তারা আপনা পাসরে ॥ পদ্মাবতী স্নান কৈল যে আছিল বিধি। চরণ পরশে গঙ্গা সম হৈল নদী ॥

পদ্মাবতী মহাবেগা পুলীন সংযুত। কুম্ভীর কচ্ছপ মীন সে অতি শোভিত॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন সব বৈসে তার তটে। দিব্য পুরুষ নারী স্নান করে ঘাটে॥ বিশ্বম্ভর স্নান কৈল সেই পদ্মাবতী। সব জন পাপ হরে স্নান কৈল ইতি॥ সেই পদ্মাবতী তটবাসী যত জন। বিশ্বম্ভর দেখি শ্লাঘা করিল জীবন॥ তবে পদ্মাবতী পার হইল গৌর হরি। সে দেশ পবিত্র কৈল শ্রীধর ধরি॥ শীতল চরণ পাঞা ধরণী শীতল। পুলকিত হৈল দেবী সকল মঙ্গল॥ সে শোভা তারিতে প্রভু যত মনে করি। তেঞি সে সেখানে পৃথিবী পুলকিত ভরি॥ চণ্ডাল পতিত কিবা সর্জ্জয় দুর্জ্জন। সভারে যাচিয়া প্রভু দিল হরি নাম॥ শুচি বা অশুচি কিবা আচার বিচার। না মানিল সভারে করিল ভবপার॥ নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রভু নৌকা সাজাইয়া। পার কৈল সর্ব্ব লোকে আপনি যাচিয়া॥ যে জন পলায় তার ধরে কোলে করি। ভবনদী পার করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ এ হেন করুণা নাহি দেখি কোন যুগে। কোন অবতারে কোথা কেবা লাপ মাগে॥ সভারে পবিত্র কৈল সম সভা করি। রাধাকৃষ্ণ প্রেমের করিল অধিকারী॥ দয়ার সাগর প্রভু সর্ব্বলোক আমি করুণা প্রকাশি লোকের কৈল শুদ্ধমতি॥ এই মনে আছে প্রভু সর্ব্বজন সমাজে। এথালক্ষ্মীশচী দেবী নবদ্বীপে আছে॥ পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী পতিগত প্রাণ। অন্যকে শচীর সেবা করয়ে বিধান দেবতার সর্জ্জা করে গৃহে সম্মার্জ্জন। ধূপ দ্বীপ নৈবেদ্যাদি মাল্য চন্দন॥ সকল সংস্করি দেহ দেবতার ঘরে। বহুব শিপতায় শচী আপনা পাসরে॥ বশ ভেল শচীদেবী তাহার পিরীতে। পুলকিত সদা পুত্র বধুর চরিতে॥ এই মনে পাছে শচী লক্ষ্মীর সহিতে। দৈব নিয়োজিত তার না হয় সহিতে॥ গৌরাঙ্গ বিহরে লক্ষ্মী কাতর অন্তর। অনুরাগে বিরহ ব্যাকুল কলেবর॥ বিরহ হইল মুর্ত্তিমন্ত সর্পাকার। দেখিয়া লক্ষ্মীর মনে হৈল চমৎকার॥ দংশিলেক সেই সাপ লক্ষ্মীর চরণে

অতিব্যস্ত হৈল শচী শুনে মনে মনে॥ ডাকিয়া আনিল ওঝা জানে নানা মন্ত্র। জিজ্ঞাসা করিল নানা ঔষধের তন্ত্র॥ অনেক যতনে নিবারণ নহে বিষ। বড় ভয় পাইল শচী হইল বিমরিষ॥ প্রাপ্তকাল দেখি সবে ছাড়িল যতন। গঙ্গাজলে নামাইল শ্রীহরি স্মরণ॥ গলায় তুলিয়া দিল। তুলসীর দাম। চৌদিকে সকল লোক লয় হরিনাম॥ আকাশের পথে রথ আনিল গন্ধর্ব্ব। হরি বলি দেহ ছাড়ি লক্ষ্মী গেল স্বর্গ॥ বৈকুণ্ঠেতে গেল লক্ষ্মী আপন আলয়। পরম লখিমীযুতা সর্ব্ব লক্ষ্মীময়॥ তবে শচীদেবী এথা কান্দিয়া দুঃখিতা॥ গুণ বিনাইয়া কান্দে স্ত্রীগণ বেষ্টিতা॥ নয়নে গলয়ে নীর ভিজে হিয়াবাস। শিরে কর হানি ছাড়ে দীর্ঘল নিশ্বাস॥ সর্ব্বগুণে শীলে বহু লক্ষ্মী লক্ষ্মী সমা। নদীয়া নগরে নাহি দিবারে উপমা॥ কেমনে ঘরেতে যাব একেশ্বরী আমি। কি লাগিয়া মোরে দয়া পাসরিলে তুমি॥ দেব আরাধনা সজ্জা রহিল পড়িয়া। আমার শুশ্রূষা কেন গেলেন ছাড়িয়া॥ আজি হৈতে শূন্য হৈল মোর গৃহবাস। বিভা কৈল বিশ্বম্ভর না গেলা তপাশ॥ আরেরে পাপিষ্ঠ সর্প কোথা ছিলা তুমি। আমা না খাইতে কেন জিত বধূখানি॥ মোর সেবা করিতে পুত্রবধূ নিয়োজিয়া। বিদেশে চলিল পুত্র নিশ্চিন্ত হইয়া॥ কেমনে তাহার মুখ চাহিবে অভাগী। কি করিব প্রাণ তার বধূকে না দেখি॥ এতেক বিলাপ দেখি যত বন্ধুগণ। সবে বলে শচীদেবী কর সম্বরণ॥ যার যে নির্ব্বন্ধ আছে ঘুচাইবে কে। সকল সংসার মিথ্যা মিথ্যা সব দে॥ তোমাকে কি বুঝাইব তুমি সব জান। জানিয়া শুনিয়া কেন প্রবোধ না মান॥ শরীর ধরিলে কেহ মৃত্যু না এড়ায়। ব্রহ্মা রুদ্র দিবাকর মৃত্যু পায়॥ কেহ আগে কেহ পাছে মরণ সবার। জনম মরণ মাত্র সবার ব্যাভার॥ সত্য একবস্তু কৃষ্ণ দেবে মাত্র জানি। সেই মুঢ় যে না ভজে কৃষ্ণ যদুমণি॥ প্রবোধিল শচীদেবী সব বন্ধু জন। হরি

বলি সবে মেলি সম্বরে ক্রন্দন॥ তবে সব জন মেলি যে বিধি আছিল। সৎকার করিয়া সবে ঘরেতে চলিল॥ কান্দিতে কান্দিতে শচী নিজ ঘরে গেলা। বন্ধুগণ মিলি তায়ে পুনঃ প্রবোধিলা॥ তবে কত দিন বই প্রভু বিশ্বম্ভর। ঘরেতে চলিব বলি হরিষ অন্তর॥ রজত কাঞ্চন বস্ত্র মুকুতা প্রবাল। সকল বৈষ্ণব পূজা করিল অপার॥ ঘরেতে আইল প্রভু নানা ধন লঞা। মাতৃ স্থানে দিল ধন হরষিত হঞা॥ নমস্কার করি প্রভু নেহারে বদন। বিরস বদন শচী না কহে বচন॥ বিস্মিত হইল শচী দেখি বিশ্বম্ভর। মলিন বদন দেখি কহিল উত্তর॥ যে কিছু আনিল ধন মায়ে নিবেদিয়া। ধীরে ধীরে কহে প্রভু মায়ে নিরখিয়া॥ কেন কেন মাতা হেরি বিরস বদন। তোমারে মলিন দেখি পোড়ে মোর মন॥ এ বোল শুনিয়া শচী গদগদ ভাষ। ঝরয়ে আঁখির নীর ভিজে হিয়াবাস॥ কহিতে না পারে কিছু সকরুণ কণ্ঠ। কহিলা আমার বধু চলিলা বৈকুণ্ঠ॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু বিরস অন্তর। ছল ছল করে আঁখি করুণীর জল॥ গোরাচাঁদ মহাপ্রভু সব রস জানে। লক্ষ্মীর বৈকুণ্ঠে গমন এ লোচন গানে॥

মায়েরে বলিলা প্রভু শুনহ বচন। পূর্ব্ব কথা কহি তার জন্মের কারণ॥ ইন্দ্রের অপ্সরা নৃত্য করে এককালে। দৈব নির্ব্বন্ধ পদস্খলন হইল তালে॥ তাল ভঙ্গ হইল শাপ দিল সুরেশ্বরে। পৃথিবীতে জন্ম গিয়া মানুষের ঘরে॥ শাপ দিয়া পুনঃ দয়া হইল দেবরাজে। দুঃখ না ভাবিহ তুমি হইবে ভাল কাযে॥ পৃথিবীতে অবতার হইবে ঈশ্বর। তার বধু হইবে তুমি এই দিল বর॥ তবেত্ত আসিবে তুমি এই ইন্দ্রপুরী। কহিনু তোমারে সেই ইন্দ্রের সুন্দরী॥ শোক না করিহ আর শুন মোর মাতা। নির্ব্বন্ধ না ঘুচে সেই লিখন বিধাতা॥ পুত্রের বচন শুনি শচী সমাধানে। শোক না করিল কিছু না করিল মনে॥ এ বোল বলিয়া বিশ্বম্ভর পায় চিন্তা। আত্ম সঙ্গোপন করি কহে নানা

কথা। কহয়ে লোচন দাস শুনহ চরিত্র। লক্ষ্মী স্বর্গে আরোহণ বিশ্বম্ভর সঙ্গীত ॥

শ্রীরাগ।

দিশা। আ কি আয়ে গৌরাঙ্গ জয় জয়। কি না মোর গৌরাঙ্গ প্রেম অমিয়া আনন্দ। কি না মোর গৌরাঙ্গ জয় জয় ॥ ধ্রু ॥

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। আনন্দে গোঙায় দিন শচীর কোঙর ॥ সুখে নিবসয়ে বন্ধু বান্ধব সহিতে। শচীর অন্তরে দুঃখ হৈল আচম্বিতে ॥ বধূশূন্য গৃহ দেখি বড় পাইল চিন্তা। বিশ্বম্ভরের বিভা দিব করে মন কথা ॥ মনে অনুমান করি করিল নিশ্চয়। আছে এক কন্যাখানি ভাগ্যে যদি হয় ॥ কাশীনাথ নামে দ্বিজ দেখিল সম্মুখে। অন্তর কহিল শচী নিভৃতে তাহাকে ॥ সনাতন পণ্ডিতেয় ঘর যাহ তুমি। প্রবন্ধ করিয়া কহ যে কহিয়ে আমি ॥ সর্ব্বগুণে শীলে সেই আমার তনয়। তার কন্যার যোগ্যবর যদি মনে লয় ॥ এতেক বচন শচী দ্বিজেরে কহিল। শুনি কাশীনাথ দ্বিজ সত্বরে চলিল ॥ পণ্ডিত শ্রীসনাতন বসিয়াছে ঘরে। কাশীনাথ দ্বিজোত্তম গেল তথাকারে ॥ আইস আইস বলি দিল আসন বসিতে। কি কাযে আইলে পুছে হাসিতে হাসিতে ॥ কাশীনাথ কহে শুন শুন হে পণ্ডিত। কহিল সকল কথা যে আছয়ে চিত ॥ তুমি সব শাস্ত্র জান ধন্য পৃথিবীতে। কি আছয়ে যত গুণ তোরে অবিদিতে ॥ পরম ধার্ম্মিক তুমি বিষ্ণু পরায়ণ। নিজ ধর্ম্ম পর যেন বলিয়ে ব্রাহ্মণ ॥ ঐছন জানিয়া শচী বিশ্বম্ভর মাতা। ডাকিয়া কহিল মোরে অন্তরের কথা ॥ পাঠাইয়া দিল মোরে তোর বরাবর। অবধান করি শুন যে কহি উত্তর আপন বলিয়া তোরে কহি নিজ মর্ম্ম। আপনে বুছিয়া কর যে যুয়ায় কর্ম্ম ॥ তোমার কন্যার যোগ্য বর বিশ্বম্ভর। কহিল সকল হিয়া যে ছিল উত্তর ॥ শুনি সনাতন মিশ্র মনে অনুমানি। বন্ধুর সহিত কথা দঢ়াইল বাণী। কাশীনাথ পণ্ডিতেরে কহে সনাতন। আপন অন্তর কহি শুন মহাজন ॥

এই মন কথা মোর রজনী দিবস। প্রকট বদনে কহি নাহিক সাহস॥ আজি শুভদিন পরমন্ন ভেল বিধী। জামাতা হইবে বিশ্বম্ভর গুণনিধি॥ আপনার ভাগ্যতত্ত্ব জানিনু মো তবে। আপনে সে শচীদেবী আজ্ঞা কৈল যবে॥ মোর ভাগ্য হেন ভাগ্য কাহার হইব। পরম পুরুষ গোবিন্দেরে কন্যা দিব॥ সদা যার পাদপদ্ম পূজে ব্রহ্মা শিব। সে চরণে কন্যা দিয়া আমিহ অর্পিব। আগু সরি চল কাশীনাথ দ্বিজোত্তমে। কহিল কহিও শচী দেবীর চরণে॥ আমি অনুগত জন তাহার সর্ব্বথা। তার পুত্রে কন্যা দিব নহিবে অন্যথা॥ সময় নির্ণয় করি পাঠাই ব্রাহ্মণ। শুভকার্য্য অনুবন্ধ করিতে যতন॥ পণ্ডিত শ্রীসনাতন কহিল উত্তর। কাশীনাথ দ্বিজোত্তম চলিলা সত্বর॥ শচীর চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা। কহিল সকল কথা অতি হৃষ্ট হৈয়া॥ অতি হরষিত শচী উত্তর পাইয়া। পুত্র বিবাহের কার্য্য করেন হাসিয়া॥ নানা দ্রব্য আহরণ করে শচীধন্যা। কোনকার্য্য ছলে যায় দেখিবারে কন্যা। তবে সেই সনাতন পণ্ডিত উত্তম। কতদিন বৈ তথা পাঠাইল ব্রাহ্মণ॥ শচীর চরণে মোর কহিয় বচন। গোচরিহ পুরুষে যে কহিল-ব্রাহ্মণ॥ ব্রাহ্মণ দ্বারায় কথা যে কহিলে তুমি। এবে অবধান কর যে বলিয়ে আমি। মোর ভাগ্য যদি সেই দেই মোরে কথা। সত্বরে আসিহ কার্য্য করি যেন হেথা॥ অদ্বৈত অচ্যুত গোবিন্দেরে কন্যা দিব। আমি অনায়াসে ভবনদী পার হব॥ শুনিয়া চলিল বিপ্র শচীর ভবনে। কহিল সকল কথা শচীর চরণে॥ পণ্ডিত শ্রীসনাতন পাঠাইল মোরে। নিজ কর্ম্ম নিবেদন করিতে তোমারে॥ তার ভাগ্যে আজ্ঞা যদি কর তুমি ধন্যা। তবে পুত্র যোগ্য হয় সেই লক্ষ্মী কন্যা॥ ভাল ভাল বলি শচী অতি হৃষ্টচিত্ত। আলার সম্মত কার্য্য করহ ত্বরিত॥ এ বোল শুনিয়া দ্বিজ অতি হৃষ্টমনে। কহিতে লাগিলা কিছু মধুর বচনে॥ বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভর হেন পতি পাবে। বিষ্ণু প্রিয়া নাম তার যথার্থ হইবে॥ শ্রীকৃষ্ণেরে

পতি যেন পাইল রুক্মিণী। ঐছন হইবে সেই হিয়া অনুমানি॥ এ বোল শুনিয়া শচী অতি হরষিতা। ব্রাহ্মণ কহিল গিয়া পণ্ডিতের কথা॥ পণ্ডিত শ্রীসনাতন বড় তুষ্ট হৈয়া। বিবাহ উচিত দ্রব্য করিতে লাগিলা॥ নানাদ্রব্য অলঙ্কার করে মহামতি। অধিবাস করিবারে করিল যুকতি॥ গণক আনিয়া কৈল বিনয় বচন। বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহ দিব করহ মনন॥ শুনিয়া গণক কহে শুনহ পণ্ডিত। আনিতে দেখিল বিশ্বম্ভর আচম্বিত॥ তারে দেখি আনন্দিত হৈল মোর মন। কৌতুকে তাঁহারে আমি বলিনু বচন॥ কালি শুভ অধিবাস হইবে তোমার। বিবাহ সম্প্রতি শুন বচন আমার॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু কহিল উত্তর। কার কোথা বিবাহ কহ কেবা কন্যা বর॥ আমার সক্ষাতে কথা কহিল এমন। বুঝিয়া কার্য্যের গতি কর আচরণ। সনকের মুখে এত শুনিয়া বচন। ধৈর্য্য অবিলম্বি কিছু না কৈল বচন॥ সনাতন পণ্ডিত সে চরিত্র উদার। বন্ধুবর্গ লঞা করে অনুমান সার॥ নানা দ্রব্য কৈল আনি নানা অলঙ্কার। কাহারে বা দিব দোষ করম আমার॥ আমি কোন কিছু অপরাধ নাহি করি। কি কারণে আদর না কৈল গৌরহরি॥ হা হা গোরাচাঁদ বলি ভূমিতে পড়িলা॥ গৌরাঙ্গ সম্পদ সুখধন হারাইলা॥ ফুৎকার করিয়া কান্দে বলে হরিবোল। তোমা না পাইয়া বিশ্ব অন্ধকার মোর॥ জয় পাণ্ডবের পরিত্রাণ বিশ্বম্ভরে। রাখিলে ভীষ্মক বাঞ্ছা বিদর্ভ নগরে॥ জয় রুক্মিণীর বাঞ্ছা রক্ষণ মুরারি। আনিলে নরক মারি যতেক সুন্দরী॥ তা সবা করিলে বিভা জানি তার মর্ম্ম। মোর কন্যা বিভা কর তুমি সত্যধর্ম্ম॥ মোরে ঘৃণা না করিবে পতিত বলিয়া। কতকত পতিত যে লঞাছ তারিয়া॥ জয় জয় বিশ্বেশ্বর জগত্রাণ দাতা। জয় সর্ব্বেশ্বর তুমি বিধির বিধাতা॥ মুই সে অধম অতি দিন হীন মন্দ। কভু না পাইল তোর ভজনের গন্ধ॥ অন্তরে জন্মিল দুঃখ করিল উদ্গার। হৃদয়ে সন্তপ্ত কহে ব্রাহ্মণী তাহার॥ কুলজা সুলজা কুলবতী পতিব্রতা। সর্ব্ব জ্ঞানে শীলে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর ভকতা॥ সাবিত্রী

দুঃখ দেখি বড় মনে হৈল দুঃখ। লজ্জা পরিহরি কহে স্বামীর সমীপ ॥ আপনে যে বিশ্বম্ভর না করিলা কায। তোমার কি দিব দোষ নদীয়া সমাজ ॥ আপনে যদি না করিলা বিশ্বম্ভর হরি। তোমার শকতি কিছু কহিবারে নারী ॥ শকতি সম্ভবে নাহি দুঃখ অকারণ। বলিতে ডরাঙ দুঃখ ঘুচাহ এখন ॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর যেই পুরুষ প্রখর। ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র আদি যাহার কিঙ্কর ॥ সে জন কেমতে হব তোমার জামাতা। শান্ত হও চিত্তে কিছু না ভাবিহ ব্যথা ॥ তাহার সমান তার নাম বেদে কহে। তাহাতে পিরীতি করি রহ নিজ গৃহে ॥ এতেক বচন যদি তার প্রিয়া বৈল। পণ্ডিত শ্রীসনাতন দুঃখ সম্বরিল ॥ বান্ধব সহিতে এই যুক্তি নিবড়িল। আমার কি দোষ বিশ্বম্ভর না করিল ॥ ইহা বলি কারে কিছু না বলিল বাণী। অন্তরে দুঃখিত হৈলা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ॥ তবেত সকল কথা জানি বিশ্বম্ভর। কেন হেন বৈল দুঃখ ভাবিল অন্তর ॥ আমার ভকত দুহে দুঃখ পাইল চিতে। কৌতুকে কহিল কথা হাসিতে হাসিতে ॥ প্রিয় এক ছিল বয়স্যের মাঝে। নিভৃতে কহিল কথা যত মনে আছে ॥ কোন কথা ছলে যাহ পণ্ডিতের ঘর। আমি নাহি জানি হেন কহিও উত্তর ॥ কৌতুক রহস্যে আমি গণকে কহিল। না বুঝিয়া কার্য্যে কেন অবহেলা কৈল ॥ কার্য্যে অবহেলা তাহে নাহিক অধিক। তা সবার চিত্তে দুঃখ এ নহে উচিত ॥ মায়ে যে কহিল তাতে কি আছয়ে কথা। তাহার উপরে আর কে করে অন্যথা ॥ মিছা কার্য্যে ক্ষতি মিছা দুঃখ ভাব চিত্তে করহ বিবাহ কার্য্য যে হয় উচিতে ॥ এত শিখাইয়া প্রভু ব্রাহ্মণ পাঠাইল। সনাতন পণ্ডিতে সে সকল কহিল ॥ তবেত পণ্ডিত অতি হরষিত মনে। আনন্দে করয়ে শুভদিন শুভক্ষণে ॥ এথা প্রভু বিশ্বম্ভর ঐছন জানিয়া। শুভদিন করে ঘরে গণক আনিয়া ॥ চর্চ্চিয়া করিল দিন সময় বিচিত্র। শুভকাল শুভলগ্ন তিথি সুনক্ষত্র ॥ অধিবাস কালে সাধু ব্রাহ্মণ সজ্জন। মিলিয়া করয়ে প্রভু শুভ আয়োজন ॥ আন- [illegible] সব করে নানা

দ্রব্য দিয়া॥ তৈল হরিদ্রা গায় ললাটে সিন্দুর। খই কদলক আর সন্দেশ তাম্বুল॥ আনন্দে মঙ্গল গায় যত আয়্যগণ। অধিবাস করে আসি যতেক ব্রাহ্মণ॥ ধুপদীপ পতাকা শোভিত দিগন্তরে। স্বস্তিবাচক পূর্ব্বদেব পূজা করে॥ ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে বাজে শুভশঙ্খ। নানাবিধ বাদ্য বাজে পটহ মৃদঙ্গ॥ চারিদিকে কুলবধু দেয় জয় জয়। প্রভু অধিবাস হৈল গোধূলি সময়॥ গন্ধ চন্দন মাল্যে পূজিল ব্রাহ্মণ। কর্পূর তম্বুল আর গুবাকচন্দন॥ হেনকালে পণ্ডিত শ্রীসনাতন। অতি শ্রদ্ধাযুত তেঁহ উল্লাসিত মন॥ ব্রাহ্মণ পাঠাইল আর বিপ্র সাধ্বীগণে। জামাতার অধিবাস করিবার মনে আপনে আপন কন্যার অধিবাস করে॥ ঝলমল করে অঙ্গ রত্ন অলঙ্কারে॥ দেবপূজা পিতৃপূজা করে যথাবিধি। অধিবাস কালে জয় জয় নিরবধি॥ ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে বাজে শুভশঙ্খ। আনন্দ দুন্দুভি বাজে বাজয়ে মৃদঙ্গ॥ হেন মতে দুই জনার অধিবাস হৈল। বধুগণ রাত্রশেষে জলকে সহিল॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে জয় হুলাহুলি। রসভরে রমণী চলিলা ঢুলি ঢুলি॥ এই মতে পাণিসহি যত বধুগণ। প্রভাত সময়ে আইলা শচীরনন্দন॥ প্রাতঃক্রিয়া করি প্রভুকরি গঙ্গাস্নান। নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ কৈল যে ছিল বিধান॥ দেবপূজা পিতৃপূজা কৈল সাবধানে। বিবাহ উচিত প্রভু করে পুনঃস্নানে॥ নাপিতে নাপিতক্রিয়া করিল তখন। অঙ্গ উর্দ্ধতন করে কুলবধুগণ॥ গন্ধ আমলকি দেই তৈল হরিদ্রা। শ্রীঅঙ্গ পরশে তার ভাবে হয় নিদ্রা॥ কেহ পদ সম্মার্জ্জন করে হরষিতা। বেকত বদনে কেহ লজ্জা তাহে কোথা॥ নয়নে পলয়ে করি হরিষের নীর। অঙ্গের বাতাসে কার কাপয়ে শরীর॥ উন্মত্ত নারীগণ করে অভিষেক। পুরুষের মন কথা করে পরতেক॥ অঙ্গ ঠেলি পড়ে কেহ গঙ্গাজল ঢালে। জয় হুলাহুলি শুনি সুমঙ্গল বোলে॥ নদীয়া নগরে ভেল আনন্দ উৎসাহ। সর্ব্ব সুমঙ্গল বিশ্বম্ভরের বিবাহ॥ তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর রায়। অঙ্গের সুবেশ করে যতেক যুয়ায়॥ দিব্যরত্ন অলঙ্কার

রক্ত প্রান্ত বাস। মোহ মোহ করে গোরা অঙ্গের বাতাস॥ সহজে শ্রীঅঙ্গ গন্ধ আর দিব্য গন্ধ॥ চন্দন চন্দ্রক ভালে শ্রীমুখেরচন্দ্র॥ শোভা করে অঙ্গুলে যে সোণার অঙ্গুরী। ঝলমল অঙ্গতেজ চাহিতে না পারি॥ অতি সুকোমল রাঙ্গা অধরবন্ধুক। শ্রবণে শোভয়ে গণ্ড মুকুতা বন্ধক॥ অঙ্গদকঙ্কণ করে চরণে নুপুর। রসিক নাগরী হিরা করে দুরদুর॥ বেড়িল গৌরাঙ্গে যত নারীগণ। শশধর বেড়ি শোভা তারার যেমন॥ মদে মত্ত মদনে হইল সব নারী। লাজ ভয় তেয়াগি রহিলা মুখ হেরি॥ পণ্ডিত শ্রীসনাতন এথা নিজ ঘরে। নিজকন্যা ভুষা করে রত্ন অলঙ্কারে॥ বিষ্ণু প্রিয়া অঙ্গ জিনি নখে বালাসোণা। ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা॥ ফণীধন জিনি বেণী মুনি মনমোহে। কপালে সুসরসে তুলনা দিব কাহে॥ ভুরুভঙ্গ অনঙ্গ শরাঙ্গ মনোহর। শুক ওষ্ঠ জিনি নাসা পরম সুন্দর॥ করঙ্গ নয়নী জিনি নয়ন যুগল। গৃধিনীর কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর॥ অধর বান্ধুলি জিনি অনুপম শোভা। দরশন জিনিয়া মতি ঝলমল আভা॥ গণ্ডকম্বু জিনিয়া জগত মনোহারী। সিংহগ্রীব অঙ্গিনীয়া সুন্দর গ্রীবাধারী॥ বাহুযুগ কনক মৃণাল শোভা জিনি। করতল রাঙ্গাপদ্ম জিনি অনুমানি॥ অঙ্গুলচম্পককলি জিনি মনোহর। নখচন্দ্র পাতি জিনি অতি সুকোমল॥ বক্ষস্থল পরিসর সুমেরু জিনিয়া। কেশরী জিনিয়া মাজা অতি সে ক্ষীণীয়া॥ কামদেব রথচক্র জিনিয়া নিতম্ব। ঊরুযুগ জিনি রাম কদলুক স্তম্ভ॥ ত্রৈলোক্য জিনিয়া পদগড়িলেক ধাতা। ডগমগ করে পদতল পদ্মপাতা॥ নখচন্দ্র পাতি জিনি অকলঙ্ক চাঁদা। তাহার কিরণে আখি পাইল জন্ম আঁধা॥ গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ। বিনা বেশে অঙ্গছটা আলো করে দেশ॥ ত্রৈলোক্যমোহিনী কন্যা জিনিয়া পার্ব্বতী। অঙ্গ অলঙ্কারে ঝলমল করে ক্ষিতি॥ হেনকালে শুভলগ্নে দাড়াইয়া রলে। পাঠাইয়া দ্বিজবর সবিনয় কহে॥ অঙ্গ ঝলল তেজ দেখিয়া ব্রাহ্মণ। আপ-

নাকেধন্য মানেধন্য সনাতন॥ কহিল প্রভুর আগে শুন বিশ্বম্ভর। নিকট হইল লগ্ন চলহ সত্বর॥ আমি কি কহিতে জানি তোমার সম্মুখে। তুমি দেব ভগবান দেখি পরতেকে॥ তবে সেই শুভক্ষণে বিশ্বম্ভর পহু। চলিলা মনুষ্য যানে হাসে লহু লহু॥ আয়্যস্বরলয়ে শচী আশীর্ব্বাদ করে। মাতৃপদ ধুলি প্রভু লইলেন শিরে॥ শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেটর কাহাল। ডিণ্ডিম মোহরীবাজে শুনিতে রসাল॥ বীণাবেণু পিনাসরবাব উপাঙ্গে। মিলিয়া বাজয়ে পাখোওাজ এক সঙ্গে॥ পটহ মৃদঙ্গ বাজে কাংস করতাল। শিংগা ভোরংগ বাজে সানাই রসাল॥ নানাবিধ বাদ্যবাজে নামনাহি জানি। সম্মুখে না টুয়া নাচে শুনি বেদধ্বনি॥ গায়নেতে গীতগায় ভাটে রায় বার। বয়স্য বেষ্ঠিত প্রভু কৈল আগুসার॥ নগরের ঘরে২ পড়ে গেল সাড়া। দেখিবারে ধায় লোক দিয়া বাহুনাড়া॥

বিহাগড়া রাগ।

ললিতছন্দ। পাটশাড়ি পরে নোতার কাঞ্চলি কানড় ছান্দে বান্ধে খোপা। মুকুতা গাঁথিয়া, সোনাতে বান্দিয়া, পিঠে ফেলে রাঙাখোপা॥ ১॥ ধনী ধনী ধনী নদীয়া নগরে আনন্দে সাগর নীতি। বিশ্বম্ভর বিয়া, চল দেখি গিয়া, গাব সুমঙ্গল গীতি॥ ২॥ কেহ পাঠাশাড়ী, পয়েবাহু নারী, কর্ণে গন্ধরাজ চাঁপা। গজেন্দ্রগমনে, চলিতে না জানে, কুরঙ্গ দিঠে চাহে বাকা॥ ৩॥ অঞ্জনে রঞ্জিত, খঞ্জনে নয়ন, চঞ্চল তার কাজোর। গোরারূপ পঙ্কে, পঙ্কিল আলসে, আর না চলব তোর॥ ৪॥ নগরে নগরে, যতেক নাগরী, ধাইল সে ধরনি শুনিয়া। চিক্করে চিরুণী, চলিল তরুণী, চিরুণী সত্বরে তুলিয়া॥ ৫॥ নবীন যুবতী, ছাড়ি সতীমতি, পতিকুল বন্ধু জন। বসন ভূষণ, ম। সত্বর মন, সদা উন্মদ হেন॥ ৬॥ থর বিজুরি, যেমন এমন, গমন মরাল বধূ। কেহ সারি২ করে কর ধরি, যেমন শারদ বিধু॥ ৭॥ এনারী পুরুখ, ধায়ে এক মুখ, কেহ কাহা নাহি মানে। ঠেলাঠেলি পথ, ধায়ে উনমত, দেখিতে গৌর বয়ানে॥ ৮॥ নদীয়া নগর, আনন্দ

নাগর, গৌরাঙ্গ নাগর রতন। চৌদিকে ধাওয়াধাই, বাজায়ে বাধাই, রঙ্গ তরঙ্গিম যেন॥ ৯॥ বাল বৃদ্ধ অন্ধ, জড় পঙ্গ ভঙ্গুর, অঙ্গুলি দেখাইয়া সাধে। কেহ কেহ বধু, করে কর দিয়া ধায়, স্থির নাহি বান্ধে॥ ১০॥ মদন বেদল চলন দেখিয়া বিকল হইল নারী। পশুপাখী সব, গৌরাঙ্গ দেখিয়া রহে সবে সারি সারি॥ ১১॥ বয়স্য বেষ্টিত, দিব্য অলঙ্কৃত মুকুট প্রকট ললাটে। লোচন বলে হেরি, ভুলন নাগরী, মুকুল হৃদয় বটে॥ ১২॥

বরাড়ি রাগ।

ধূলিখেল জোত। এইমনে বিশ্বম্ভর, গেল পণ্ডিতের ঘর, দ্বিজবর আনন্দ পাথার। পাদ্য অর্ঘ্য লঞা করে, গেলা বর আনিবারে, ধন্য২ শচীর কোঙর॥ ১॥ তবে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া, বিশ্বম্ভর থুইল লঞা, দাঁড়াইয়া ছাওনা ভিতর। সর্ব্বলোকে হরি'বল, শত শত দ্বীপ জ্বলে, তাহে জিনে গোরা কলেবর॥ ২॥ উল্লাসিত আয্যগণ, হুলাহুলি ঘনে ঘন, শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে। আয্য আয্যগণ মিলি, সবে পাটশাড়ী পরি, প্রভু প্রদক্ষিণ হেতু লাজে॥ ৩॥ নির্ম্মুঞ্ছন সজ্জ করে, আয্যগণ আগুসরে, আগুসরি কন্যার জননী। তার ভূমি না হড়ে পা, উলসিত সর্ব্ব গা, দেখি বিশ্বম্ভর গুণমণি॥ ৪॥ একে আয়রূপে জলে, রতন প্রদীপ করে তারে প্রভু অঙ্গের কিরণে। সেই শ্রীঅঙ্গ গন্ধে, আয্যগণ উন্মাদে, হিয়া রাখে অনেক যতনে॥ ৫॥ আত প্রদক্ষিণ হঞা, বিশ্বম্ভর উরথিয়া, দধি ঢালে চরণারবৃন্দে। ঘরে চলিবার বেলে, গৌরমুখ নেহালে, পালটিতে নারে অঙ্গ গন্ধে॥ ৬॥ পণ্ডিত শ্রীসনাতন, অঙ্গে করে লেপন, গলে দিব্য মালতীর মালে॥ ৭॥ সুমেরু সুন্দর তনু, তাহে সুরধুনী জনু, দ্বিধা হঞা বটে দুই ধারা। দেখিয়া পণ্ডিত তা, উলাসিত সর্ব্বগা, গোরা অঙ্গে মালতীর মালা॥ ৮॥ তবে সেই সনাতন, মিশ্রদ্বিজ রতন, কন্যা আনিবারে আজ্ঞা দিলা। রত্নসিংহাসনে বোস,

ত্রৈলক্য জিনি রূপস, অঙ্গ ছটা বিজুরি পড়িলা ॥ ৯ ॥ প্রভুর নিকটে আনি, জগমনোমেহিনী, বিষ্ণু প্রিয়া মহালক্ষ্মী নামা। তরল নয়ন বঙ্ক, হেরি মুখ গৌরাঙ্গ, মন্দ মন্দ হাসি অনুপমা ॥ ১০ ॥ প্রভুদক্ষিণ করি, সাতবার চৌদিকে ফিরি, করযোড়ে করি নমস্কার। অঙ্গপট ঘুচাইল, চারি চক্ষে দেখা হৈল, দোঁহে করে কুসুম বিহার ॥ ১১ ॥ উঠিল আনন্দরোল সবে বলে হরিবোল, ছাউনি নাড়িল কন্যাবর। সবে বলে ধনি ধনি, জিনি চন্দ্র রোহিণী, কেহ বলে পার্ব্বতী আর হর ॥ ১২ ॥ তবে বিশ্বম্ভর পহু, মুচকি হাসিয়া লহু বসিলা উত্তম সিংহাসনে। সনাতন দ্বিজ বরে, কন্যা সম্প্রদান করে, পদাম্বুজে কৈল সমর্পণে ॥ ১৩ ॥ যথাবিধি যে আছিল, নানা দ্রব্য দান দিল, একত্রে বসিলা দুই জনে। বিবাহ অন্তরে দোঁহে, সনাতন নিজ গৃহে, একগৃহে বসিলা ভোজনে ॥ ১৪ ॥ উল্লাসিত আয়্যগণ, যুক্তি করে মনে মন, করে করি কর্পূর তাম্বুল। দেখিবে নয়ন ভরি, গোরাচাঁদ মুখ হেরি, বাসর ঘরে বসিলা ঠাকুর ॥ ১৫ বিশ্বম্ভর বিষ্ণু প্রিয়া, বাসর ঘরে বসিল গিয়া, আয়্যগণ করে অনুমান। এই লক্ষ্মী বিষ্ণু প্রিয়া, বিষ্ণু বিশ্বম্ভর হঞা, পৃথিবীতে কৈল অবধান ॥ ১৬ ॥ নানাবিধ জানে কলা, করে করি দিব্য মালা, তুলি দেই সে গোরা গলে। হিয়ার হাব্যাস পেলে, হে আছিল অন্তরে, মনঃকথা বিকাইনু তোর ॥ ১৭ ॥ কাহা সুগন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে লেপন, পরশিতে ষাঢ উনমাদ করি আনপর অঙ্গে লো পিয়া পরয়ে অঙ্গে, পুরাইল জনমের সাধ ॥ ১৮ ॥ পর সুন্দরী যত সবে হৈল উনমত, বেকত কহে মরমের কথা। রসে আবেশে হাসে, চলি পড়ে গৌর পাশে, গর গর কামে উন-মত্তা ॥ ১৯ ॥ বাটা ভরি তাম্বুলে, দেই প্রভু পদমূলে, করে দেই কুসুম অঞ্জলি। তার মনকথা এই, জন্ম২ প্রভু তুই, আত্ম সমর্পয়ে ইহা বলি ॥ ২০ ॥ এই মনে এরজনী, গোঙা-ইল গুণমণি, অয়্যগ ভাগ্যের প্রকাশে। প্রভাতে উঠিয়া বিধি, কৈল প্রভু গুণনিধি, কুসুণ্ডিয়া কর্ম্ম দিবসে ॥ ২১ ॥

তার পরদিন পহু, মুচকি হাসিয়া লহু, ঘরে চলিল বৈল বাণী। পরিজণ পূজা করে যারে সেই দ্রব্য ছলে, জয়২ হৈল শঙ্খধ্বনি॥ ২২ ॥ গুবাক চন্দন মালা, করি তারা দোহে গেলা, সনাতন তাহার ব্রাহ্মণী। শিরে দেই দুর্ব্বাধান, করি শুভ কল্যান, চিরজীবি আশীর্ব্বাদ বাণী॥ ২৩ ॥ তবে দেবী বিষ্ণু প্রিয়া তরল হইল হিয়া, দেখি পাশে জনক জননী। সকরুণ কণ্ঠস্বরে, আত্ম নিবেদন করে, অনুনয় সবিনয় বাণী ॥ ২৪ ॥ সনাতন দ্বিজবর, বলে হিয়া সকাতর, তোরে আমি কি বলিতে জানি। আপনার নিজ গুণে, লইল মোর কন্যাদানে, তোর যোগ্য কিবা দিব আমি॥ ২৫ ॥ আর নিবেদি এ কথা, তুমি মোর জামাতা ধন্য আমি আমার আলয়। ধন্য মোর বিষ্ণু প্রিয়া, তোর ও পদ পাইয়া, ইহা বলি গদ গদ হয়॥ ২৬ ॥ বাষ্প ছল ছল আঁখি, অরুণ বরুণ দেখি, গদ২ আধ২ বোল। বিষ্ণু প্রিয়া কর লঞা, প্রভু বিশ, স্তরে দিয়া, ঢর২ নয়নের লোর॥ ২৭ ॥ তবে পহু শুভক্ষণে বলিলা মনুষ্য জ্ঞানে, সর্ব্বজন অন্তর উল্লাস। নানাবিধ বাদ্য বাজে, শঙ্খ মৃদঙ্গ বাজে, হরিধ্বনি পরশে আকাশ॥ ২৮ ॥ সম্মুখে নাটুয়া নাচে, যার যেবা গুণ আছে, সেইখানে করে পরকাশ। প্রভু যায় চতুর্দ্দোলে, সবজনে হরিবোলে, উত্তরিল আপন আবাস॥ ২৯ ॥ শচী হরষিত হঞা নিস্মঞ্ছন সজ্জা লঞা, আয়্যগণ সঙ্গেমে করিয়া। জয় জয় মঙ্গল পড়ে, সব জন হরিবোলে, দ্রব্য ফেলে দোঁহারে ছিনিয়া॥ ৩০ ॥ সম্মুখে মঙ্গল বট, বারবার পড়ে ভাট, বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণ॥ বিষ্ণু প্রিয়া কর ধরি, বিশ্বম্ভর শ্রীহরি, গৃহে প্রবেশিলা শুভ-ক্ষণ॥ ৩১॥ শচী প্রেমে গর২, কোলে করি বিশ্বম্ভর, চুম্ব দেই সে চাঁদ বদনে। আনন্দে বিহ্বল হিয়া আয়্যগণ মাঝে গিয়া, বধূকূলে শচীর নাচন॥ ৩২ ॥ আপনা না ধরে সুখে, নানাদ্রব্য দেব লোকে, তুষ্ট হৈলা যত সব জন। বিশ্বম্ভর বিষ্ণু প্রিয়া, একেমেলি দেখিয়া, গুণগায় সদা এ লোচন॥ ৩৩ ॥

বড়াড়ি রাগ।

মোর প্রাণ আরে মোর গোরাচন্দনারে হয়॥ ধ্রু॥

তবে সে মহাপ্রভু আনন্দ কৌতুকে। সুখে নিবসয়ে নিজ বান্ধব সহিতে॥ নবদ্বীপ পুরবাসী যতেক ব্রাহ্মণ। ধন্য ধন্য বলি সব সভায়ে কথন॥ লৌকিক সৎক্রিয়া বিধি পড়ে শিষ্যগণ। আপনে পড়ায় প্রভু পুরুষ রতন॥ বৃহস্পতি জিনি করি কাব্যরস জানে। আপনি ঈশ্বরী স্তুতি করেন চরণে॥ শিষ্যের মহিমা কেবা বলিবারে পারু। আপনি পড়ায় যারে অখিলের গুরু॥ কোটি সরস্বতী কান্ত প্রভু বিশ্বম্ভরে। বিদ্যা রসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥ এইমত লোক শিক্ষা করি বিশ্বম্ভর। গয়া করিবারে যাব করিল অন্তর॥ পিতৃপিণ্ডদান দিব গয়াশিরোপরি। গদাধর আদি বিষ্ণু পদে নমস্করি॥ এত বলি শুভযাত্রা করিল ঠাকুর। সংহতি চলিলা বিপ্রগণ মহা-কুল॥ শচীর অন্তর পোড়ে গদগদ ভাষ। পুত্রের নিকটে গিয়া ছাড়য়ে নিশ্বাস॥ প্রবাসে যাইবে তুমি বিশ্বম্ভর। তোমা না দেখিয়া অন্ধকার মোর ঘর॥ আঁধলের নড়ি মোর নয়নের তারা। এ দেহের আত্মা তোমা বই নাহি মোরা॥ পিতৃ নিস্তার করিতে যাবে তুমি। আপনা লাগিয়া তোরে কি বলিব আমি॥ এতেক বচন যদি বৈল শচীমাতা। মধুর বচনে তারে প্রবোধয়ে কথা॥ তোমার নিকটে আমি আছি নিরন্তর। এমন জানিহ মাতা করিল উত্তর॥ পুত্র পিণ্ডলাগি প্রয়োজন সর্ব্বলোকে। মোরে কৃপা আজ্ঞা কর না করিল শোকে॥ চলিলা সে বিশ্বম্ভর গয়া করিবারে। সংহতি চলিলা বিপ্র হরিষ অন্তরে॥ যে পথে চলয়ে প্রভু শচীর নন্দন। সে পথের লোক দেখি যুড়ায় নয়ন। বাল বৃদ্ধ পঙ্গু জন ধায় দেখিবারে। পশু পক্ষী ধায় সব অশ্রুনেত্রে ঝরে॥ কুলবধূ ধায় তারা কুল ত্যাগ করি। সবে বলে হের দেখ ব্রজের শ্রীহরি॥ ইহা বলি ধায় লোক না বান্ধয়ে কেশ। উনমত হৈল প্রভু হেরি সব দেশ॥ সর্ব্ব পথে এইমত সর্ব্বলোক ধায়॥ সর্ব্বলোক প্রেমরস সাগরে ভাষার॥ পথে যাইতে

এক ঠাঞি দেখি গৌর হরি। কুরঙ্গ কুরঙ্গী কেলী করে এক মেলি॥ মৃগের কৌতুক দেখি হৈল কুতুহল। প্রাকৃত লোকের হেন হাসে বিশ্বম্ভর। লোভ মোহ কাম ক্রোধ মত্ত পশুগণ। কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত সর্ব্বজন॥ সঙ্গিগণে হাসিয়া কহয়ে ভগবান। যে বুদ্ধি পশুতে মানুষ্যের বিদ্যমান॥ কৃষ্ণজ্ঞান নাহি মাত্র মানুষ শরীরে। মানুষ না ভজে কৃষ্ণ পশু বলি তারে॥ এমত বুঝায় প্রভু জগতের গুরু। চলিলা পথেতে প্রভু বাঞ্ছা কল্পতরু॥ তবে সেই চিত্রনামে আছে এক নদী। স্নান দান কৈল তথা যে আছিলা বিধি॥ দেবপূজা পিতৃপূজা করি হরষিতে। মন্দারে উঠিলা প্রভু দেবতা দেখিতে॥ দেবতা দেখিয়া প্রভু নামিল সত্বর। পর্ব্বত নিকটে বাসা ব্রাহ্মণের ঘর॥ হেনকালে বিশ্বম্ভর সঙ্গের ব্রাহ্মণ। সে দেশের বিপ্র দেখি দোষে তার মন॥ দেশে আচরণে তারা করে যথাবিধি। দেখিয়া ব্রাহ্মণ গণে নাহি বিপ্র বুদ্ধি॥ ব্রাহ্মণ অবিজ্ঞা দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর। দ্বিজ ভক্তি প্রকাশিব করিলা অন্তর॥ আচম্বিতে প্রভু দেহে আইল মহাজর। জর দেখি ত্রাস পাইল সবার অন্তর॥ বলিলা ঠাকুর শুন নিজ সবজন। পিতৃ দেবকার্য্যে বিঘ্ন ভেল কি কারণ॥ না জানি কি দোষ মোর সঙ্গীগণ দোষে। শ্রেয় কার্য্যে বিঘ্ন হয় অসন্তোষে॥ সব বিঘ্ন নিবারণ আছয়ে উপায়। বিপ্র পাদোদক মোরে দেহত আছে॥ বিপ্র পাদোদক খাইলে সর্ব্বপাপ হরে। এখানে ঘুচিবে জরা কি করিতে পারে॥ সেইখানে সেই দেশি আছিলা ব্রাহ্মণ। আপনে উঠিয়া তার পাখালে চরণ॥ বিপ্রপাদদোক পান কৈল বিশ্বম্ভর। প্রকাশিল দ্বিজ-ভক্তি পলাইল জ্বর॥ সঙ্গের সে বিপ্র দেখি কহে চাটুবাণী। আমার অন্তর দোষে দুঃখ পাইলে তুমি॥ কুৎসিত আচার দেখি মন মোর দোষে। মোর দোষে প্রভু এত পাইলে অসন্তোষে॥ এখনে ব্রাহ্মণ ভক্তি প্রকাশিলে তুমি। অপরাধ কৈনু দোষ ক্ষমিবে আপনি॥ নম দ্বিজ বল্লভ দয়াল গৌরহরি। নম ধর্ম্ম সংস্থা-

পন ধর্ম্ম অধিকারী॥ সঙ্গীর এতেক বাক্য শুনি বিশ্বম্ভর। ক্ষমা কৈল তা সবার দোষ বহুতর॥ ইহারা পূজয়ে মধুসূদন ঠাকুর। এ সকল ত্যজ নহে না ভাবিহ দূর॥ কৃষ্ণ না ভজিলে নহে কদাচিত। পুরাণে প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত॥

তথাহি।

চণ্ডালোপি মুনিশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তি পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তি বিহীনে চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥ ইতি

এইমতে প্রভু দ্বিজভক্তি প্রকাশিয়া। পুনঃ পুণ্যবতীতীর্থ উত্তরিলা গিয়া॥ স্নানদেবার্চ্চনা তথি করিলা তখন। পিতৃ কার্য্য সমাধিয়া করিলা গমন॥ তবেত উত্তমতীর্থ রাম গিরি নাম। ব্রহ্মকুণ্ড গিয়া প্রভু কৈলা স্নানদান॥ দেবপূজা পিতৃপূজা কৈলা সেই ঠায়। বিষ্ণুপূজা দেখিবারে চলিলা ত্বরায়॥ যাইতে দেখিল পথে এক সন্ন্যাসী বর। মহাভাগ্যবন্ত নামপুরী যে ঈশ্বর॥ প্রণাম করিয়া তারে বৈল বিশ্বম্ভর। বড় ভাগ্যে দেখিনু এ চরণ যুগল॥ চরণে পড়িয়া বলে বচন কাতর। করুণ অরুণ আখি করে ছল ছল॥ কি মতে তরিব এই সংসার সাগরে। কৃষ্ণ পদাম্বুজ ভক্তি দেহত আমারে॥ কৃষ্ণদীক্ষা বিনু দেহ অকারণে দেখি। পুরাণে এ সব বাক্য সাধুমুখে সাক্ষি॥ ঐছন শুনিয়া বাণী পুরী যে ঈশ্বর। নিভৃত কহিল তারে মহামন্ত্রবর॥ গোপীনাথ মহামন্ত্র পাঞা বিশ্বম্ভর। পুলকিত সব অঙ্গ হরিষ অন্তর॥ নয়নেতে গলে নীর পুলকিত অঙ্গ। রাধা রাধা বলি সুখ বাড়িল তরঙ্গ॥ ব্রজের যতেক ভাব সব মনে হৈল। বিশেষ মাধুর্য্যরসে মন ডুবাইল॥ রাধাভাবে অবশ হইয়া কলেবরে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চৈঃস্বরে॥ বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন বলি ডাকে হাসে। কালিন্দ যমুনা বলি গরজে উল্লাসে॥ ক্ষণে ডাকে বলরাম শ্রীদাম সুদাম। ক্ষণে নন্দ যশোদা বলিয়া করে ধ্যান। ধবলি শ্যামলি বলি গরজে গম্ভীর। ক্ষণে সখী বলি প্রভু পড়য়ে অস্থির॥ ক্ষণে দাসভাবে তৃণ দশনে করিয়া। ক্ষণে হুহুঙ্কার

করে আমি সে বলিয়া॥ ধরিনু পর্ব্বত আমি মারিনু অঘাসুর। মারিনু পুতনা আমি কতেক অসুর॥ ক্ষণে ত্রিভঙ্গিমা হঞা বংশী মুখে রহে। ক্ষণে চমকিত হঞা চৌদিগেতে চাহে॥ নয়নে গলয়ে নীর গদ গদ ভাষ। মধুর বচনে করে গুরুরে সম্ভাষ॥ তোর পদ পরসাদে হইনু কৃতার্থ। আজি হৈতে দেহ জন্মভৈ গেল যথার্থ॥ গুরুভক্তি প্রকাশিয়া চলিল যে পহু। ফল্গু নামে তীর্থ দেখি হাসে লহু লহু॥ পূর্ব্ব সঙরণ হইল হরিষ বিষাদে। সীতা সঙরিয়া কান্দে বাহু নাহি বান্ধে॥ দেবপূজা পিতৃপূজা করি স্নানদান। প্রেতশিলায় পিণ্ডদান কবিল বিধান॥ ব্রাহ্মণেরে দিল ধন পিতার উদ্দেশে। উদীচি করিয়া কৈল দক্ষিণ মানসে॥ উত্তর মানস করি জিহ্বা লোলতীর্থ। দেব পিতৃকার্য্য করি বিলাইল অর্থ তবে গিয়া উত্তরিল অতি হৃষ্টমন। দেখিতে বাড়িল আত্তি বিষ্ণুর চরণ॥ ষোড়শ বেদিকায় প্রভু পিণ্ডদান করে। উৎকণ্ঠা বাড়িল বিষ্ণুপদ দেখিবারে॥ সর্ব্বকার্য্য সমাধিয়া চলিলা ত্বরিতে। বিষ্ণুপদ দেখিবারে হরষিত চিতে॥ বিষ্ণুপদ চিহ্ন আমি দেখিব নয়নে। হরিষে অন্তর কথা কহে মনে মনে॥ এত ভাবি বিষ্ণুপদে উত্তরিলা আসি। পরম আনন্দে দণ্ডবৎ করে বসি॥ বোলয়ে গৌরাঙ্গ শুন শুন নিজ জন। কেমন করয়ে বিষ্ণুপদ দেখি মন॥ বিষ্ণুপদ চিহ্ন আমি দেখিনু নয়ন দেখিয়া যে প্রেমোদয় না হইল কেনে॥ ইহা বলি প্রভু পাখালিল বিষ্ণুপদ। অভিষেক করি কৈল হিয়ার প্রসাদ। সঙ্গের ব্রাহ্মণে গোরা কহিল বচন। বৃন্দাবন দরশনে করহ গমন॥ শুনিয়া সঙ্গতিগণ কুণ্ঠিত হইলা। যাইতে না পারি ব্যয় অলপ হইলা॥ প্রভু বলে ভক্ষ্য সঙ্গে মনুষ্যের জন্ম। ন, বুঝিয়া বিফল হইয়া কহে কর্ম্ম॥ এই মত বুঝাইয়া প্রভু গৌরহরি। গয়া হইতে বৃন্দাবন শুভযাত্রা করি॥ কম্প পুলকি ভেল প্রেমার আরম্ভ। নয়নে গলয়ে ধারা খেলে হিয়া স্তম্ভ॥ বিহ্বল হইয়া প্রভু পদাঙ্ক দেখিয়া। প্রেমে মহা মহোৎসব বুঝয়ে নাচিয়া॥ গয়াশিরে পিণ্ডদান পদাব্জ উপরে। পিতৃ

কর্ম্ম কৈলা প্রভু আনন্দ অন্তরে॥ আর দিন মন কথা দঢ়া ইল চিতে। মধুপুরী যাত্রা প্রভু কৈল আচম্বিতে॥ সঙ্গিগণে সঙ্গে করি চলিলা আপনি। হেনকালে উঠে গেল আকাশে বাণী॥ নূতন মেঘের যেন গভীর গর্জ্জন। বিশ্বম্ভর সম্বোধিয়া কহিলা বচন॥ শুন শুন মহাপ্রভু দেব বিশ্বম্ভর। না যাইহ মধুপুরী যাহ নিজঘর॥ আপন চেষ্টাতে তীর্থ করিবে ভ্রমণ। সময়ের বশ হঞা যাবে মধুবন॥ এইমত দেববাণী শুনি নিজ কাণে। গমন বিরোধ কৈল সঙ্গের ব্রাহ্মণে॥ নেউটিয়া মহা প্রভু ঘরেতে চলিলা। ক্রমে ক্রমে পদব্রজে নদীয়ায় আইলা। নমস্কার কৈল আসি শচীর চরণে। ঘরেরে বিদায় দিলা সব সঙ্গীগণে॥ পুত্র কোলে করি শচী আনন্দিত মনে। হরিষে প্রেমার নীর ঝরে দুনয়নে॥ পুলকিত সব অঙ্গ কম্প কলেবর। আনন্দে ধাইল সব নদীয়া নগর॥ বিষ্ণুপ্রিয়া হিয়া মাঝে আনন্দ হিল্লোল। ধরিতে না পারে অঙ্গ সুখে নাহি ওর॥ আনন্দে আইলা প্রভু আপন আওয়াস। গোরাগুণ গায় সুখে এলোচন দাস॥

বয়াড়ী রাগ।

নাহারে আরে হয়, প্রভুরে আরে হয়॥ ধ্রু॥

নবদ্বীপ চরিত্র এ অপরূপ কথা। আমিঞা গাথিল বিশ্বম্ভর গুণ গাঁথা॥ লোক বেদ অগোচর নদীয়া চরিত্র। শ্রবণে মঙ্গল হয় সভার পবিত্র॥ শিব শুক নারদাদি লখিমী অনন্ত যাঁর মদে আপনাকে মানে ভাগ্যবন্ত॥ আমি ছার কিবলিব অতি বুদ্ধি হীন। ভাল মন্দ জ্ঞান নাহি নাহি রাত্র দিন॥ পশুর চরিত্র মোর আচরণ একে। তাহাতে অধম বলি লিখয়ে আমাকে॥ সব অবতার সার গোরা অবতার। তাহাতে নদীয়াপুরে প্রেমের প্রচার॥ প্রণতি করিয়া বলোঁ বৈষ্ণব চরণে। কৃপা কর গোরাগুণ বলোঁ মো বদনে॥ অধম বলিয়া

ঘৃণা না করিহ মোরে। পতিতের ত্রাণ লোকে বলেত দধারে॥ নিজগুণে দয়া করি কর পরসাদ। গোরাগুণ গাঙ মুখে বড় লাগে সাধ॥ গোরাপদ কমলে মো করোঁ পর-ণতি। তিলেক করুণাদৃষ্টে কর অবগতি॥ শ্রীনরহরি দাস হয়ে ঠাকুর আমার। এই সে ভরসা গুণ বলো মো তোমার॥ নহে বা অধমাধম মুই হীন ছার। তোর গুণ কহিবারে কিবা অধিকার॥ অধিকারী নহোঁ মুঞি করোঁ পরমাদ। তোর গুণ কহিবারে বড় লাগে সাধ॥ যে হউ সে হউ কথা কহিব অবশ্য। সাবধানে শুন সবে নদীয়া রহস্য॥ জানি বা না জানি কহি বড় প্রীতি আশ। আদ্যখণ্ড সায় কহে এ লোচন দাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল আদিখণ্ড সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থঃ।

———৹✻৹✻৹✻৹———

মধ্যখণ্ড।

আদিখণ্ড ন্যায় মধ্য খণ্ডের আরম্ভ। যা শুনিলে প্রেমধন পাবে অবিলম্ব॥ মধ্যখণ্ড কহি শুন অমৃতের সার। নদীয়া বিহার যাতে প্রেমের প্রচার॥ জগাই মাধাই পাপী যাহে উদ্ধারিল। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম যারে তারে দিল॥ হরিনাম সংকীর্ত্তন যাহাতে প্রকাশ। পতিত উদ্ধার হেতু যাহাতে সন্ন্যাস॥ কহিব অপূর্ব্ব কথা অমৃতের খণ্ড। যা শুনিলে ঘুচে জীবের অতন্ত পাষণ্ড॥ নদীয়া আসিয়া প্রভু আনন্দিত চিত্ত স্থখে নিবসয়ে নিজবান্ধব সহিতে॥ নবদ্বীপবাসী যত ব্রাহ্মণ কুমার। সৎকুলসম্ভব তারা অতি কুলাচার॥ বড়ই স্থকৃতিতারা ধন্য তিনলোকে। আপনে ঠাকুর বিদ্যা দান দিল যাকে॥ সব শিশুগণে একাদি গৌরহরি। বলিল সবারে প্রভু অনুগ্রহ করি॥ পড় এক সত্য বস্তু কৃষ্ণের চরণ। সেই বিদ্যা যাহে হরিভক্তির লক্ষণ॥ অবিদ্যা সকল কৃষ্ণবিনু শাস্ত্রে কহে। রাধাকৃষ্ণ ভক্তিবিনু কেহ সঙ্গ নহে॥ বিদ্যাধন কুল মদে কৃষ্ণে নাহি পায়। ভক্তিতে যে অনায়াসে পাই যদুরায়॥

তথাহি। ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যাগজেন্দ্রস্যকা। কুব্জায়া নাম কিম্রূপং মধিকং তৎ কিং স্থদাম্নোধন। বংশঃ কোবিদুরস্য যাদব পতে রুগ্রস্য কিং পৌরুষং। ভক্ত্যা তুষিতো কেবলং ন তু গুণে ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥ ১॥

এইমত শিষ্যগণে বুঝান ঠাকুর। প্রকাশয়ে নিজ প্রেম আনন্দ প্রচুর॥ এক দিন নিজ গৃহে আছেন শুইয়া। কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কান্দে বিহ্বল হইয়া॥ রাধাভাবে বিহ্বল হইয়া কান্দে ডাকে। মাথুর বিরহে নিজ হাত মারে বুকে আরেরে অক্রুর মোর কৃষ্ণ লঞা গেলি। ইহা বলি কান্দে প্রভু করিয়া বিকুলি॥ কুব্জা কুৎসিত মতি কৃষ্ণ নিলি মোর শঠ অতি লম্পট যুবতী মনচোর॥ ইহা বলি কান্দে ডাকে গরজ হঙ্কার। পলকে আকুল ভঙ্গ ভাব চমৎকার॥ বিস্মিত হইয়া শচী বিশ্বম্ভরে পুছে। কি লাগিয়া কান্দ বাপু তোর দুঃখ কিসে॥ মায়ের বচন শুনি না দিল উত্তর। রোদন করয়ে প্রভু আনন্দে বিহ্বল॥ তবে সেই শচীদেবী গণে মনে মনে। কৃষ্ণ অনুগ্রহ প্রেমা জানিল লক্ষণে॥ বড় ভাগ্যবতী দেবী সব তত্ত্ব জানে। পুত্রের সম্মুখে কহে মধুর বচনে॥ শুন শুন ওহে বাপু মোর সোণার সুত। জগত দুর্ল্লভ তোর দেখি অদ্ভুত॥ যথা তথা যাহ তুমি পাও যেই ধন। আনিয়া আমার ঠাঞি কর সমর্পণ॥ গয়াতে পাইলে কৃষ্ণ প্রেম হেন ধন। দেবের দুর্ল্লভ বস্তু অমূল্য রতন॥ আমাকে করুণ যদি আছে তোর চিত্তে। দেহ কৃষ্ণ প্রেমধন ডরাই চাহিতে॥ এতেক বচন যদি শচী দেবী বৈল। হৃদয় দরবে প্রভু চাহিতে লাগিল॥ বৈষ্ণব প্রসাদে প্রেম পাইবে মাতা তুমি। নিশ্চয় জানিহ মাতা কহিল যে আমি॥ এ বোল শুনি মাতা অতি হৃষ্ট চিত্ত। এখনে পাইল প্রেম ভক্তি আচম্বিত॥ পুলকিত সব অঙ্গ কল্প কলেবর। নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে হৃদয় উল্লাস। কহয়ে লোচন গোরা প্রথম প্রকাশ॥

তবে বিশ্বম্ভর পহুঁ প্রেমে গর গর। আছে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর॥ ভূমিতে লোটাঞা কান্দে রজনী দিবস। সন্ধ্যার সময়ে প্রশ্ন করয়ে দিবস॥ দিবসে পুছয়ে প্রভু কত রাত্রি যায়। সবজন কহে দিবা রাত্রি নাহি হয়॥ তবে সেই

মতে প্রভু প্রেমায় বিরস। রোদন করয়ে প্রভু আনন্দে অবশ॥ প্রহরেক রাত্রি গেল দিন করি পিছে। দিবস না হয় কহে যেই রহে কাছে॥ প্রেমায় বিহ্বল নাহি জানে দিবা রাত্রি। কার মুখে কৃষ্ণ নাম না শুনি পড়ে ক্ষিতি॥ কৃষ্ণ নাম শুন যশ কেহ যদি গায়। শুনিয়া তখন কান্দে ভুমিতে লোটায়॥ ক্ষণে দণ্ডবৎ করি করয়ে পরণাম। ক্ষণে উচ্চৈঃস্বর করি গায় কৃষ্ণ নাম॥ সকরুণ কণ্ঠ ক্ষণে কম্প কলেবর। পুলকিত অঙ্গ জিনি কদম্ব কেশর॥ নিরন্তর পরবশ ক্ষণে পরবোধ। সেইক্ষণে স্নানদান জন অনুরোধ॥ সেই কালে পূজা করি অন্ন নিবেদন। ভোজন করয়ে মহা-প্রসাদ তখন॥ হেনমতে কৌতুক সে সব দিন যায় সকল রজনী নিজ গুণে নাচে গায়॥ হেনমতে কৌতুকে সে রজনী দিবস। লোক শিক্ষা তরে প্রভু ভুঞ্জে প্রেমরস॥ আপনি আপন রস করে আস্বাদন। মুখ্য এই হয় কথা শুন সর্ব্বজন॥ জীব উদ্ধারণ হেতু গৌর করি জানি। এই হেতু অবতার বলি শিরোমণি॥ সব অবতার লীলা যে হেতু প্রকাশ। সব তার সঙ্গি সংঙ্গে সব তার দাস॥ নব-দ্বীপে উদয় করিলা গৌরচন্দ্র। দুর কৈল জগজন হৃদয়ের অন্ধ॥ করুণা কিরণে কলিযুগ হৈল আলো। ঘুচিল সকল লোকের তাপ মহাজ্বালা॥ ভকত চকোর সব আসিয়া মিলিলা। প্রেমামৃত পান করি সবেই ভুলিলা॥ মিলিলেন গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি॥ নরহরি মিলিয়া রহিল তাঁর ঠাঞি॥ শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি দামোদর। শ্রীধর পণ্ডিত নবদ্বীপ যাঁর ঘর॥ শ্রীমান সঞ্জয় আর পণ্ডিত ধনঞ্জয়। শুক্লাম্বর নীলাম্বর আদি মহাশয়॥ শ্রীরাম পণ্ডিত আর মহেশ পণ্ডিত। হরিদাসনন্দন আর্য্য সুচরিত॥ রুদ্রপণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর। অনেক মিলিলা সে গৌরাঙ্গ অনুচর॥ নামক্রমে লিখন তা হরে তা সবার। সম্বরণ নহে গ্রহ হয়ে অপার। নানা দেশে যতেক আছিল ভক্তগণ। সবেই মিলিলা আসি প্রভুর চরণ॥ মহাপ্রেমে মত্ততা

হইলা ভক্তগণ। মাতাইল সব জীবে দিয়া প্রেমধন॥ সম ভাবে সব জীবে করুণা করিয়া। ভক্ত সঙ্গে বুলে গোরা প্রেম বিনোদিয়া॥ তবে সেই বিশ্বম্ভর আর এক দিনে। শ্রীবাস পণ্ডিত আর তাঁর ভ্রাতৃগণে॥ এ সব সহিতে প্রভু পথে চলি যায়। শুনিল বংশীর ধ্বনি না জানি কে গায়॥ গন্ধর্ব্বের ভাবে বাঁশী ধ্বনি যে শুনিয়া। কান্দিয়া কান্দিয়া বলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥ বিহ্বল হইয়া দণ্ড পরণাম করে। রোদন করয়ে নানাবিধ প্রেমভরে। অবশ হইয়া প্রভু নির্ভর আবেশে। নিজ জনে আশীর্ব্বাদ করি অট্টহাসে॥ শিষ্যগণ সঙ্গে ক্ষণে আলৌকিক কহে। ক্ষণে উন্মাদ ক্ষণে নিঃশব্দেতে রহে॥ শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম নারায়ণ। মুকুন্দ সহিত গেল শ্রীবাস ভবন॥ চৌদিগে বেড়িয়া ভক্ত মাঝে গৌরহরি। মধ্যে মাতোয়ার যেন প্রমত্ত কেশরী॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ভুমিতে লোটায়। হরি হরি বলি কান্দে ডাকে উচ্চরায়॥ রাত্রি দিবা প্রেমানন্দে পুলকিত তনু। অন্য পরসঙ্গ নাহি কৃষ্ণ কথা বিনু॥ রোদ করয়ে আঁখি শত পাঁচ ধারা। একালে নিজ ঘরে আছে প্রেমে ভোরা॥ কি করিব কোথা যাব কেমন উপায়। শ্রীকৃষ্ণ আমার মতি কোন মতে হয়॥ ইহা বলি রোদন করয়ে আর্ত্তনাদে। কাতর বচন শুনি সর্ব্ব ভক্ত কান্দে॥ হেনকালে দৈববাণী হইল সাদর। আপনে ঈশ্বর তুমি শুন বিশ্বম্ভর॥ প্রেম প্রকাশিতে মহী কৈলে অবতার। নিজ করুণায় প্রেমা করিলে প্রচার। ধর্ম্ম সংস্থাপন ক্ষিতি করিলে কীর্ত্তন॥ খেদ না করিবে কার্য্য কর আরোপন। তোমার প্রসাদে কলি নিস্তারিবে লোকে। নিজ প্রেম দিয়া সব ঘুচাইবে শোকে॥ সংশয় নাহিক ইথে শুনহ বচন। খেদ দুর করি কর হরি সংকীর্ত্তন॥ এতেক বচন যবে দেব মুখে শুনি। অন্তর হরিষ কিছু না বলিল বাণী॥ তার পর দিন শুন অপরূপ কথা। অমিয়া মাখিল বিশ্বম্ভর গুণগাথা॥ মুরারী গুপ্তের ঘর গেলা এক দিন। গণ্ড পুলকিত অঙ্গ আবেশের

চিহ্ন॥ দেবতার ঘর মধ্যে প্রবেশ করিল। আবেশে বিহ্বোল কিছু কহিতে লাগিলা। প্রেমনীর ধারা বহে নয়ন সাগরে। সুরনদী ধারা যেন সুমেরু শিখরে॥ কহে সব লোক হের দেখ অপরূপ। পর্ব্বত আকার দেহ বরাহ স্বরূপ মহাবেগে আইসে হের দেখহ বরাহে। দন্ত সারি আইসে মোরে মারিবারে চাহে॥ দুই দন্ত সারি মোরে মারিবে শূকর। ইহা বলি সম্ভাইল দেবতার ঘর॥ বরাহ মুরতি পুনঃ হইলা তখন। শ্রীকরচরণে মহী করি পর্য্যটন॥ বরাহ আকার রাঙ্গা চরণ মোচন। মহা পরপ্রেম মহা হুঙ্কার গর্জ্জন॥ সেইখানে ছিল এক পিতলের পাত্র। উর্দ্ধমুখে দশনে ধরিল লক্ষ্য মাত্র॥ পিতলের পাত্র ছাড়ি বিরস বয়ান। মুরারীকে নিজ রূপ কহিল অখ্যান॥ বেদ উদ্ধারণ রূপ ধরি ভগবান। বসিয়া কহয়ে পহু পুরুষ প্রধান॥ কহত স্বরূপ মোর কি জানহ তুমি। মুরারী কহয়ে পহু কি জানিবে আমি॥ দণ্ড পরণাম করি পড়িল মুরারী। বিশ্বম্ভর না জানে পহু চরিত্র তোমারি॥ ইহা বলি গীতার পড়িল একশ্লোক। প্রাকৃত প্রবন্ধে কহি শুন সর্ব্ব লোকে॥

তথাহি। স্বয়মেবাত্মানাং বেত্থতাং বেত্থতাং পুরুষোত্তমং। ইতি।

আপনে আপন তুমি জান মহাপ্রভু। তোমা বিনে তোমাকে না জানে আর কেহু॥ তবে সেই পুনরপি কহে গৌর হরি। বেদের শকতি তোমা কি জানিতে পারি॥ মুরারী কহয়ে পুনঃ কাতর বচন। তোর তত্ব নাহি জানে সহস্র বদন॥ বেদে কি জানিবে তোর আচরণ তত্ব। কেহ নাহি জানে পহু তোমার মহত্ব॥ ভজিবে পরমব্রহ্ম নরাকৃত তনু ইন্দ্র নীল বরণ ত্রিভঙ্গ করে বেণু॥ নব গোরোচনা গর্ব্ব খর্ব্ব অঙ্গদ্যুতি বৃকভানু সুতা নাম মূল সে প্রকৃতি॥ সব বরাঙ্গনা কত বল্লভী বল্লভে। সমর্পিবে নিজ তনু পাইবে সুলভে॥ চিন্তামণি তুমি রত্নমন্দির সুন্দর। কল্প বৃক্ষরত্ন বেদী যাহার উপর॥ কামধেনুগণ তথা অচিন্ত প্রভাব। অভীষ্ট করিয়া দেহ যে তোমার ভাব॥ তার অঙ্গছটা

নিরাকার ব্রহ্ম বলি। জানিবে এ সব শক্তি কৃষ্ণের মাধুরী॥ এই মত সব ভক্তে কহিল ঠাকুর। শুনিয়া সবার হিয়া আনন্দে প্রচুর॥ এবোল বলিয়া পহু চলিলা মন্দিরে। আর দিনে শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘরে॥ সব নিজ জন পহু সংহতি করিয়া। বসিয়া কহয়ে নিজ প্রেম প্রকাশিয়া হরি হরি হরি বলি ডাকে অন্তর কৌতুক। নিজ জনে কহে প্রভু শুন অপরূপ॥ সেই রাধাকৃষ্ণ পাবে কৈলে যাহা হৈতে। সে কথা কহিও তোরা শুন এক চিত্তে॥ ইহা বলি নারদ পড়িল এক শ্লোক। ইহার পরম ব্যাখ্যা না জানয়ে লোক॥

তথাহি। হর্রেনাম হর্রেনাম হর্রেনামৈব কেবলং॥ কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

নামরূপী নামে এক আদি যে পুরুষ। কলি মূর্ত্তিমন্ত আছে না জানে মূরখ॥ নামরূপী ভগবান জানিহ সকল। দ্বিধা ঘুচাবায়ে ব্যাস কহিল তিন বোল। তিনবার বই আর আছে তিনবার। দুরাশয় পাপী সব জীব বুঝিবার॥ হরি নামমাত্রে কৈবল্য যাহার। কেবল কৈবল্য অর্থ জানিলে বিচার॥ ইহা বলি আন দেবমানে যেইজন। তার গতি নাই তিনবার এবচন॥ গো গোপী গোপাসঙ্গে ধ্যান হরিনাম জানিবে এসব অর্থ বেদের বিধান॥ এতেক বলিল প্রভু বরাহ আবেশে। নাম সঙ্কীর্ত্তন করে নাচে প্রেম রসে॥ যে শুনরে গোরাগুণ নদীয়া বিহার। অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রেম উপজে তাহার॥ দশনে ধরিয়া তৃণ বলয়ে লোচন। গোরাপদ বিনে মোর অন্য নাহি মন॥

নবদ্বীপে নিত্যপূর্ণি মার চান্দ গোরা। প্রকাশ এ নিজ প্রেম অমৃতের ধারা॥ পিবই চরণামৃত ভকত চকোর। অগাধ করুণা প্রেম প্রকাশয়ে গৌর॥ আর এক দিন কথা শুন অপরূপ। নিজ ঘরে বসি যেন কোটি কামরূপ॥ সিংহ গ্রীব মহাবাহে কমললোচন। কহয়ে কপট ঘনগভীর গর্জ্জন এ ঘরে কি দেখি চারি পাঁচ ছয়। দেখিতে বাড়য়ে মোর পরম কৌতুক॥ শ্রীনিবাস পণ্ডিত আছিল প্রভু পাছে

শুনিয়া উত্তর দিল যে বিধান আছে॥ তোমা দেখিবারে সব দেবতারগণ। ব্রহ্মা আমি চারি পাঁচ ছয় বদন॥ প্রেমের সমুদ্র তুমি দেহ প্রাণধন। প্রেমদান মাগে তোরে সব দেবগণ॥ তবে সেই মহাপ্রভু বৈসে দিব্যাসনে। এক ভক্ত সঙ্গে অঙ্গে পদে আর জনে॥ শ্রীনিবাস পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ। চরণে পড়িয়া তারা করয়ে রোদন॥ বর মাগে তোর পদাম্বুজ মধু প্রেমা। দেহত সবারে প্রভু করুণার সীমা॥ তবে বিশ্বম্ভর প্রভু বলে মেঘনাদে। স্নেহত সবারে দিল প্রেম পরসাদে॥ তৎকালে হইল প্রেম সব দেবতার। ভাবময় শরীর হইল সবাকার॥ হা রাধা গোবিন্দ বলি নাচে দেবগণ। দেখিয়া বৈষ্ণবগণ হরষিত মন॥ দেবগণ নাচে দেবীগণ করে সঙ্গে। অশ্রু পুলক স্বেদ প্রেমার তরঙ্গে॥ ক্ষণে ভূমে গতি যায় চরণে পড়িয়া। ক্ষণে ঊর্দ্ধবাহে নাচে হরিবোল বলিয়া॥ ক্ষণে স্তব করে গৌর গোবিন্দ বলিয়া। ক্ষণে দণ্ডবৎ করে চরণে ধরিয়া॥ ক্ষণে পদ মস্তকে ধরিয়া দেবগণ। বর সাগে তোর পদে হউ মোর মন॥ তথাস্তু বলিয়া প্রভু বোলে তিনবার। প্রেমধন পরিপূর্ণ হউকতো সবার॥ দেবগণ প্রেম পাই গেল নিজ স্থান। দেখিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দিত মন॥ এতেক করুণা করে ভকতবৎসল। করুণা প্রকাশ দেখি বলে শুক্লাম্বর॥ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি বড়ই পবিত্র। তীর্থ পূত কলেবর পরমপবিত্র॥ প্রভু আগে কহে কথা নাহি করে ভয়। প্রেম লোভে কহে কথা যত মনে লয়॥ শুন শুন ওহে প্রভু গৌর ভগবান। এতদিনে হৈল মোর প্রসন্ন নয়ন॥ নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি আমি। অনেক যন্ত্রণা দুঃখে কিছুই না জানি॥ মধুপুরী দ্বারাবতী কৈনু পর্য্যটন। দুঃখিত হইনু মুঞি দেহ প্রেমধন॥ এবোল শুনিয়া প্রভু কহিল উত্তর। মোর এক বোল তুমি শুন শুক্লাম্বর॥ সে বনে কতেক আছে শৃগাল কুক্কুর। আমারেতে একি হৈল কহিল ঠাকুর॥ হৃদয়ে যাবৎ কৃষ্ণ উদয় না করে। তাবৎ তীর্থের অনুগ্রহ নাহি তারে॥

কৃষ্ণপ্রেম বিনে ধর্ম্ম কেহ কিছু নহে। দাঁড়াইয়া দেখ ইহা শাস্ত্রে সব কহে॥

তথাহি।

মীনশ্বান পর পরন্ত কোমে মোহপি পূর্ণাসনং স্বপ্ন ভ্রাম্যতি চক্র গোপীচরণং সদা কেবলং। গর্ভে তিষ্ঠতি মুষিকোহপি গহনে সিংহো বকো, ধ্যান-বান এতেষাং কং মন্ত্রী হন্ত তপস্যা সম্ভবে সিদ্ধ-কুরু। ইতি অন্তর্বাহর্ষাদ হরি স্তপসা ততঃ কিং নাভর্বাহ যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং ইত্যাদি।

এবোল শুনিয়া বিপ্র ভূমিতে পড়িল। কাতর হইয়া কান্দে আরতি বাঢ়িল॥ অনুগ্রহ আর্ত্তি প্রভু দেখিবারে নারে। করুণ অরুণ ভেল গৌরকলেবরে॥ প্রেম দিনু প্রেম দিনু ডাকে আর্ত্তনাদে। শুক্লাম্বর দ্বিজ পাইল প্রেম পর-সাদে॥ ততক্ষণে হৈল প্রেমাকম্প কলেবর। পুলকিত অঙ্গ ভেল নয়নের জল॥ হরিষে করয়ে নাম গুণ সঙ্কীর্ত্তন। দেখিয়া সকল লোক অতি হৃষ্ট মন॥ পণ্ডিত শ্রীগদাধর সর্ব্বগুণধাম। প্রভুকাছে নিরন্তর লয় হরিনাম॥ রজনীতে শুইয়াছিল প্রভুর সংহতি। পরিতোষ কৈল প্রভু দেখিয়া আপতি॥ পাইবে দুর্ল্লভ প্রেমা রজনী প্রভাতে। মনো-রথ সিদ্ধি হৈব বৈষ্ণব প্রসাদে॥ ইহা বলি মালা দিল গলে গদাধরে। প্রভাতে আইল সবে প্রভু দেখিবারে॥ সবারে কহিল প্রভু তাহার চরিত্র। কথা ছলে প্রেমালয় গদাধর পণ্ডিত॥ অতি সুখী মনে স্নান করি গঙ্গাজলে। প্রেমার অবশ তনু টলমল করে॥ জগন্নাথ দিল পূজা করিল বিধান। পুনঃ পূজা করে নিজ প্রভু বিদ্যমান॥ সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে করিয়া লেপন। দিব্য মালা গলে দিয়া করয়ে স্তবন॥ এই মতে তিন দিন করি পরিচর্য্যা। শয়ন মন্দিরে করে শয়-নের শয্যা। চরণ নিকটে নিত্য করয়ে শয়ন। নিরন্তর শ্রদ্ধাভক্তি করয়ে স্তবন॥ প্রভুর সম্মুখে কহে অমৃত বচন। শুনি বিশ্বম্ভর প্রভু আনন্দিত মন॥ তাহার অমিয়া বাণী

সিঞ্চিত অন্তর। নাচিবারে যায় প্রভু ধরি তার কর॥ নরহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া। শ্রীনিবাস ঘরে নাচে রাস বিনোদিয়া॥ গৌরদেহে শ্যামতনু দেখে ভক্তগণ। গদাধর রাধারূপ হইলা তখন॥ মধুমুখী নরহরি লইলা সেকালে। দেখিয়া বৈষ্ণবগণ হরি২ বোলে॥ বৃন্দাবন প্রকাশ হইয়া সেই স্থানে। গো গোপী গোপাল সঙ্গে শচীরনন্দনে॥ অধিষ্ঠান কামদেব শ্রীরঘু নন্দন। অপ্রাকৃত মদন বলিয়া যে গণন॥ পূর্ব্বে সখা সখীগণ যেরূপে আছিলা। রস আস্বাদনে প্রভু ভক্তগণ হৈলা॥ সব পূর্ব্বদেহ ধরি প্রভুর কাছে। আর ক্রমে তারা সব প্রভু বেড়িয়াছে॥ দেখি অন্য অবতার সঙ্গী সব কান্দে। নবদ্বীপে উদয় করিল ব্রজচাঁদে॥ ক্ষণে গৌর লীলা গদাধর করি সঙ্গে। ক্ষণে শ্যাম লীলা রাধা রাস রস সঙ্গে॥ চমৎকার লীলা দেখি সব ভক্তগণ। হরি হরি জয়২ বলে ঘনে ঘন॥ দিন অবসানে সন্ধ্যা ধন্য দিগন্তর। আচম্বিতে মেঘোদ্গম গগণ মণ্ডল॥ ঘন ঘন গরজন গভীর নিনাদে। দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গণিল প্রমাদে॥ বিঘ্ন উপসন্ন দেখি সবাই দুঃখিত। কেমনে ঘুচিবে বিঘ্নচিন্তা উপস্থিত॥ তবে মহাপ্রভু যে মন্দিরা করি করে। নান গুণ কীর্ত্তন করয়ে উচ্চৈঃস্বরে॥ মেঘগণ কৃতার্থ করিব হন মনে। উচ্চমুখে চাহে প্রভু আকাশের পানে॥ দুরে গেল মেঘগণ প্রকাশ আকাশ। হরিষে বৈষ্ণবগণ বাঢ়ল উল্লাস॥ নির-মল ভেল শশী রঞ্জিত রজনী। অনুগত গুণ গায় নাচয়ে আপনি॥ মেঘগণ নিজরূপ ধরি প্রভু কাছে। নাচিয়া বুলয়ে তারা ভক্ত পিছে২॥ সে প্রেম বিচার না করিল গৌরহরি। মেঘে কি বলিব দিল ত্রিজগত ভরি॥ আপনি নাচয়ে প্রভু ভক্তগণ সনে। সভার আবেশে নাচে শচীর নন্দনে॥ প্রেমার আবেশে নাচে মহানটরাজে। পাদাম্বুজে মুখর মন্দিরা ঘন বাজে॥ বিপ্র সাধ্বীগণ জয়২ দেয় সুখে। আকাশেতে দেবগণ দেখয়ে কৌতুকে॥ প্রেমায় বিহ্বোল সব নাচে ভক্তগণ। না জানি কি তপ কৈল কতেক জনম॥ তাহার

কারণে নাচে ঠাকুরের সনে। আমোদ করিয়া তারা প্রেম মহাধনে॥ করুণায় চাহিল প্রভু এ ভূমি আকাশ। শুনি আনন্দিত কহে এ লোচন দাস॥

শ্যামগড়া রাগ।

সুমেরু শিখর তনু, সুন্দর দীর্ঘল জনু, প্রেমভরে করে টলমল। পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক পা, রাঙ্গা আঁখি করে ছল২। আনন্দিত নদীয়ানগর ভেল রঙ্গে প্রভু শচীর নন্দন॥ ধ্রু॥

শ্রীনিবাস চারি ভাই, আনন্দে মঙ্গল গাই, হরিদাস হরি হরি বলে। কেশরী কেশর যেন, গোরাগুণ গরজন, হুহুঙ্কার প্রেমার হিল্লোলে॥ মুরারি মুকুন্দ দত্ত, গুণ গায় অবিরত, উল্লাসিত পুলকিত গায়। প্রেম মকরন্দ মাসে, পদারবিন্দ আশে, যেন মত্ত ভ্রমরা বেড়ায়॥ চৌদিগেতে হরি বোল, মাঝে নাচে হেম গৌর, তাহাতে আনন্দিত সর্ব্বজনা। যেদিকে সেদিকে চাই, আনন্দিত সর্ব্বঠাই, সবদিগে প্রেমার কান্দনা॥ কেহ২ কোলাকুলি, আনন্দিত সবে মিলি, কেহ২ গানে হয় ভাট। পড়িয়া চরণ মূলে, পণ্ডিত গোসাঞি বলে, পাসরিল অপরূপ হাট॥ সোণার মুকুতা জনু, পুলক পাথয়ে তনু, অনুরাগে অরুণ বদন। রসের আবেশে হাসে, উলসন আবেশে, প্রকাশয়ে অন্তরের ধন॥ ক্ষণে অলৌকিক বলে, যেন মদে মাতয়ালে, ক্ষণে বলে আমি ভগবান। ক্ষণে পরণাম করে, ক্ষণে আশীর্ব্বাদ করে, নিজ জনে দেই বর দান॥ প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু, যাহা নাহি দেখি কভু, নবদ্বীপে লাগিল তরাস। কি নারী পুরুষ সব, দেখি গোরা অনুভব, ভুলি গেল এ লোচন দাস॥

তর্জ্জাবন্দ। ধানসী রাগ।

অমিরা নাখিয়া কেবা নূনী তুলিল গো, তাহাতে গড়িল গোরা দেহ। জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গাড়িত গো, এক কৈল সুধই সুলেহ॥ অনুরাগে দধি প্রেমার সেচন দিয়া কেবা গড়িল দুটি আখি। তাহাতে অধিক মুহু, মুহু২ কথা

খানি হাসিয়া কহয়ে গুটিগুটি॥ অখণ্ড পীযূষ ধারা, কেবা আউটিয়া গো, সোণার চরণ হৈল চিনি। চিনি মাখিয়া কেবা ফেণি তুলিল গো, হেন বাসো গোরা অঙ্গ খানি॥ বিজুরী বাটিয়া কেবা পা খানি মাজিল গো, কত চাঁদে মাজিল মুখানি। লাবণ্য বাটিয়া কেবা চিত্র নিরমিল গো, অপরূপ বাহুর বলনী॥ শারদ পূর্ণিমা চাঁদে, অ্যকুল হইয়া কান্দে, কর পদ পদমির গন্ধে। কুড়িটি নখের ছটা, জগত করিল আলো আখি পাইল জনমের অন্ধে॥ এমন বিনোদিয়া কোথায় না দেখিগো' অপরূপ প্রেমার বিনোদে। পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কান্দিয়া বিকল গো, রমণী কেমনে প্রাণ বান্ধে॥ সকল রসের রসিক বিলাস হৃদয় খানি, গড়িল রঙ্গ দিয়া। মদন বাটিয়া কেবা বদন মাজিল গো, বিনি ভাবে মনু কান্দিয়া॥ ইন্দ্রের ধনুক আজি গোরার কপালে গো, কে বা দিল চন্দনের রেখা। ওরূপে স্বরূপ যত কুলের কামিনী গো, দুহাত করিতে চাহে পাখা॥ রঙ্গের মন্দির খানি, নানারত্ন দিয়া গো, গড়াইল বড় অনুবন্ধে। লীলা বিনোদ কলায় ভাবের বিন্যাশ গো, মদন বেদনা ভাবি কান্দে॥ না চাহে আঁখির কোণে সদাই সবার মনে দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়। আঁখির পিয়াস দেখি মুখের লালসা গো, আলসল জর জর গায়॥ কুলবতী কুল ছাড়ি পঙ্গু ধায় উতরড়ি গুণ গায় অসুর পাষণ্ড। ভুমিতে লোটায়্যা কান্দে কেহ স্থির নাহি বান্ধে গোরা গুণ অমিয়া অখণ্ড॥ ধাওরে ধাওরে বলি প্রেমানন্দে কুতুহলী কেহ নাচে অট্ট অট্ট হাসে। শুনিল কুলের বহু, সে বলে সকল যাঙ, গোরা গুণ রূপে বাতাসে। নদীয়া নগর বধু, হেরি গোরার মুখ বিধু, ঝর নয়ন সদাই অনুরাগে বুক তরে পুলকিত কলেবরে মন মাঝে সদাই জাগাই॥ যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কেবা, মনে গুণে রাত দিবা, গোরাগুণে লাগি গেল ধান্ধা। অখিল ভুবন পড়ি ধুলায় লোটায়ে কান্দে সদাই স্মওরে রাধা রাধা

লখিনী বিলাস, ছাড়ি প্রেম অভিলাষ গো, অনুরাগে রাঙ্গা দুটি আঁখি। রাধার ধেয়ানে হিয়া বাহির না হয় গো, এই গোরা তনু তার সাক্ষী॥ দেখরে দেখরে লোক, হেন না জানি, কি ধন মাগি, কিবা সুখে বুঝয়ে নাচিয়া॥ জয় রে জয় রে হেন প্রেম রসালস, ভাঙ্গিয়া বিলায় গোরায়। নিজ্জীবন জীবন পাইব পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইব আনন্দে লোচন দাস গায়॥

বরাড়ি রাগ।

আর দিনে আর কথা অতি অপরূপ। নিতি যে নূতন প্রকাশয়ে শচী সুত॥ অতি অপরূপ কথা লোকে অবিদিত। অধম জনের মনে না হয় প্রতীত॥ কেবল নির্গুণ প্রকাশয়ে ঠাকুরাল। নিজ জনে কহে কথা মিথ্যা যে সংসার॥ ইহা বলি আন পরসঙ্গে কহে আন। পাসরিল সর্ব্বলোক লয় হরিনাম॥ নিজ নাম সঙ্কীর্ত্তনে মাতল অন্তর। ভুমিতে লোটায়্যা কান্দে প্রেমা যে প্রবল॥ আচম্বিতে উঠে কহে দিয়া কর তালি। নিজ জনে প্রকাশয়ে নিজ ঠাকুরালি॥ হের দেখ আম্রবীজ আরোপিবো আমি। আমার আজি ত তরু হইবে আপনি॥ তখনে সে সব জনে কহে আচম্বিত। এখনি রোপিল বীজ হইল অঙ্কুরিত॥ দেখিতে২ ভেল তরু মুঞ্জরিল। হইল উত্তম শাখা তরু মুকুলিল॥ দেখ২ সব লোক অপরূপ আর। মুকুলিত হৈল হের তরু যে আমার॥ তখনি হইল ফল পাকিল সে কালে। অঙ্গুলির আগে প্রভু দেখয়ি সকলে॥ পাড়িয়া আনিল ফল দেখি সর্ব্বলোকে। নিবেদন করি দিল ঈশ্বর সম্মুখে॥ তিলেক সকল সেই না দেখিয়ে কিছু। ফল মাত্র আছে গাছ মিথ্যা হইল পাছু॥ এই লীলা দেখাইল দেখ সর্ব্বলোক। ইহা জানি না মারিহ সংসারের শোকে॥ মোর মায়া বলে সৃষ্টি সকল সংসার। না জানি অবোধ লোক কহে আপনার॥ মোর মায়া দড়ি কেবা ছিণ্ডিবারে পারে। তবে এক পথ আছে মায়া তরিবারে॥ যত যত দেখ ধর্ম্ম কর্ম্ম করে লোকে। সর্ব্ব ধর্ম্ম

আরপণ যদি করে লোকে॥ তবে দেহ সমর্পণ কৃষ্ণ পদে হয়। সেই জন কর্ম্মাকর্ম্মে বন্ধ নাহি লয়॥ এ ভক্তি পরম তত্ত্ব সমর্পণ গণি। সমর্পিতে কৃষ্ণে বেদনা রহে আপনি॥ সব সমর্পিলে কৃষ্ণ পাই সর্ব্বথায়। সকল পুরাণে গীতা ভাগবতে গায়॥ নহেত সকল ধর্ম্ম হয় অনর্থক। কৃষ্ণ সমর্পণ হয় সকল সার্থক॥ হেন অপরূপ গোরাচাঁদের প্রকাশ। শুনি আনন্দিত কহে এ লোচন দাস॥

আকিহোবে গৌরাঙ্গ জয় জয়॥ ধ্রু॥

হেনই সময়ে বৈদ্য মুকুন্দ দেখিয়া। কহিল সে মহাপ্রভু মুচুকি হাসিয়া। তুমি নাকি ব্রহ্মা বিদ্যা বোল ইহা শুনি। ভালমত মুকুন্দ তোমার বাখানি। ইহা বলি এই শ্লোক পড়িল ঠাকুর। শুনিতে সবার হিয়া করে দুর দুর॥

তথাহি।

রমন্তেযোগীনোনন্তে সত্যানন্দ চিদাত্মনি।
ইতিরাম পদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥

তবে পুনঃ ভগবান সেই গৌরহরি। বৈদ্যেরে কহিলা কিছু অনুগ্রহ করি॥ চতুর্ভূজ ধ্যান তুমি বড় করি মান। দ্বিভুজ ধেয়ান তোর অলপ গেয়ান॥ সকল সম্পদ চাহ আপনার হিত। দ্বিভুজ ধেয়ানে কৃষ্ণে মজাইয়া চিত॥ ঐজন করুণা বাণী প্রভু বিশ্বম্ভর। শুনিয়া সাদর বৈদ্য প্রণত কুন্দর॥ সুরনদী জলে স্নান করি কর কাম। বৈষ্ণব চরণ ধূলা প্রসাদ প্রধান॥ তোর পাদপদ্ম মোর শিরে রহু ছত্র। দাস্য অভিষেক মাত্র এই চাহি পাত্র॥ আমি কি জানিয়ে প্রভু নিজ ভালমন্দ। নিরন্তর অন্তর বাহির মদ-দম্ভ॥ নিজগুণে করুণা করহ প্রভু যবে। নিজ দাস্য প্রসাদ করহ মোরে তবে॥ তুমি সর্ব্বেশ্বরেরশ্বর বিগ্রহ আনন্দ। সেই নন্দসুত তুমি অবতার বন্দ॥ এবোল শুনিয়া প্রভু অন্তর সন্তোষে। পদ অর-বিন্দে তার মস্তক পরশে॥ সর্ব্বাঙ্গ পুলক ভেল সজল লোচন। গদ গদ ভাষে বৈদ্য প্রেমার লক্ষণ॥ গদ গদ স্বরে স্তব করিল বিস্তরে। জয়

মহামহেশ্বর কারণের পর॥ তবে সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ হরি। কহিতে লাগিলা কিছু দেখিয়া মুরারী॥ শুন শুন ওহে বৈদ্য আমার বচন। প্রভু গীতা অধ্যাত্ম চরচা তোর মন॥ জীবার বাসনা যদি থাকরে তোমার। কৃষ্ণ প্রেমানন্দে যদি ইচ্ছা থাকে আর॥ আধ্যাত্ম চরচা তোর কর পরিত্যাগ। গুণ সংকীর্ত্তন কর কৃষ্ণে অনুরাগ॥ নটবর শেখর সুন্দর শ্যাম তনু। ইন্দ্রনীলধনু কান্তি করে বর বেনু॥ পীতাম্বর ধর বনমালা যার গলে। সে প্রভুরে নাহি ভজ গোপীগণ মেলে॥ শুনিয়া মুরারি বৈদ্য প্রভুর মহাবাণী। কাতর হইয়া যদি পড়িলা ধরণী॥ প্রভুর চরণে করে বিনয় বিস্তর। জিনিবারে নারি প্রভু সংসার দুস্কর॥ ব্রহ্মা মহেশ্বর কিবা লক্ষ্মী অনন্ত। জিনিতে না পারে মায়া বড়ই দুরন্ত॥ আমি জীবাধম কিবা শকতি আমার। সংসার জিনিয়া পদ ভজিতে তোমার॥ দুঃখিত হঞাছি প্রভু দয়া কর মোরে। করুণা বিগ্রহ প্রভু ভজ মো তোমারে॥ করুণা বিগ্রহ তুমি দেব শিরোমণি। কৃপায় অধম প্রতি কহ প্রতি বাণী॥ এতকাল আছিল গোপনে প্রেমধন। প্রাকট করিলা প্রভু করুণা কারণ॥ তোমার পদার বিন্দ মকরন্দ প্রেম। পিবইয়া মোর মন মধুকরে যেন॥ এই বর দেহ মোরে করুণা করিয়া। ঘৃণা না করিহ মোরে মো যাঙ ভরিয়া। হাসিয়া কহয়ে প্রভু শুনহ মুরারি। অচিরে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে তোমারি॥ তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর। অতি মহাশুদ্ধমতি ভক্তি সুচতুর॥ কৃষ্ণ সেবা করে নিতি লঞা ভ্রাতৃগণ। সর্ব্বভাবে ভজে বিশ্বম্ভরের চরণ॥ নামগুণ সঙ্কীর্ত্তন করে নিতি নিতি। অনুজ রামের সঙ্গে বড়ই পিরীতি॥ জ্যেষ্ঠ সেবাপরায়ণ শ্রীরাম পণ্ডিত। দুইজনে মিলি গায় হরিগুণ গীত॥ শ্রীবাস শ্রীরাম প্রভুর প্রিয় দুইজন। তার ঘরে ক্রীড়া করে আনন্দিত মন॥ তরে ঘরে নাচে প্রভু তাসবার সনে। কপিল ঠাকুর যেন বেড়ি ঋষিগণে॥ হেন মতে কৌতুক আনন্দে

দিন যায়। শত শত শিষ্যগণ আনন্দে পাড়ায়॥ শিষ্য শিষ্যে মিলি তারা করে অনুমান। আছিল তাহাতে এক বড়ই অজ্ঞান॥ শ্রীকৃষ্ণ বলি যারে সেহ মায়া এক। অবোধ ব্রাহ্মণ ইহা পুত্র বলিলেন॥ শুনিয়া দিল কর ঠাকুর দুইকাণে। তখনে চলিলা প্রভু সুরনদী স্নানে॥ সব শিষ্যগণ সনে কৈল গঙ্গাস্নান। সপুলক ঘন ঘন লয় হরিণাম॥ পাপিষ্ঠ অধম ছার দুষ্টচরিত্র। দুর্ব্বচনে কর্ণ মোর হৈল অপবিত্র॥ ইহা বলি ঘন ঘন লয় হরিনাম। কহয়ে লোচন গোরা সর্ব্ব গুণধাম।

তবে অপরূপ কথা কহিল এখন। সাবধানে শুন সবে ছাড়ি অন্যমন॥ গোরাগুণ কহিতে পুলক বান্ধে গায়। অখণ্ড পীযুষ গোরাগুণের প্রভায়॥ শ্রীনিবাস আদি করি শিষ্যগণ সঙ্গে। অদ্বৈত আচার্য্য দেখিবারে হৈল রঙ্গে॥ কেহ গীত গায় কেহ লয় হরিনাম। হরি হরি বোল বলে নাহিক উপায়॥ আপনি ঠাকুরে নাচে ভক্তগণ গায়। আপনা না জানে তারা প্রেমার প্রভায়॥ আপাদ মস্তক পুলক রাঙ্গা দুই আঁখি। টলমল টলমল গোরা মুখ দেখি॥ মাল সাট মারে প্রভু হুঙ্কার নিনাদে॥ ভূমিতে লোটায়ে সব পারশদ কান্দে॥ এই মনে আনন্দে চলিয়া যায়। পথে। অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি দেখিবার চিত্তে॥ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি দেখিলেন গিয়া। দণ্ড পরনাম করে চরণে পড়িয়া॥ সম্ভ্রমে আচার্য্য গোরার পড়িল চরণে। বিস্তর বিনয় করে কাতর বচনে॥ আমার হেন কোটি অদ্বৈত শিরোমনি। প্রণতি হইয়া বলে লোটাইল ধরণী॥ অন্যান্য দোহে দোহে আলিঙ্গন করে। দোহারে সিঞ্চিল দোহে নয়নের নীরে॥ আসনে বসিয়া প্রভু কন নিজ কথা। মনের পাপ হর প্রেম ভক্তি দাতা॥ সাক্ষাতে আচার্য্য গোসাঞি বলিল বচন॥ পাষণ্ডকে গালি দিতে রাঙ্গা দুনয়ন॥ পাষণ্ড বলিয়া কলিযুগে ভকতি নাই। সাক্ষাতে দেখুক এসে চৈতন্য গোসাঞি;

এ বোল শুনিয়া প্রভু স্ফুরিত অধর। কহিতে লাগিল প্রভু গম্ভীর উত্তর॥ ভকতি নাই কলিযুগে আছে আর কি। ভকতি মাত্র আছে সেই সংসারে সবে। কলি যুগে ভকতি নাই বলয়ে বচন। নিরর্থক জন্ম তার শুনহ বচন॥ কলিযুগে কৃষ্ণ ভকতি পয়সন্ন মায়া॥ কলিযুগ হেন কোন যুগে আছে দয়া॥ হেনই সময়ে সে পণ্ডিত শ্রীনিবাস। কহিতে লাগিল কিছু অন্তর তরাস॥ সম্মুখে দেখহ প্রভু পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ মহোৎসবে বাধা দিবেক এখন॥ এই মহাপণ্ডিত বড়ই দুরাচার॥ বিদ্যা অভিমানে করে মহা অহঙ্কার॥ তবে মহাপ্রভু কথা কহিল তাহারে। একথা না আনিব তুই দুষ্ট দুরাচারে॥ না আইল ব্রাহ্মণ সে মায়া বিমোহিত। ক্রীড়া করি মহাপ্রভু আনন্দিত চিত॥ শ্রীনিবাস ভুজে এক ভুজ আরোপিয়া॥ গদাধর কর ধরি হামকর দিয়া॥ নরহরি অঙ্গে প্রভু অঙ্গ হেলা ইয়া। শ্রীরঘুনন্দন মুখ কান্দন হেরিয়া॥ তবে তার ঘরে প্রভু ভোজন করিল। সুন্দর চন্দন মালা শ্রীঅঙ্গে লেপিল। অদ্বৈত আচার্য্য ধন্য আপনা মানিলা। আমারে প্রভুর দয়া এবে সে জানিলা॥ অদ্বৈতের গণ কান্দে চরণে ধরিয়া। বিশ্বম্ভর কোলে করে সবারে তুলিয়া॥ নিজ নাম গুণে প্রভু নাচিয়া গাইয়ে। ঘরেতে আইলা প্রভুর নিজজন লঞা॥ তবে সেই মহাপ্রভু বসি নিজঘরে। অধ্যাত্ম তত্ত্ব কথা কহয়ে ঠাকুরে॥ একমাত্র কৃষ্ণ স্বামী সৃষ্টিরূপ স্থিতি। আপনে সে এক আত্মারূপে আসে ক্ষিতি॥ ইহা বলি হস্তমেলি করে একমুষ্টি। দেখায় সবারে এই মত সব সৃষ্টি॥ তথাপি স্বরূপ যেই করয়ে যতন। এক জ্ঞান বিনে মুক্তি না হয় কারণ॥ বিষম সংসারে বন্ধ জিনিতে না পারি। মুক্তবন্ধ হয় যবে এক জ্ঞান করি॥ মুক্ত বিনে কৃষ্ণ জ্ঞানে নাহি হয় কভু। এতেক বলয়ে শুন জ্ঞানগম্য প্রভু॥ হের দেখ মোর করে এ পাঁচ অঙ্গুলি। মধুরে মিশ্রিত এক ঘৃণাকর চারি॥ দুর্গন্ধি লাগিয়া ভক্ত না

চাহেন নয়নে। একাঙ্গুলি মধুজিহ্বা লিহত যতনে॥ এক অব্যয় সেই ভগবান মাত্র। ইহা বই মুক্ত হইবার নাহি পাত্র॥ এই মনে জ্ঞানযোগ কহে নানাবিধি। ক্ষণেক রহিলা নিঃশব্দে গুণবিধি॥ জ্ঞানে গম্য কৃষ্ণে ইহা বুঝাইল সবারে। কৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান কয় সর্ব্বসার॥ কৃষ্ণপদাম্বুজ ধ্যান করিল তখন॥ হরি২ বলি পদাম্বুজ স্মরণ॥ রাধা সঙ্গে চিদানন্দশ্যাম ত্রিভঙ্গ। মদনমোহন নটবর বঙ্গরঙ্গ॥ বৃন্দাবন মাঝে নবরতন মন্দিরে॥ বল্লবী সুন্দরী সব বেড়ি মনোহয়ে॥ কোকিল মধুর শুকশারি অনুকূলে। প্রফুল্লিত বৃন্দাবনে শোভে মনোহরে॥ চিন্তামণি ভূমি কল্প তরুগণ যত। কামধেনু গণয়ে সুরভী যুথেযুথ॥ যমুনা বেষ্ঠিত মনোহর অঙ্গশোভা। সে রূপ লাবণ্য দেখি লক্ষ্মী মনোলোভা॥ উঠিল প্রেমার ধারা বহে দুনয়নে। পুলকিত সব অঙ্গ কম্প শ্রীবয়ানে। ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে নাচে গায়। কহিল সবারে প্রভু গদগদ ভাষায়॥ ঐছন আমার যেই২ ভক্তগণ। নিজগুণে পবিত্র করয়ে ত্রিভুবন॥ ইহা যলি হৃষ্টি হৈলা নিজভক্ত সনে। নাচায় সবারে প্রভু নাচয়ে আপনে। এইমতে সুখে নিবসয়ে নবদ্বীপে। নিজভক্তগণ মিলি গঙ্গার সমীপে॥ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি তার পরদিনে। নবদ্বীপ পাইলা বিশ্বম্ভর দরশনে॥ গিয়াছিলা মহাপ্রভু শ্রীনিবাস ঘরে। আগমন নাহি আচার্য্য স্নান পূজা করে॥ শ্রীবাসের ঘরে প্রভু আনন্দিত মন। দণ্ড আগে পুষ্প দিয়া কহিল বচন॥ গদা পূজা কৈল এই দুষ্ট নাশিবারে। আমার ভকত হিংসা যেই জন করে॥ ইহাতে নাশিব আমি সেই সব জন। সবা বিদ্যমানে পঁহু কহিল বচন॥ মোর ভক্তদ্বেষী এক আছে দুষ্টজন। কুষ্ঠব্যাধি হইবে সেই অনেক জনম। পিশাচ নরকে বাস করাইব আমি। বিজ্ঞাশূকর সেই হইব আপনি॥ তাহার শিষ্যের আমি করাইনু দণ্ড। আমার গদায় সব নাশিব পাষণ্ড॥ বনেরে যাইব বলিছিল মোর মন। এথায়

আমারে সে হইল মহাবন। ব্যাঘ্র সদৃশ কেহ কেহ বা পাষাণ। বৃক্ষ সদৃশ কেহ বানর সমান। পশুর সমান করি মানি কোনজন। এতেকে বলয়ে শোবে এই মহান॥ অদ্বৈত্য আচার্য্য এথা আইল হেন গুনি॥ এথা না আইলা হৈতে ন্যূন॥ ভারত বরযে নাহি আচার্য্য সমান। আমার ভকত আছ হেন কোনজন॥ এতেক বলিয়ে তুমি অজ্ঞান ব্রাহ্মণ। আচার্য্য সমান মোর ভক্ত নাহি আন॥ বৈষ্ণবের রাজা সেই মোর আত্ম বলি। জগতের কর্ত্তা তারিবারে আইলা কলি॥ শাস্ত্রে মহাবিষ্ণু বলি করে নিরূপণ। সে জন অদ্বৈত ভক্ত অবতার জান॥ ঐ বোল শুনিয়া বিপ্র অন্তরে তরাস। নিঃশব্দ করি রহে মুখে নাহি ভাষ। তবে সেই গোরা হরিবোলে পুনর্ব্বার। অধ্যাত্ম চরচা তোরা না করিয়া আয়॥ যদি বা অধ্যাত্ম বাদে দেখি শুনি তোমা। তবে পুনঃ তোসবারে নাঞি দিব প্রেমা॥ জানকর্ম্ম উপেক্ষিলে কৃষ্ণ প্রেমা হয় ইহা জানি জ্ঞানকর্ম্ম না কর আশয়॥ এবোল শুনিয়া কহে শ্রীবাস পণ্ডিত। এই বর দেহ তাহা পাসরুক চিত॥ মুরারি কহেন আমি অধ্যাত্ম না জানি। পঁহু কহে কমলাক্ষ হৈতে জান তুমি॥ এবোল শুনিয়া সবে আনন্দিত মন॥ অন্তরে করিল আজ্ঞা করিল পালন। হরি পদাম্বুজ মধুকর মত তারা। আনন্দে নাচয়ে যেন দেবতার পারা। হেন অদ্ভুত কথা নদীয়া বিহার। কহয়ে লোচন গোরা প্রেমার প্রচার॥

সিন্ধুরা রাগ।

অরুণ কমল আঁখি, তারক ভ্রমর পাখি' ডুবু২ করুণা মকরন্দ। বদন পূর্ণিমা চাঁদে, ছটায় পরাণ কান্দে, নব প্রেমার আরম্ভ॥ আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেমভরে, শচীর দুলাল গোরা নাচে। জয় জয় মঙ্গল পড়ে, দেখিয়া চমক লাগে, মদনমোহন নটরাজে॥ পুলক গদ গদ গায়, ঘর্ম্ম বিন্দু তায়, লোমচক্রে সোণার কদম্ব। প্রেমার আরম্ভ তনু, যেন প্রভাতের ভানু, আধ-

বাণী বহে কম্বু কণ্ঠ॥ শ্রীপাদপদ্ম গন্ধে বেড়ি দশ নখ চাঁদে, উপরে কনক বঙ্করাজে। যখন ভাতিয়া, চলে বিজুলী ঝলমল করে, চমকিত অমর সমাজে॥ সপ্তদ্বীপ মহীমাঝে তাহে নবদ্বীপ সাজে, তাহে নব প্রেমার প্রকাশ। তাহে নব গৌরহরি, হরি সংকীর্ত্তন করি, আনন্দিত এ ভূমি আকাশ॥ সিংহের শাবক যেন, গভীর গর্জ্জন ঘন, হুঙ্কার করয়ে গৌরবিধু। হরি২ বোল বোলে, জগত পড়িল ভোলে ছুকুল ধাইল কুলবধূ॥ শ্রীঅঙ্গ চটক যেন দিনকর দীপ হেন, তাহে লীলা বেশের বিলাস। কোটি কুসুম লাখ জানিয়া বিনোদ তনু, তাহে করে প্রেমার প্রকাশ॥ লাখ পূর্ণিমার চাঁদে, জিনিয়া বদন ফাঁদে, তাহে চারু চন্দন চন্দ্রিমা। নয়ন চঞ্চল চলে, বার বার অমিয়াঝরে, জনম মুগধ পাইল প্রেমা॥ মাতিল কুঞ্জর পতি, ভাবে গর২ অতি ক্ষণে হাসে চমকিয়া চায়। কামিনী মোহন বেশ, হেরিতে ভুলিল দেশ, মদন বেদনা হেরি পায়॥ কি দিব উপমা তার, কঙ্কণ বিগ্রহ সার, হেনরূপ মোর গোরারায়। প্রেমায় নদীয়ার লোকে, নাহি জানে তুঃখ শোকে, আনন্দে লোচন দাস গায়॥

কানোড়া রাগ।

তবে নিজঘরে প্রভু বসি দিব্যাসনে। চৌদিকে বেড়িয়া আছে নিজভক্তগণে॥ শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু কহিলা যে উক্তি। তোমার নামের ভূমি কি জান ব্যৎপত্তি॥ শ্রীভক্তির হও তুমি কেবল নিবাস। এতেক বলিয়ে তোর নাম শ্রীনিবাস॥ তবেত কহিল প্রভু দেখি গোপীনাথ। আমার ভকত তুমি বুল মোর সাথ॥ মুরারি দেখিয়া প্রভু বোলে পুনর্ব্বার। প্রভুহ আপন শ্লোক শুনিব তোমার॥ এবোল শুনিয়া সেই মুরারি চতুর। পড়য়ে কবিত্ব নিজ শুনয়ে ঠাকুর॥

তথাহি।

রাজৎ কীরিট মণিদ্বিধিত দীপিতা সমুদ্ব্ হস্পাতি
কবি প্রীতিমে বহন্তং। দ্বেকগুলণ বহিতোদাণ্ঠক

সমাদগ যং রামাং জগৎগুরুং শততং ভজামি। ১
উদ্যদ্বিভাকর মরীচিকাজ নেত্রং সম্বিত দশনচ্ছবি
চারু নাশং। শুভাং শুয়শ্মি পরিনির্জ্জিত চার-
হাং রামং জগত্রয় গুরুং শততং ভজামি। ইতি।

এইমত রঘুবীরে অষ্টশ্লোক শুনি। মুরারি মস্তকে পদ দিলেন আপনি॥ রামদাস বলি নাম লিখিল কপালে। আমার প্রসাদে তুমি রাম দাস হৈলে॥ রঘুনাথ বিনে তুমি তিলেক না জিয়। মুই তোর রঘুনাথ জানিহ নিশ্চয়॥ ইহা বলি রামরূপ দেখাইল তারে। জানকী সহিত সব সাঙ্গ পাঙ্গ মেলে। স্তব করে মুরারি পড়িয়া পদতলে॥ জয় জয় রঘুবীর শচীর কোঙরে। বার বার পড়িলেন লোটাইয়া ধরণী॥ বহুবিধ স্তব করে অনুনয় বাণী। মুরারিকে কৃপা করি বলিলা বচন। আমার ভকতি বিনে না জানিহ আন॥ যদি তোর ইষ্ট আমি হই রঘুনাথ। তথাপিহ রস আস্বাদিহ রাধানাথ। সংকীর্ত্তন ধর্ম্মে রাধাকৃষ্ণ গাওয়াইয়া॥ করিবে আমার ভক্তি শুন মন দিয়া॥ ইহা বলিয়া শ্লোক এক পড়িলেন নিজ। মোর এক শ্লোক শুন শ্রীনিবাস দ্বিজ॥

তথাহি।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
নবাধ্যায়স্তপস্ত্যাগে যথাভক্তিমনোহভাবত॥

পড়িয়া কহিল শুন সর্ব্ব নিজ জন। তোমরা করিহ এই মত আচরণ॥ শ্রীনিবাস পণ্ডিতের কথা অনুসারি। করিহ এই আমারে ভক্তি পাবে সুখ বড়ি। শ্রীরাম পণ্ডিত শুন আমার বচন। তোমার জ্যেষ্ঠের সেবা আমার অর্চ্চন॥ এতেক জানিয়া কর শ্রীবাসের সেবা ইহা হইতে পাবে ভূমি মোর প্রেমপ্রভা॥ এতেক কহিল প্রভু ভকতবৎসল। বরুণ অরুণ আঁখি করে ছলছল॥ তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত চতুর। নিবেদন কৈল ভুঞ্জ ভুঞ্জহ ঠাকুর॥ গন্ধ চন্দন মালা সুবাসিত পুর্ণ। ধূপ দীপ নিবেদন করিল সম্মুখ॥ গ্রহণ করিল প্রভু আনন্দিত মনে। অবশেষ দিল যত নিজ ভক্ত

গণে॥ এই মতে কৌতুকে সকল নিশি গেল। প্রভাতে উঠিয়া প্রভু ঘরেতে চলিল॥ স্নান দেবার্চ্চন সবে কৈল নিজ ঘরে। পুনরপি পদাম্বুজে গেল দেখিবারে॥ হাসিয়া কহিল প্রভু শুনহ অদ্ভুত। আইলা শ্রীপদ নিত্যানন্দ অবধুত॥ তাহার মহিমা তত্ত্ব কে কহিতে জানে। বড় পুণ্যবান আজি দেখিব চরণে॥ হের রাম নারায়ণ মুরারি মুকুন্দ। সত্বরে জানহ কোথা আছে নিত্যানন্দ॥ হেনরূপ মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল। সত্বরে সকলে গ্রাম দক্ষিণে চলিল॥ বিচার করিয়া লাগ না পাইল তাহার। পদাম্বুজ নিকটে আইল আরবার। করযোড় করি কহে ঠাকুরের আগে। বিচার করিয়া প্রভু না পাইনু লাগে॥ পুনরপি কহে প্রভু শুন সর্ব্বজন। বিচার করহ সবে আশ্রিত আপন। প্রভুর আজ্ঞায় সবে চলিল সত্বরে। একে একে গেলা সবে আপনার ঘরে। সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করি একত্র হইয়া॥ পহু বিদ্যমানে সবে মিলিলা আসিয়া॥ পথে যাইতে মুরারি বলিয়া ডাকে পহু। না দেখিলে অবধুত বলি হাসে পহু॥ নন্দন আচার্য্য ঘরে আছে মহাশয়। আমিহ যাইব তথা কহিল নিশ্চয়॥ এবোল শুনিয়া সবে হরষিত হঞা। চলিল ঠাকুর সঙ্গে জয় জয় দিয়া॥ পথে যাইতে ঘন ঘন হরি হরি বোল। গণ্ড পুলকিত কণ্ঠ গদগদ স্বর॥ নয়নে গলয়ে নীর সাত পাঁচ ধারা। চলিতে না পারে পথে সোণার কিশোরা॥ ক্ষণে সিংহ পরাক্রমে পদ চারি যায়। মদমত্ত করি যেন উলটিয়া চায়॥ নব জলধর যেন গম্ভীর নিনাদে। ঘন ঘন হুঙ্কার আনন্দ উন্মাদে॥ এইমত আনন্দে আনন্দে দিন যায়। দেখিলাম নিত্যানন্দ অবধুত রায়॥ আরজ গৌরাঙ্গ কান্তি পরম সুন্দর। ঝলমল অলঙ্কার অঙ্গ মনোহর। কটিতটে পীতবাস বিরাজিত শোভা। শিরে লটপটি পাগ চম্পকের আভা॥ চলিতে নূপুর পদে ঝম ঝমি শুনি। কুরঙ্গনয়নী চিত্ত তরল সন্ধানি॥ হাসিতে বিজরী যেন খসিয়া পড়িছে। কামিনী আপন লাজ তাহা-

তেই দিছে॥ মেঘ জিনি গরজে গম্ভীর শব্দ শুনি। কলি মত্ত হাতির দমন সিংহমণি॥ মাতিল কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর। প্রসন্ন বদনে প্রেমাধারা নিরন্তর॥ পুলকে আকুল তনু রসে ডগমগি। কম্প স্বেদ আদি ভাবে রসে অনুরাগী কলি দর্প দমন কনক দণ্ড ধরে॥ রাকা উৎপল করতল মনোহরে। অঙ্গদ কঙ্কণ হার কোটিতে কিঙ্কিণী। গণ্ডযুগে কুণ্ডল যেমন দিনমণি॥ পড়িতে পড়িতে উঠে ধরিয়া সাম্ভাল সবাকে বোলয় কাহা কানাঞি গোয়াল॥ অলৌকিক বাক্য ভাব ক্ষণে কান্দে হাসে। মধু দেহ বলি কেন রেবতী প্রশংসে॥ ক্ষণে পদযুগ করি লাফে লাফে যায়। এক কহে আর বোলে বুঝনে না যায়॥ অঙ্গের গৌরবে মত্ত যুবতীরগণ। কুলবতী মদ তারা ছাড়িল তখন॥ ভূমিতে পড়িয়া পঁহু পরণাম করে। কহিল মঙ্গল স্তুতি মধুর অক্ষরে। পড়িলেন পহু পদে নিত্যানন্দ রায়॥ দোঁহার চরণ ধরিবারে দোঁহে চায়॥ দোঁহে আলিঙ্গন করে কান্দিয়া কান্দিয়া। কতি ছিলা বলি হাসে শ্রীমুখ চাহিয়া॥ সকল জগত চাহি ফিরিয়া আইনু। কোথাহ তোমার নাগ মুই না পাইনু॥ শুনিলাঙ গৌড়দেশে নবদ্বীপ পুরে। লুকাঞা রঞাছে তথা নন্দের কুমারে॥ চোর ধরিবারে মুই আইলাম এথা। ধরিলাম চোর আজি পলাইবে কোথা॥ ইহা বলি নিত্যানন্দ হাসে কান্দে নাচে। গৌরাঙ্গ আনন্দে নাচে নিত্যানন্দ কাছে॥ ঝালিদর্প দমন পাইল নিত্যানন্দ। তারিনু পতিত পংগু জড় আদি অন্ধ॥ নিত্যানন্দ প্রতাপে পবিত্র ত্রিভুবন। না জানে পাষণ্ড দুরাচার মূঢ়জন। সবাই পড়িয়ে আছে নিত্যাদন্দ কান্দে। এই কথা কহিলেন পহু গৌরচাঁন্দে॥ হরি গুণ সংকীর্ত্তন করয়ে আনন্দে। আপনে নাচয়ে সঙ্গে নাচে নিত্যানন্দে॥ নৃত্য সম্বরিয়া সে বসিল দুই জনে। আনন্দিত সর্ব্বজন দেখয়ে নয়নে॥ তবে নিত্যানন্দ পদ আরবিন্দ ধুলি। আপনি আনিয়া দিল ভক্ত শিরোপরি। নিত্যানন্দ পদধুলি পাই ভক্তগণ॥ প্রেমে গর গর

চিত্ত ঝরয়ে নয়নে॥ এই মতে কৌতুকে আছিলা কতক্ষণ। ঘরেতে চলিলা পহু শচীর নন্দন॥ পথে যাইতে কহে নিত্যানন্দের মহিমা। ত্রিজগতে দিতে নারি ইহার উপমা শুন শুন সর্ব্বজন আমার বচন। কৃষ্ণপ্রেমভক্তি এই নহে সাধারণ॥ আগে জ্ঞান হয় পাছে পূজয়ে ভকতি। তবে সে জনমে সর্ব্বভোগে বিরকতি॥ এইমত ক্রমে২ নাচে আর দিন। কৃষ্ণ অনুরাগে বাড়ে হয় পরাধীন। আর দিন মহাপ্রভু আপনার ঘরে। আমন্ত্রণ দিল নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীরে॥ ভিক্ষা অনন্তরে অঙ্গে লেপিল চন্দন। দিব্য মালা নিবেদিলে পূজার বিধান॥ নিত্যানন্দ দেখি শচীর যুড়াল নয়ন। পিরীতি পাগল হঞা হেরয়ে বয়ান॥ পহু বলে নিজ পুত্র বলিয়া জানিবে। আমারে অধিক করি ইহারে পালিবে॥ পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ মুখ চাহে। মোর পুত্র তুমি হইলা শচীদেবী কহে॥ মোর বিশ্বম্ভরে কৃপা করিবে আপনে। আজি হৈতে তোমরা দুই আমার নন্দনে॥ বলিতে২ শচী অশ্রু নেত্র ধারে। পুত্রভাবে শচী নিত্যামন্দ কোলে করে॥ নিত্যানন্দ মাতৃ ভাবে শচী চরণে। দণ্ডবৎ করিলেন মধুর বচনে॥ যে কহিলে মাতা তুমি সেই সত্য হয়। তোর পুত্র হই আমি কহিল নিশ্চয়॥ পুত্র অপরাধে কিছু না লইহ মাতা। তোর পুত্র বটো মুই জানিবে সর্ব্বথা॥ নিত্যানন্দ মাতৃ ভাব পাই শচীরাণী। নয়নে গলয়ে জল গদ২ বাণী॥ এইমত স্নেহ সবে গর গর। দুই পুত্র দেখি শচীর যুড়াইল অন্তর॥ আর দিন শ্রীবাস পণ্ডিত ভিক্ষা দিল। তাহার আশ্রমে অবধুত ভিক্ষা কৈল॥ অনেক সন্তোষ পাইল পণ্ডিতের ঠাঁই। ভিক্ষা করি সেই দিন রহিলা তথাই॥ সেইক্ষণে মহাপ্রভু গৌর ভগবান। শ্রীবাস আশ্রমে গেলা প্রসন্ন বয়ান॥ দেবালয়ে প্রবেশিয়া বৈসে দিব্যাসনে। কহিল আমারে এই দেখহ নয়নে॥ আমার কারণে তুমি কৈলে পরিশ্রমে। এখন আমারে এই দেখহ নয়নে॥ এবোল শুনিয়া নিত্যানন্দ

সন্ন্যাসীবর। সাদরে নিরীক্ষে বিশ্বম্ভর কলেবর॥ তত্ত্ব না জানিল কিছু বিশেষ তাহার। কি কাযে কহিল প্রভু ইঙ্গিত আকার॥ তবে পুরনপি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। নিজজন দেখি কিছু কহিল অন্তর॥ সবজন হও এই মন্দির বাহির। বিস্ময় হইল সব বৈষ্ণব অন্তর॥ মন্দির বাহির হৈলা আজ্ঞা পালিবারে। ইঙ্গিতে কহিল কর্ম্ম কে জানিবে তারে॥ সবিশেষ কথা কিছু কহে আপনার। নিভৃতে কহয়ে মর্ম্ম কে জানিবে তার॥ যুগ্মজ শরীর প্রভু দেখাইল আগে। তবে চতুর্ভুজ রূপ দুই ভুজ তবে। ঊর্দ্ধে দুই হাতে দেখে ধনু আর শর। অন্য দুই হাতে দেখে মুরলী অধর॥ নিম্ন দুই হাতে দণ্ড কমণ্ডলুধারী। দেখিয়াত নিত্যানন্দ যায় গড়াগড়ি॥ দেখিয়া ঐছন রূপ অতি অদ্ভুত। পূর্ব্ব স্মঙরিলা নিত্যানন্দ অবধূত॥ দেখিনু আমার প্রভু প্রকাশ হইল। এক অঙ্গে তিন অবতার দেখাইল॥ রামকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ দেখিল তিন তনু। পশ্চাত দেখিল নবকিশোর রাধাকানু। হরিষে নাচয়ে নিতাই আনন্দ অপার॥ দিগ্‌বিদিগ জ্ঞান নাহি প্রেমার পাথার। হেন অদ্ভুত কথা শুন সর্ব্বজন॥ গোরাগুণ গাঁথা সুখে কহয়ে লোচন॥

তুড়িরাগ।

আর অপরূপকথা কহিব এখন। দেখিল না শুনিল কেহ আচরণ॥ সকল লোকের নাথ ক্ষিতি অবতার। ভাগ্যকার কেন না মানহ আপনার॥ চাতুরী না ঘুচে যায় পাষণ্ড হিয়ায়। জড়িত অন্তর জীবের এ বিষ্ণু মায়ায়॥ নির্ম্মল হইবে যবে শুন গোরাগুণ। ভবব্যাধি নাশিবারে এই সে কারণ॥ একদিন রাত্রি যায় তৃতীয় প্রহর। আচম্বিতে রোদন করয়ে বিশ্বম্ভর॥ বিস্মিত হইয়া শচী পুছুয়ে পুত্রেরে। কি কারণে কান্দ বাপু কহনা আমারে॥ তোমার কান্দনা শুনি পোড়য়ে শরীর। ধরিতে না পারি হিয়া ফুক বাহেচির॥ শুনিয়া মায়ের বাণী নিঃশব্দে রহে। শয্যায় বসিয়া যে দেখিল স্বপ্ন কহে। নবীন নীরদ কান্তি

দেখিল পুরুষ। ময়ূর পাখার চূড়া অদ্ভুত মুকুট॥ কঙ্কণ কেয়ুর হার চরণে নুপুর। ললাটে চন্দন চাঁদ কিরণ প্রচুর পীতবস্ত্র পরিধান বংশী বামকরে। দেখিনু সুন্দর এক হরিষ অন্তরে। রোদন করয়ে আঁখি গলে অশ্রুধার। না কহিয়া কেহ যেন না শুনিহ আর॥ ঐছন বচন শুনি শচী আনন্দিতা। বিশ্বম্ভর মুখোদিত অমৃতের কথা॥ বিশ্বম্ভর পুলক পুরিত সব দেহ। ঝলমল করে অঙ্গছটা সব গেহ॥ হেনকালে নিত্যানন্দ অবধূত রায়। আচম্বিতে প্রভুঠাঞি মিলিলা তথায়॥ আসিয়া দেখিল প্রভু দুর্ল্লভ শরীর তেজোময় মহাবাহু এ নাভী গভীর॥ দক্ষিণ করে গদা ধরে বামকরে বেনু। করতল পদ্ম বামকর তলে ধনু॥ তপ্তকাঞ্চন জিনি হৃদয়ে কৌস্তুভ। মকর কুণ্ডল দুই শোভে গণ্ডযুগ। মরকত দ্যুতি হার শোভয়ে গলায়॥ অদ্ভুত বেশ দেখি অবধূত রায়॥ চতুর্ভুজ দেহ তনু মুরলী কানাই। সেই অপরূপ সব পরচার যাই॥ ক্ষণেক অন্তরে যেই দ্বিভুজ আকার। লোক অনুগ্রহ রূপ চরিত্র তাঁহার॥ এ রূপ দেখিল আসি অবধূত রায়। নিজজনে আলিঙ্গন দিয়া নাচে গায়॥ আবেশে নাচয়ে সেই বিলাস হইয়া। প্রেম মহাজলনিধি প্রবেশ করিয়া॥ শ্রীনিবাস নারায়ণ শ্রীবাস মুরারি। ইহা সঙ্গে তোমার চলহ জন চারি॥ অদ্বৈত আচার্য্য বাড়ি যাব অবধূত। তাঁহারে জানাইহ ইহো বড় অদ্ভূত॥ এই মনে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল। শুনি সবজন ইহা আনন্দ বাড়িল॥ নিত্যানন্দ সঙ্গে সবে চলিল সত্বর। সানন্দ হৃদয়ে গেলা আচার্য্যের ঘর॥ প্রথামত করিয়া কথা কহিল সকল। শুনিয়া আচার্য্য সুখে নাচয়ে বিহ্বোল॥ দুহে দোঁহা আলিঙ্গন করয়ে আনন্দে। আনন্দে নাচয়ে সঙ্গে নাচে নিত্যানন্দে॥ আনন্দ সাগরে সুখে ডুবিলা নিত্যানন্দ। ঘন ঘন হুহুঙ্কার উঠয়ে আনন্দ॥ দোঁহে গুপ্ত কথা কহি গোরায় চরিত। কহিতে শুনিতে দোঁহে উনমত্ত চিত্ত॥ এইমতে আনন্দে আছিল দিনদুই। আনন্দে বৈষ্ণব

গুণ গোরাগুণ গাই ॥ অদ্বৈত চরণে পুনঃ নিবেদন করি। চলিল সত্বরে দেখিবারে গৌরহরি ॥ প্রভুর সম্মুখে আসি পরণাম করি। করযোড় করি সব কহিল বিবরি ॥ আচার্য্যের ঘরে যত ভৈগেল রহস্য। শুনিয়া আনন্দিত প্রভু উপজিল হাস্য ॥ তার পরদিন পুনঃ আপনি আচার্য্য। পদাম্বুজ দেখিতে চলিলা দ্বিজবর্য্য। শ্রীনিবাস আচার্য্যের ঘরে মহাপ্রভু। দেবতার মধ্যে বসি হাসে লহুলহু ॥ দিব্য বীরাসনে প্রভু বসিয়াছেন সুখে। ঝলমল করে ঘর অঙ্গের চটকে তপত কাঞ্চন যেন শ্রীঅঙ্গের ছবি। প্রেমায় অরুণ হেন প্রভাতের রবি ॥ দিব্য অলঙ্কার লালা সুগন্ধি চন্দন। পূর্ণিমার চন্দ্র যেন সুন্দর বদন ॥ গদাধর নরহরি দুহ দিগে রহে। শ্রীরঘুনন্দন শ্রীমুখচন্দ্র চাহে ॥ চৌদিগে বেড়িয়া ভক্তগণ রহে পাশ। নক্ষত্র বেড়িয়া যেন দ্বিজরাজ হাস নিত্যানন্দ সম্মুখে বসিয়া প্রেমানন্দে ॥ বদন হেরিয়া ঘন ঘন হাসে কান্দে ॥ হেনই সময় আচার্য্য দেখি দ্বিজ চাঁদ। ঘন ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে সিংহনাদ ॥ পুলকে ভরল অঙ্গ আপদ মস্তক। ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তর কৌতুক নিবেদন কৈল দ্বিজ নানা উপায়ন। পদাম্বুজে দিল নব দিব্য যে বসন ॥ তুলসী মুঞ্জরী দিয়া পূজিল চরণ। সুগন্ধি মালতীমালা সুগন্ধি চন্দন। দণ্ড পরণাম করি ভূমিতে পড়িয়া ॥ আপনে সে মহাপ্রভু তুলিল ধরিয়া। পূজা পরিগ্রহ করে গৌর ভগবান ॥ তার শেষ দিল নিজ ভক্তগণ দান ॥ সেই বস্ত্র অলঙ্কার শোভয়ে শ্রীঅঙ্গে। হরি হরি বলি ডাকে তা সবার সঙ্গে ॥ অদ্বৈত আচার্য্য আর নিত্যানন্দ রায়। শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ গুণ গায় ॥ সকল বৈষ্ণব মেলি আনন্দে উল্লাসে। আপন পাসরে সবে রসের আবেশে ॥ সবে সবা প্রশংসিয়া বলে ধন্য ধন্য। তুচ্ছ করি মানে সুখ কৈবল্য লাবণ্য। দিবা নিশি নাহি জানে প্রেমানন্দ সুখে। নিরবধি বিহ্বলতা অন্তর কৌতুকে ॥ সূর্য্যোদয় নিত্যানন্দর হয়ত রজনী। সন্ধ্যায়

নাচয়ে সে উদয় দিনমণি॥ হেন মতে রাত্রি দিনে প্রেমানন্দে ভোরা। নৃত্য অবশেষে তারে আজ্ঞা করি দিল গোরা॥ স্নান দেবার্চ্চন করি সবে নিজ ঘরে। পুনরপি আইল সবে ভোজন অন্তরে॥ সেই মতে সবসঙ্গে ক্রিয়া সমাধিয়া। পদাম্বুজ সন্নিকটে মিলিল আসিয়া॥ হেনই সময়েতে হাসয়ে হরিদাস। কৃষ্ণনামে নিরন্তর যাহার উল্লাস॥ কৃষ্ণ পদাম্বুজ মধুময়মত্তভৃঙ্গ। রসের আবাশে হয় তরুণীর সিহ॥ আচম্বিতে নবদ্বীপে মিলিলা আসিয়া। আইস আইস বলি প্রভু ডাকে সম্ভাষিয়া॥ নির্ভয়ে প্রেমায় কৈলা গাঢ় আলিঙ্গন। আদেশিলা মহাপ্রভু বসিতে আসন॥ সুচতুর হাসি দাস পরণাম করে। আপনে ঠাকুর তাঁরে ধরি তোলে কোলে। সুগন্ধি চন্দনে অঙ্গ লেপিল তাহার। অঙ্গের প্রসাদ মালা দিল আপনার॥ ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলাত ঠাকুর। ভোজন করিল মহাপ্রসাদ প্রচুর॥ এই মত হরিনাম গুণ সংকীর্ত্তন। বিলসয়ে মহাপ্রভু আনন্দিত মন॥ হরিদাস অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ। শ্রীনিবাস আদি সব নিজ নিল সঙ্গ॥ প্রেমানন্দ কৌতুকে গোঙাব দিবা রাতি। আচার্য্য বিদায় দিল ঘর যাও আজি॥ আজ্ঞা পাঞা অদ্বৈত আচার্য্য ঘরে গেলা। যে দেখিল যে শুনিল সেই হৈল ভোলা। তবে সেই নিত্যানন্দ অবধুত রায়। প্রভু বিদ্যমানে তেঁহ করিল বিদায়॥ বিদায় সময়ে প্রভু কহে এক বাণী। ইহা সবারে দেহ কৌপীন একখানি॥ প্রেমে পালটিতে নারে গেলা কত দুর। তার সঙ্গে অনুব্রজি চলিল ঠাকুর॥ ছাড়িয়া বাইতে নারে অবধুত রায়। অনেক যতনে তেহো করিয়া বিদায়॥ প্রভুর বচনে সে ঠাকুর অবধুত। তা সবারে দিলেন কৌপীন অদ্ভুত॥ আপনে কৌপীন প্রভু লইলেন হাসিয়া। নিজ ভক্তগণে দিল প্রত্যেকে বাঁটিয়া॥ কৌপীন প্রসাদ তারা পাইয়া কৌতুকে। আনন্দ করিয়া তারা বান্ধিল মস্তকে॥ নিত্যানন্দ শ্রীরূপে করিয়া বিদায়। প্রভুর সংহতি সবে নিজ ঘরে যায়॥ ঘরেতে আ-

ইলা সবে দুঃখিত হৃদয়। বাষ্প ছল২ আঁখি চলিলা আলয়॥ কতক্ষণে সবে স্নান দেবার্চ্চন করি। সন্ধ্যাকালে আইল দেখিবারে গৌরহরি। নিত্যানন্দ আইলা আচার্য্য গোঁসাঞির সনে। হরিষে গৌরাঙ্গ কথা কহে রাত্রি দিনে॥ তার পরদিন এক কথা শুন সবে। শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রেমভক্তি পাবে তবে॥ লোক বেদ অবিদিত অপরূপ কথা। অমৃতের সার এই গোরাগুণ গাঁথা॥ দেখি নিজ জন প্রভু আলিঙ্গন দিয়া। আপনার গুণ শুনি বুলয়ে নাচিয়া। চারিদিকে ভক্ত গণ সুখে নাচে গায়। আনন্দে বিহ্বোল মাঝে নাচে গৌর রায়॥ আচম্বিতে শ্রীনিবাস কর ধরি করে। কতি গেলা নাহি জানি প্রভু বিশ্বম্ভরে॥ চারিদিগে ভক্তগণ নাচিতে গাইতে। মধ্যে মহাপ্রভু নাই না পাই দেখিতে। সর্ব্বজনে উপজিল অন্তরে তরাস। কান্দয়ে সকল লোক গণয়ে হুতাশ॥ ভূমে লোটাঞি কান্দে স্থির নাই বান্ধে। নদীয়ার সর্ব্বলোক গণিল প্রমাদে॥ ধাঙয়াধাই সবলোক যাহে নিজ ঘরে। আঁখি মেলিবারে নারে নয়নের জলে॥ বিষখাঞা সর্ব্বজন মরিব আমরা। কি লাগিয়া ছাড়ি গেলা প্রভু গোরা। এক্তেক বিলাপ করে সব নিজ জন। শুনিলা ধাইল শচী হঞা অচেতন॥ বসন সম্বরে নাহি নাহি বাঁধে চুলি। বুকে কর মারি ধায় উন্মত্তা পাগলি॥ বাপ২ বলি ডাকে আইস বিশ্বম্ভর। ঘরেতে আইস বেলি এ দুই প্রহর॥ কুলের প্রদীপ হয় নদীয়ার চাঁদ। নয়নের তারা মোর কে করিল আধ॥ সর্ব্বজন আরতি দেখিয়া পিরীত। ভকতবৎসল প্রভু আইলা আচম্বিত॥ ঘোর অন্ধকারে যেন চন্দ্রের উদয়। প্রকাশ করিলা প্রভু বৈষ্ণব হৃদয়॥ চরণে পড়িয়া সবে কান্দে উচ্চনাদে শ্রীমুখ দেখিয়া সবে নাচে যুপনাদে। কেহ বলে মহাপ্রভু তোর পদ বিনে: অন্ধকার দশদিক না হেরি নয়নে উন্মাত্তা পাগলী শচী পুত্র করি কোলে। লাখ লাখ চুম্ব দেন বদন কমলে॥ আন্ধলের নাড়ি মোর নয়নের তারা। এ দোহের আত্মা তোমা বিনে নাহি মোরা। শূন্য হঞা

ছিল মোর সকল সংসার। গোরাচাঁদ উদয় ঘুচিল অন্ধকার॥ মুরারি মুকুন্দদত্ত আর হরিদাস। বিনয় করিয়া কহে শ্রীনিবাস পাশ॥ তোমা বই নাহিক প্রভুর প্রিয়দাস। তোমার প্রসাদে এই শ্রীচরণ প্রকাশ॥ আমি কিবা তোরে কহি বারে জানি। আপনা করিয়া দয়া করিবে আপনি॥ ইহা বলি সবে মেলি হরিগুণ গায়। পিরিত পাগল হঞা নাচে গোরারায়॥ হেন অপরূপ কথা শুনি সর্ব্বজন। নবদ্বীপে পরচার পিরীতি রতন॥ ত্রিভুবনে দুর্ল্লভ প্রভুর প্রেমভক্তি। হেনজন কেবা আছে লভিবারে শক্তি॥ লক্ষ্মী অনন্ত কিবা শিব সনাতন। প্রেমভক্তির কেহ না জানে মরম॥ হেন প্রেমভক্তি প্রভু কৈলে পরকাশ। আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥

হেনমতে নবদ্বীপে বিহরে ঠাকুর। আপনা প্রকাশি প্রেম প্রকাশে প্রচুর। স্বতন্ত্র হইলা রহ ভকত অধীন। সবারে যাচয়ে প্রেম যেন মহাদীন॥ এক দিন আচম্বিতে ধন্যধন্য বোলে। নিজ জন সঙ্গে ক্রীড়া করে সন্ধ্যাকালে॥ সবাকার অঙ্গ বস্ত্র লইল কাড়িয়া। আপনে হাসয়ে সবা বিস্ময় করিয়া॥ সবজন লজ্জার অবশ ভেল তনু। করে আচ্ছদয়ে অঙ্গ চাটুকেহে পুনঃ॥ বস্ত্র দেহ দেহ বলে ত্রিজগত রায়। এমতি করিতে প্রভু তোরে না জুয়ায়॥ এবোল শুনিয়া সেই অধিক উল্লাস। ক্ষণেক অন্তরে দিল সর্ব্বজন বাস। এই মতে বিহরে রসিক শিরোমণি॥ সবজন রসদাতা সব রস জানি। বস্ত্র দিয়া তুষ্ট কৈল সব নিজজন॥ আপনে নাচয়ে সঙ্গে নাচে ভক্তগণ॥ লীলাগতি চলে প্রভু লোক অলক্ষিত। তবে নিজজন জানি পহুর ইঙ্গিত। শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ। ইঙ্গিত বুঝিয়া গায় বাড়ে প্রেমানন্দ॥ আনন্দে বিহ্বোল নিজগুণে নাচে গায়। হেন কালে আইলা পুনঃ অবধুত রায়॥ অবধুত আইলা বলি পড়ে জয় জয়। আনন্দে সকল লোক সুমঙ্গল গায়॥ মত্ত

করী জিনিয়া সে গমন মন্থর। হরি হরি ধ্বনি শুনি সরস অন্তর॥ পথ আগোরিয়া চলে অঙ্গ হেলাইয়া। পদ দুই গিয়া রহে চৌদিগে চাহিয়া॥ পুলকিত সব অঙ্গ আপাদ মস্তক। কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক॥ বঙ্ক গ্রীবা সহিত নিহারে রাঙ্গা আঁখি। ক্ষণে উনমাদে ধায় উচ্চনাদে ডাকি॥ এই মত শত শত লোক পাছে ধায়। তানন্দে বিহ্বোল গেল যথা গৌররায়॥ নিত্যানন্দ দেখি প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর দৃঢ় আলিঙ্গন করে প্রেমে গরগর॥ দুহার নয়নে ঝরে প্রেমানন্দ নীর। আনন্দে বিহ্বোল দুহে শরীর অস্থির। আনন্দে নাচয়ে যত সঙ্গে নিজজন। কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে যেন শিশুগণ॥ নৃত্য অবসানে প্রভু কহিল সবারে। নিত্যানন্দ পাদ প্রক্ষালন করিবারে॥ নিত্যানন্দ পাদোদক নিল শিরোপরি। পাইল পরম প্রেম আনন্দ লহরি। হেনমতে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা কৈলা। শুনিয়া সবার মনে আনন্দ বাড়িল॥ একে চায় আরে পায় পঁহু আজ্ঞাবাণী। মস্তকে ধরিল পাদ প্রক্ষালন আনি। তবে অবধূত প্রভু আজ্ঞাবাণী শুনি। বঙ্কিম নয়নে ছল ছল করে পাণি॥ উঠিয়া আনন্দে সবজন করি কোলে। উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দ বিহ্বোলে॥ প্রেমার বিহ্বোল সবে করয়ে ক্রন্দন। হৃদয়ে ধরয়ে অবধূতের চরণ॥ প্রেম মহামহোৎসব বাড়িল অপার। অন্তরে ঝলমল করে বাহ্যতে বিকার॥ ঐছন দেখিয়া প্রভু গৌর ভগবান। অন্তরে সন্তোষ চাহে প্রসন্ন বয়ান। সর্ব্বজন স্তব করে বেড়ি চারি পাশ। হেনকালে আচম্বিতে আইলা হরিদাস॥ শুভ অক্রুরমণি স্ফটিক গলায়। হেনমণি মঞ্জীর মুখর দুই পায়॥ পুলকিত সব অঙ্গ সজল নয়ন। প্রেমে টলমল তনু হুঙ্কার গর্জ্জন॥ নির্ভয় প্রেমার নাচে প্রভুর সম্মুখে। ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার প্রেমানন্দ সুখে॥ নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মা মুর্ত্তিমান হঞা। দণ্ডবৎ করে স্তব বেদ উচ্চারিয়া॥ চতুর্ম্মুখে স্তব করে চরণে পড়িলা॥ সাম্য হও বলি পঁহু বোলে কোলে লঞা॥ সাম্য নহে হরিদাস নাচে

কান্দে হাসে। দিগবিদিগ্ জ্ঞান নাই প্রেমানন্দে হাসে॥ হেন কালে অদ্বৈত আচার্য্য আচম্বিত। প্রভুর নিকটে আসি হৈল উপনীত॥ ঠাকুর উঠিয়া কৈল বন্দনা তাহার। সর্ব্বজন উঠিয়া করিল নমস্কার॥ পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া পূজে গৃহী ব্যবহার। আদেশিল আপনে ভোজন করিবার॥ সম্ভ্রমে পাইল তাব আচার্য্য গোসাঞি। আজ্ঞা শিরে করি অন্ন ভুঞ্জিল তথাই॥ হেনমতে নিজজন সঙ্গে মহাপ্রভু। নিভৃতে বসিয়া ঘরে হাসে লহু লহু॥ নিজজন সঙ্গে পঁহু নিজ কথা কহে। যে কারণে কৈল পঁহু পৃথিবী বিজয়ে॥ নিজ ভাবে আস্বাদিয়া অধর্ম্ম বিনাশ। ধর্ম্ম সংস্থাপন নাম কীর্ত্তন প্রকাশ দেশে দেশে প্রকাশ করিরে ঘরে২। ব্রজভাব দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গারে॥ ভুঞ্জাইনু অধিক রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন। আপনে ভুঞ্জিনু সে ভুঞ্জিনু ত্রিভুবন॥ সুরাসুরগণে দিব এই প্রেমধন। চণ্ডাল অধম মূর্খ স্ত্রীবাল যবন॥ বৃন্দাবন সুখ আমি নদীয়া আনিয়া। দেশে দেশে ভুঞ্জাইনু তো সবারে লইয়া॥ অতি অপরূপ এই নদীয়া বিহার। একত্র এ সব কথা করিব প্রচার॥ গদাধর নরহরি বৈসে দুই পাশে শ্রীরঘুনন্দন পদ নিকটে বিলাসে। অদ্বৈত আচার্য্য আর নিত্যানন্দ রায়। আপনে ঠাকুর নিজগুন গাথা গায়॥ মুরারী মুকন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস। হরিদাস আদি সব প্রেমার আবাস॥ শুক্লাম্বর বক্রেশ্বর শ্রীমান সঞ্জয়। শ্রীগদাধর আদি যত মহাশয়॥ এইজন মহিমা কহিতে জানে কেবা আপনি অবনী অবতার গৌর দেবা॥ উপমা দিবারে নাই নদীয়া প্রকাশ। আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥

কহিব অপূর্ব্ব কথা শুন সর্ব্বজন। শুনিলে সকল পাপ হইবে মোচন॥ নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আপন আবাসে॥ শিষ্য গণ সঙ্গে আছে বিনোদ বিলাসে॥ নিজ ভক্তগণ সব করি এক মেলি। নিজগুন সংকীর্ত্তন প্রেমানন্দ কেলি॥ হাসিয়া কহিলা প্রভু ভক্ত সবাকারে। এই মোর হরিনাম দেহ ঘরে ঘরে॥ নবদ্বীপে বাল বৃদ্ধ বৈসে যত জন। চণ্ডাল

দুর্গতি কিবা ব্রাহ্মণ সজ্জন। সবারে শিখাও হরিনাম গ্রন্থ ধরি। অনায়াসে সব লোক যাউ ভবতরি॥ শুনিয়া বৈষ্ণব সব কহিল প্রভুরে। না পারিব হরি দিতে ঘরে ঘরে॥ এই নবদ্বীপে এক আছয়ে দুরন্ত। অতি মহা দুরাচার পাপের নাহি অন্ত॥ মহাপাপী ব্রাহ্মণ আছেন দুই ভাই। নবদ্বীপে ঠাকুর সে জগাই মাধাই॥ ব্রাহ্মণী যবনী গুর্ব্বাঙ্গনা নাহি এড়ে। মদিরা ভক্ষণে সেই সর্ব্ব কর্ম্ম ছাড়ে। দেব গুরু ব্রাহ্মণ হিংসয়ে নিরন্তর। বাহির হৈলে বিনা বধে নাহি যায় ঘর॥ গোবধ স্ত্রীবধ ব্রহ্মবধ শত শত। গণিতে না পারি পাপ করিয়াছে কত॥ গঙ্গাকূলে বাস গঙ্গাস্নান নাহি করে। দেবতা পূজয়ে নাহি আজন্ম ভিতরে। নিরন্তর সজ্জন ব্রাহ্মণে করে দণ্ড। কৃষ্ণগুণ সংকীর্ত্তনে পরম পাষণ্ড॥ একদিন আছে প্রভু নিজ জন্ম মেলে। কথায় প্রসঙ্গে তার কথা কহে হেনকালে॥ কহিল সকল লোকপ্রভু বিদ্যমানে। শুনিয়া রুষিল পঁহু গুণেমনে মনে॥ অরুন বরণ ভেল রাঙ্গা দুই আখি। যে কহিলে তোমার অন্তরে পাই সাক্ষী। অজামিল নামে পাপী আছিল ব্রাহ্মণ। মরিবার কালে নাম হইল নারায়ণ॥ পুত্র স্নেহে নারায়ণ নাম লইল সেহ। বৈকুণ্ঠ চলিল নিজ পাই দিব্য দেহ॥ তাহার অধিক পাপী জগাই মাধাই। তাহার নিস্তার হেতু কেমন উপায়॥ তাহার লাগিয়া মোর কাঁদয়ে অন্তর। যে কিছু কহিলে শুন আমার উত্তর॥ হরি নাম সংকীর্ত্তন কলি যুগ ধর্ম্ম। নাম গুন কীর্ত্তনেতে সাধিব সব কর্ম্ম॥ আনহ যেখানে যেই আছে ভক্তগণ। মেলিয়া সকল লোক কর সংকীর্ত্তন॥ গায়ন বায়ন সে মৃদঙ্গ করতাল। উচ্চৈঃস্বরে কর নাম কীর্ত্তন রসাল॥ নগরে বেড়াব আমি কীর্ত্তন করিয়া। আইস সকল ভক্ত এবোল শুনিয়া॥ অদ্বৈত আচার্য্য আর তার নিজজন। অবধুত নিত্যানন্দ প্রসন্ন বদন॥ হরিদাস শ্রীনিবাস লঞা চারি ভাই। মুরারী মুকুন্দ দত্ত পণ্ডিত গদাই॥ শ্রীনরহরি আর শ্রীরঘুনন্দন।

মুকুন্দ দাস সঙ্গে করি রহে তার স্থান॥ শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর শুক্লাম্বর। সবজন মিলি আইলা ঠাকুরের ঘর॥ যেখানে যে ছিল ভক্তগণ যত২। পহুর আজ্ঞায় সবে ভৈগেল উন্মত্ত॥ একত্র হইয়া সবে সংকীর্ত্তন করি। বিজয় করিলা প্রভু বিশ্বম্ভর হরি॥ নদীয়া নগরে ভেল আনন্দ হিল্লোল। গগণে উঠিয়া লাগে হরি২ বোল॥ জাগিলা যে দুই ভাই কীর্ত্তনের রোলে। মুখ তুলি চাহে ক্রোধে ধর ধর বলে॥ রাঙ্গা দুনয়ন কার চাহে ক্রোধ দিঠে। বীণা ধ্বনি শুনি কর্ণে যাইলে যেন জাঠে॥ হৃদয়ের শেল যেন একটা শবদ। জিতে সাধ থাকে যদি হউ নিঃশব্দ॥ তারহ কাছের লোক কহে তার আগে। সম্বরণ কর গোসাঞি ক্রোধ কর কাকে॥ আজ্ঞা কৈলে যাব এখন নিষেধ করিব। কাহার শকতি আর এ পথে আসিব॥ জগন্নাথ সুত মিশ্র নিমাই পণ্ডিত। কীর্ত্তন করয়ে সব ব্রাহ্মণ বেষ্টিত॥ নিষেধ করহ তারে যাউ অন্যপথে। নিঃশব্দে বহু যদি সাধ থাকে জিতে মিছা রোল করি বুলে নাচিল এমুল। মোর ঠাঞি হারা ইবে ধন প্রাণ কুল॥ ইহা বলি পাঠাইল আপনার দুত। কহিল ঠাকুর আগে শুন শচীসুত। অধিক করয়ে হরিনাম সংকীর্ত্তন॥ বাহুতুলি হরি২ রোলয়ে সঘন। দ্বিগুন করিয়া প্রেম বাড়ায় উল্লাস। হরি২ বোল ধ্বনি পরশে আকাশ॥ পাপীষ্ঠ হৃদয়ে তাহা সহিবারে নারে। চলিলা সে দুই ভাই বাহির দুয়ারে॥ ক্রোধে রাঙ্গা আখি তার অরুণ লোচন। পরিতে২ যায় অঙ্গের বসন॥ টলমল করি ধায় ক্রোধে অচেতন। থাক থাক করি কহে তর্জ্জন গর্জ্জন॥ সম্মুখ দাণ্ডাইয়া সে চারিদিকে চাহে। আপনা চিনিয়া যাবে বড় ডাকে কহে॥ আরো ব্রাহ্মণ তোর জিতেলাগে শনি। ইহাবলি দুর্ব্বাক্য বচনে পাড়ে গালি॥ ক্রোধে দেখি নদীয়ার লোক তরাসিত চারিভিতে হঞা যবে হৈল ভিতাভিত॥ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাই আর নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ। গদাধর নরহরি শ্রীরঘু

নন্দন। রহিলেন প্রভু বেড়ি এই সবজন॥ আপনে ঠাকুর আর নিত্যানন্দ রায়। নিজজন সঙ্গে করি হরি গুণ গায়॥ হরিগুণ গায় সুখে নাই অবসাদ। জগাই মাধাই ক্রোধে করে পরমাদ॥ ক্রোধে দুই ভাই ধায় হাতে করি দণ্ড। সম্মুখে পাইল ভগ্ন কুম্ভ এক খণ্ড॥ কলসির কানা সে কোলয়া মারে কোপে। নির্ভর লাগিল নিত্যানন্দের মস্তকে॥ নির্ভরে বাজিল কানা রক্ত পড়ে ধারে। সর্ব্ব নিজনিজ দেখি হাহাকার করে॥ তোমরা দুহারে ধিক দুরাচার নাহি। পাপ বলি যার নাম সঞ্চারিল মহী॥ সকল করিলে পাপ না করিলে এক। এখানে করিলি সেই পাপ পরতেক॥ ইহাবলি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কাছে। আপন বসন তার শিরে আছে॥ নিত্যানন্দ শ্রীপাদের জানেন মহত্ব॥ ভুমেতে পড়য়ে পাছে তাহার রকত। পৃথিবীর অমঙ্গল জানি পাছে হয়॥ শিরেতে বান্ধিল বস্ত্র প্রভু এই ভয়॥ ক্রোধ করি সুদর্শনে ডাকে গৌরহরি। দাণ্ডাইল সুদর্শন কর যোড় করি॥ কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলে ঈশ্বর। জয়২ মহাপ্রভু শচীর কোঙর॥ প্রভু বোলে জগাই মাধাইরে সংহার। নিত্যানন্দে মারি ব্যথা দিলেক অন্তর॥ শুনি শুনি সুদর্শন অগ্নি প্রলয় হইয়া। জগাই মাধাই পানে চলিল ধাইয়া॥ দেখিলেন জগাই মাধাই সুদর্শন। কাপিতে লাগিল অঙ্গ তরাসিত মন॥ সুদর্শন দেখি নিত্যানন্দ প্রভু হাসে। কি করিলা ভগবান ঐশ্বর্য্য প্রকাশে॥ করুণাতে উদ্ধার করিব ত্রিভুবন॥ দীন হীন পতিত পামর দুষ্ট জন॥ জগাই মাধাই তার দীনবন্ধু হন। পতিত পাবন নাম গরিমা রাখিব॥ ইহা বলি নিত্যানন্দ চরণে ধরিয়া। কহিল প্রভুর পদে বিনয় করিয়া॥ এ দুই পতিত প্রভু মোরে কর দান। পতিতপাবন যেন থাকয়ে বাখান॥ আর যুগে দৈত্য মারি করিলে উদ্ধার। সশরীরে এই দুই করহ উদ্ধার॥ শুনি নিত্যানন্দ বাণী প্রভু দয়াময়। কহিতে লাগিলা কিছু করিয়া বিনয়॥ মারিলোহো দয়া

কৈলে তুমি দয়াময়॥ ধন্য ধন্য নিত্যানন্দ রোহিণী তনয়। তোর বশ মুঞি হও সর্ব্বশাস্ত্রে কহে। যে তুমি কহিলে তাহা করিব নিশ্চয়ে॥ এক বার নিত্যানন্দ বলে জন্ম ধরি। যেজন পবিত্র হয় সেজন আমারি॥ ঘর গেলা মহাপ্রভু নিজ জন লঞা। জগাই মাধাই চাহে বিস্মিত হইয়া॥ মহাপ্রভু দরশন সংকীর্ত্তন সঙ্গে। বিস্মিত হইয়া চাহে রহে এক স্তম্ভে। মনে২ অনুমান করে নিরন্তর॥ বিচার করয়ে মহাপ্রভুর উত্তর। হেন পাপ নাহি যাহা মুঞি নাহি করো। যাহা নাহি করো কাহা সন্ন্যাসীরে মারো॥ গণিতে২ তার অন্তর নির্ম্মল। দেখ২ বিশ্বম্ভর করুণারবল॥ কাতর হইয়া দুহে ধায় ঊর্দ্ধমুখে। চমক লাগিল দেখি নদীয়ার লোকে॥ মহাপ্রভু দ্বারে গিয়া হৈল উপনীত। ঠাকুর২ বলে ডাকে বিপরীত॥ নিজজন মিলি প্রভু বসিয়াছে ঘরে। কে মোরে ডাকায়ে বলি বাহির দুয়ারে॥ এখানে আমার ঠাই আনহ মুরারি। আজ্ঞা পাঞা দুহারে আনিল কোলে করি॥ প্রভুরে দেখিয়া তারা অতি আর্ত্ত নাদে। চরণে পড়িয়া ভূমি দুই ভাই কান্দে॥ পতিতপাবন পহু করুণার সিন্ধু। সর্ব্ব লোকনাথ প্রভু বিশেষ দীনবন্ধু॥ করুণাসাগর প্রভু সদয় হৃদয়। আর্ত্তিজন দেখি প্রভু তখনি দ্রবয়॥ তুলিয়া পুছিল কহ জগাই মাধাই। কি কারে আইলে কেনে কহ মোর ঠাঞি। নবদ্বীপে একাগ্র বোলে ঠাকুর দুইজন। ঠাকুর হইয়া কেন কান্দহ এখন॥ এবোল শুনিয়া বোলে জগাই মাধাই। তোমার কৃপায় মোরা আইনু তোমার ঠাই॥ গোবধ স্ত্রীবধ পাপ করিয়াছি কত। লেখা যোখা নাই নর বধ কৈনু যত॥ ধিক যাউক মোর নদীয়ার ঠাকুরাল। গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা এদেহ আমার॥ ব্রাহ্মণী যবনী গুর্ব্বঙ্গনা নাহি ছাড়ি। চণ্ডালিনী আদি করি কাহো নাহি এড়ি॥ হিংসা বই নাহি করি নদীয়ার লোকে। দেব কর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম নাই বাসে মোকে॥ তোর ঠাই মুই ছার আর কিবা বলি। যত পাপ ফলিত

শিরে নাহি চুলি॥ অজামিল মহাপাপী বলে সর্ব্বজন। আমাধ অধিক নহে বলিল বচন॥ নিস্তার করিল তার নাম নারায়ণে। আমা নিস্তারিতে নারে আসিয়া আপনে আমার নিস্তার নাই মোজানে আপনা॥ আমারে কি গুণে প্রভু করিলে করুণ। এতেক কাতর বাণী শুনিয়া ঠাকুর। অকৈতব শুনি দয়া বাড়িল প্রচুর॥ আর্ত্তিজনার আর্ত্তি দেখি ঠাকুরের আর্ত্তি। করুণা বিগ্রহ আর দয়াময় মূর্ত্তি॥ করুণাসাগর করে করুণা প্রকাশ। করে ধরি লঞা গেল জাহ্নবীর পাশ॥ ধাইল নদীয়ার লোক দেখিতে কৌতুক। করুণা প্রকাশে প্রভু অতি অপরূপ॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন সব দাণ্ডাইয়া রহে। সবা বিদ্যমানে প্রভু দয়াবাণী কহে॥ তোর পাপ পরিগ্রহ করিবত আমি। আপন আপন পাপ উৎসর্গহ তুমি॥ ইহা বলি হস্তপাতে তুলসীর তলে। তুলসী না দেই তারা দুই ভাই ডরে॥ দয়া করি পুন্য কহে গৌর ভগবান। জগাই মাধাই তোরে পাপ দেন দান॥ জগাই মাধাই কহে শুন প্রভু তুমি। আমার কতেক পাপ লিখিতে না জানি॥ আমি মহানরাধম পাপ মহাপাপ। তোরে দান দিতে হিয়া ডরে মোর কাঁপ॥ এবোল শুনিয়া আখি করে ছল ছল। মেঘ গভীর নাদে হরি২ বোল॥ পুনরাপি পাপদান চাহে করপাতে। জগাই মাধাই সে তুলসী দিল হাতে॥ চারিদিকে ভেল ধ্বনি হরি হরি বোল। জগাই মাধাই বলি পহু দিল কোল॥ উদ্ধারিল দুই ভাই জগাই মাধাই। এহেন পাতকী যারে পরশিতে নাই॥ প্রেমে গদ২ স্বর আধ আধ বোলে। বসন ভিজিয়া গেল নয়নের জলে॥ পুলক ভরল অঙ্গ কম্প কলেবরে। চরণ পড়িয়া তুমি কহয়ে কাতরে॥ এহেন ঠাকুর আর আছে কোন জন॥ দয়ার সাগর মহাপতিত পাবন॥ জগাই মাধাই হেন পাতকী নিস্তারে॥ শ্রীঅঙ্গ পরশে তারা নাচে প্রেম ভরে॥ জগাই মাধাইর পাপ পরিগ্রহ করি। আপনে মাচয়ে পহু বিশ্বম্ভর হরি॥ এহেন করুণা নিধি কে আছে

ঠাকুর। দোষ নাহি দেখে স্নেহ করে এতদূর॥ জীবের নিস্তার দেখি নাচয়ে উল্লাসে। এ বড় ভরসা বান্ধে এ লোচন দাসে॥

গৌরীরাগ।

আর দিনে আর অপরূপ কথা শুন। নবদ্বীপে প্রাকাশয়ে প্রেম মহাধন॥ নিজ গৃহে বান্ধব সহিতে আছে পহু প্রকাশয়ে কমলবদনে কথা মুহু॥ অমিয়া নদীর ধারা বহে অনিবার। সিনাইল ভকত চকোর মাতোয়ার॥ এই মনে আছে পহু আনন্দ কৌতুক। আচম্বিত আইল তথা এক ভিক্ষুক॥ বনমালি নাম তার পুত্র এক সঙ্গে। বিপ্র কুলে জন্ম বাস পুর্ব্ব দেশ বঙ্গে॥ দেখিত বিশ্বম্ভর জগত বেষ্ঠিত। পুত্রের সহিত বিপ্র ভেল আনন্দিত॥ পুত্রের সহিত বিপ্র অনুমান করে। কহিতে না পারে কণ্ঠ গদ গদ স্বরে॥ ভাল হৈল মুই সে ভৈগেনু দরিদ্র। দারিদ্র লাগিয়া আইনু ভৈগেনু পবিত্র॥ নিশ্চয় জানিনু বিশ্বম্ভর ভগবান। অনুভবে জানিনু ইহা কভু নহে আন॥ জনম সফল হৈল আজি হেন বাসি। নয়নে দেখিনু বিশ্বম্ভর গুণরাশি॥ দেখিতে নয়ান ইহা ঘুড়াইল মোর। নিভাইল দুরন্ত দারিদ্র জ্বালা ছার॥ অমিঞা আহারে যেই সন্তোষ অন্তর। বিশ্বম্ভর দেখিয়া সিঞ্চিল কলেবর॥ তবে গৌর ভগবান দেখিল তাহারে। করুণা নয়নেতে চাহে ব্রাহ্মণ দুহারে॥ সুখে হরিগুণ গায় এ দুহার সনে। প্রভুর প্রসাদে তারা পায় প্রেমধনে॥ আনন্দে নাচয়ে বিপ্র নাচে তার পুত্র। তিলেকে ঘুচিল তার এ সংসার সুত্র॥ হেনমতে মহাপ্রভু করুণার সিন্ধু। ইহার অধিক আর নাহি দীনবন্ধু॥ তার পর দিন প্রভু সংকীর্ত্তন মাঝে। নাচয়ে ঠাকুর বিশ্বম্ভর নটরাজে॥ হেনবোলে সেই দুই দ্বিজ আনন্দিত। দেখিল বালক এক চিত্ত চমকিত॥ গৌর শরীরে প্রভু ভেল শ্যামতনু। কটী পীতধড়া শোভে করে বর বেণু॥ ময়ূর পুচ্ছের চূড়া ঘন উড়ে যায়। সেই রূপ দেখে যত অন্ত

পম গায়॥ রাধা সঙ্গে বৃন্দাবন বিপিণের মাঝে। দেখি লেন শ্যাম দেহ নটবর রাজে॥ যমুনা তথাই দেখে গোবর্দ্ধন গিরি। বহুলা ভাণ্ডার মধুবন আদি করি॥ গোপ গোপী গোপাল দেখে আবরণ তার। নবদ্বীপে দেখিলেন মদনগোপাল॥ দেখিয়া মুচ্ছিত হঞা পড়িল ব্রাহ্মণ। পুলকে আকুল অঙ্গ সজল নয়ন॥ ঘন ঘন হুঙ্কার মারে মালশাট। এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি পাতাইল হাট॥ দেখিয়া ঠাকুর পুনঃ নৃত্য সম্বরিলা। ধর ধর বলি পুনঃ ব্রাহ্মণ বলিলা॥ শুন সর্ব্বজন এই গৌরাগুণ গাথা। করুণা প্রকাশ এই নদীয়া বিধাতা। কর্ম্মবন্ধ ঘুচাইয়া প্রেম ভক্তি দেই। এমন ঠাকুর আর আছে কোন ঠাঞি॥ সংসারের বৈস্হজে আপন রহিবে। অবিষয়া প্রেম ভক্তি বিষয় করিবে। দিব্য মালা প্রসাদ চন্দন পরে নিতি॥ মমতা নাহিক সব জনেই পীরিতি॥ নিঃসংগ হইয়া সঙ্গ বিনু নাহি জীরে। অকর্ম্ম হইয়ে কর্ম্ম করয়ে বিধিয়ে॥ বেদের বিচার বিধি যে আছে উচিত। সকল করয়ে সেই কার্য্য বিপরীত। ঐছন প্রকাশে নিজ প্রেমভক্তি ধন॥ এতেকে বলিয়ে নব বিধাতা রতন॥ এহেন করুণা সিন্ধু মোর গোরাবার। অনায়াসে সব জন প্রেমভক্তি পায়॥ ঐছন ঠাকুর আর নাহি প্রেমদাতা। কহয়ে লোচন গোরা নবীন বিধাতা॥

কেদার।

তবে আর একদিন শুন অপরূপ। শ্রীবাস পণ্ডিত ঘরে আনন্দ কৌতুক॥ পিতৃকর্ম্ম করি তবে শ্রীবাস পণ্ডিত। শুনয়ে সহস্র নাম অতি শুদ্ধচিত। হেনকালে সেই ঠাঞি গেলা গৌরহরি। শুনয়ে সহস্রনাম মনোরথপুরি। শুনিতে শুনিতে ভেল নৃসিংহ আবেশ। ক্রোধে রাঙ্গা ছুনয়ন উর্দ্ধ হৈল কেশ॥ পুলকিত সব অঙ্গ অরুণ বরণ। ইন ঘন হুহুঙ্কার সিংহের গর্জ্জন॥ আচম্বিত গদা লঞা ধাইল সত্বর॥

দেখিয়া সকল লোক কাঁপাল অন্তর॥ পলায় সকল লোক না বান্ধয়ে কেশ। সহিতে না পারি প্রভুর ক্রোধ আবেশ॥ পলায় সকল লোক দেখি নরহরি। ক্ষণেক ছাড়িলা গদা আবেশ সম্বরি॥ সর্ব্ব অবতার বীজ শচীর নন্দন। যখন যে পড়ে মনে হয় তেন মন॥ সব সম্বরিয়া কহিল অপরাধ ভৈগেল আমার। কিবা চিত্তে অনুমান ভেল তোসবার এবোল শুনিয়া সবে বলিল বচন। কি তোমার অপরাধ কি কহ এখন॥ তার পর দিনে কথা শুন সর্ব্বজনে। আচম্বিতে আইল এক শিবেরগায়নে॥ নমস্কার করিব গৌরহরির চরণে মহেশের গুণ গায় আনন্দিত মনে॥ শিব শিব বলি ডাকে পরম উল্লাসে। শিবের ভকতি তার দেহে পরকাশে॥ শুনি আণন্দিত মন ভৈগেল ঠাকুর। শিবগুণ শুনি সুখ বাড়িল প্রচুর॥ শিবের আবেশ নৃত্য করয়ে তখন। আপনা পাসরে তবে শিবের গায়ন॥ তার সম ভাগ্যবান নাহি কোনজন। আপনে ঠাকুর কৈল স্কন্ধে আরোহণ। কান্ধে করি আনন্দে সে নাচয়ে গায়ন॥ আবেশ হইল প্রভু আরক্ত লোচন। শিবের আবেশে কহে শিবের বচন। খটক ডম্বুরমুখে শিঙ্গার গর্জ্জন॥ রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ বলিয়া ডাকে হাসে। খেলয়ে কান্দয়ে গোরা শিবের আবেশে॥ শ্রীবাস পণ্ডিত সেই সব তত্ত্ব জানে। শিব স্তব পড়ে সেই সাবধান মনে॥ পড়য়ে মহেশ স্তব শ্রীমুকুন্দ দত্ত। আনন্দে নাচয়ে তারা জানে সব তত্ত্ব॥ গায়নের কান্ধে হৈতে নামিয়া ঠাকুর। পরায়ণ হরি হরি গায়ন প্রচুর॥ আনন্দে নাচয়ে যেন মদ মাতোয়ার। হরিগুণ গায় সুখে সমুদ্র পাথর॥ করুণ সমুদ্র করে করুণা প্রকাশ। শুনি আনন্দিত গোরা এ লোচন দাস॥

আর অপরূপ শুন তার পর দিনে। বান্ধব বেষ্টিত প্রভু নৃত্য অবসানে॥ ভূমিতে পড়িয়া বহু দণ্ডবৎ করে। আনন্দে সকল লোক হরি হরি বোলে। হেনই সময়ে এক ব্রাহ্মণী আসিয়া। পঁহু পদাম্বুজ ধুলি লইল লাসিয়া॥ দেখি গৌর ভগবান সত্বরে উঠিলা। ব্রাহ্মণী চরিত্র দেখি দুঃখিত

হইলা॥ মহা তনুতাপ করি বিরস বদন। অসন্তোষে নাসিকায় নিশ্বাস সঘন॥ সব লোক বলে একি হৈল আচম্বিত। জাহ্নবীর জলে ঝাপ দিলেন ত্বরিত॥ জলে মগ্ন হইলা প্রভু না পাই দেখিতে। সর্ব্ব নিজ জন ঝাপ দিলেন পশ্চাতে॥ নদীয়ার সব লোক গণিল প্রমাদ। কান্দয়ে সকল লোক কররে বিষাদ॥ পুত্র২ বলি ধায় শচীর তার মাতা। ঝাঁপ দিতে চাহে বিশ্বম্ভর হরি যথা উন্মত্তা পাগলিনী শচী কান্দে উভরায়। হাহাকার করি কান্দে ভূমেতে লোটায়॥ ঐছন প্রমাদ দেখি অরধুত রায়। প্রভুর উদ্দেশে ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায়॥ জলে মগ্ন হঞা প্রভু ধরিলেন হাতে। ধরিয়া তুলিলা গঙ্গাকুলে আচম্বিতে॥ দেখিয়া সকল লোক হৈল আনন্দিত সব নিজ জন কান্দে পাইয়া পিরীতি॥ শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিশম্ভর। শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ শুক্লাম্বর॥ গদাধর নরহরিকান্দে প্রভু লয়া। বাসুদেব জগদানন্দ কান্দেপ্রভুলইয়া॥ হরিদাস আদি যত যত নিজ জন। গৌরমুখ দেখি কান্দে তরাসিত মন॥ কার সব জন দুঃখ পাওাছে বিস্তর। গৌর মুখ দখি সুখে সবে গেলা ঘর॥ তাব সর্ব্বজন মেলি পঁহু বিশম্ভর মুরারি গুপ্তের ঘর গেলাত সত্বর॥ ক্ষণেক থাকিয়া পঁহু চলিল ত্বরিত। বিজন মিশ্রের ঘর গেলা আচম্বিত॥ ভ্রমন করয়ে তার না বুঝয়ে মন। তরাস পাইল সঙ্গে ছিল যত জন॥ ব্রাহ্মণ সর্জ্জন আর যত নিজ জন। সবে মিলি নিবেদিল বিনয় বচন॥ প্রসন্ন হও প্রভু গৌর গুননিধি। কাতরে কহয়ে এই সব অপরাধি॥ কৃপা কর মহাপ্রভু ছাড় অতি রোব। এমন কতেক লবে সেবকের দোষ॥ করুণা সমুদ্র প্রভু করুণাবিগ্রহ। করুণার অবতার লোক অনুগ্রহ॥ এমন বিমুখ কেন হও হে আপনে। আমরা কি জানি তায় চিত আচরণে। ঘরেতে আইসহ প্রভু ঘুচহে প্রমাদ। নিজ অনুগত দেখি করহ প্রসাদ। এতেক বিনয় যদি কৈল নিজ জন। সদয় হৃদয় প্রভু দ্রবিলা তখন॥ ঘরেতে আইলা প্রভু

আনন্দিত মনে। নিজগুণ গায় তবে অনুগত সনে॥ নদীয়া নগরে ভেল আনন্দ উল্লাস। গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস॥

করুণাশ্রী।

শোক ছাড়ি হৃষ্ট মনে তবে গৌরহরি। নিজ জন সঙ্গে গেলা শ্রীবাসের বাড়ি। শ্রীনিবাসে হরিদাস আর যত জন বসিয়া ঠাকুর কাছে নিরখে বদন॥ হেনকালে মহাপ্রভু সভা সন্নিধানে। কহয়ে অন্তর কথা শুনে সর্ব্বজনে॥ ধন জন যৌবন সকল অকারণ। না ভজিনু সত্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥ নিরন্তর সংসার দগধে মোর হিয়া। না করিনু কৃষ্ণ কর্ম্ম হেন দেহ পাঞা॥ সংসারে দুর্ল্লভ এই মানুষ শরীর॥ কৃষ্ণ ভজিবারে কিবা পুরুষ নারীর॥ কৃষ্ণ না ভজিলে মিছা যায় সব দেহ। পতি সুত পিতা মাতা মিছা সব মোহ॥ মায়েরে ছাড়িয়া আমি যাব দেশান্তর। কহিল সবারে এই পরম উত্তর॥ সর্ব্ব লোক বলি আমি বিরুদ্ধ করিয়া। মুরারি কহয়ে ইহা শুনিতে পাইয়া; কেহ না বলয়ে ইহা শুন মহাপ্রভু। অমরাত কার মুখে নাহি শুনি কভু॥ এ বোল শুনিয়া যে গৌর ভগবান। মুরারি ধরিয়া দিল আলিঙ্গন দান॥ মুরারি করিয়া কোলে সান্ত্বাইল ঘরে। প্রভু আলিঙ্গনে বৈদ্য আপনা পাসরে॥ পুলকিত সব অঙ্গ আপদ মস্তক। পড়িল প্রাচীন এক আছিল শোলক॥

তথাহি। ক্বাহং দরিদ্রপাপীয়াদ ক্ব কৃষ্ণ শ্রীনি-
কেতনৎ। ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং রাহু ভ্যাং
পরিরম্ভিতং॥

এ বোল শুনিয়া লে প্রকাশে ঠাকুরাল। কোটি রবি বরণ কিরণ উজিয়াল॥ আসনে বসিয়া কহে বচন মধুর। এই আমি চিদানন্দ না ভাবিহ দুর॥ এবোল শুনিয়া সবে আনন্দে বিভোর। পুলকে পূরিল অঙ্গ কম্প কলেবর॥ শ্রীনিবাস পণ্ডিত সে উত্তম আচার। গঙ্গা জলে অভিষেক

করয়ে তাহার॥ অভিষেক করি পূজা করে যথা বিধি তাহার পূজায় তুষ্ট হৈল গুণনিধি॥ আনন্দ সকল লোক হরিগুণ গায়। ভকত বদন হেরি নাচে গোরারায়॥ নব-হরি পাদপদ্ম নিল শিরোপরি। কহয়ে লোচন দাস গৌরাঙ্গ মাধুরী॥

তার পরদিনে কথা অপূর্ব্ব কথন। সাবধানে শুন সবে কহিব এখন॥ শিখায় সকল লোক লোক শিক্ষা গুরু। করুণাসাগর প্রেমভক্তি কল্পতরু॥ নিজজন বুঝাবারে করে যত কার্য্য। সঙ্গতি করিয়া আদি অদ্বৈত্য আচার্য্য। শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ। গদাধর শুক্লাম্বর রাম আদি অন্ত নরহরি রঘুনন্দন শ্রীমুকুন্দ দাস। বাসুঘোষ জগানন্দ আদি সব দাস॥ যত২ ভক্তি সব সংহতি করিয়া। দেবালয়ে যায় প্রভু আনন্দিত হঞা॥ নেতধটি পরিধান কান্ধেতে কো-দাল। করে সম্মার্জ্জন করি সবার মিসাল॥ সঙ্গের যতেক লোক ধরি সেই বেশ। হাতে ঝাঠি বান্ধে কোদাল উভ বান্ধে কেশ। দেবালয় সম্মার্জ্জন করিতে যায় প্রভু॥ হেন অদ্ভুত কথা নাহি শুনি কভু॥ কৃষ্ণের হড্‌ডিপ হঞা বুলে দ্বারে দ্বারে। সকল বৈষ্ণব মেলি সম্মার্জ্জনা করে॥ এই মত লোক শিক্ষা করান ঠাকুর। ভজহ সকল লোক যে হও চতুর॥ প্রেমভক্তি দাতা আর নাহি কোন জন। জানিয়া ভজহ সবে গৌরাঙ্গ চরণ। যুগে যুগে কত কত অবতার আছে। ভজিলে যে ভজে তার অনুরূপ আছে॥ আর কেহ নাহি করে হেন ঠাকুরাল। ভক্তি বুঝিবারে করে স্কন্ধেতে কোদাল॥ না ভজিলে ভজে হেন জন কোন যুগে। ঘরে ঘরে বুলে কেবা নিজ ভক্তি মাগে॥ ভজিলে যে ভজে সে বড়ই ঠাকুর। ভক্ত সেবক হয়ে ইহা আনে কহে দুর॥ বিচার না কর পাত্রাপাত্র কোন দোষে। বৃন্দাবন ধন দিয়া সবারে সন্তোষে॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম পর প্রেম যাচই সবারে। তা রস সবারে প্রভু শচীর কোঙরে॥ ব্রহ্ম মহেশ্বর কিনা লক্ষ্মী অনন্ত। আপনা বলিতে নারে অত্যন্ত দুরন্ত॥ না

ভজিলে নিজ বোলে নাহিক ঠাকুর। এই সে কারণে গোরাগুণে প্রাণ ঝুর॥ গোরাগুণ ভজ ভাই না করিহ হেলা। সংসার তরিতে ভাই এই মাত্র ভেলা॥ এ হেন ঠাকুর কোথা না হইবে আর। কহে এ লোচন গোরা অবতার সার॥

আর অপরূপ শুন গৌরাঙ্গ চরিত। শুনিলে পাইবে ভাই বড়ই পিরিত॥ নিজ জন সঙ্গে প্রভু পথে চলি যায়। কৃষ্ণকথা রসে সঙ্গ আবেশে ঢুলায়॥ সেই পথে ছিল এক কুষ্ঠব্যাধি জন। বিনয় করিয়া কহে প্রভুর চরণ॥ ভূমিতে পড়িয়া সেই পরণাম করে। কাতর হইয়া অতি সবিনয়ে বলে॥ সর্ব্বলোক বলে প্রভু তুমি জনার্দ্দন। তুমি শ্রীপুরুষোত্তম তুমি সনাতন॥ তুমি দেব দেবেশ্বর তিনলোক বন্ধু। আমারে নিস্তার কর করুণার সিন্ধু। আমার অধিক পাপী নাহি ত্রিভুবনে। দুঃখ পাঞি কুষ্ঠরোগে কর পরিত্রাণে॥ এবোল শুনিয়া প্রভু রুষিল অন্তর। ক্রোধ করি চাহে কুষ্ঠ ব্যাধি বরাবর॥ ঠাকুর কহয়ে শুন পাপী দুরাচার। বৈষ্ণব নিন্দুক তুমি নাহিক নিস্তার॥ সংসারে যতেক জীব সব মোর মিত্র। বৈষ্ণব দ্বেষ করয়ে সেই মোর শত্রু॥ আপনার দ্বেষে মুঞি কভু নহি দুঃখী। শ্রীবাস পণ্ডিত দ্বেষে কেমনে হব সুখী। অকথ্য বচন তুমি কহিলে তাহারে। শত জন্ম ভুঞ্জিলেও না ঘুচিব তোরে॥ বৈষ্ণবের অপরাধ করয়ে যেই জন। তার পরিত্রাণ আমি না করি কখন॥ বাহিরে পরাণ দেখ এই মোর দেহ। বৈষ্ণব অন্তর প্রাণে নাহিক সন্দেহ॥ বৈষ্ণবের হিংসা করে যেই মূঢ় জন। নরকে পড়িলে তার নাহিক শরণ॥ বৈষ্ণবের ভক্তি করে মোর করে দ্বেষ। তার পরিত্রাণ করি ঘুচাইয়া ক্লেশ॥ ইহা বলি গেলা প্রভু শ্রীবাস আলয়। বসিয়া সকল কথা কহে মহাশয়॥ রথেতে দেখিল এক কুষ্ঠব্যাধি জন। অপরাধ ভুঞ্জিবে সে অনেক জনম॥ তোর অপরাধী সে গলিত সব দেহ। তাহারে দেখিয়া মোর না উঠিল স্নেহ॥ পরি-

ত্রাণ কর তুমি সেই কুষ্ঠব্যাধি। কে করিতে পারে ত্রাণ তোর অপরাধী॥ যদ্যপি আপনে কৃপাদৃষ্টে চাহ তায়। তবে সে নিস্তার পায় তোমার কৃপায়॥ এ বোল শুনিয়া কহে শ্রীবাস পণ্ডিত। হাসিতে লাগিলা প্রভু শুনিয়া চরিত॥ মুঞি মহাধমাচার মোরে কিবা বল। মোর ছলে পাপীজন পরিত্রাণ কর॥ মোর ঠাঁই তার দোষ ঘুচিল সর্ব্বথা। প্রসন্ন হইনু মুঞি ঘুচুক তার ব্যথা॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু কৈল হরিদাস। নিস্তারিল কুষ্ঠব্যাধি করিল প্রকাশ॥ শুন সর্ব্বজন বিশ্বম্ভরের চরিত। শুনিলেই প্রেম ভক্তি পাইবে ত্বরিত॥ অতি অপরূপ কথা নদীয়া প্রকাশ। শুনিতে আনন্দ ভোরা এলোচন দাস॥

গান্ধার রাগ।

নাচে গোরা মোরারে।

তবে আর একদিনে প্রভু নৃত্য করে। আছিলাত এক-জন ব্রাহ্মণ দুয়ারে॥ হেনই সময়ে আইলা এক ব্রাহ্মণ। বিশ্বম্ভর নৃত্য করে দেখিবারে মন॥ দুয়ারে যে ছিল সে না দিল যাইতে। দুঃখিত হইল নৃত্য না পাইল দেখিতে॥ দুঃখিত হইয়া সেই বিপ্র ঘরে গেল। আনন্দে নাচয়ে পঁহু কিছু না জানিল। তার পর দিন পঁহু গঙ্গাস্নান কালে। আচম্বিতে সেই বিপ্র দেখে গঙ্গাকুলে॥ দেখিলেক গঙ্গা স্নান করে বিশ্বম্ভর। ক্রোধ চিত্তে চাহে বিপ্র কম্পে কলে ঘর॥ প্রভু দেখি বলে বিপ্র সক্রোধ বচন। তোর ঘর গেনু তোরে দেখিবার॥ তোর নৃত্য দেখিবারে বড় ছিল সাধ পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এক তাহে দিল বাদ। না দিল যাইতে মোর দ্বার বহির্দ্বারে। তেমন বাহির তুমি হইবে সংসারে॥ ইহা বলি উপর্বত ছিণ্ডে মহাক্রোধে। ক্রোধে অচেতন বিপ্র নাহি পরবোধে॥ দ্বারে বারি কৈলে আমা আমি নাহি সহি। শাপ দিল হও তুমি সংসারের বহি॥ এবোল শুনিয়া পহু হরিষ অন্তর। ব্রাহ্মণের শাপ মোর বড় হৈল

বর॥ ইহা বলি মহাপ্রভুর পরম উল্লাস। গোরাগুণ গায় সুখে এলোচন দাস॥

বিভাস রাগ।

আরে আমার গোরারে। ধ্রু।

আর কথা কহি শুন অতি অপরূপ। নদীয়া নগরে নিতি আনন্দে কৌতুক॥ নিজ ঘরে বৈসে পঁহু আনন্দিত মন। চৌদিগে বেড়িয়া বৈসে নিজভক্তগণ॥ আচম্বিতে এক নাদ উঠিল গগণে। মধু দেহ বলি ডাকে মেঘানি সঘনে॥ সেই ক্ষণে ধরে প্রভু মহাযুধ বেশ। নীলবস্ত্র শ্বেত পর্ব্বত পুরুষ আবেশ॥ সোনার চরণ পদ্ম পদ্মলোচন। অদ্ভুত দেখিয়া তার হৃষ্টি হৈল মন। সর্ব্বজনে প্রেমদাতা প্রেম বিলসয়। আপনে আবেশে বেশ ধরে মহাশয়॥ হরিনাম গাই সব নিজ জন সনে। এইমত গেলা প্রভু মুরারি ভবনে॥ তথা গিয়া কহে প্রভু গদগদ ভাষ। মধুকর সুধা দেহ বলি অট্টহাস॥ দেহের কিরণ যেন বলে দিননাথ। মধুদেহ মধু দেহ বলি পাতে হাত। তোর পূর্ণ ভাজন ধরিয়া নিজ করে অম্ব পান করি তোলে ঘন সে উদ্গারে॥ টলমল করি নাচে যেন মাতোয়ার। তেই তেই করি তোলে রসের উদ্গার ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণে কান্দে হাসে॥ অধর মিঠাই ক্ষণে অট্ট ভাষে॥ দেখিয়া সকল লোক করয়ে স্তবন। হলায়ুধ বলি কেহ ধরয়ে চরণ॥ তবে সেই মহাপ্রভু লীলা বলরাম। কহয়ে অমৃত কথা অতি অনুপাম॥ শ্রীকৃষ্ণ লইয়ে আমি বলে হই সুখী। অদ্ভুত সুপিয় মধু আনি দেহ দেখি॥ সেইখানে এক দ্বিজ ছিল দাণ্ডাইয়া। হিহি মনা বলি দিল অঙ্গুষ্ঠে ঠেলিয়া॥ অঙ্গুষ্ঠ ঠেলায় বিপ্র পড়ে অতি দুরে। লজ্জা পাইল ব্রাহ্মণ ফেলিল ঠাকুরে প্রভাতে আবেশ সবে সন্ধ্যার সময়॥ লীলা বলরাম ক্রীড়া করে মহাশয়। তার পরদিনে শুন অপরূপ আর॥ নাচয়ে ঠাকুর বলরাম ব্যবহারে॥ আচম্বিতে পরিতাপ করি পায় মোহ। বলরাম স্মরণে নয়নে ঝরে লোহ॥ ভূমেতে লোটায়

মহাপ্রভু মুক্তকেশে। মুখে পানি দেয় সর্ব্বজন পায় ক্লেশে॥ ক্ষণেক লভিল সংজ্ঞা গদাধর দেখি। কহিল কাতর বাণী ঈষতে সে লখি॥ মোর প্রিয়বন্ধু দেখ বৈষ্ণব সর্ব্ব জনে। আমিহ সবারে আজি দেখিব নয়নে॥ আজ্ঞা পাইয়া গদাধর পণ্ডিত সবারে। আনিল আচার্য্য রত্ন আদি যত আরে॥ আসিয়া দেখিল যত মহান্তের জন বিহ্বোল হইয়া সবে সকল নয়ন॥ কহিল আচার্য্য রত্ন মধুর বচন। কহনা আমারে বাপু ইহার কারণ॥ শুনিয়া তাহার বাণী কহে বিশ্বম্ভর। কহিতে না পারে কণ্ঠ গদ গদ স্বর॥ আর্ত্তি শুনি লোক কহে আধ আধ বোলে। শ্বেত গিরি হলায়ুধ দেখিনু মো কোলে॥ সুবর্ণ বরণ তেজ সূর্য্য জিনি প্রভা। ঝলমল করে অতি অলঙ্কার আভা॥ কহিতে কহিতে প্রভু সেই পুনর্ব্বার। বলরাম দেখি শ্বেত পর্ব্বত আকার॥ তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর রায়। সেই রূপে তদাবেশে পুনঃ নাচে গায়॥ সকল বৈষ্ণব জন আনন্দে বিহ্বোল। বলরাম প্রেমে সবে করে টলমল॥ আনন্দে ভরল নাই দিগ বিদিগে। দুইদিন হৈল প্রভুর আনন্দ না ভাঙ্গে॥ তবে তার পর দিনে নৃত্যের সময়। চৌদিগে বেঢ়ল সে ভকত মহাশয়॥ পদতলে তালে মহী টলমল করে। ঢুলয়ে অরুণ আঁখি আধ আধ বোলে॥ মত্ত করিবর জিনি গমন মন্থর। চলিতে না পারে প্রেম ভৈগেল নির্ভর হেন প্রভু আবেশ সব সঙ্গি॥ নাচয়ে বিহ্বোল বলরাম রঙ্গে রঙ্গি। নাচিতে গাইতে ভেল আনন্দ সময়॥ আচম্বিতে বদনে বারুণী গন্ধ হয়। বারুণীর দিব্য গন্ধে ভেল আমোদিত চৌদিগে নেহালে লোক হয়ে চমকিত॥ দশ দিক আমোদিতা বারুণীর গন্ধে! মাতল ভকত অতি আবেশ আনন্দে॥ হেনকালে শ্রীরাম আচার্য্য দ্বিজবর্য্য। যে দেখিল শুনিল তার অনুভব কার্য্য॥ আচম্বিতে দিব্য দিব্য পুরুষ রতন। সেইখানে দিব্যবেশে হইল উৎপন্ন॥ কার এক কাণে পদ্ম কমল চরণ। এক কুণ্ডল কর্ণে বিচিত্র বসন

শীতবস্ত্র পাগড়ি বান্ধিয়া নটপটি॥ বনমালী নাম এর ব্রাহ্মণ তথাই। কহিব তারে কথা শুন সর্ব্ব ভাই॥ দেখি লেক কাঞ্চন নির্ম্মল কলেবর। রত্নে বিভুষিত যেন সুমেরু শিখর॥ দেখি অতি হৃষ্টমন তনু পুলকিত। দেখিয়া সকল লোক ভেল আনন্দিত॥ হলায়ুধ বেশে নাচে তিন লোক নাথ। সকল ভকত জন নাচে তার সাথ॥ অন্তরীক্ষে দেব গণ হরষিত মনে। সন্তোষ হৃদয়ে গেলা যিজ নিজ স্থানে॥ এইমতে আনন্দে গোঙায় দিবা নিশি। সুরনদী স্থানে পঁহু যায় হাসি হাসি॥ সকল বৈষ্ণব জন করি এক মেলে করয়ে নার্জ্জুন স্নান সুরনদী জলে॥ নিজ জন সঙ্গে পঁহু হাস পরিহাসে। কৌতুকে করয়ে ক্রীড়া তাসবার বশে॥ স্নান সমাধিয়া প্রভু উঠিলা সত্বর। প্রভুনম করি সবে গেলা নিজ ঘর॥ নিজালয়ে গিয়া প্রভু আছে নিজ সুখে। প্রভাতে আইল সবে প্রভুর সম্মুখে॥ কহিলাম মহাপ্রভু শুন এক বাণী। গদগদ কহিতে বেকত আধ বাণী॥ বরা ঠাকুর মোরে আলিঙ্গন দিল। হলায়ুধ মোর অঙ্গে প্রবেশ করিল॥ নয়ন অঞ্জন ভেল মুরলী বদন। কহিল অমৃত কথা শুনে নিজ জন॥ কহিল সে মহাপ্রভু শ্রীবাস দেখিয়া। মোর বংশী দেহ চাহে শ্রীহস্ত পাতিয়া॥ তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর। কহিল তাহারে তেঁহ ভক্তি সুচতুর॥ শুন শুন মহাপ্রভু এই তোর স্বরে। রাখিল ভীষ্মক কন্যা রুক্মিণী তোমারে॥ কপাট লাগিল রাত্রে ঘরের দুয়ারে। প্রথম না পাবে বংশী বলিল তোমারে॥ এইমত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ কৌতুকে। নদীয়া বিহার এই বড় অপরূপে॥ যে জানে কৃষ্ণের রস সে জানে মরম। নদীয়া বিহার কথা বড় বড় ধন॥ তে জানয়ে তারে মুই করোত প্রনতি। হেন না করিহ দেহ গোরাগুণ মতি॥ মন দিয়া চাহে সবে যি আছে ইহাতে॥ ত্রিজগত নাথ প্রভু লাভ পাবে যাতে॥ না ভজিলে তাঁহার নাহি নাহিক নিস্তার। এলোচিন দাস ইহ কহে বারে বার॥

বরাড়ি রাগ।

ধূলিখেলা জাত। আর অপরূপ কথা, শুন গোরাগুণ গাথা, লোকে বেদ অবিদিত বাণী। অবশেষে বেশে করে, ভক্তযোগে পরচারে করুণা বিগ্রহ গুণমণি। শুন কথা মন দিয়া, পাশ কথা পাসরিয়া, অপরূপ কহিবার বেলা। নিজ জন সঙ্গে করি, বিম্বম্ভব গৌরহরি, শ্রীচন্দ্রশেখর বাড়ি গেলা॥ কথা পরসঙ্গে কথা, গোপীকার গুণগাথা, কহিতে সে গদগদ ভাষ। অরুণ বদন ভেল, দুনয়নে ঝরে জল, রসাবেশে অধিক উল্লাস॥ কমলা যাহার পদে, সেবা করে উনমাদে সে পহু গোপীকার ভয়ে। পরসঙ্গে হয় ভোরা, হেন ভক্তি কৈল তারা, কথা মাত্র সে আবেশ ধরে॥ তবে বিশ্বম্ভর হরি গোপীকার বেশ ধরি, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্যের ঘরে। নাচয়ে আনন্দে ভোলা, শ্রীনিবাস হেন বেলা, নারদ আবেশ ভেল তারে॥ প্রভুরে প্রণাম করে, বিনয় বচনে বলে, দাস করি রাখহ আমারে। এ বোল কহিয়া বাণী, তবে সেই মহামুনি বলে গদাধর পণ্ডিতেরে। শুনহ গোপীকা তুমি, যে কিছু বলিয়ে আমি, তোর পূর্ব্বকথা কিছু জানি। পূর্ব্বকথা কহি আমি, জগতে দুর্ল্লভ তুমি, তার কথা শুনহ আপনি॥ শুন তোসবার কথা, কহিব আমি গুণগাথা, গোকুলে জন্মিলা জনে জনে। ছাড়ি নিজ পতি সুত, সবে মৈল বিপরীত; অভিমত পাঞা বৃন্দাবনে॥ ঐছন করিলে ভক্তি, কেহ নাহি জানে যুক্তি, পরম নিগুঢ় তিনলোক। ব্রহ্মা মহেশ্বর দেবা, লক্ষ্মী অনন্ত কেবা, তার অধিক পরধান তোকে। প্রহ্লাদ নারদ শুক সনাতন সনক, না জানে তোমার ভক্তিলেশ। ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীপতি, চাহে তোর ভকতি, অঙ্গ ধরয়ে পরবেশ॥ লক্ষ্মী যাহার দাসী, তোর প্রেম অভিলাষী, হৃদয়ে ধরয়ে অনুরাগ। সকল ভুবনপতি, ভুলাইয়া পিরীতি, ধনি২ তোসবার ভাগ॥ তোমার জানিলে তত্ত্ব, প্রভুমস্ম মহত্ত্ব, পিরীতি বান্ধিল ভাল মতে। উদ্ধব অক্রূর আদি, সবে তোর পদ সাধি, অনুগ্রহ যদি কর চিতে॥ এতেক কহিলা বাণী, শ্রীনিবাস দ্বিজ মণি

শুনি আনন্দিত সর্ব্বজন। সকল বৈষ্ণব মেলি, সবে করে কোলাকুলি, দেখি বিশ্বম্ভরের চরণ॥ নাচয়ে কান্দয়ে গোরা প্রেমে গরগর তারা, হেন বেলা আইলা হরিদাস। দণ্ড এক করি করে, সম্মুখে দাণ্ডায়ে বলে, গুণবান পরম উল্লাস॥ হরিগুণ সংকীর্ত্তন, কর ভাই অনুক্ষণ, ইহা বলি অট্ট২ হাস হরিগুণ গানে তোর, নয়নে গলয়ে লোর, আনন্দে ফিরয়ে চারিপাশ। শুনি হরিদাস বাণী, সকল বৈষ্ণব মণি, অমৃত সিন্তিল সর্ব্বগায়॥ হরষিতে নাচে গায়, মাঝে করি গোরা-রায়, কান্দি কান্দি কহয়ে শ্রীপায়। তবে সর্ব্ব গুণধাম, অদ্বৈত আচার্য্যনাম, আইলা সব বৈষ্ণবের রাজা। রূপে করে আলো মহী, সম্মুখে দাণ্ডায় রহি, প্রভু অংশে জন্ম মহা তেজা॥ হরি হরি বলি ডাকে, চমক লাগায় লোকে, আনন্দে নাচয়ে প্রেমভরে। পুলকিত সর্ব্ব গা, আপাদ মস্তক পা, প্রেমবারি দুনয়নে ঝরে॥ বিশ্বম্ভরের শ্রীচরণ, নেহারয়ে ঘনেঘন, হুহুঙ্কার মারে মালসাট। সকল বৈষ্ণব মেলি, প্রেমের পসরা ডালি, পসারিলা অপরূপ ছাট॥ সকল বৈষ্ণবগণে আনন্দিত প্রতিদিনে, প্রেমার সাগরে দিল ডুব। সকল বৈষ্ণব মেলি, আনন্দে সে গোরা হরি, প্রকাশয়ে সংসারের শুভ॥ এক্ষণে কহিব শুন, সাবধানে সর্ব্বজন, গোপীকা আবেশ বশ প্রভু। হৃদয়ে কাঁচলি ধরে, শঙ্খ কঙ্কণ করে, দুটি আঁখি রসে ডুবু ডুবু॥ পট্য বসন পরে, নুপুর চরণ তলে, মুঠে পাই ক্ষীণ মাজাখানি। রূপে ত্রিজগত মোহে, উপমা দিবারে কাঁহে গোপীবেশ ঠাকুর আপনি॥ আলোকরে অঙ্গতেজে, বায়ু বহে মলয়জে, তাহে নব মল্লিকার মালা। সুমেরু শিখর যেন, সুরনদী ধারা হেন, গৌর অঙ্গে বহে দুই ধারা॥ সকল বৈষ্ণব মাঝে, নাচে প্রভু নটরাজে, রসের আবেশে ভার ধরে। এমতি করিতে পুনে, লক্ষ্মী পড়য়ে মনে, সেই বেলা গেলা দেব ঘরে॥ ঘরে প্রবেশিয়া আর্ত্তি দিব্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, দেখি দাণ্ডাইলা তার কাছে। আধ নয়নে চাহে, আধ পদ চলি যায়ে, বসনে ঢাকিল

আঁখি পাছে॥ তবে সব নিজজনে, পড়ি তার শ্রীচরণে বিনয় বচনে করে স্তুতি। শ্রীস্তব পড়য়ে কেহ আনন্দিত ভেল সেহ, সব মাগে দেহ প্রেমভক্তি॥ সর্ব্বজন স্তব করে, শুনি যেই সেই বলে, আদ্যশক্তি পড়ি গেল মনে। সেইত আবেশ ধরে, সর্ব্বজন চমৎকারে, স্তব পড়ে কত সুর গণে॥ তার স্তব পড়ে সব, সুরকৃত মহাস্তব, তুষ্ট হৈলা বলে আদ্যাশক্তি। দেবতা আসনে বসি, কহে প্রভু লহু হাসি, দেখিবারে আইনু প্রেমভক্তি॥ তোসভার নৃত্য গীত, আইনু দেখিবারে চিত, কহিনু আপন অভিলাষ॥ এ বোল শুনিয়া পুনঃ কহে সর্ব্বজন, নিজ ভক্তি দেহ পরকাশ। এ বর মাগিল যবে, আদ্যাশক্তি বলে তবে, শুন শুন সর্ব্ব মহাজন॥ আমি চণ্ডী পরচণ্ড তোমরা হইবে ভণ্ড, এ বোল বলিল সর্ব্বজনে। এ বোল বলিল যবে পরণাম করি তবে, দণ্ডবৎ ভূমেতে পড়িয়া॥ তবে সেই ঈশ্বরী, হরিদাসের কর ধরি, কোলে বসাইল সে হাসিয়া। বসিয়া তাহার কোলে, হরিদাস হাসি বলে, পঞ্চম বরিষের শিশু॥ আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে, আনন্দিত সর্ব্বজনে, হরিষ পাইল পক্ষ পশু। সেইখানে এক জন, কহে এক বচন, মুরারিকে চাহে কৃপাদৃষ্টি॥ এ তোমার নিজ দাস, এ বোল শুনিয়ে হাস, আমিয়া অধিক পহু মিঠে। নয়নে করুণা জল, প্রেমে করে ছলছল, করুণায় অরুণ মুখচন্দ্র। হেনকালে শচীদেবী, আপনে শ্রীপাদ সেবি, প্রেমানন্দে ভেল সে স্বতন্ত্র॥ তবে সেই কাত্যায়ণী, সর্ব্বজন কাছে আনি, নিজসুত করি হেন মানে। মাতৃস্নেহ করি লোকে সর্ব্বজন দেখে তাকে, প্রেমজল ঝরে দুনয়নে॥ হেনকালে সেইক্ষণে, আসি এক ব্রাহ্মণে, প্রভু বলি ডাকে উচ্চনাদে। আর্ত্তিজন আর্ত্তিনাদে, শুনিয়া ফুকরি কান্দে, ভৈগেল ঈশ্বর উন্মাদে॥ আপনে ঈশ্বর হৈয়া, নিজ ভাব প্রকাশিয়া, নিজ গুণে করে ঠাকুরাল। সর্ব্ব জন বেরি বেরি দণ্ড পরণাম করি, ঈশ্বর আবেশে পুনর্ব্বার॥ এই মতে নিশা

শেষে, গোঙাইয়া রসাবেশে, প্রভাতে উঠিয়া নিজ ঘরে। যত জন সঙ্গে যায়, দেখে যেন গোরারায়, কেবল প্রচণ্ড দণ্ডধরে॥ হেনমতে গৌরহরি, করুণা প্রকাশ করি, অখিল ভুবন এক কর্ত্তা। করুণা কারণ আসি, দীনভাব পরকাশি, আপে করে পৃথিবীর চিন্তা॥ হেন অপরূপ কথা, শুনিয়া সংসার ব্যথা, না ঘুচয়ে যাহার অন্তরে। না ঘুচিব কোন কালে, যে ইথে সংশয় করে, তারোধিক নাহিক পামরে॥ যুক্তি অনুভবশাস্ত্র, তিনে করি একমাত্র, সাক্ষিতে না দেখি পরচার। বিচার না করে ইহা, যে ছিল যে হৈল সিয়া, কেমনে তার হইব নিস্তার॥ গোরা অবতার হেন পরকাশ করয়ে যেন, নাহি হয় নাহি হবে আর। যে বলু সে বলু লোকে, অনুভবে কহি তাকে, মনে মনে করুণা বিচার॥ এই মাত্র মোর চিন্তা, অন্তরে অন্তর ব্যথা, হেন অবতার যায় পাছে। তা লাগি কান্দয়ে হিয়া, কাহারে কহিব ইহা, গুণ গায় এ লোচন দাসে॥

প্রাণধন গোরারে আমার প্রাণ ধন গোরারে। ধ্রু।

কহিব অপূর্ব্ব কথা লোক অগোচর। কভু নাহি দেখি ইহা জগত ভিতর॥ তিলেকমন্দহ নাহি কেহ করে চিতে। প্রকাশ করিল প্রভু সর্ব্বলোক হিতে॥ চন্দ্রশেখরের বাড়ী নাচিয়া গাইয়া। ঘরেরে আইলা প্রভু আনন্দিত হঞা॥ আনন্দিত শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য। তাহার বাড়ীর কথা কহিব আশ্চর্য্য॥ নাচিয়া আইলা পহু রহিলা ছটকে। উদয় করিল যেন চাঁদ লাখে লাখে। অদ্ভুত শীতল শোভা অমৃত অধিক॥ চাহিতে না পারি যে চৌদিকেতে জড়িত। হৃদয় আহ্লাদ করে দেখি লাগে সাধ॥ আঁখি মেলিবারে নারী রূপে করে আধ। চমক লাগিল সেই নদীয়ার জনে॥ কিবা অপরূপ সে দেখিল এত দিনে। আসিয়া বৈষ্ণবগণে পুছে সব জনে॥ কি জান সন্দর্ভ কথা কহনা এখানে। সকল বৈষ্ণব বলে আমরা কি জানি॥ নাচিয়া আইল বিশ্বম্ভর গুণমণি এই মাত্র জানি কিছু নাহি জানি আর॥ লোক

বেদ অগোচর চরিত্র যাহার। সাত দিন আবিচ্ছন্ন ছিল তেজরাশি॥ তেজের ছটার নাহি জানি দিবা নিশি। নিত্য যে নূতন অতি অপরূপ কর্ম্ম॥ প্রকাশয়ে শচীসুত করুণার ধর্ম্ম। তার পরদিনে শ্রীনিবাস দ্বিজবর॥ পুছয়ে ঠাকুর আগে হৃদয় উত্তর। এই কলিযুগে হরিনাম সংকীর্ত্তন॥ পূর্ণফল বলে লোকে আর যুগে ন্যূন। শুনিয়া ঠাকুর কহে শুন শ্রীনিবাস॥ ভাল কথা সুধাইলে কহিব বিশ্বাস॥ সত্য যুগে পূর্ণধর্ম্ম ধ্যানত্র সাধি। ত্রেতায়ে সাধয়ে যজ্ঞধর্ম্ম ততো বিধি॥ দ্বাপরে কৃষ্ণের পূজা করিল যে ধর্ম্ম। কলি যুগে শক্ত কেহ নহে এই কর্ম্ম॥ আপনে ঠাকুর নামরূপী ভগবান। কলিযুগে সর্ব্বশক্তিময় হরিনাম॥ সত্য আদি তিন যুগে যত সর্ব্ব জন। ধন্যা যজ্ঞার্চ্চনা বিধি সেবে নারায়ণ॥ পাপ কলিযুগে লোক দুরন্ত চরিত। একারণে দয়া প্রভু ভেল বিপরীত॥ আপনে ঠাকুর নিজ সংকীর্ত্তন রূপে অনায়াসে সর্ব্ব সিদ্ধি সাধি কলি যুগে। সত্য আদি যুগে যাহা সাধি মহাদুঃখে॥ প্রভুর কৃপায় তাহা সাধি কলি যুগে॥ এইমতে আনন্দে সানন্দে দিন যায়। আচম্বিতে খেদ উঠে প্রভুর হিয়ায়॥ নারিব নারিব রহিবারে এথা আমি। দেখিবারে যাইব শ্রীবৃন্দাবন ভূমি॥ এত বলি ছিণ্ডিল গলার উপবীত। কৃষ্ণের বিরহে দুঃখ হইল বিপরীত॥ হরি হরি বলি ডাকে ছাড়য়ে নিশ্বাস। অশ্রুধারা গলে কিছু না কহে বিশ্বাস॥ পুলক ভরল অঙ্গ অরুণ বরণ দেখিয়া মুরারি কিছু বলয়ে বচন। শুন শুন মহাপ্রভু গৌর ভগবান॥ তোমার অশক্য নাই কহি পরিণাম। থাকিতে চলিতে তুমি পারহ সর্ব্বথা॥ তথাপি আমার বোলে না দিবা অন্যথা। তুমি যদি এখনে চলিবে দেশান্তর॥ স্বতন্ত্র হইবে সর্ব্ব জনের অন্তর। স্বতন্ত্র করিবে যার যেইমনে লয়॥ পুনঃ প্রবেশিয়া সবে সংসার আলয়। যতেক কহিলে নাথ কিছু না হইল॥ নিশ্চয় কহিয়া নাথ তোমারে কহিল। এ বোল শুনিয়া প্রভু নিঃশব্দেতে রহি॥ শুনিতে নারিল সে

মুরারি যত কহি॥ তবে আর কত দিন গেলত কৌতুকে। নয়ন ভরিয়া দেখে নদীয়ার লোকে॥ জননীর নয়ন হৃদয় স্নিগ্ধ করি। বিষ্ণু প্রিয়া সঙ্গে ক্রীড়া করে গৌরহরি॥ স্বজন বান্ধব সব আছে মহাসুখে। সবারে সন্তোষ প্রভু আছেন নবদ্বীপে॥ সকল বৈষ্ণব সনে কীর্ত্তন বিলাস। পুনঃ নারীগণ দেখি করে অভিলাষ॥ ত্রৈলোক্য অধিক রূপ তাহে না গরিমা। বিনোদ বিলাস লীলা লাবণ্যের সীমা॥ আর তাহে ঝলমল অলঙ্কার শোভা। স্কন্ধ বিলম্বিত কেশ মালতির আভা॥ চন্দন তিলক পরিপাটি মনোহর। রক্ত প্রান্ত বাস বেশ অতি সে সুন্দর॥ নিজ পরিজন আর পুরজন সব। সবে সেই দেখে যার যেই অনুভব॥ হেনমতে নিজজন সঙ্গে আছে প্রভু। স্বপ্ন কহে সবাকারে হাসে লহু লহু। শুন সর্ব্ব জন স্বপ্ন দেখিনু রজনী॥ আচম্বিত মোর ঠাঞি আইল দ্বিজমণি। মোর কর্ণে কহিল সন্ন্যাসী মন্ত্র এক॥ এখন আমার মনে আছে পরতেক। যাবত হৃদয়ে মোর প্রবেশিল মন্ত্র॥ সে অবধি হিয়া মোর না হয় স্বতন্ত্র। কেমনে ছাড়িব আমি প্রিয় প্রাণনাথ॥ তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন কায়। শুনিয়া মুরারি গুপ্ত কহিল উত্তর॥ সে মন্ত্রের গোষ্ঠি সন্ন্যাস তুমি কর। এবোল শুনিয়া প্রভু কহরে বচন॥ তোমায় বচনে মোর স্থির নহে মন। যত স্থির করি তত উঠে রোদন॥ না কহিল মোরে কিছু শুনহ বচন। শব্দ শক্তে করে হেন কি বলিব আমি॥ লঙ্ঘিবারে নারি আমি যত বল তুমি। এ বোল শুনিয়া সবে অন্তরে চিন্তিত॥ কহে এ লোচন দাস হৃদয় ব্যথিত॥

সন্ন্যাস আরম্ভ।

ধ্যানসী রাগ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ভক্ত গোষ্ঠি সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তিলভ্য হয়॥ তবে আর একদিনে কেশব ভারতী। আইলা সন্ন্যাসীবর অতি শুদ্ধমতি॥ মহ

তেজ সন্ন্যাসীবর মহাভারত। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কত পুণ্যের পর্ব্বত॥ আচম্বিতে আসিয়া দেখিয়া বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভর দেখি তুষ্ট হৈলা সন্ন্যাসীবর॥ উঠিয়া ঠাকুর কৈল চরণ বন্দন। সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রেমে ঝরে দুনয়ন॥ প্রভু অঙ্গ নিরখিয়ে সেই সন্ন্যাসীরাজ। মহাবুদ্ধি সন্ন্যাসীবর বুঝিলেন কায॥ কেশব ভারতী গোসাঞি কহিল বচন। তুমি শুক প্রহ্লাদ কিবা হেন লয় মন॥ এ বোল শুনিয়া তবে প্রভু বিশ্বম্ভর। কান্দয়ে দ্বিগুণ ঝরে নয়নের জল॥ তবে পুনঃ কহে সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া। অনুমান করে নিত্য নিয়ম করিয়া॥ তুমি প্রভু ভগবান জানিনু নিশ্চয়। সর্ব্বজন প্রাণ তুমি নাহিক সংশয়॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু কাতর অন্তর। সন্ন্যাসীকে নমস্করি গেলা নিজঘরে॥ ঘরে গিয়া মনে মনে অনুমান করি। দাণ্ডাইল সন্ন্যাসী করিব গৌরহরি॥ ইঙ্গিত আকারে তাহা বুঝিল মুকুন্দ। প্রভু রাখিবারে করে প্রকাশ প্রবন্ধ॥ শুন শুন সর্ব্বজন আমার উত্তর। সন্ন্যাসী করিব এই দেব বিশ্বম্ভর॥ যাবৎ আছয়ে দেখা নয়ন ভরিয়া। শ্রীমুখের কথা শুন শ্রবণ পুরিয়া॥ ছাড়িয়া যাইবে প্রভু নিজ গৃহবাস। জনতা ছাড়িয়া আর সব নিজ দাস॥ এ বোল শুনিয়া সবে ব্যথিত হিয়ায়। যুকতি করিয়া সবে চিন্তয়ে উপায়॥ হেনই সময়ে তথা প্রভু বিশ্বম্ভর। শ্রীবাস পণ্ডিত দেখি করিলা উত্তর॥ শুন শুন ওহে দ্বিজ প্রিয় শ্রীনিবাস। এক কথা কহিল যাতে না পাও তরাস॥ প্রেম উপার্জ্জনে আমি যাব দেশান্তর। তোসবাকে আনি দিব শুন দ্বিজবর সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূর দেশে॥ ধন উপার্জ্জন লাগি করে নানা ক্লেশে। আনিয়া বান্ধব জন করয়ে পোষণ॥ আমিহ ঐছন আনি দিব প্রেমধন। এ বোল শুনিয়া কহে শ্রীবাস পণ্ডিত॥ তোমা না দেখিলে প্রভু কি কাজ জীবিত জীবিত শরীরে বন্ধু করিব পোষণ। দেশান্তরে করি তার শ্রাদ্ধ তর্পণ॥ বেজিয়ে তাহারে তুমি দেহ প্রেমধন। তোমা না দেখিলে হব সবার মরণ॥ মুকুন্দ কহয়ে প্রভু পোড়াবে

শরীর। অন্তরে পোড়ায়ে প্রাণ না হয় বাহির॥ তুমি দেশান্তরে যাবে কি কায জীবনে। সবারে নিষ্ঠুর প্রভু হও কি কারণে॥ তিল আধ তোর মুখ না দেখিলে মরি। কান্দিতে কান্দিতে কিছু কহয়ে মুরারি॥ শুন শুন বিশ্বম্ভর গৌর ভগবান। তোমাদের অকথ্য নাহি করি অনুমান। অধম মুরারি কহে কর অবধান। যত সব ভক্ত প্রভু তোমাগত প্রাণ॥ রোপিলে অপূর্ব্ব বৃক্ষ অঙ্গুলি ধরিয়া। বাড়াইলে দিবানিশি সিচিয়া কুড়িয়া॥ তিলে তিলে রাখিলে ঢাকিলে নানা যত্নে বান্ধাইল তরুমূল দিয়ে নানা রত্নে॥ ফল মূল কালে গাছ ফেলহে কাটিয়া। মরিব আমরা সব হৃদয় ফাটিয়া॥ নিরন্তর দিবানিশি আন নাহি জানি। স্বপনে দেখিয়ে তোর চাঁদ মুখ খানি॥ সংসার বাসনা মোর নিয়ড় না হয়। জগত ভরিল তোর শ্রীচরণ বায়॥ তুমি দেশান্তরে যাবে আমারে এড়িয়া। খাইবে সংসার ব্যাঘ্রে সবারে ধরিয়া॥ দয়া করি নিদারুণ হও কি কারণে। ইহা বলি সবে মিলি পড়িলা চরণে॥ প্রভু কহে তোমরা আমার নিজ দাস। তোসবারে কহি শুন আপন বিশ্বাস॥ কহিতে আরম্ভ মাত্র গদগদ স্বর। অরুণ কমল আঁখি করে ছলছল॥ সকরুণ কণ্ঠ আধ আধ বাণী কহে। সম্বরিতে নারি ক্ষণে নিঃশব্দে রহে॥ কৃষ্ণের বিরহে মোর পোড়য়ে অন্তর। দগ্ধ ইন্দ্রিয় দেহে ভেল মহাজ্বর॥ অগ্নি হেন লাগে মোর সে হেন জননী। বিষ মিশাইল যেন তোসবার বাণী॥ কৃষ্ণ বিনে জীবন যৌবন মিছা লখি। কি সাহসে ছার প্রাণ যেন পশু পাখী॥ মড়ার যে হেন সব অবয়ব আছে। জীবকে জীবরে যেন লতা পাতা পাছে॥ কৃষ্ণ বিনু ধর্ম্ম কটি দ্বিজ বেদ হীন। পতি বিনে যুবতী যেন জল বিনে মীন॥ ধন হীন গৃহারম্ভ কিছু নাহি কায। বিদ্যাহীন বৈসে যেন বিদ্বান সমাজ॥ কৃষ্ণের বিরহে মোর ধিক ধিক প্রাণ। আর যত বল মোর মনে নাহি আন॥ ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দেশে দেশে। যথা গেলে পাব প্রাণনাথের উদ্দেশে॥ ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী

লোটায়া। নিজাঙ্গের উপবীত ফেলিল ছিণ্ডিয়া॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি আর্ত্তনাদে। সকরুণ স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে॥

বিভাগ রাগ।

দীর্ঘ ছন্দ। শুন সর্ব্ব জন, সংসার দারুণ, সংশয় করিল মোরে। বিষয় বিষয়, যেন বিষময়, গুপতে অন্তর পোড়ে॥ যতেক ইন্দ্রিয়গণ, বলিয়ে আপন, বাসনা না ছাড়ে কেহ। নির্ভয় নূতন, করয়ে ভোজন, তবু না নেউটি সেহ॥ লোভে, মোহ কাম, কেহ নহে ন্যূন, মদ অভিমান ক্রোধে। চিত্ত চুরি করি, আছয়ে সম্বরি, তিলেক নাহি পরবোধে॥ বাহিরে না রহে, ভ্রমিয়ে মায়ায়ে, আশ্রম এ জাতি কুলে। কৃষ্ণ পাস রিয়া, বুলিয়ে ভ্রমিয়া মন দুর্ব্বাসনা বলে॥ জগতে যতেক দেখ পরতেক, কৃষ্ণ আবরক সবে; তবহু যতন; মানুষ জনম, শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়ে যবে॥ মানুষ রতন, দুর্ল্লভ জনম, কৃষ্ণ ভজিবার তরে। হেন দেহ পাঞা; কৃষ্ণ না ভজিয়া মরিয়ে মিছা সংসারে॥ শুন সর্ব্বজন, কহিনু মরম, আশীর্ব্বাদ কর মোরে। কৃষ্ণে মতি হউ, এ দুঃখ পলাউ, এই বর মাগো সবারে॥ কৃষ্ণের চরিত, গাও অবিরত; বদনে লাগয়ে সাধে। শ্রীমুখ কমলে, নয়ন যুগলে, হিয়া বান্ধো শ্রীপাদপদ্মে॥ কি কহিব হিয়া, কৃষ্ণ না দেখিয়া, মরমে বিরহ জ্বালা। সংসার সাগরে, অকুল পাথারে, চিত যে আকুল ভেলা॥ সেই মাতা পিতা, সেই সে দেবতা, সেই গুরু বন্ধু জন। যেই সত্য হয়ে, কৃষ্ণ কথা কহে, ভজরে কৃষ্ণের চরণ॥ তোমরা বান্ধব, পরম বৈষ্ণব, দয়া না ছাড়িহ চিত্তে। সন্ন্যাস করিব, প্রেম বিতারিব, তোমা সবাকার হিতে॥ এতেক উত্তর, কহি বিশ্বম্ভর, ভূমি গড়াগড়ি বুলি। এ ধূলি ধূসর; গৌর কলেবর, লোটায় মুকুল চুলি॥ হরি হরি বোলে, ডাকে উত্তরোলে, সঘনে নিশ্বাস নাসা। অঙ্গের পুলক, আপাদ মস্তক, গদগদ আধ ভাষা॥ ক্ষণে যে রোদন, ক্ষণে যে বেদন, ক্ষণে চমকিত চাহে। ক্ষণে হাঁক ঝাক, কলেবর

কাপ, উভয়ে কৃষ্ণের বিরহে। দেখি সর্ব্বজন, মনে মনে মন, অন্তরে চিন্তিত হঞা॥ কি বলিব আর, দুঃখের সাগর, পড়িল যে হেন গিয়া। কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি, স্বতন্ত্র তুমি সর্ব্বথা॥ লোক বুঝাবারে, করুণা প্রচারে, ভাবহ বিরহ ব্যথা। তুমি যে করিবে; নিজ মনোসুখে; তাহা কি বলিব আনে॥ তুমি সব জান, যে করে বিধান, কহয়ে জীব পরাণে। আমি সব জীব, না জানি কি হব, কীট পিপীলিকা হেন॥ তুমি দয়াসিন্ধু, সর্ব্বজন বন্ধু, বুঝিয়া করহ যেন। এবোল শুনিয়া, প্রভু যে হাসিয়া সবারে করিল কোলে॥ প্রেম প্রকাশিয়া, সবা সম্বোধিয়া, প্রবোধ উত্তর বলে। শুন সর্ব্বজন, আমার বচন, সন্দেহ না কর কেহ॥ যথা তথা যাই, তোমা সবা ঠাই; আছিয়ে জানিহ এহ। তবে বিশ্বম্ভর, গেলা নিজ ঘর, সবারে বিদায় দিয়া॥ সন্ন্যাস হৃদয়, সফল করয়, জননী না জানে ইহা। শচীর অন্তরে ধক ধক করে, সোয়াস্ত না পায় চিত্তে॥ লোচন বলয়, প্রেমার সাগর, কেমনে চাহে ছাড়িতে॥

দিশা। মূর্চ্ছা আরে পুত্র না ছাড়িহ মোরে।
তোমা বই নাহি কেহ এ তিন সংসারে॥ ধ্রু॥

এইমতে অনুমানি জানাজানি কথা। সন্ন্যাস করিব পুত্র শুনে শচী মাতা॥ আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক উপর। অচেতন হৈলা শচী মূর্চ্ছিত অন্তর॥ উন্মত্ত পাগল হয় বেড়ায় চৌদিগে। যারে দেখে তারে পুছে সেই নবদ্বীপে॥ নিশ্চয় জানিল পুত্র করিব সন্ন্যাস। গোরাচাঁদের কাছে গিয়া ছাড়িল নিশ্বাস॥ তুমি পুত্র মাত্র মোর দেহে এক আঁখি। তোমা না দেখিলে অন্ধকার ময় দেখি॥ লোক মুখে শুনি পুত্র করিবে সন্ন্যাস। মোর মুণ্ডে ভাঙ্গি যেন পড়িল আকাশ॥ একাকিনী অনাথিনী আর কেহ নাই। সব দুঃখ পাসরি তোমার মুখ চাই॥ নয়নের তারা মোর কুলের প্রদীপ। তোমা পুণ্যে ভাগ্যবতী বলে নবদ্বীপ॥ না ঘুচাহ আরে পুত্র মোর অহঙ্কার। তোমা না দেখিলে সব

হবে ছারখার॥ ভাগ্য করি মানে লোক দেখি তোর মুখ। এখন আমারে দেখি হইবে বিমুখ॥ তুমি হেন পুত্র মোর এ দেহের তারা। তুমি না থাকিলে হব জিয়ন্তেই মরা॥ দুঃখ ভাগী অভাগীর ছাড়ি যাবে তুমি। গঙ্গায় প্রবেশ করি মরি যাব আমি॥ এ হেন কোমল পায় কেমনে হাটিবে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন কাহারে মাগিবে॥ ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়। কেমনে সহিব ইহা এ দুঃখিনী মায়॥ বিষ খাঞা মরিব তোমার বিদ্যমান। তোমার সন্ন্যাস যেন না শুনিয়ে কাণে॥ আমারে মারিয়া পুত্র যাইবে বিদেশ। আগুণ জ্বালিয়া তাতে করিব প্রবেশ॥ সর্ব্বজীবে দয়া তোর মোরে অকরুণ। না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ॥ রূপে গুণে শীলে পুত্র ত্রিজগতে ধন্য। কামিনীমোহন বেশ কেশের লাবণ্য॥ সুন্দর লম্বিত কেশ মালতী বান্ধিয়া। যুড়ায় পরাণ মোর সে বেশ দেখিয়া॥ তোর রূপ গুণে বাপু কি দিব উপমা। ত্রিজগত মাঝে বাপ তোমার মহিমা॥ বয়স্য সহিত তুমি চলি যাহ পথে। দেখিয়া যুড়ায় হিয়া পুঁথি বাম হাতে॥ কেমনে ছাড়িয়া যাবে নিজ সঙ্গীজন। না করিবে তা সবা সহিত সংকীর্ত্তন॥ সে হেন সুন্দর বেশে না নাচিবে আর। যাহা দেখি মোহ যায় সকল সংসার॥ কেমনে বা জীবে তোর নিজ প্রিয় গণে। সবারে মারিবা তোর সন্ন্যাস কারণে॥ সন্ন্যাস শুনিলে আর না জীবে কোনজন। বিদরিয়া মরিবে সকল পুরজন॥ আগেতে মরিব আমি পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া। মরিবে ভকত সব বুক বিদরিয়া॥ মুরারি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস। অদ্বৈত আচার্য্য আদি আর হরিদাস॥ মরিবে সকল জন না দেখিয়া তোমা। এ সব দেখিয়া পুত্র চিত্তে দেহ ক্ষমা॥ পিতা হীন পুত্র তোর দিল দুই বিভা। অপত্য সন্ততি কিছু না দেখিল ইহা॥ তরুণ বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম। গৃহস্থ আশ্রমে থাকি সাধ সব কর্ম্ম॥ এতেক বচন যদি শচীদেবী কৈল। শুনিয়া প্রবোধ বাণী মায়েরে কহিল॥

বরাড়ি রাগ।

দিশা। এহেন অদ্ভুত কথা, শ্রবণে মঙ্গল গাথা;
তারহে গৌরাঙ্গ জয় জয়॥

আস্তে ব্যাস্তে কহে শুন আমার বচন। মিছা কাযে চিত্তে দুঃখ কর অকারণ॥ বারে বারে বলো তোরে নাহি অবধান। মিছা মদ লোভ মোহ ক্রোধ অভিধান॥ কে তুমি তোমার পুত্র কেবা তোর বাপ। মিছা তোরে মোর বলি কর অনুতাপ॥ কি নারী পুরুষ কিবা কর পতি। শ্রীকৃষ্ণ চরণ বিনু অন্য নাহি গতি॥ সেই মাতা সেই পিতা সেই বন্ধুজন। সেই কর্ত্তা সেই হর্ত্তা সেই মাত্র ধন॥ তা বিনে সংসার মিছা কহিল এ তত্ব। তা বিনে সকল মিছা যতেক জগত॥ বিষ্ণু মায়া মোহে বন্ধু লোক সুজড়িত নিজ মদ অহঙ্কারে কেবল পীড়িত॥ নিজে ভাল ভাল করি করে যেই কর্ম্ম। পরলোক বন্দী হয় সেই সব কর্ম্ম॥ কর্ম্ম সুত্রে বন্দী হয়ে বুলয়ে ভ্রমিয়া। আপনার জালে আর কৃষ্ণ পাসরিয়া॥ চতুর্দ্দশ লোক মাঝে মানুষে জন্ম দুর্ল্লভ করিয়া জানি কহিল এ মর্ম্ম॥ বিষম বিপাক ইবে আছয়ে অপার। ক্ষণেক ভঙ্গুর এই সকল সংসার॥ তবহু দুর্ল্লভ এই মানুষ শরীর। শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়া যবে মায়া হয় স্থির॥ শ্রীকৃষ্ণ ভজন মাত্র এই সব দেহ। মুক্তবন্ত হয় যদি কৃষ্ণে করে লেহ॥ পুত্রস্নেহ করি মোরে যত বড় ভাব। শ্রীকৃষ্ণ চরণ হইলে কত হয় লাভ॥ সংসারে আরতি করি মরিবার তরে। শ্রীকৃষ্ণ পিরীত করি ভব তরিবারে॥ সেই সে পরম সিন্ধু সেই পিতা মাতা। শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই প্রেমভক্তি দাতা॥ কৃষ্ণের বিরহে মোর পোড়য়ে অন্তর। চরণে পড়িয়া হলো বচন কাতর॥ বিস্তর পিরীতি মোরে করিয়াছ তুমি। তোমার আজ্ঞায় চিত্ত শুদ্ধ হয়ে আমি॥ আমার নিস্তার হয় তোমার পরিত্রাণ। শ্রীকৃষ্ণ চরণ ভজ ছাড় পুত্রজ্ঞান॥ সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণ প্রেমার কারণ। দেশে দেশে আনি দিব তোরে প্রেমধন॥ অনের তনয় আনে

রজত সুবর্ণ। খাইলে বিনাশ হয় নহে পরধর্ম্ম॥ ধন উপার্জ্জন করে আনে বড় দুঃখ। ধন যাউক কিবা আপনে মরুক॥ আমি আনি দিব কৃষ্ণ প্রেম মহাধন। সকল সম্পদ ময় কৃষ্ণের চরণ॥ ইহলোক পরলোক অভিলাষী প্রেমা। আজ্ঞা কর বেদিনী মা চিত্তে দেহ ক্ষমা॥ ইহা শুনি শচী দেবী বিস্মিত হিয়ায়। গৌরচন্দ্র মুখপদ্ম একদৃষ্টে চায়॥ চতুর্দ্দশ লোকনাথ মায়া কৈল দূর। সর্ব্ব জীবে দেখে শচী এক সমতুল॥ সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণ বুদ্ধি হৈল। আপন তনয় বলি মায়া দুর কৈল॥ স্নেহ নাহি ছাড়ে পুত্র আপন সম্বন্ধ। কৃষ্ণ হেন পুত্র হৈল ভাগ্যের নির্ব্বন্ধ॥ জগত দুর্ল্লভ কৃষ্ণ আমার তনয়। কার বশ নহে মোর ভক্তের কিবা হয়॥ এত অনুমানে শচী কহিল বচন। স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষরতন॥ মোর ভাগ্যে যত দিন ছিলে মোর বশ। এখন আপন সুখে করিবে সন্ন্যাস॥ এক নিবেদন মোর আছে তোর ঠায়। ঐছন সম্পদ মোর কি লাগিয়া যায়॥ ইহা বলি সকরুণ ভেল কণ্ঠস্বর। সাত পাঁচ আখি, ধারা বহে প্রেমজল॥ ফুকরি ফুকরি কান্দে শচী সুচরিতা মায়ের ক্রন্দনে প্রভু হেট কৈল মাথা॥ পুনরপি মুখ তুলি কহে বিশ্বম্ভর। শুনহ জননী তুমি আমার উত্তর॥ যে দিন আমারে তুমি চাহ অনুরাগে। সেইক্ষণে আমা তুমি দেখি বারে পাবে॥ এবোল শুনিয়া শচী সম্বরে ক্রন্দন। ব্যথিত হৃদয়ে কহে দাস এ লোচন॥

বরাড়ি রাগ।

দীর্ঘ ছন্দ। তবে দেবী শচীরাণী, কহে মনোকাহিনী, হিয়া দুঃখে বিরস বদন॥ মুখে নাহি স্বরে বাণী, দুনয়নে ঝরে পাণি, দেখি বিষ্ণু প্রিয়া অচেতন॥ সুধাইতে নারে কথা, অন্তরে পরম ব্যথা, লোক মুখে শুনি ঘানাঘুনা। ইঙ্গিতে বুঝিলাম কাম, পড়িল আকাশ বাম, চেতন রহিল সেই দিনা॥ বিষ্ণু প্রিয়া মনে গনে, প্রভু দিন অবসানে, ঘরে আইল হরষিতে। করিয়া ভোজন পানে, সুখ

শয্যায় শয়নে, বিষ্ণু প্রিয়া বড়িলা ত্বরিতে। চরণ কমলে পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে; নেহারয়ে কাতর বয়ানে॥ হিয়ার উপরে থুঞা, বান্ধে ভুজ লতা দিয়া, প্রাণ প্রাণ নাথের চরণে। দুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর, বুক বাহিয়া পড়ে ধারা॥ চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে, বিষ্ণু প্রিয়া পুছে অভিপারা। মোর প্রিয় প্রিয়া তুমি, কান্দ কি কারণে জানি, কহ কহ ইহার উত্তর॥ থুঞি উরু উপরে, চিবুক দক্ষিণ করে, পুছে বাণী মধুর অক্ষর। কান্দে দেবী বিষ্ণু প্রিয়া, শুনিলে বিদরে হিয়া, পুছিতে না কহে কিছু বাণী॥ অন্তরে গুমরে প্রাণ, দেহে নাহি সম্বিধান, নয়নে গলয়ে মাত্র পাণি। পুনঃ পুনঃ পুছে পহু সুমতি না দেয় তবু, কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া॥ প্রভু সব কলা জানে, পুছে নানা বিধানে, অঙ্গ বাসে বদন মুছিলা। নানা রঙ্গ পরথার, করিয়া বাড়ায় ভাব, যে কথায় পাষাণ মন্থরে॥ প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণু প্রিয়া চাঁদমুখী, কহে কিছু গদ গদ স্বরে। শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাত, সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি॥ লোকমুখে শুনি ইহা বিদরিছে মোর হিয়া, আগুনিতে প্রবেশব আমি তো লাগি জীবন ধন, এরূপ যৌবন, ভাব বিলাস রসকলা। তুমি দেশান্তরে যাবে, কি কায এ ছার জীবে, হিয়া পোড়ে যেন বিষজ্বালা। আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন যুবতী তুমি মোর নিজ প্রাণনাথ॥ বড় প্রীতি আশা ছিল, দেহ প্রাণ সমর্পিল, এ নবযৌবনে দিয়ে হাত। ধিক রহু মোর দেহে, এক নিবেদন তোহে, কেমনে হাটিয়া যাবে পথে শিরিষ কুসুম যেন, সুকোমল শ্রীচরণ, পরশিতে ডর লাগে হাতে। ভূমিতে দাণ্ডাহ যবে, ডরে প্রাণ হানে তবে, সিঞ্চড় পড়য়ে সব গায়॥ অরণ্য কণ্টকবনে, কোথা যাবে কোন স্থানে, কেমনে হাটিবে রাঙ্গাপায়। সুখময় মুহ ইন্দু, তাহে ধর্ম্ম বিন্দু বিন্দু আলাপ আওয়াগ মাত্র দেখি॥ বরিষা বাদল বেলা, ক্ষণে বারিক্ষণে শুকা, সন্ন্যাস কারণ বড় দুঃখী

তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি, আমারে ফেলাহ কার ঠাঁই॥ ধর্ম্ম ভয় নাহি তোরা, শচী বৃদ্ধা আধ মরা, কেমনে ছাড়িবে তেন মাই। মুরারী মুকুন্দ দত্ত, তেন সব ভকত, শ্রীনিবাস আদি হরিদাস॥ অদ্বৈত আচার্য্য আদি, ছাড়ি কি কার্য্য সাধি, কেমনে হে করিবে সন্ন্যাসী। তুমি প্রভু প্রেমরাশি, জগৎজনে হেনবাসি, বিপরীত চরিত আশয়॥ তুমি দেশান্তরে যাবে, শুনিলে মরিব সবে, অর্জ্জিবে আপ-শোষ ময়। কি কহিব মুঞি ছার, আমি তোমায় সংসার, সন্ন্যাস করিবে মোরে তবে॥ তোমার নিছনি লঞা, মরিব মো বিষখাঞা, সুখে নিবসহ তুমি ঘরে। প্রভু যাবে দেশান্তরে, কেহ নাহি সংসারে, বদন চাহিতে পোড়ে হিয়া॥ কহিতে না পারি কথা, অন্তরে মরম ব্যথা, কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া। শুনি বিষ্ণু প্রিয়া বাণী, কহে গোরা গুণমণি, হাসিয়া তুলিল নিজ কোলে॥ বসেনে মুছিয়া মুখ; করে নানা কৌতুক, মিছা না করিহ দুঃখ বোলে। আমি তোরে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিব গিয়া, এ কথা কহিল তোকে কে॥ যা করি সে করি যবে, তোমারে কহিব তবে, এখন না মর মিছা শোকে। ইহা বলি গৌরহরি, অশেষ চুম্বন করি, নানা রস কৌতুক বিথারে॥ অনন্তর লাবণ্য প্রেমা, লীলা লাবণ্যের সীমা বিষ্ণু প্রিয়া তুষিয়া শৃঙ্গারে। বিনোদ বিলাস রসে, ভেল রজনীর শেষে, পুনঃ কিছু কহে বিষ্ণু প্রিয়া॥ হিয়ায়ে আগুনি আছে তেঁই পুনঃ পুনঃ পুছে, প্রিয় প্রাণনাথ মুখ চাঞা। প্রভু কর বুকে দিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণু প্রিয়া মিছা না বলিহ মোরতরে॥ হেন অনুমান করি, ত কহ চাতুরি, পলাইবে আগোচরে। তুমি নিজ শ প্রভু, পরবশ নহ কভু যে করহ আপনার সুখে॥ ন্যাস করিবে তুমি, কি বলিতে পারি আমি, নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে। এ বোল শুনিয়া পহু, কহে কিছু লহু হু, কহি শুন মোর প্রাণপ্রিয়া॥ কিছু না করিহ চিতে, য় হইব তোর হিতে, সাবধানে শুন মন দিয়া॥ জগতে

যতেক দেখ, মিথ্যা করি সব লেখ, মত্য মাত্র এক ভগবান। সত্য আর বৈষ্ণব, তা বিনে যতেক সব, মিথ্যা করি করহ গেয়ান॥ কি নারী পুরুষ সব, সবার হে আত্মা এক, মিছা মায়া বদ্ধ হয় দুই। শ্রীকৃষ্ণ সবার পতি আর সব প্রকৃতি, এ কথা না বুঝে মাত্র কেই॥ কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি সংসারে, মায়াবন্ধে পাসরা আপনা। অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিজ প্রভু পাসরিয়া, শেষে মরে নরক যন্ত্রণা॥ মিছা পতি সুত নারী, পিতা মাতা যত বলি, পরিণামে কে হবে কাহার। শ্রীকৃষ্ণ চরণ বই, আর ত কুটুম্ব নাই, যত দেখ এ মায়া তাহার॥ তোর নাম বিষ্ণু প্রিয়া সার্থক করহে ইহা, মিছা শোক না করিহ চিত্তে। তোমারে কহিল কথা, দুর কর আন চিন্তা, মন দেও কৃষ্ণের চরিতে॥ আপনি ঈশ্বর হঞা, দুর করে নিজ মায়া, বিষ্ণু প্রিয়া পরসন্ন চিত। দুর গেল শোক দুঃখ, আনন্দে ভরিল বুক, চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত॥ তবে দেবী বিষ্ণু প্রিয়া, চতুর্ভুজ দেখিয়া, পতিবুদ্ধি নাহি ছাড়ে কভু। পড়িয়া চরণতলে, কাকুতি মিনতি বলে, এক নিবেদন শুন প্রভু॥ মো অতি অধম ছারে, জনমিনু সংসারে, তুমি হেন মোর প্রাণপতি। হেনই সম্পদ মোর, দাসী হঞা ছিনু তোর, কি লাগিয়া ভেল অধোগতি॥ ইহা বলি বিষ্ণু প্রিয়া, কান্দে উতরোল হঞা, অধিক বাড়িল পরমা। প্রিয়জন আর্ত্তি দেখি, ছল ছল করে আখি, কোলে করি করিল প্রমাদ॥ শুনি দেবী বিষ্ণু প্রিয়া, তোমারে কহিল ইহা, যখন যে তুমি মনে কর। আমি যথা তথা যাই, আছয়ে তোনার ঠাঁই, সত্য সত্য এই কথা দৃঢ়॥ প্রভু আজ্ঞা বাণী শুনি, প্রিয়া মনে গণি, স্বতন্ত্র ঈশ্বর এই পহু। নিজ সুখ কর কায, তাহে কেবা দিবে বাদ, প্রত্যুত্তর না দিলেক তবু॥ বিষ্ণু প্রিয়া হেঁট মুখে, ছল ছল করে আঁখি, দেখে পহু সরস সন্তোষে। পহু আচরণ কথা, শুনিয়ে লাগয়ে ব্যথা, শুন গায় এ লোচন দসে॥

মোর প্রাণ আরে গোরাচাঁদ আরে হয়॥ ধ্রু॥

এই মনে অনুমানি দিবা রাত্রি যায়। আগুনি জ্বালিল পহু সবার হিয়ায়॥ সকল ভকতজন একত্র হইয়া। গোরা গুণ কথা কহে মরয়ে কান্দিয়া॥ শচীদেবী বিষ্ণু প্রিয়া কান্দে দিবানিশি। দশদিক অন্ধকারময় হেন বাসি॥ পুর জন পরিজন সোয়াস্ত না পায়। ছটফট করি সব নগরে বেড়ায়॥ হেনই সময় শ্রীনিবাস দ্বিজরায়। কাতর হৃদয়ে কিছু পহুরে সুধায়॥ একে নিবেদন আছে কহিতে ডরাঙ। আজ্ঞা পাইলে পহু সঙ্গে মুই চলি যাঙ॥ আর যেবা পারে সেই অঙ্গে চলি যাঙ। তোমা না দেখিলে কেহ না রাখিবে জীউ॥ আগেতে মরিব আমি শুন বিশ্বম্ভর। আপন হৃদয় তোরে কহিল উত্তর॥ এ বোল শুনিয়া পহু লহু লহু হাসে। যে কিছু কহিয়া তাহা শুন শ্রীনিবাসে॥ আমার বিচ্ছেদ লাগি না পাঙ তরাস। কভু না ছাড়িব আমি তো সবার পাশ॥ বিশেষ তোমার ঘরে দেবতা মন্দিরে। নিরন্তর আছি আমি মন কর স্থিরে॥ প্রবোধ বচন বলি তুষিলা তাহারে। মুরারী গুপ্তের ঘর গেল সন্ধ্যাকালে॥ হরিদাস সঙ্গে করি মুরারী মন্দিরে। নিভৃতে কহয়ে কিছু দেবতার ঘরে॥ শুন শুন মুরারী গুপ্ত আমার বচন। মোর প্রিয় প্রাণ তুমি কহ তেকারণ॥ কহিব উত্তম কথা শুন সাবধানে। উপদেশ করি তোর হিতের কারণ॥ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি ত্রিজগতে ধন্য। তদধিক ভিন্ন মোর নাহি আর অন্য॥ আপনে ঈশ্বর অংশ জগতের গুরু। যে চাহে আরত হিত তার সেবা করু॥ জগতে রহিত তেই বৈষ্ণবের রাজা। পরম ভকতি করি কর তার পূজা॥ তার দেহ পূজা কৈলে কৃষ্ণ পূজা পায়। নিভৃতে কহিল ইহা রাখিহ হিয়ায়॥ এ বোল শুনিয়া সে মুরারী বৈদ্যরাজ। অন্তরে জানিল পহু অন্তরের কায। কান্দিতে কান্দিতে পহু পড়িলা চরণে॥ নিশ্চয় জানিল পহুর সন্ন্যাস কারণে। পহু পায়ে হরিদাস করি নমস্কার॥ আত্ম সমর্পণ করে

বিনয় অপার॥ মুরারী ক্রন্দন পঁহু শুনিতে কাতর। আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া চলিলা নিজ ঘর॥ মুরারীকে প্রবোধ বলিলা এক বাণী। তোমার নিকটে নিরন্তর আছি আমি॥ সন্ন্যাস করিব তার আছয়ে বিলম্ব। পরিণামে যেই কহি এই অবলম্ব॥ এ বোল বলিলা প্রভু নিজ ঘরে যায়। কাতর অন্তরে কথা এ লোচনে গায়॥

ধানশী রাগ।

ওকি আরে আরে হয়। হেন অদ্ভুত কথা, শ্রবণ
মঙ্গল গাঁথা, ওকি আরে আরে হয়॥ ধ্রু॥

রজনী বঞ্চিলা প্রভু আনন্দ হিয়ায়। আছিল অধিক করি পিরীতি বাড়ায়॥ মায়েরে সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়া। যে কথায় থাকে সে অন্তর সুস্থ হৈয়া॥ পরিজন পরিতোষ যা হয় উচিত। এই মনে সবাসনে করিয়ে পিরীত॥ শয়ন আওয়াসে সুখে শয়ন করিলা। তাম্বুল গুবাক করে বিষ্ণুপ্রিয়া গেলা॥ হাসিয়া সন্তোষে প্রভু আইস আইস বলে। পরম পিরীতে তারে বসাইল কোলে॥ বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু অঙ্গে চন্দন লেপিল। অগোর কস্তুরী গন্ধে তিলক রচিল॥ দিব্য মালতীর মালা দিল পঁহু অঙ্গে। শ্রীমুখে তাম্বুল তুলি দিল নানা রঙ্গে॥ তবে মহাপ্রভু সে রসিক শিরোমণি। বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করেন আপনি॥ সুন্দর ললাটে দেই সিন্দূরের বিন্দু। দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু॥ সিন্দূরের চৌদিগে চন্দন বিন্দু আর॥ শশী কোলে সূর্য্য তারা ধায় দেখিবারে॥ খঞ্জন নয়নে দেই অঞ্জনের রেখ। কাম কামানের গুণ আগে পরতেক॥ অগুরু চন্দন গন্ধ কুচোপরে লেপে। দিব্য বস্ত্র পড়িল কাঁচলি পরতেকে॥ ত্রৈলোক্যমোহিনী বেশ নিরীখে বদন। অধর মাধুরী রসে করয়ে চুম্বন॥ ক্ষণে ভুজলতা বেড়ি আলিঙ্গন করে। নব কমলিনী যেন করি কোলে॥ নানা রস বিথা রসে বিনোদ নাগর। আছুক অন্যের কায কাম অগোচর॥ রজনী

শেষে পঁহু উঠিয়া সত্বরে। বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা যায় অতি অগোচরে॥ বৈরাগ্য সময়ে প্রেমা উঘারে অধিক। সন্ন্যাস করিব বলে উনমত চিত॥ এ সময় উভয় এ রঙ্গে রস ভাব। ইহার কারণ কিছু শুন লাভালাভ॥ যে জন যে রূপ ভজে তার তেন প্রভু। ভজন অধিক ন্যূন না করায় কভু॥ তাহাতে বিশেষ আছে অধিকারী ভেদ। আমায়া সমায়া ভক্তি যদি হয় সেহ॥ বিনা তনুরাগ প্রেমভক্তি হয় যবে। কৃষ্ণ বন্দী করিবারে নারে কেহ তবে॥ ঐছন ঠাকুর গোরা করুণার সিন্ধু। অনুরাগে প্রেমায় বিচ্ছেদ দীনবন্ধু॥ করুণা প্রকাশে প্রভু নিজ অনুরাগ প্রেমভক্তি হৃদয় যেন বাজে তার ভাবে॥ এ হেন করুণা নিধি আর কেবা আছে। আপনা বান্ধিতে প্রেমা অনুরাগে দিছে। এইত কারণে বিষ্ণু প্রিয়াকে প্রসাদ। ইহা শুনে মনে কিছু না গণে প্রমাদ॥

শ্রীরাগ।

মূর্চ্ছা। হেদে গো মানিনী গো গোরাচাঁদে
গুণ রহিল ঘুষিতে॥ ধ্রু॥

প্রাতঃকালে উঠি পহু প্রাতঃক্রিয়া করি। দাড়াইলা সন্ন্যাস করিতে গৌরহরি॥ কণ্টক নগরে আছে ভারতী গোসাঞি। সন্ন্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাই॥ একান্ত করিয়া মন কৈল বিশ্বম্ভর। যাত্রাকালে লইল দক্ষিণা ন্যাসী বর॥ চলিলা সে মহাপ্রভু গঙ্গার সমীপে। গঙ্গা সন্তর্পণে গেলা ছাড়ি বেদ্বীপে॥ গঙ্গা নমস্করি নবদ্বীপ ছাড়িয়ায়। বজ্র পড়িল যেন সবার মাথায়॥ নিজ জন পরিজন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া মরা যেন থাকিল পড়িয়া॥ অবয়ব আছে প্রাণ গেলত ছাছিয়া। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে ভুমি লোটাইয়া॥ শচীদেবী কান্দে ডাকে নিমাই বলিয়া। আগুনি পুরিল যেন ধক ধক হিয়া॥ দশদিক শূন্য হৈল অন্ধকারময়। কেমনে বঞ্চিব মুই ঘর ঘোরময়॥ গিলেবারে আইসে মোরে এ ঘর কারণ। বিষ যেন লাগে ইষ্ট

কুটুম্ব বচন॥ মা বলিয়া আর মোরে না ডাকিবে কেহ॥ আমাকে নাহিক যম পাসরিল সেহ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে হিয়া নাহিক সম্বিত। ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে উনমত চিতা॥ বসন না দেয় গায় নাহি বান্ধে চুলি। হাহাকার কান্দনে কান্দে উন্মত্তা পাগলি॥ শচীদেবী কান্দয়ে হইয়া উতরোল। বিষ্ণু প্রিয়ার কান্দনার হৈল মহাগোল॥ সুবর্ণ কঙ্কণ বিষ্ণুপ্রিয়া হানে শিরে। কপালে রুধির তার বহে কত ধারে॥ দুই চক্ষে জল তার ঝরে নিরন্তর। অন্তরে দুঃখিনীর বড় হইলা কাতর॥ ব্যাকুল হইল চিত্ত ধরণে না যায়। ধরিতে না পারে চিত কি হবে উপায়॥ পহুর অঙ্গের মালা হৃদয়ে করিয়া। জালহ আগুনি আমি মরিব পুড়িয়া॥ গুণ বিনাইতে নারে মরয়ে মরমে। সবে এক বোল বলে যে ছিল করমে॥ আমিয়া অধিক কথা কহিবারে নারে। হিয়ায় পুতলি কান্দে অতি আর্ত্তস্বরে॥ চৌদিকে ভকত কান্দে অন্তর যন্ত্রণা। কি করিব সম্বরিতে না পারে আপনা॥ অনেক শকতি করি বলে ধীরে ধীরে। কি দিব প্রবোধ সবে মন করে স্থিরে॥ যে দেখিলে যে শুনিলে একতাল ধরি। সকল সম্বর সেই সব মনে করি॥ কি জানহ ভগবান কার আপনার। শুনিয়াছ যত২ পূর্ব্ব অবতার॥ লোক বেদ অগোচর চরিত্র তাহার। বড় ভাগ্যে ধরে নাম সম্বন্ধ তোমার॥ যারে যেই আজ্ঞা দিল থাক সেইমতে। সেই মত রূপ ধ্যান দৃঢ় করি চিত্তে॥ এতেক বচন যবে কৈল ভক্ত গণে। শুনিয়া কাতর হিয়া সম্বরে ক্রন্দনে॥

সুহই রাগ।

প্রভুরে দ্বিজচাঁদ। মূর্চ্ছানাহারে জয়২। প্রভুরে দ্বিজচাঁদ॥

তবে সব ভক্তগণ করি অনুমান। মুখ্যে২ জন পাঁচ করিল পয়ান॥ কণ্টক নগরে গেলা দেব বিশ্বম্ভর। যথা বসিয়াছে সে সন্ন্যাসী দ্বিজবর॥ পরম ভকতি তারে পরণাম করে। উঠিয়া সংভ্রমে সন্ন্যাসী নারায়ণ বলে॥ বড় ভাগ্যমানি করে

সরস সম্ভাষ। বিশ্বম্ভর বলে মোরে করাহ সন্ন্যাস॥ এইমতে দুইজন আছে যেই কালে। শ্রীচন্দ্রশেখরার্য্য গেলা হেন বোলে॥ সন্ন্যাসীর নমস্কারি প্রভু নমস্করে। হাসিয়া কহয়ে পহু ভাল হৈল আইলে॥ এ বোল বলিয়া প্রভু ভারতী সম্ভাষে। প্রণতি মিনতি করে সন্ন্যাসের আগে॥ ভারতী কহয়ে আরে শুন বিশ্বম্ভর। তোমারে সন্ন্যাস দিতে কাঁপিয়ে অন্তর॥ এ হেন সুন্দর তনু তরুণ বয়েস। জনম অবধি নাহি জান দুখে লেশ॥ অপত্য সন্ততি কিছু নাহিক তোমার॥ তোমাকে সন্ন্যাস দিতে না হয় বিচার॥ পঞ্চাশের ঊর্দ্ধহৈলে ত্রাণের নিবৃত্তি। তবে সে সন্ন্যাস দিতে হয় মোর যুক্তি॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু কহে বহুবাণী॥ তোমার সাক্ষাতে আমি কি বলিতে জানি॥ মায়া না করিহ মোরে শুন সন্ন্যাসী মণি। ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্ব কেবা জানে তোমা বিনি॥ সংসারে দুর্ল্লভ এই মানুষের জন্ম। মানুষের দেহ সে তিলেক হয় ভঙ্গ॥ বিলম্ব করিতে এই দেহ যায় যবে। তবে আর বৈষ্ণবের সঙ্গ হবে কবে॥ মায়া না করিহ মোরে দেহত সন্ন্যাস। তোর পরসাদে মুঞি হও কৃষ্ণদাস॥ ইহা বলি করুণ অরুণ দুনয়ন। ছলছল করে আঁখি কাতর বয়ান॥ অন্তর জানিয়া কিছু কহে সন্ন্যাসিরাজ। মনে কে জানিল ইহা ভাল নহে কায॥ জগতের গুরু এই ত্রিজগত নাথ। গুরু বলি আমারে করিব যোড় হাত॥ এত মনে করি সন্ন্যাসী কহিতে উত্তর। সন্ন্যাস করিবে যদি যাহ নিজ ঘর॥ সাক্ষাতে জননী স্থানে বিদায় হইয়া। আসিহ আমার ঠাঁই সবা সম্ভাষিয়া॥ আর এক বোল বলি শুন বিশ্বম্ভর। তোমারে সন্ন্যাস দিতে কাঁপয়ে অন্তর॥ তুমি জগতে গুরু কে গুরু তোমার। মিছা বিড়ম্বন কেন করহ আমার॥ এ বোল শুনিয়া কান্দে বিশ্বম্ভর রায়। আরতি করিয়া ঘরে সন্ন্যাসীর পায়॥ প্রণত জনেরে কেন কহ কুবচন। মৈলে কি ছাড়িয়ে আমি তোমার চরণ॥ মোরে বন্ধ কর মোর বুঝিবারে মন। এক নিবেদন আছে শুনহ কারণে॥ এক দিন রাত্রি শেষে দেখিনু স্বপনে। সন্ন্যাসের

মন্ত্র বিপ্র কহে মোর কর্ণে ॥ ইহা বলি ভারতীর কর্ণে কহে মন্ত্র। প্রকারে হইল গুরু আপনে স্বতন্ত্র ॥ বুঝিয়া সকল কায ভারতী গোসাঞি। সন্ন্যাস করাব তোরে শুনহ নিমাই ॥ এ বোল শুনিয়া পহু নাচয়ে আনন্দে। হরি হরি বোলরে গম্ভীর ঘন নাদে ॥ গৌর শরীর পুলক সারি সারি। অমিঞা পসার যেন অঙ্গের মাধুরী ॥ অরুণ নয়নে ছলছরে অনিবার দেখিয়া সকল লোক করে হাহাকার। কণ্টক নগরের লোক দেখিবারে ধায় ॥ যে দেখয়ে তার হিয়া নয়ন যুড়ায়। কিবা বৃদ্ধ কিবা অন্ধক কি নারী পুরুষ ॥ কিবা সে পণ্ডিত লোক এ গণ্ড মূর্খ। শিশুগণ ধায় যত কুলের যুবতী ॥ নিজ ছায়া নাহি দেখে হেন রূপবতী। কাখে কুম্ভ করি কেহ দাণ্ডাইয়া চাহে। চলিতে না পারে সেই নড়ি ধরি ধায়ে ॥ পঙ্গু ভঙ্গ আর যত গর্ব্ভবতী নারী। শ্রীঅঙ্গ দেখিয়া সন্ন্যাসীর পাড়ে গালি ॥ ধন্যধন্য করি লোক বাখানলে রূপ। এত কালে দেখিল এ হেন অপরূপ ॥ ধন্য যে জননী ধরিল পুত্র গর্ভে। দৈবকী সমান সেই শুনিয়াছি পূর্ব্বে ॥ কোন ভাগ্যবতী হেন পাঞছি পতি। ত্রৈলোক্যে তাহার সম নাহি ভাগ্যবতী ॥ রূপ দেখি নিজ আখি পাল টিতে নারি। ইহার সন্ন্যাস কেবা সহিবারে পারি ॥ কেমনে বা জীব সেই ইহার জননী। এ কথা শুনিবা নাত্র মরিবে রমণী ॥ এত অনুমান করি কান্দে সব লোক। ডাকিয়া কহয়ে পহু না করিহ শোক ॥ আশীর্ব্বাদ কর মোরে শুন মাতা পিতা। সাধ লাগে কৃষ্ণের চরণে দেও মাথা ॥ যার যেই নিজপতি সেই তাহা চাহে। তার চিত্ত বান্ধিবারে করয়ে উপায়ে ॥ এ রূপ যৌবন যত এ সব লাবণ্য। নিজ পতি ভজিলে সে সব হয় ধন্য ॥ মনে মনে সবাই করয়ে অনুভব। পতি বিনে যুবতীর মিথ্যা হয় সব ॥ কৃষ্ণ বিনে মোর আর অন্য নাহি গতি। নিজ অঙ্গ দিয়া মোর ভজিব প্রাণপতি ॥ ইহা বলি মহাপ্রভু করয়ে রোদন। ক্ষণেক অন্তরে পহু কৈল সম্বরণ ॥ পুনরপি সন্ন্যাসীরে করি পর-

গাম। আপন অন্তর কথা মাগয়ে বিধান॥ তার পর দিনে পহু গুরু আজ্ঞা লঞা। সন্ন্যাস বিধান কর্ম্ম করয়ে হাসিয়া॥ করিল সকল কর্ম্ম যে ছিল বিহিত। সন্ন্যাস করিল বলি আনন্দিত চিত॥ আপনে আচার্য্য রত্ন কৃষ্ণ পূজা করে। চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরি হরি বলে॥ গুরুর সম্মুখে রহে পুটাঞ্জলি করি। মাগয়ে সন্ন্যাস মন্ত্র পরণাম করি॥ মুণ্ডন করিল পহু শুন তার কথা। যাহা শুনি সবার হৃদয়ে লাগে ব্যথা॥ সকল বৈষ্ণব জনে লাগে হিয়া কাপ। মুণ্ডনের কালে বস্ত্র মুখে দিল ঝাপ। কমল ললিত কেশ ত্রৈলোক্য সুন্দর। মালার সহিত নীম্বে এগজ কন্দর॥ পুরুবে চুড়ার বেশে মোহিল জগত। তাহার ধেয়ানে জিয়ে সকল ভকত॥ গোপবালা যাহার লাগি ছাড়িলেক কায। জাতিকুল শীল ভয়ে পাড়িলেক বাজ॥ যার গুণ গানে শিব বিরিঞ্চি নারদ। আপনাকে ধন্যমানে সকল সম্পদ॥ হেন কেশ মণ্ডন করিতে যায় পহু। কান্দয়ে সকল লোক না তুলিয়ে মুণ্ড॥ নাপিত দের সেই হাত মস্তক উপর। তরাসে তাহার অঙ্গ কাঁপে ধর থর॥ কণ্টক নগরের লোক এ নারী পুরুষে। ফুকরি ফুকরি কান্দে সকরুণ ভাসে॥ নাপিত কহয়ে পহু নিবেদি চরণে। তোর শিরে হাত দিব কাহার পরাণে॥ আর যে শকতি নাই করিতে মুণ্ডন। সুন্দর কুঞ্চিত কেশ ত্রৈলোক্যমোহন॥ দেখিতে শীতল করে হৃদয় নয়ন। যে কর সে কর পহু না কর মুণ্ডন॥ এরূপে মানুষ নাই সংসার ভিতরে। তুমি সব লোকনাথ জানিল অন্তরে॥ এ বোল শুনিয়া পহু সন্তোষ যে পায়। বুঝিয়া নাপিত কায অন্তরে ডরায়। পুনঃ নিবেদন করে কাতর অন্তর॥ কেমনে বা হাত দিব শিরের উপর। অপরাধ লাগি স্বীয় হালে সব গা॥ তোর শিরে হাত দিয়া ছুইব কার পা। কার পায় ধরি করিব নিজ কীর্ত্তি॥ অধম নাপিত জাতি এই মোর বৃত্তি। এ বোল শুনিয়া পহু সদয় হৃদয়॥ না করিহ বৃত্তি তুমি ঠাকুর হইবে। কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম গোঙাইবে সুখে॥

পরকালে বাস তোর হব স্বর্গলোকে॥ মুণ্ডনের কালে সে নাপিতবর পায়। কাতর অন্তরে কথা এ লোচন গায়॥

ভাটীয়ারি রাগ।

আন নাহি তরিবারো তায়ে দুর্ল্লভ এই কথা।
মূর্চ্ছা। জগতে যাবত জীও, শ্রবণ ভরিয়া পিও,
তবু না ছাড়িও গুণগাথা॥

মুণ্ডন করিয়া প্রভু করি শুভক্ষণে। সন্ন্যাস করয়ে শুভক্ষণ শুভ দিনে॥ মকর নিকটে কুম্ভ আইল হেন বোলে। সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে॥ চৌদিকে বৈষ্ণব সব করে সংকীর্ত্তনে। মন্ত্র কহে সন্ন্যাসী বিশ্বম্ভরের শ্রবণে॥ মন্ত্র পাঞা বিশ্বম্ভর পুলাকত অঙ্গ। শত গুণে বাজে কৃষ্ণ প্রেমের তরঙ্গ॥ অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। ক্ষণে মালসাট মারে ক্ষণে হুহুঙ্কার॥ সন্ন্যাস করিল ইহা বলিয়া উল্লাস। পুনঃ পুনঃ প্রেমানন্দে অট্ট অট্ট হাস॥ হেনই সময়ে বলে ভারতী গোসাঞি। কি নাম তোমার থুইব শুনহ নিমাই। যতেক বৈষ্ণব সব ছিল সেই খানে॥ সবে মিলি সন্ন্যাসীবর করে অনুমানে॥ বুদ্ধি অনুমানে কহে বর যেই মনে। হেন কালে শুভবাণী উঠিল গগণে॥ ধ্বনি শুনি সব লোক ভেল চমৎকার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম আজি হৈতে ইহার॥ নিদ্রা রূপে মহামায়া দেবী ভগবতী। আচ্ছাদিত সব লোক ভেল ছন্নমতি॥ যতেক করয়ে লোক নিশির স্বপন। আপনে ঠাকুর এই করয়ে চেতন॥ আপনেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুঝায় সবারে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তেঞি বলিয়ে ইহারে॥ এতেক বচন যবে দেব মুখে শুনি। আনন্দিত সব লোক করে হরিধ্বনি॥ আনন্দ হৃদয়ে প্রভু বলে হরিবোল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম আজি হইতে মোর॥ গুরুর চরণে করি প্রণতি বিস্তর। প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর॥ গমন উদ্যম দেখি সেই সন্ন্যাসী রাজে। দণ্ড করে ধরি হের ধর বলি ডাকে॥ গুরুর বচন শুনি নেউটিয়া আসি। দরশন দণ্ড পাঞা লহু লহু হাসি॥ গ্রহণ করিল গুরুর সব-

সন দণ্ড। প্রণতি করয়ে প্রভু ভকতি প্রচণ্ড॥ গুরুর আজ্ঞায় প্রভুর সে দিন তথাই। গুরু ভক্তি করি সুখে রহিলা গোসাঞি॥ রজনী বৈষ্ণব মিলি করে সংকীর্ত্তন। গুরুর সংহতি নৃত্য করয়ে মোহন॥ কেশব ভারতী নাচে প্রেমানন্দ সুখে ঠাকুর নাচয়ে হরি বলে সর্ব্বলোকে। প্রেমানন্দে পূর্ণ হৈল পাসরে আপনা। ব্রহ্ম সুখ অল্প করি মানে দুইজনা॥ এই মত কতক্ষণে নৃত্য অবসানে। বসিয়া কহয়ে সন্ন্যাসী গৌর চন্দ্র শুনে॥ মোর হাত হৈতে দণ্ড নিলে কে আমার। দণ্ডাগ্রে পরশি পুনঃ কহে নাচিবার। ইহা বলি বিহ্বল হইয়া নাচে পুনঃ। ঠাকুর নাচয়ে পুনঃ অপরূপ শুন॥ আনন্দে বৈষ্ণবগণ নাচয়ে চৌদিকে। হরি২ বোল বলি আনন্দ কৌতুকে॥ এই মতে আনন্দে সানন্দ রাত্রি যায়। প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করয়ে বিদায়॥ গুরু প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম। নিলাচলে যাঙ যদি পাঙ সন্নিধান॥ গুরুর চরণে আজ্ঞা মাগয়ে ঠাকুর। কেশব ভারতী হিয়া করে দুর২॥ ছল২ করে আখি করুণার জলে। বিদায় সময়ে বিশ্বম্ভর কৈল কোলে স্বতন্ত্র পুরুষ তুমি আপনার সুখে। করুণা কারণে পদব্রজে বুল লোকে॥ কৃষ্ণভক্তি লইবারে কর বিধি কর্ম্ম। সংস্থাপন করিবারে সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম॥ সবলোক নিস্তারিতে করুণা প্রকাশ। আমা বিড়ম্বিতে তুমি করিলে সন্ন্যাস॥ আমার নিস্তার যেন হয় বিশ্বম্ভর। এই মোর বাক্য তুমি পালিহ অন্তর॥ আজ্ঞা দিল নীলাচল মাহ গিরিরাজে। কিছু না বলিল আর গৌর চন্দ্র লাজে॥ চরণ পরশ করি চলিল ঠাকুর। পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাড়িল প্রচুর॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে প্রেমার উল্লাসে। ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে অট্ট২ হাসে॥ বুকে বয়ে পড়ে ধারা নয়নের জল। সুরধনী ধারা যেন সুমেরু শিখর॥ কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক। কণ্টকিত সব অঙ্গ আপাদমস্তক॥ মত্ত কবিবর যেন রঙ্গে চলে যায়। বিহ্বল আনন্দে ক্ষণে কৃষ্ণগুণ গায়॥ ক্ষণেক পড়য়ে ভূমে রহে স্তব্ধ হঞা। ক্ষণে লম্ফ দিয়া উঠে হুঙ্কার করিয়া॥ ক্ষণে

গোপীকার ভাব ক্ষণে দাস্য ভাব। ক্ষণে ধীরে ধীরে চলে ক্ষণে শীঘ্র যায়॥ এই মতে দিবারাত্রি না জানে আনন্দে। রাঢ়দেশে না শুনিল কৃষ্ণনাম গন্ধে॥ কৃষ্ণনাম না শুনিয়া খেদ উঠে চিত্তে। নিশ্চয় করিলা জলে প্রবেশ করিতে॥ নিশ্চয় করিয়া গেলা জলের সমীপ। হরি বলি এক শিশু ডাকে আচম্বিত॥ তা শুনিয়া মহাপ্রভু হৃষ্টমন হৈয়া। ভিক্ষা করিলা প্রভু কত দূর ধাঞা॥ তিন দিন দিবানিশি না জানিল দুঃখে। তিন দিন বই অন্ন জল দিল মুখে॥ এই মতে প্রেমানন্দে রাত্রি দিন যায়। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য দিলেন বিদায়॥ কহিল ঠাকুর পুনঃ হব দরশন। অচিরে হইবে দেখা না হও বিমন॥ এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর। কান্দিতে২ যায় শ্রীচন্দ্রশেখর॥ এথা নবদ্বীপবাসী এক মুখে রহে। শ্রীচন্দ্রশেরাচার্য্য আসিয়া কি কহে॥ কহে এ লোচন ইহা কহনে না যায়। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য নবদ্বীপ পায়॥ নবদ্বীপে প্রবেশিতে শ্রীচন্দ্রশেখর। নয়নে গলয়ে জল পোড়ায়ে অন্তর॥ নবদ্বীপবাসী যত তাহারে দেখিয়া। অন্তরে পোড়য়ে প্রাণ ধক ধক হিয়া॥ সকল বৈষ্ণব আসি মিলিলা সেখানে। সম্বরিতে নারে অশ্রু কাতর বয়ানে॥ পুছিতে না পারে কিছু মুখে নাহি রায়! শুনি শচীদেবী আউদর চুলি ধায়॥ আমার নিমাই কোথা থুইলা আইলা তুমি। কেমনে মুণ্ডাইল মাথা কোন দেশ ভূমি॥ কোন ছার সন্ন্যাসী সে হৃদয় দারুণ। গোরাচাঁদে মন্ত্র দিতে না হইল করুণ॥ অনু-মতি দিল কেমনে মুণ্ডাইতে মাথা। এ হেন সন্ন্যাসী যে তাহার ঘর কোথা॥ সে হেন সুন্দর কেশ লাবণ্য দেখিয়া। কোনছার নাপিত সে নিদারুণ হিয়া॥ কেমত পাপিষ্ঠ সে কেশে দিল ক্ষুর। কেমনে বাজিল সেই হৃদয় নিঠুর॥ আমার নিমাই কার ঘরে ভিক্ষা কৈল। মস্তক মুণ্ডাঞা পুত্র কেমন বা হৈল॥ আর না দেখিব পুত্র বদন তোমার! অন্ধকার হৈল মোর সকল সংসার॥ রন্ধন করিয়া আর নাহি দিব ভাত॥ সে হেন সুন্দর অঙ্গে নাহি দিব হাত॥ সুন্দর বদনে চুম্ব নাহি

দিব আর। ক্ষুধার সময় কেবা জানিবে তোমার। এতেক বলিয়া দেবী কান্দিতে লাগিলা। নিমাই নিমাই বলি ডাকিতে লাগিলা॥ বিরস বদনে দেবী করয়ে রোদন। মুখে নাহি সরে বাণী অরুণ লোচন॥ পুত্রের হাব্যাসে দেবীর মন নাহি স্থির। মাথায় মারিল ঘা বহেত রুধির॥ প্রাণের নিমাই মোর কোথা গেলে তুমি। তোমা না দেখিয়া কেমনে জীব আমি॥ এক তিল যদি তোরে না দেখি নয়নে। তখনে জানিয়া আমি যুগের সমানে॥ নিমাই বিহনে প্রাণ রাখিতে নারি আমি। কহিল তোমারে আমি মরিব এখনি॥ এছার জীবনে মোর কোন প্রয়োজন। নিমাই বিহনে ঘর হইল যে বন। বনবাস করিব কিবা ত্যজিব জীবন। এইত প্রকারে নাশ করিব জীবন॥ এতেক বিলাপ যদি শচীদেবী কৈল। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধিতে কত জন গেল॥ বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্রন্দনেতে পৃথিবী বিদরে। পশুপক্ষি পাতা লতা এ পাষাণ ঝরে॥ ক্ষণে মূর্চ্ছা যায় শ্রীচরণের ধেয়ানে। সম্বরণ হয় হিয়া অনেক যতনে॥ প্রভু প্রভু বলি ডাকে অতি আর্ত্তনাদে। বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্রন্দনেতে সর্ব্বলোক কান্দে॥ প্রবোধ করিতে যেই যেইজন গেল। বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে কান্দিতে লাগিল॥ সব জন বলে হেন শুন বিষ্ণুপ্রিয়া। কি দিব প্রবোধ তোরে স্থির কর হিয়া॥ তোর অগোচর নহে তোর প্রভুর কায। বুঝিয়া প্রবোধ দেহ নিজ হিয়া মাঝ॥ কহয়ে লোচন ইহা কাতর হৃদয়। এথা পঁহু গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়॥ শ্রীনিত্যানন্দ ওহু সঙ্গে চলি যায়। হাসিয়া ঠাকুর তারে দিলেন বিদায়॥ নবদ্বীপ যাহ তুমি শুনহ বচন। নদীয়া নগরে মোর যত বন্ধু জন॥ সবারে কহিবে মোর সবিনয় বাণী। অদ্বৈত আচার্য্য ঘরে উত্তরিব আমি॥ সবারে লইয়া তুমি যাইহ তথাকারে। একত্র হইব সবে আচার্য্যের ঘরে॥ ইহা বলি মহাপ্রভু চলিল সত্বরে। নিত্যানন্দ প্রভু গেলা নদীয়া নগরে॥ নদীয়া নগরে লোক জীয়ন্তেই মরা। ছেদন করিতে রক্ত মাংস নাহি তারা॥ উদরে নাহিক অন্ন

টলমল তনু। সব অন্ধকার ময় গোরাচাঁদ বিনু॥ আচম্বিতে নিত্যানন্দ নদীয়ানগরে। গাত্র বলাইল সবে ধাইল সত্বরে॥ চলিতে না পারে কেহ টলমল করে। দেখিতে না পায় পথ নয়নের নীরে॥ সকল বৈষ্ণব কান্দে পড়িয়া চরণে। পুছিতে না পারি কিছু কাতর বদনে॥ শচী অতি উনমতা ধায় উর্দ্ধমুখে। এ ভুমি আকাশ তার যুড়ায়েছে শোকে॥ আর্ত্তনাদে ডাকে শচী আরে অবধুত। কোথা থুয়ে আলি মোর নিমাই সোনার সুত॥ ইহা বলি ডাকে শচী বুকে কর হানে। টলমল করে নাহি চাহে পথ পানে॥ শচীদেবী অভ্যর্থনা করিল ঠাকুর। শচ বলে মোর আইসে কত দুর॥ নিত্যানন্দ বলে খেদ না করিহ চিত্তে। আমারে পাঠাঞা দিল তো সভারে নিতে॥ অদ্বৈত আচার্য্য ঘরে রহিলা ঠাকুর। খেদ না করিহ দেখা হইব অদুর॥ চল চল সর্ব্বজন প্রভু দেখিবারে। সেই মনে সেইক্ষণে সবজন চলে॥ শচী আগে আগে চলে গায়ে হৈল বল। আনন্দে চলিলা যত বৈষ্ণব সকল॥ অদ্বৈত্য আচার্য্য ঘরে উত্তরিল গিয়া। ভাঙ্গিল কাকলি তথা গোরা না দেখিয়া॥ অদ্বৈত আচার্য্য কথা কহে নিত্যানন্দে। তোমার আশ্রমে প্রভু করিলা নির্ব্বন্ধে॥ আর কিছু নাহি জানি কিবা আছে চিত্তে। না জানি কোথারে প্রভু গেলা কোন ভিতে॥ শচী উনমতা পুছে তখনি তখন সর্ব্বজন বলে প্রভু আসিবে এখন॥ উৎকণ্ঠা বাড়িল সব জনের হৃদয়। আইলাতো গৌরচন্দ্র হেনই সময়॥ আছিল অধিক কোটি২ গুণ ছটা। আর তাহে উজ্জ্বল চন্দন দীর্ঘকোঁটা॥ গোরাগায় অরুণ বসন উজিয়ার। প্রাতঃকালে সূর্য্য যেন বরুণ তাহার॥ হাতে দণ্ড আইসে পঁহু সিংহ গমনে। দেখিয়া সকল লোক পড়িল চরণে॥ হিয়া জুড়াইল দেখি অঙ্গের ছটকে। পাসরিল সব মনে দুঃখ লাখে লাখে॥ প্রেমায় ডুবিল হিয়া নাহি শোক দুঃখ। একদিকে চাহে শচী গৌরচন্দ্র মুখ॥ যতেক আছিল শোক দুঃখ নাহি চিত্তে। আমিয়া সিঞ্চিল মুখ দেখিতে২॥ অদ্বৈত আচার্য গোসাঞি আনন্দ

হিয়ায়। দিব্যাসনে বসাইল প্রভু গৌররায়॥ পাদ প্রক্ষালন করি মোছায় বসনে। পাদোদক পান করি যত নিজ জনে॥ জয় জয় ধ্বনি শুনি হরি হরি বোলে। সকল বৈষ্ণব হিয়া আনন্দ হিল্লোলে॥ তেজ দেখি আনন্দিত হৈল হরিদাস। মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস॥ দণ্ড পরণাম করে ভূমে লোটাইয়া। ছল ছল করে আঁখি বদন দেখিয়া॥ আনন্দে গদগদ স্বরে তনু পুলকিত। মইল শরীরে জীব আইল আচম্বিত॥ হেনমতে নিজ জন দেখি গোরারায়। কৃপাদৃষ্টে চাহে দয়া বাড়িল হিয়ায়॥ কার সঙ্গে নিজ অঙ্গ পরশন করে। হাসিয়া সম্ভাষে কারে চাপি ধরে কোরে॥ যার যেই অভিমত করিলা ঠাকুর। সবার উদয়ে প্রেম বাড়িল প্রচুর॥ হৃষ্ট হৈলা সব জন দুরে গেল শোক। আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি হরি বলে লোক॥ অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাই তত্ত্ব সুচতুর। তাঁহার আশ্রমে ভিক্ষা করিলা ঠাকুর॥ আর সবজন যার যেই অনুরূপ। ভোজন করিল সবে পরম কৌতুক॥ সন্ন্যাস করিলা প্রভু কার কার নাহি মনে। আনন্দে গোঙায় দিবা রাত্রি সংকীর্ত্তনে রঙ্গে। প্রভু নিজগুণ গায়। আনন্দে হৃদয়ে আবেশে প্রেম নাচে নাচয়ে নাচায়॥ সবার হৃদয়ে ভেল প্রেমার উল্লাস। ঐছন শুনিয়া কহে এ লোন দাচ॥

এই মতে শুভরাত্রি সুপ্রভাত হৈল। প্রাতঃক্রিয়া করি প্রভু আনন্দে বসিল॥ যত নিজজন কাছে আছেন বসিয়া। হাসিয়া কহয়ে পহু সবা সম্বোধিয়া॥ শ্রীনিবাস আদি করি যত নিজজন। আপনা আশ্রমে সবে করহ গমন॥ নীলাচলে জগন্নাথ যাব দেখিবারে। প্রসন্ন বদন পহু যদি দয়া করে॥ তোমরা থাকিবে আজ্ঞা করিবে পালন। নিরন্তর নিবা নিশি করিবে কীর্ত্তন॥ সবে সবাকার চিত্তে করিবে আরাধন; পহু পদাম্বুজে সবে মজাইবে মন॥ এ বোল বলিয়া পহু উঠিলা সত্বরে। বাহুবেড়ি আলিঙ্গন দিল সবাকারে॥ প্রেমজলে দুনয়ন করে ছল২। সকরুণ কণ্ঠে ভেল গদ২ স্বর॥ হেনই সময় সেই শ্রীহরিদাস। দন্তে তৃণ করি

পড়ে পদাম্বুজ পাশ॥ অতি আর্ত্তনাদে কান্দে সকরুণ স্বরে। শুনিতে সকল শোক হৃদয় বিদরে॥ ব্যাথিত হইয়া প্রভু সজল নয়ন। কাতর অন্তরে কিছু কহয়ে বচন॥ এই মতে ভাগ্য মোর হবে কোন দিনে। কান্দিয়া পড়িব জগন্নাথের চরণে॥ কহিব কাতর বাণী পদাম্বুজ পাঞা। সকল করিব দিঠে শ্রীমুখ দেখিয়া॥ এ বোল বলিতে চারি পাশে ভক্তগণ। ভূমিতে পড়িয়া সবে করয়ে রোদন॥ চেতন হরিল শচী কান্দিতে না পায়। ধরিবারে চাহে নিজ পুত্রের গলায়॥ কেহ পায় ধরি কান্দে আউদর চুলি। অনেক শকতি প্রভু আপনা সম্বরি॥ শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ। প্রভুরে রহিতে কিছু কর অনুবন্ধ॥ স্বতন্ত্র পুরুষ তুমি মোহার অধম। দীন দুরাচার পাপী তাহে ভক্তি হীন॥ কি বলিতে পারি প্রভু করিলে সন্ন্যাস। এক্ষণে ছাড়িয়া যাহ সব নিজদাস॥ একেশ্বর কেমনে হাটিয়া যাবে পথে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন মাগিবে কাহাকে॥ শচীর দুলাল তুমি দুর্ল্লভ চরিত্র। দুখানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত॥ ভক্তজন অমিয়া নয়ন দৃষ্টিপাতে। দেহ প্রেমার তনু বাড়ে হাতে হাতে॥ অনেক আছিল প্রেম ফলে প্রতি আশ। সন্ন্যাস করিয়া শূন্য করাইলে নাশ॥ পাপিষ্ঠ শরীরে প্রাণ না যায় ছাড়িয়া। ঘরে চলি যাব তোরে বিদায় করিয়া॥ এখন চলিব আমি মোছার অধম। তোর ধর্ম্ম নহে তুমি পতিত পাবন॥ করুণা কর্দ্দমে তনু গড়াইলে বিধি। বিনোদ বিলাস লীলা দিয়া নানাবিধি॥ কেবল পরমপ্রেমা তাহে জীবন্যাস। ত্রৈলোক্য অদ্ভুত রূপ করিলে প্রকাশ॥ উপমা দিবারে নাহি ত্রৈলোক্য ভিতর। তোমার নিষ্ঠুর বাণী জগত কাতার॥ এমত করিতে প্রভু না জুয়ায় তোরে। আপনে রোপিলে গাছ কাট কেন মূলে॥ কে যায় তাহারে লহ সংহতি করিয়া। নহেবা মরিব মোরা আগুনে পুড়িয়া॥ হের দেখ তোর মাতা শচী অনাথিনী। কান্দনাতে যায় উহায় দিবস রজনী॥ বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে। পশু পক্ষী পাতা লতা এ পাষাণ ঝরে॥ শূন্য

যেন লাগে সব বৈষ্ণবের ঘর। সবে সবাকার শত যোজন অন্তর যেখানে বসিয়া সে কহিত নিজ কথা। দেখিলে মরিব সবে না যাইব তথা॥ রহস্য নিভৃত কথা না শুনিব আর। যাহা দেখি মোহ পায় সকল সংসার॥ নাচিবার বেলে আর কে করিবে কোলে। না দেখিব করুণ নয়নে প্রেমজলে। হুহুঙ্কার শব্দামৃত না শুনিব আর। কে মোর বান্ধিল সব নয়ন দুয়ার॥ না দেখি কেমনে জীব তোর মুখ চাঁদ। নয়ন থাকিতে কেবা করাইল আর॥ এতেক বলিয়া তেই কান্দিলা বিস্তর। ক্রন্দনে ভাসিল তার বসন সকল॥ বড় অনুরাগ হৈল চিত্তের ভিতর। নিবারিতে নারে চিত্ত হইল ফাঁফর॥ কাতর নয়ন করি বলে ধীরে ধীরে। নিবেদন করি কিছু চরণ কমলে॥ না দেহ প্রবোধ আমি যাব তোর সঙ্গে। তোমার নিষ্ঠুর বাণী পোড়ে সব অঙ্গে॥ শচীরে বিদায় দিবি কোরে কোন যুক্তি। তাহার সম্মুখে ইহা কহে কোন ব্যক্তি॥ বিষ্ণুপ্রিয়া মরিবে শবদ মাত্র শুনি। এ কথায় সন্নিধান করহ আপনি॥ এতেক বচন যবে ভক্তগণ বৈলা। অন্তরে করুণা প্রভু হাসিতে লাগিলা॥ শুনহ সকল জন বচন প্রভুর। কোন কালে তো সবার না হব নিষ্ঠুর॥ নীলাচলে বাস আমি করিব সর্ব্বথা সর্ব্বদা আসিবে যাবে লাগি পাবে তথা॥ আছিল অধিক প্রেম বাড়িল অপার। হরিগুণ সংকীর্ত্তন ভরিল সংসার॥ কাহার হৃদয়ে নাহিবেক দুঃখ শোকে। সংকীর্ত্তন সমুদ্রে ডুবিবে সর্ব্বলোকে॥ কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা মোর মাতা শচী। যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি॥ এ বোল শুনিয়া সবে পড়িলা চরণে। সত্য করি কহ প্রভু যে বৈলে বচনে॥ সত্য সত্য করি পঁহু বোলে বার বার। নীলাচলে বাস সত্য হইবে আমার॥ শচীদেবী সম্মুখে দাণ্ডাইতে নারে গিয়া দাণ্ডাইলা দুজনার দুহাত ধরিয়া॥ হাসিয়া কহয়ে পঁহু সকরুণ হিয়া। মিছা শোক ময় পূর্ব্ব আত্মা পাসরিয়া॥ চলি যাহ কিছু শোক না করিহ চিত্তে। নির্ম্মৎসর হঞা থাক এ সবা সহিতে॥ এ বোল বলিয়া পঁহু

বোলে হরিবোল। সত্বর চলিল উঠে ক্রন্দনের রোল॥ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি পাছে যায় প্রভু। দণ্ড দুই গিয়া পাছে পথ চাহি প্রভু॥ দাণ্ডাইল মহাপ্রভু আচার্য্য বিলম্বে উত্তরিলা আচার্য্য কাকলি অবিলম্বে॥ বয়ান বিরস ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তাহে। কাতর বচনে কিছু প্রভুকে সোধায়হে॥ তুমি পরদেশে যাহ এই বড় দুঃখ। তাহাতে আতুয় এক পোড়ে মোর বুক॥ আপনার অন্তর কথা করিব গোচর। নিশ্চয় করিবে প্রভু ইহার উত্তর॥ তোর নিজজন যত তোমার বিচ্ছেদে। কান্দয়ে কাতর হঞা চরণারবিন্দে॥ আমার পাপিষ্ঠ প্রাণ নাহি রবে কেনে। এ কাট কঠিন অশ্রু নাহিক নয়নে॥ আমার অধিক আর দুরাচার নাই। তোমার বিচ্ছেদে হিয়া প্রেম উঠে নাই॥ এ বোল শুনিয়া পহু হাসি কৈল কোলে। কহিল তাহার তত্ত্ব সুমধুর বোলে॥ তোমার প্রেমার আমি ছাড়িতে না পারি। তে কারণ তোমরে প্রেমা গাঁঠেতে সম্বরি॥ ইহা বলি আলাইলা বসনের গ্রন্থি। প্রেমায় বিহ্বল সে আচার্য্য মনে চিন্তি॥ নয়ন সাগরে বহে সাত পাচ ধারা। নির্ভয় প্রেমায় সম্বেদনা নাঞি তারা॥ আস্তে ব্যস্তে সম্বরণ করয়ে ঠাকুর। সম্বরণ কৈলে সেই আচার্য্য চতুর॥ এইত কারণে তোর প্রেমা উঠে নাই। তোমার প্রেমায় আমি চলিতে না পাই॥ তোর প্রেমার বশ আমি শুনহ আচার্য্য। পুর্ব্ব স্মঙরিয়া বৃথা রহ নিজ কার্য্য॥ এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর। সকল ভকত গেলা আপনার ঘর॥ কহয়ে লোচন শুন গোরা ঠাকুরাল। সন্ন্যাস করিল হিয়া রহি গেল শাল॥

সবারে বিদায় দিয়া চলিলা ঠাকুর। শূন্যাকার হৈল সব সে নদীয়া পুর॥ পণ্ডিত শ্রীগদাধর অবধুত রায়। আর কত নিজজন সঙ্গে চলি যায়॥ প্রেমায় বিহ্বল প্রভু চলি যায় পথে। টলমল করে অঙ্গ না পারে চলিতে॥ ক্ষণে শীঘ্রগতি যায় সিংহ পরাক্রম। ক্ষণে হুহুঙ্কার ছাড়ে বলে হরিনাম॥ ক্ষণে নাচে গায় ক্ষণে সকরুণে কান্দে। ক্ষণে

আলসাট মারে প্রেমের উন্মাদে॥ অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। বিপুল পুলকে সে ঢাকিল কলেবর॥ ক্ষণে যে মন্থন গতি অলৌকিক কহে। ক্ষণে ক্ষণে অট্টহাস দাণ্ডাইহা রহে॥ যদি বা কখন ভক্ষ্য উপসন্ন হয়। নিবেদন কহে বলি কিছু নাহি খায়॥ অনেক যতনে দুই তিনে করে ভিক্ষা। লোক অনুগ্রহে সে প্রকারে লোক শিক্ষা॥ সব নিশি জাগরণ লয় হরিনাম। ডাকিয়া কহয়ে এই শ্লোক অনুপাম॥

তথাহি। রাম রাঘব২ রাম রাঘব ত্রাহিমাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ত্রাহিমাং॥

এই শ্লোক সুমধুর স্বরে গায় পহু। প্রেমার আনন্দে গদ গদ হাসে লহু। এককালে একঠাঞি যাত্রিক সমুহে॥ পথে রাখিয়াছে দানী পাপিষ্ঠ দুরুহে॥ অনেক মন্ত্রণা সে দিতেছে সবারে। আগু যাঞাছিলা পহু নেউটে সত্বরে॥ অবধুত গদাধর পণ্ডিত বিস্ময়। কি কারণে পুনঃ নেঙটিয়া প্রভু যায়॥ চিন্তিতে২ তার যায় পাছে২। কত দুরে দেখে দানী যাত্রী রাখিয়াছে॥ কারণ দেখিয়া ভেল হিয়া চমকিত। পুলকে ভরল অঙ্গ অতি আনন্দিত॥ যাত্রীকে দেখিয়া প্রভু অরুণ বদন। সত্বরে চলিলা মত্ত সিংহের গর্জ্জন॥ প্রভুকে দেখিয়া যাত্রী কান্দে উচ্চ রায়। ত্রাস পাঞা শিশু যেন মায়ের কোলে যায়॥ দীন বনজন্তু যেন দগ্ধ দাবানলে। সন্তাপিত হঞা পড়ে জাহ্নবীর জলে॥ প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে সর্ব্ব জন। দেখিয়া পাপিষ্ঠ দানী গুণে মনেমন॥ এরূপ মানুষ নাই জগত ভিতর। এই নীলাচল চাঁদ জানিল অন্তর॥ ইহা সবাকারে আমি দিনু এত দুঃখ। কি করয়ে তারে মোর দুরে হালে বুক॥ এতেক চিন্তিয়া মনে সেই মহাদানী। প্রভুর চরণে পড়ি কহে কাকুবাণী॥ ছাড়ি দিব যাত্রীগণ না সাধিব দান। অন্তরে জানিনু পহু তুমি ভগবান॥ এ বোল শুনিয়া তিনি মুচকি হাসিয়া। সুখে চলি যায় যাত্রগণ জুড়াইয়া॥ হেনই সময়ে কত দুরে একদানী। ডাকিতে২

আইসে উভ করি পাণি॥ দেখিয়া ঠাকুর কহে উভ করি বাহে। হাত সনে সেই দানী সেইখানে রহে॥ দেখি গদাধর নিত্যানন্দের উল্লাস। গৌরাঙ্গ চরিত্র কহে এ লোচন দাস॥

এই মতে গৌর পহু চলি যায় পথে। যেখানে যে দেবস্থলী দেখিতে দেখিতে॥ রহি রহি যান প্রভু প্রতি গ্রামে গ্রামে। নর্ত্তন করিয়া সব দেবতার স্থানে॥ এক অদ্ভুত কথা দেখি তার মাঝে। যে করিল নিত্যানন্দ অবধূত য়াজে॥ নিত্যানন্দ করে দণ্ড দিয়া গৌরহরি। কিছু আগে হৈল নিত্যানন্দ পাছে করি॥ প্রেমায় বিহ্বল প্রভু যায় মহাবেগে। আপনা পাসরে কৃষ্ণ প্রেম অনুরাগে॥ গদাধর আদি যত সঙ্গে চলি যায়। দেখি নিত্যানন্দ অতি দূরে পাছু যায়॥ গণিতে গণিতে তবে যায় ধীরে২। মোর বিদ্যমানে প্রভু দণ্ড করি করে॥ সে হেন সুন্দর বাশী ত্রৈলোক্য মোহন। ছাড়িয়া ধরিব দণ্ড সহিব কেমন॥ সন্ন্যাস করিল পহু মুণ্ডাইয়া মাথা। জন্মাবধি হৃদয়ে রহিল মহাব্যথা॥ চিন্তিতেই দুঃখ বাড়িল বিস্তর। ভাঙ্গিলেন দণ্ড থুই উরুর উপর॥ ভগ্ন দণ্ড তুলি লঞা ফেলিলেন জলে। সঙ্কোচ লাজে পহু চলে ধীরে২॥ কতক্ষণে একত্র হইলা দুই জনে। সুধাইলা প্রভু দণ্ড না দেখিয়ে কেনে॥ পহু সঙ্কোচে কিছু না দেই উত্তর। বিস্ময় লাগিল পহু চিন্তিল অন্তর॥ পুনরপি পুছে পহু দণ্ড থুইলা কোথা। দণ্ড না দেখিয়া হিয়া লাগে বড় ব্যথা॥ এবোল শুনিয়া কহে নিত্যানন্দ রায়। তোর হাতে দণ্ড দেখি পোড়ে মোর গায়॥ সন্ন্যাস করিলে পহু মুণ্ডাইলে মুণ্ড। ততোধিক দুঃখ আর স্কন্ধে ধর দণ্ড॥ ইহাতে অধিক প্রাণ পোড়য়ে আমার। দেখিয়া করণ তোর যত অবেভার॥ সহিতে না পারি ভাঙ্গি ফেলাইল জলে। যে কর সে কর গদ গদ ভাষে বলে॥ এবোল শুনিয়া পহু ভৈগেল দুঃখিত। রুষিয়া কহিল সব কর বিপরীত॥ মোর দণ্ডে বৈসে যতেক দেবগণ। হেন দণ্ড ভাঙ্গি কি সাধিলে প্রয়োজন॥ দেবতার পীড়ায় না জান কত দোষ। কিছু যদি বলি পাছে কর

মহারোষ॥ এ বোল শুনিয়া নিত্যানন্দ পহু হাসে। প্রভুরে কহয়ে কিছু গদ গদ ভাষে॥ দেবতা আশ্রম পীড়া নাহি করি আমি। ভাল কৈল মন্দ কৈল সব জান তুমি॥ তোর দণ্ডে বৈসে যত তোর দেবগণ। কান্ধে করি লঞা যাহ সহিত কেমন॥ তুমি তার ভাল কর আমি করি মন্দ। কি কারণে তোর সঙ্গে করি মহাদ্বন্দ্ব॥ অপরাধ কৈল পহু ক্ষণ একবার। তোর নামে নিস্তারয়ে জগত সংসার॥ নাম মাত্র নিস্তারয়ে জগতের লোক। তোর মুখ দেখিয়া ঘুচয়ে সর্ব্বশোক॥ সে হেন বিনোদ চূড়া মুড়াইল মাথা। ভক্ত জন হৃদয়ে দারুণ এই ব্যথা॥ তোর মুখ না দেখি ভক্তের প্রাণ ফাটে। ভয়ে কেহ নাহি কয় তোমার নিকটে॥ তোমারে কহিতে নারয়ে কোন জন। অন্তর বিদরে সবে না বলে বচন॥ মোর প্রাণ পোড়ে নিরন্তর ইহা দেখি। হয় নয় পুছ ভক্তগণ ইথে সাক্ষি॥ ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড ভক্ত গণ দুঃখে। দণ্ড নহে শেল যেন ছিল মোর বুকে॥ এ বোল শুনিয়া পহু না দিল উত্তর। বিরস বদন কিছু হরিষ অন্তর॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সব রস জানে। ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড এ লোচন গানে॥

তবে সেই মহাপ্রভু চলি যায় পথে। তমলিতে উত্তরিলা মহাপুণ্যক্ষেত্রে॥ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান দেখি শ্রীমধুসূদন। প্রেমায় অবশ হৈলা আনন্দিতমন॥ এই মতে কত দিন পথে চলি যায়। উত্তরিল মহাপ্রভু গ্রাম রেমুনায়॥ বহাপরী রেমুনাতে আছয়ে গোপাল। দেখিবারে ধায় পহু আনন্দ অপার॥ পূর্ব্বে বারাণসী তীর্থে উদ্ধব স্থাপিতে। ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য্যে আইলা আচম্বিতে॥ ইহা বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার। উদ্ধবের পহু বলি ছাড়ে হুহুঙ্কার॥ নয়ন সফল আজি দেখিনু ঠাকুর। উদ্ধব সম্বন্ধে প্রেম হইল প্রচুর॥ উদ্ধব২ বলি ডাকে আর্ত্তনাদে॥ প্রেমায় বিহ্বল পহু ভূমি পড়ি কান্দে। অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার॥ পুলকে ভরল অঙ্গ কম্প বারবার। উদ্ধবের পহু বলি প্রদক্ষিণ করে॥ নিজজন সঙ্গে

নাচে হরি হরি বোলে॥ উথলিল প্রেমানন্দ বাড়িল উল্লাস। প্রেমায় ছাইল সব এ ভূমি আকাশ॥ আনন্দে দেবতাগণ ধায় অন্তরীক্ষে। অনিমিষ আখিতারা প্রভুকে নিরাখে॥ সহস্র লোচনে তথা চায় এক দিঠে। অমৃত অধিক গোরা অঙ্গ লাগে মিঠে॥ হেনই সময়ে শ্রীমুরতি গোপাল। মস্তক উপরে পুষ্প মুকুট তাহার॥ আচম্বিতে মস্তকের মুকুট খসিতে। ভূমি লাগি পড়িল প্রভু তুলি নিল মাথে॥ চৌদিগে সকল লোক হরি হরি বলে। আকাশে পরশে হেন প্রেমের হিল্লোলে॥ দেখি ইন্দ্র দেবরাজ প্রভু বিশ্বম্ভর অদ্ভুত দেখিয়া নাচে প্রণত কন্দর। নিতান্ত নাচয়ে পহু নাহিক বিরাম॥ সন্ধ্যা সময়ে গেল নৃত্য অবসান। নানা উপহার দ্রব্য কৃষ্ণে নিবেদিত। প্রভুর সম্মুখে বিপ্র কৈল উপনীত॥ আনন্দিত মহাপ্রভু লঞা নিজজন। সন্তোষে করিল মহাপ্রসাদ ভোজন॥ রজনী গোঞাইল কৃষ্ণ কথায় আনন্দে। প্রভাতে চলিলা নিজজন করি সঙ্গে॥ এইমতে নানাস্থানে পথে যাইতে যাইতে। নদী বৈতরণী তবে আইল আচম্বিতে॥ স্নান দান কৈলে নদী পতিত পাবনী। আর তাহে স্নান কৈলা ঠাকুর আপনি॥ তবে চলি যায় সেই পরম চতুর। দেখিবারে বাড়ে সাধ বরাহ ঠাকুর॥ তাহা দেখি সর্ব্ব লোক দুকুল উদ্ধারে। তারে নমস্কার যায় গ্রাম জাজপুরে॥ তাহে ব্রহ্মা যজ্ঞ কৈলা লঞা নিজজন। ব্রাহ্মণের দিল গ্রাম করিয়া শাসন॥ মহাপাপী নর যদি সে নগরে মরে। সর্ব্ব পাপ মুক্ত হঞা শিবরূপ ধরে॥ শত শত আছে তথা শঙ্করের লিঙ্গ। সবা নমস্করি যায় গৌরাঙ্গ গোবিন্দ॥ আনন্দ হৃদয়ে যায় বিরজা দেখিতে। বিরজার মহিমা কেবা জানয়ে কহিতে॥ কোটি কোটি পাতক নাশয়ে দরশনে। বিরজা দেখিলা পহু হরষিত মনে॥ নমস্কার করি পহু কহিছে বচন। দেহ প্রেম ভক্তি মোরে কৃষ্ণের চরণ॥ এবোল বলিয়া পহু পুনঃ চলি যায়। পিতৃ পিণ্ড দান কৈল এ নাভি গয়ায়॥ ব্রহ্মকুণ্ড জলে স্নান কৈল

হরষিতে। দেব কার্য্য সমাধি পহু চলিলা ত্বরিতে॥ মহা পুণ্যস্থানে সেই শিবের নগর। দেখিতে দেখিতে দেখে লিঙ্গেশ্বরেশ্বর॥ কহিতে না পারি সে নগর পরিপাটি। ত্রিলোচন আদি করি আছে লিঙ্গ কোটি॥ হেনই সময়ে কহে বৈষ্ণব সকল। তোমা দেখি সর্ব্বতীর্থ হইল সফল॥ এই মতে সর্ব্বজনে পথে চলি যায়। কত দূরে দানী শুনি চিন্তিল উপায়॥ হেনই সময়ে সেই শ্রীমুকুন্দ দত্ত। পহুর সম্মুখে কহে জানয়ে যে তত্ত্ব॥ এই হৈতে দানীকে নাহিক আর ভয়। আমি সব জানি দুষ্ট যেখানে যে রয়॥ এবোল শুনিয়া পহু মুচকি হাসয়ে। কি বলিব তোকে মুই তুমি মহাশয়ে॥ এত দূর প্রতিপালি আনিলে আমারে। ইহা বলি চলি গেলা ভিক্ষা করিবারে॥ গদাধর আদি করি আর যত জন। স্থানে স্থানে যায় করিবারে ভিক্ষাটন॥ হেনকালে এক দানী রাখে তাসবারে। মহাক্রোধে হঞা দানী বান্ধে মুকুন্দেরে॥ সব দিন রাখিয়াছে ক্রোধ নাহি পড়ে। অনেক যতনে প্রবোধিল সন্ধ্যাকালে॥ তাসবার আছিল সম্বল একখণ্ড। কাটিয়া নিলেক সেই পাপীষ্ঠ দুরন্ত॥ সন্ধ্যাকালে সবে ভিক্ষা করি স্থানে স্থানে। সঙ্কেত মণ্ডপে সবে আইলা জনে জনে॥ সেইত মণ্ডপে আইলা আপনি ঠাকুর। দেখি সর্ব্বজন হয় আনন্দ অঙ্কুর॥ চরণে পড়িয়া কান্দে শ্রীমুকুন্দ দত্ত। আজিহো না জানা পহু তোমার মহত্ব॥ তোমার সম্মুখে বলো নাহি দানী ভয়। তাহার লাগিয়া তোর এত দূর হয়॥ জানিয়া না জান প্রভু তুমি ভগবান। তোমার উপরে আর কে সাধিব দান। তোমায় নির্ভয় করিবারে কহো কথা। ভাল হৈল দানী মোর করিল অবস্থা॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু গদাধরে পুছে। প্রত্যেক কহিলা দানী যত করিয়াছে॥ শুনিয়া ঠাকুর কহে নহে উত্তরোল। ভাল হৈল বলিয়া মাত্র হৈল এহ বোল॥ কতক্ষণে সেই স্থানে দানীর ঈশ্বর। প্রভু নমস্কার করে বিনয় বিস্তর॥ হেনই সময়ে কহে বৈষ্ণব সকল।

অনেক যন্ত্রণা দিল তোমার নফর॥ কাড়িয়া লঞাছে রাজা সবার কম্বল। এবোল শুনিয়া সেই সঙ্কোচ অন্তর। নূতন কম্বল দিল দানীর ঈশ্বর। সন্তুষ্ট হইল তবে সবার অন্তর॥ তবে সেই দানীশ্বর পরণনাম করি। বিদায় করিয়া গেল আপনার পুরী॥ এই মতে সকল রজনী গেল সুখে। প্রাতঃকালে প্রাতক্রিয়া করিয়া কৌতুকে॥ বিরজা দেখিতে প্রভু যায় আরবার। তাহা দেখি সবলোক তরয়ে সংসার॥ বিরজায় নমস্করি চলি যায় রঙ্গে। উঠিল কৃষ্ণের প্রেমা পুলকিত অঙ্গে॥ চলিলা ঠাকুর সেই সিংহ পরাক্রমে। ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা একাম্বক গ্রামে॥ সেই গ্রামে আছে শিব পার্ব্বতী সহিত। দেখিবারে ধায় প্রভু উনমত চিত॥ কত দুর হৈতে প্রভু দেখিল দেউল। উৎকণ্ঠায় বাড়িত চিত প্রেমায় বাউল॥ দেবল উপরে শোভে পতাকা সুন্দর। শিবলিঙ্গময় লেই একাম্ব নগর॥ পতাকা দেখিয়া প্রভু নমস্কার করি। ক্রমে ক্রমে গিয়া প্রবেশিলা শিবপুরী॥ এক কোটি লিঙ্গ আছে একাম্ব নগরে। হাটিয়া যাইতে প্রাণ হালে কাঁপে ডরে॥ বিশ্বেশ্বর আদি করি আছে লিঙ্গ কোটি। দেখিতে সন্দেহ হৈল নগরের মাটী॥ বৈকুণ্ঠ সদৃশ স্থান ইথে নাহি আন। দেখিতে পরম সুখ যুড়ায় পরাণ॥ শিবের আলয় স্থান না যায় বর্ণন। সেস্থান বর্ণিবে হেন আছে কোন জন॥ মহাবিন্দু সরোবর মহাতীর্থ জলে। আর নানা পূণ্য তীর্থ বৈসেন নগরে॥ পুরী প্রবেশিয়া দেখি পার্ব্বতী শঙ্কর। নমস্কার করি প্রভু প্রেমায় বিহ্বাল॥ সব জন দেখিলেন পার্ব্বতী মহেশ। লিঙ্গ দরশনে সবার হৃদয়ে সন্তোষ। মহেশ দেখিয়া প্রভুর আবেশ শরীর। টলমল করে তনু নাহি রহে স্থির। অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। পুলকে ভরল অঙ্গ পড়ে বারবার॥

তথাহি। নমোস্তে ত্রিদেবেশ্বরায় ভূতাদি নাথায় মৃতায় নিত্যং। গঙ্গা তরজো ক্ষতরামচন্দ্র-চুড়ায় গৌরীনয়নোৎসবরায়। সন্তরু চাসিকর

চন্দ্রনীলপদ্ম প্রবালাম্বু দকান্তি বক্রে স্যুর্নির্ত্য-
রঙ্গেষ্ট বরপ্রদায় কৈবল্যনাথায় বৃষধ্বজায়।
সুধাংশু সূর্য্যাগ্নিবিলোচনে ন তমনিহন্তে জগতঃ
শিবায়। সহস্র ভুঞ্জাহং সহস্ররশ্মিসহ সঞ্চি
দুরতেজ সেতু। নাগেশ্বরত্মাজন বিগ্রহায়
শার্দ্দুল চম্মাঙ্গুক দিব্য তেজ সেই। সহস্র
পাত্রেপরি সংস্থিতাশ রত্নাঙ্গদ মুক্ত ভুজবারায়।
সুনুপুরা রঞ্জিত পাদ পদ ক্ষরৎ সুরভৃত্যাসুখ
প্রদায়। বিচিত্র রত্নার্ঘ্য বিভুষিতায় প্রেমালসে
বাস্তু হরৌ বিযৌহ। ইতি।

এই মতে মহাপ্রভু পড়ে শিবস্তব। চৌদিগে করয়ে স্তব সকলে বৈষ্ণব॥ হেনই সময়ে সেই শিবের সেবক। গন্ধ চন্দনমালা দিলেন কৌতুকে॥ শিবে নমস্করি পঁহু বাহিরে আসিয়। বিশ্রাম করিলা এক গৃহে প্রবেশিয়া॥ কৃষ্ণে নিবেদিত অন্ন ভোজন করিলা। পথের আয়াসে নিশি শুইয়া রহিলা॥ শয়ন সময় কৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান। হেনকালে কুরয়ে হৃদয় অনুমান॥ শিব মহাপ্রসাদ পাইয়ে ভাগ্য-বশে। ভক্ষণ করিয়ে হেন আছ পতি আশে॥ এই মতে মহাপ্রভু অনুমান করে। পানা পরসাদ লহ একজন বলে॥ উঠিয়া প্রসাদ পানা লইয়া ঠাকুর। পানা পান করি সুখ বাড়িল প্রচুর॥ সব জনে দিল যে আছিল অবশেষ। ভক্ষণ করিব শিব ভকতি বিশেষ॥ এই মতে মহাপ্রভু বঞ্চিলা সে রাতি। প্রভাতে উঠিলা পঁহু ত্রিজগত পতি॥ প্রাতঃ-ক্রিয়া করি স্নান বিন্দু সরোবরে। চলিলা ঠাকুর নমস্করি মহেশ্বরে॥ প্রভুর সংহতি সে চলিলা চারিজন। এই পর-সঙ্গ এক কহিব কখন॥ মুরারিতে দামোদরে যে ছিল বচন। শুন সাবধানে তাহা কহিব এখন॥ মুরারিকে পুছিল পণ্ডিত দামোদর। শিবের নির্ম্মাল্য কেন লইল ঈশ্বর॥ অগ্রাহ্য শিবের নির্ম্মাল্য ভৃগুশাপে। তবে পরিগ্রহ কেন কৈলে পঁহু আপে॥ আপনে ব্রহ্মণ্যদেব সেই মহাপ্রভু। জানিঞা

শুনিয়া কেন লজ্জিলেন তবু॥ মুরারি কহয়ে শুন দেব দামোদর। আমি কি জানিয়ে পঁহু মরম উত্তর॥ নিজ বুদ্ধি অনুমানে কহি যে উত্তর। তোর মনে লয় যদি রাখিহ অন্তর॥ বিশের সেবক যেই শিবপূজা করে। উচ্ছিষ্ট না লয় হরি হরে ভেদ করে॥ তাহারে ব্রহ্মণ্য শাপ করিল এ তত্ত্ব। অবোধ তাহার মতি না জানে মহত্ব। ভেদবুদ্ধে পূজা করে না লয় প্রসাদ। ইহার বিচারে বাড়ে অনেক প্রমাদ॥ হরি হর এক আত্মা না জানে যেই জন। সে জন করিব কেন প্রমাদ লঙ্ঘণ॥ অভিন্ন করিয়া যেবা করয়ে পূজন। শিবের নির্ম্মাল্য যেবা করয়ে ভক্ষণ॥ শিবের নির্ম্মাল্য খায় অভেদ চরিতে। তাহারে অধিক হরি হরের পিরীতে॥ লোক শিক্ষা লাগি প্রভু করি অবতার। দামোদর বলে এক ঘুচিল জঞ্জাল॥ শুনিয়া সকল জন আনন্দিত চিত। কহে এ লোচন দাস গৌরাঙ্গ চরিত॥

তবে পূনঃ শুন গোরাচাঁদের চরিত। বরিষয়ে প্রেমা প্রভু নূতন অমৃত॥ পথে চলি যায় প্রভু নিজজন সঙ্গে। দেখিলেন কপোত ঈশ্বর মনলিঙ্গে॥ তাহে নমস্করি প্রভু চলি যায় পথে। পূণ্যতীর্থে নানা লিঙ্গ দেখিতে দেখিতে॥ তবে দেখি ভাগ্যমানে নদী ভাগ্যবতী। তাহে স্নান কৈল প্রভু সবাগণ সংহতি। স্নান সমপিয়া প্রভু চলি যায় পথে। জগন্নাথ মন্দির দেখিল আচম্বিতে॥ চন্দ্রের কিরণ যেন উজ্জ্বল দেউল। পবন চলিত তাতে পতাকা রতুল। নীলগিরি মধ্যে হরি মন্দির সুন্দর। কৈলাস জিনিয়া তেজ অদ্ভুত ধবল॥ অভিন্ন খঞ্জর এক বালকের ঠান॥ দেউল উপরে প্রভু দেখি বিদ্যমান॥ শরাসন হস্তে ঘন করয়ে আহ্বান। দেখিয়া বিহ্বল পহু কররে প্রণাম॥ ভুমিতে পাতল প্রভু নাহিক নম্বিত। নিঃশব্দে রহিলা যেন ছাড়িল জীবিত॥ তা দেখিয়া সবজন মূর্চ্ছিত অন্তর। প্রভু প্রভু বলি ডাকে না দেহ উত্তর॥ কি হৈল কি হৈব বলি চিন্ত গুণে তারা। কিছু নাহি স্ফুরে যেন জীবিতেই মরা॥ হেনই সময়ে প্রভু

উঠিলা সত্বরে। পুলকিত সব অঙ্গ প্রেমার বিহ্বলে॥ দেখিয়া সকল জন বৈল পুনর্ব্বার। মইল শরীরে যেন জীউর সঞ্চার॥ তা সবারে মহাপ্রভু পুছয়ে বচন। দেউল উপরে কিছু না দেখ নয়ন॥ নীলমণি বরণ কিরণ উজীয়াল। ত্রৈলোক্যমোহন এক সুন্দর ছাওয়াল॥ তা সবারে মহাপ্রভু পুছয়ে বচন। দেউল উপরে শিশু দেখহ নয়ন॥ কিছু না দেখিয়া তারা কহয়ে দেখিল। পুনঃ মোহ যায় পুছে আশঙ্কা রহিল॥ পুনঃ তা সবারে প্রভু কহয়ে উত্তর। দেউল উপরে দেখ বালক সুন্দর॥ প্রসন্ন বদন পুর্ণামৃত যেন রূপ। আলোল অঙ্গুলি করতলে অপরূপ॥ আমারে ডাকয়ে কর কমল লাবণ্য। বাম করে বেণু শোভে ত্রিজগতে ধন্য॥ এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর। আনন্দে চলিল যত বৈষ্ণব সকল॥ কোটি ইন্দু যিনি অঙ্গ গোরা রূপ ছটা। ঝলমল করে সে চন্দন দীর্ঘ ফোঁটা॥ জগন্নাথ মন্দির দেখিয়া গোরায়। পুনঃ পুনঃ পরণাম করি চলি যায়॥ নয়নে গলয়ে জল অবিরল ধারে। বিপুল পুলক সে শোভিত কলেবরে॥ প্রেমায় বিহ্বল প্রভু হৃদয় সত্বর। উত্তরিলা মহাতীর্থ মার্কণ্ডেয়েশ্বর॥ স্নান দান কৈল প্রভু যে বিধি আচার। চলিলা সত্বর পহু করি নমস্কার॥ যজ্ঞেশ্বর নমস্করি অতি হৃষ্টমন। উৎকণ্ঠ হৃদয়ে করে সত্বরে গমন॥ পুনরপি জগন্নাথ মন্দিরে দেখিয়া। পুনঃ পরনাম করে ভুমিতে পড়িয়া॥ অঝর ঝরয়ে দুই নয়নের নীর। বিহ্বল হইয়া কান্দে আরতী গভীর॥ এইমতে গোরাচাঁদ পঁহু না দেখিয়া। দেখা দিল জগন্নাথ পাণি পশারিয়া॥ আইস আইস বলি ডাকে ত্রিজগত রায়। দেখিয়া বিহ্বল প্রভু ভুমিতে লোটায়॥ আনন্দে হাসিয়া কিছু বলিল বচন। কৃপা কর জগন্নাথ দেখিনু চরণ॥ পুনঃ না দেখিয়া পুনঃ করয়ে রোদন। পুনরপি দেখি অতি উলষিত মন॥ কেবল উদ্ভট প্রেমা অরুণিম অঙ্গ। হুহুঙ্কার নামে প্রেমা অমিয়া তরঙ্গ। তবে সেই মহাপ্রভু বলিলা সত্বর। উত্তরিলা বাসু

দেব সার্ব্বভৌম ঘর॥ সার্ব্বভৌম প্রভুরে দেখিয়া হরষিতে। গৃহ ব্যবহার দেয় আসন বসিতে॥ সর্ব্বভৌম দেখি প্রভু কাহিল বচন। জগন্নাথ দেখিবারে উৎকণ্ঠিত মন॥ কেমনে দেখিব আমি দেব দেব রায়। সাক্ষাত করিতে মোর সংভ্রম হিয়ায়॥ এবোল্ শুনিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়। প্রভু অঙ্গ নিরখিয়ে ব্যথিত হৃদয়॥ এ তপ্ত কাঞ্চন গৌর সুমেরু সুন্দর। বদন চন্দ্রিম রূপ করে ঝলমল॥ কম্বু কণ্ঠ সিংহ গ্রীব সজল লোচন। আজানুলম্বিত ভুজ সর্ব্ব সুলক্ষণ॥ উজ্জ্বল কৃষ্ণের প্রেমা আরতি বিহ্বল। পুলকে আনন্দ অঙ্গ করে টলমল॥ দেখিয়া সম্ভমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। গণিতে লাগিলা দেখি সকল আশ্চর্য্য॥ এ রূপে মানুষ নাহি সকল জগতে। দেবতা ভিতরে নাই না পারি গণিতে॥ বৈকুণ্ঠের নাথ প্রভু আইলা আপনে। এই সেই ভগবান বুঝে অনুমানে॥ এতেক চিন্তিয়া সার্ব্বভৌম মহাজন। আপন অনুজে দেখি কহিতে বচন॥ সত্বরে চলহ তুমি চৈতন্য সংহতি। সাবধান শুন যেই বলে মহামতি॥ জগন্নাথ মহাপ্রভু যথা বসিয়াছে। সংহতি সহিত ইহারে তার কাছে॥ এ বোল শুনিয়া হৃষ্ট হৈল গোরারায়। চলিলা যে সার্ব্বভৌম অনুজ সহায়॥ সিংহদ্বারে গেলা প্রভু তনু টলমল। ধরিতে না পারে অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বল॥ স্থির চলিবারে নারে আলাইলা অঙ্গ। সাবধানে কাছে কাছে যায় যত সঙ্গ॥ অনেক শকতি সিংহদ্বারে প্রবেশিলা। সেখানে তুরিতে নাট মন্দিরে উঠিলা॥ গরুড়ের পাছে রহি স্থির দৃষ্টে চাহ। দেখিল শ্রীচাঁদ মুখ জগন্নাথ রায়॥ রতি উলসিত হিয়া ভেল আনন্দ। অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন পুলক কদম্ব॥ হাত পাচ ধারা বহে নয়নের জলে। আপনা পাশরে প্রেমা অমিয়া হিল্লোলে॥ ভূমিতে পড়িলা প্রভু অবশ শ্রীঅঙ্গ। পাতালে খসিল যেন সুমেরুর শৃঙ্গ। প্রেমার আবেশে মূর্চ্ছা ভেল ভগবান। দুই হস্ত দৃঢ় মুষ্টি মুদিত নয়ান। ব্যত্যস্ত বসন ভেল বিরস শরীর॥ দেখি দ্বিজগণ ভেল

দেউল বাহির। বাহু পসারিয়া জগন্নাথ কৈল কোলে॥ জগন্নাথ সম্মুখে নাচয়ে হরি বোলে। তবে সবে অনুমানি সঙ্গে যত জন॥ প্রভু লঞা গেলা সার্ব্বভৌমের আশ্রম। সার্ব্বভৌম ঘরে প্রভু সম্বেদন হৈলা॥ গুণ সংকীর্ত্তনে পুনঃ নাচিতে লাগিলা। দেখি বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য॥ হৃদয় আহ্লাদ মহা দেখিয়া আশ্চর্য্য। তবে পুনঃ মহাপ্রভু নৃত্য অবসানে॥ ভিক্ষা আমন্ত্রণ তারে দিল ভক্তজনে। জগন্নাথ অন্ন মহাপ্রসাদ পাইয়া॥ মস্তকে বন্দিলা প্রভু হাসিয়া হাসিয়া। নিজ জন সঙ্গে অন্ন করয়ে ভোজন। হেন কালে শ্রীনিবাস পুছয়ে বচন॥ এক নিবেদন পদে করিতে ভরাঙ। নির্ভয়ে কহিয়ে তবে যদি আজ্ঞা পাঙ॥ প্রসাদ দেখিয়া প্রভু হাসিলা যে কালে। মোর মনে হৈল কিছু আছয়ে অন্তরে॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অধিক উল্লাষ। কহরে অন্তর কথা করিয়া প্রকাশ॥ কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা প্রসাদ হেন ধন। শৃগাল কুকুরে খায় শুনহ ব্রাহ্মণ॥ ইন্দ্র চন্দ্র কিবা শিব ব্রহ্মা আদি জনে। সবার দুর্লভ বস্তু না পায় কথনে॥ নারদ প্রসাদে শুক আদি ভক্তজন। তাহার দুর্লভ এই কহিল মরম॥ হেন মহাপ্রসাদ ভুঞ্জয়ে সর্ব্বজন। কহিল মরম কথা এই মোর মন॥ হেন মহাপ্রসাদ পাইয়া সেই জন। অন্য বুদ্ধি করি যেবা না করে ভক্ষণ॥ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত তার যত থাকে পুণ্য। সেহ নষ্ট হয় সে শুকরে হয় জন্ম॥ কুকুরের মুখ হইতে যদি পড়ে তবু। পাইলেই মাত্র খাব দোষ নাহি কভু॥ তবে মহাপ্রভু ভিক্ষা করিয়া সাদরে। সন্ধ্যাকালে যায় জগন্নাথ দেখিবারে॥ শ্রীমন্দিরে প্রবেশিয়া দেখিল শ্রীমুখ। ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তর কৌতুক॥ ধূপদীপ মাল্য আর সুমধুর গন্ধ। নিবেদন করে বিপ্র দেখিয়া আনন্দ॥ ঝলমল তেজ দেখি বদন ছটাক। একত্র হইল যেন চাঁদ লাখেলাখ॥ নবীন মেঘের যেন অঙ্গের কিরণ। তাহে অপরূপ দুই কমললোচন॥ দেখিয়া আনন্দ সিন্ধু ডুবিল ঠাকুর। ভূমিতে লোটায় প্রেমা বাড়িল

প্রচুর॥ সুমেরু পর্ব্বত যেন দীঘল শরীর। ভূমে গড়াগড়ি যায় আনন্দে অস্থির॥ তবে চিত্তে সম্বেদন হৈলা ততক্ষণে। আপন আশ্রম গেলা নিজজন সনে॥ এইমতে জগন্নাথ দেখিল তিন বার। দিবারাত্রি না জানয়ে আনন্দে পাথার॥ এইমত নিজ জন সঙ্গে কতদিন। কৌতুকে গোঙায় প্রভু প্রেমার অধীন॥ হেনই সময়ে কথা শুন সাবধানে। পুরুষোত্তমে প্রথম প্রকাশে যেন মনে॥ লোক শিক্ষা করায় প্রভু হৈয়া আকিঞ্চন। না বুঝি মানুষ জ্ঞান করে সর্ব্বজন॥ একদিন পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম। প্রভুর পরোক্ষে কিছু কহিল বিভ্রম॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন সব সংপূর্ণ সভায়। তার মাঝে কহে দ্বিজ যে ছিল হিয়ায়॥ মহাবংশে জন্ম সন্ন্যাসী সুপণ্ডিত জন॥ তরুণ-বয়েস হঞা সন্ন্যাস করণ॥ এ সময়ে অনুচিত সন্ন্যাসের ধর্ম্ম। না বুঝিয়া কৈল দ্বিজ এত বড় কর্ম্ম॥ পুনরপি সংস্কার করুক আপনার। বেদান্ত নিখিয়া করুক আশ্রম আচার॥ এথা মহাপ্রভু আছে নিজজন সঙ্গে কৃষ্ণ কথা আলাপে আছেন রস রঙ্গে। আচম্বিতে মুচকি হাসিলা লহু২। অবিরল ধারে যেন বরিষয়ে নহু॥ জানিয়া সকল প্রভু চলিলা তথায়। যথা বসি সার্ব্বভৌম বেদান্ত পড়ায়॥ নিজজন সনে পহু সেথা উপনীত। দেখি ভট্টাচার্য্য উঠে চমকিত চিত॥ বসিতে আসন সগৌরব বাণী। ঠাকুর মাগয়ে বিধি কি করিব আমি॥ তুমি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সব জান। অন্তর পুছিয়ে তোরে কহত বিধান॥ সন্ন্যাস আশ্রম ধর্ম্ম না বুঝিয়া আমি। সন্ন্যাস করিল বিধি বিচারহ তুমি॥ এরূপ বয়েসে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম। কি বিধান আছে পুনঃ উপনীত কর্ম্ম॥ তুমি সব তত্ত্ববেত্তা বেদান্ত বাখান। কি বিধান আছে পুনঃ পড়াহ এখন॥ এ বোল শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্যাচার্য্য। হৃদয়ে সঙ্কোচ কিছু গণয়ে আশ্চর্য্য॥ এথনে কহিল কথা নিজ শিষ্য সনে। এ কথা সকল সন্ন্যাসী জানিল কেমনে॥ মনে অনুমান করি লজ্জায় পীড়িত॥ কিছু না কহিল হিয়া রহিল বিস্মিত॥ তারপর দিনে পুনঃ সার্ব্বভৌম ঘরে। নিজ জনসনে গেলা তারে দেখিবারে॥ বেদান্ত পড়ায় সার্ব্বভৌম

করে বসি। বেদান্ত সিদ্ধান্ত প্রভু পুছে হাসি২ ॥ বেদান্ত নিগুঢ় কথা পুছিলা ঠাকুর। কৃষ্ণ পদাশ্রয় কথা অমৃত অঙ্কুর ॥ শুনি সার্ব্বভৌম ভেল অন্তরে তরাস। এতকাল নাহি শুনি এ হেন বিশ্বাস ॥ পড়িল শুনিল যত এতকাল ধরি। পড়াইল সব শিষ্য অহঙ্কার করি ॥ এখানে সে শুনিলাম বেদান্ত২। এই মহাপ্রভু সেই সরস্বতীকান্ত ॥ এত অনুমানি সার্ব্বভৌম দ্বিজরাজ। কর যোড়ে স্তুতি করে বুঝিলা সে কায ॥ হেনই সময়ে প্রভু ষড়ভুজ শরীর। দেখিয়াত সার্ব্বভৌম আনন্দে অস্থির ॥ উর্দ্ধ দুই হাতে দেখাইল ধনুবর। মধ্যে দুই হাতে দেখে মুরলী অধর নম্র দুই হাতে দণ্ড কমণ্ডলু ধরি ॥ দেখি সার্ব্বভৌম দ্বিজযান গড়াগড়ি। বিহ্বল হইয়া পড়ে পদাম্বুজ আশে ॥ কহয়ে লোচন সার্ব্বভৌম পরকাশে ॥

গদগদ স্বরে কহে সহস্রেক স্তব। চৈতন্য সহস্রনাম লোকে জানে সব ॥ আছিল অনেক কথা সম্বাদ বিস্তার। গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে নারি লিখিবার ॥ তবে সার্ব্বভৌম বহুবিধ স্তুতি কৈল। দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইল ॥ তবে প্রভু শান্ত হৈয়া ভকতবৎসল। সার্ব্বভৌম প্রতি কৈল আশ্বাসে বিস্তর ॥ এহমতে আছে প্রভু আনন্দ কৌতুকে। আনন্দে দেখয়ে নীলাচলবাসী লোকে ॥ আছিল অধিক প্রেমা বাড়িল আবার। জগন্নাথ মহাপ্রভু প্রকাশ অভার ॥ চৈতন্য চরিত কথা কে কহিতে জানে। সম্বরিতে নারি কিছু কহিয়ে বদনে ॥ জানয়ে মুরারী গুপ্ত সে ধন্য তিন লোকে। পণ্ডিতে শ্রীদমোদর পুছিলেন তাঁকে ॥ কহিলা মুরারী গুপ্ত শ্লোকপরবন্ধে। যে কিছু শুনিলে সে দুহার পরসাদে ॥ শুনিয়া মাধুরী লোভে চিত উতরোল। নিজ দোষ না দেখিনু গুণে ভেল ভোর ॥ যে কিছু কহিল নিজ বুদ্ধি অনুরূপ। পাঁচালী প্রবন্ধে কহোঁ মো ছার মুরুখ সূত্রখণ্ড আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড সায়। শেষ খণ্ড আছে আর কহিব কথায় ॥ চৈতন্য চরিত কথা চৈতন্য প্রকাশ। মধ্যম খণ্ড গায় কহে এলোচন দাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থঃ।

অন্ত্য খণ্ড।

কামোদ রাগ।

শেষখণ্ড কহি কথা অমৃতের সার। শুনিতে বাড়য়ে সুখ আনন্দ পাথার॥ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কৈল বহুস্তুতি। কতদিন বঞ্চিলা কীর্ত্তন দিবা রাতি॥ সেতুবন্ধ দেখিবারে চলিলা ঠাকুর। কূর্ম্ম নামে বিপ্র দেখে কূর্ম্ম নামে পুর॥ বাসুদেব নামে বিপ্র আছে সেই গ্রামে। দুইজনা সঙ্গে দেখা হইল এক ঠামে॥ প্রভুর দর্শনে তারা হইল নির্ম্মল। নিরখয়ে গৌর দেহ প্রেমায় বিহ্বল॥ সুমেরু সুন্দর তনু বাহু জানু সম। সিংহগ্রীব কম্বু কণ্ঠ সুদীর্ঘ লোচন॥ ললিত লাবণ্য গতি দেখি বিলক্ষণ। অতি অপরূপ বেশ মোহে ত্রিভুবন॥ মনোহর বেশ অতি ললিত সুন্দর। ত্রিভুবন মোহযায় দেখি কলেবর॥ দেখিতে২ হিয়া ভরিল আনন্দে। এই কৃষ্ণ নিশ্চয় জানিল গৌরচন্দ্রে॥ নিশ্চয় জানিল এই কৃষ্ণ ভগবান। বিনোদ বিলাস লীলা অতি অনুপাম॥ হাহা মহাপ্রভু বলি পড়িলা চরণে। সর্ব্বলোক কান্দে তার প্রেমার কান্দনে॥ তুলিয়া দোঁহারে প্রভু কৈল আলিঙ্গন। প্রকাশ করিলা কথা মধুর বচন॥ শুন শুন ওহে দ্বিজ বচন আমার। কি কার্য্যে আইলা মহী কি কর বিচার॥ কলিযুগে ধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন। প্রকাশ করিলা কৃষ্ণ প্রেমা মহাধন॥ হরিগুণ সংকীর্ত্তন করহ আনন্দ। নাচহ২ লোক হউক মুক্ত বন্ধ॥ এবোল বলিয়া প্রভু

চলিলা সত্বর। আপনাকে আগে তার হৈলা অগোচর॥ চলিতে না পারে পথে বাড়ে প্রেমারঙ্গ। কত যাঞা দেখে দেখে জিয়ড় নৃসিংহ॥ স্মরণ হইল পূর্ব্ব রহস্য কাহিনী। প্রেমায় বিহ্বল কথা কহয়ে আপনি॥ শুন২ সর্ব্ব লোক রহস্য আনন্দ। যেনমতে অবতার জিয়ড় নৃসিংহ॥ কহিব অপূর্ব্ব কথা রহস্য কথন। এক চিত্তে শুন লোক হঞা সাবধান॥ এইখানে আছিল এক পুণ্ডরা গোয়াল। কৃষি কর্ম্ম করে সেই বিহান বিকাল॥ শ্মশান যে খন্দু ভুমি কৈলা উপার্জ্জন। হইল মায়াম্বু খন্দ বড়ই সম্পূর্ণ॥ দিবা রাত্রি রাখে খন্দ নাহি অবসর। না জানি কখন সেই যায় নিজঘর কৃষ্ণনাম ডাকি বুড়া কহে উচ্চস্বরে। খন্দ সমর্পণ আমি করিব তোমারে॥ এইমতে আছে বুড়া মনের হরিষে। আচম্বিতে দেখে খন্দ খাঞা গেল কিসে॥ মহাকোপে কহে বুড়া শুন ভগবান। যে খাইল খন্দ তারে দেখিব নয়ান॥ আর দিন রাত্রি যায় তৃতীয় প্রহর। হেনকালে আইল এক বরাহ তাগর॥ দেখিয়া গোয়াল সেই হৈল সাবধান। খন্দ খায় বরাই সে সারি দুই কান॥ খন্দ খায় লম্বা ছিণ্ডে আপনার সুখে। দেখিয়া গোয়াল গুণ দিলেক ধনুকে॥ খন্দখায় লম্বা ছিণ্ডে সারি দুই কান। মোর হাতে আজি তুমি হারাবে পরাণ॥ ইহা বলি সন্ধান পুরিয়া এড়ে বাণ। নির্ভরে বাজিল বরাহ স্মরে রাম২॥ ধাঞা সান্ধাইল পর্ব্বত গহ্বর ভিতরে। শুনিয়া গোয়ালা বুড়া হইল ফাঁফরে॥ বরাহ হইয়া কেন স্মরে রাম২। বরাহ না হয় এই সেই ভগবান॥ এতেক চিন্তিয়া হইল বুড়া কাতর অন্তর। গহ্বর নিকটে গিয়া কহিছে উত্তর॥ কে তুমি কে তুমি বলে উত্তর না পায়। তিন উপবাস কৈল কাতর হিয়ায়॥ দয়া উপজিল প্রভু করুণা বিধান। আকাশেতে কথা কহে আমি ভগবান॥ আমায় মারিলে তোর কৈনু অপচয়। চিন্তা না করিহ যাহ আপন আলয়॥ এ বোল শুনিয়া বুড়া অধিক কাতর। উপবাসে২ শীর্ণ কলেবর॥ এইমতে উপবাস করিল অনেক। আচম্বিতে উঠিল

গগণে ধ্বনি এক॥ কেমনে অবোধ বুড়া মর অকারণ। অপরাধ নাহি যাহ আপন ভবন॥ পুনরপি বলে বুড়া কাতর বচন। তোমারে মারিলে আমি কি কায জীবন॥ মরিলেহ নাহি ঘুচে এ দোষ আমার। এ দোষ উচিত হয়ে যমের প্রহার॥ শুদ্ধ হইব মুই কোন প্রতীকারে। সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান মারিল তোমারে॥ সবে মাত্র বাণ মুঞি মারিনু তোমারে। পূর্ব্ব পিতৃগণ মোর গেল নরকেরে। এবোল শুনিয়া বাণী হৈল আরবার। নাহি অপরাধ তুষ্ট হইনু অপার॥ এবোল শুনিয়া বুড়া বোলে করযুড়ি! তোমার আজ্ঞায় প্রভু বল ভয় ছাড়ি॥ কেমনে জানিবে মুঞি ঘুচিল এ দোষ। পরসাদ সাক্ষী পাইলে হঙ সন্তোষ॥ এ কথা কহিব আমি রাজার গোচরে। এইমত আজ্ঞা তুমি করিবে রাজারে॥ তবে সে প্রতীত মুঞি পাঙ হিয়া সাক্ষী। সর্ব্বলোক জানে প্রভু হঙ মুই সুখী॥ তবে পুনরপি আজ্ঞা করিলা ঈশ্বর। যে বলিস সেই তবে দিল তোরে বর॥ এবোল শুনিয়া বুড়া হরষিত হঞা। মহাবেগে রাজদ্বারে উত্তরিলা গিয়া॥ দ্বারিকে কহিলা আরে শুন দ্বারিবর। যে কিছু কহিয়ে রাজার করহ গোচর॥ কহিব অপূর্ব্ব কথা লোক অবিদিত। শুনিয়া আমারে রাজা করিব পিরীত॥ এবোল শুনিয়া দ্বারী রাজাকে কহিল। রাজায় আজ্ঞা বুড়া গোচর হইল॥ দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ। আদ্যোপান্ত সব কথা কৈল নিবেদন॥ শুনিয়া তে মহারাজা বিস্ময় লাগিল। নিশ্চয় করিয়া কহ বুড়ারে কহিল॥ পুনরপি কহে বুড়া করিয়া নিশ্চয়। সেইখানে চল গোসাঞি ঘুচুক সংশয়॥ আমারে যেমত আজ্ঞা করিয়া ঠাকুর। সেই মত আজ্ঞা তুমি পাইবে প্রচুর॥ রাজা বলে আজ্ঞা যদি করয়ে ঈশ্বর। আজন্ম অবধি আমি তোমার নফর। এবোল বলিয়া রাজা চলিলা সত্বর। পদব্রজে গেলা যথা পর্ব্বত গহ্বর॥ পর্ব্বত গহ্বরদ্বারে এক মনচিত্তে! বিস্তর মিনতি করে লোটাঞা ভূমিতে॥ অনেক করিল স্তব অনেক বন্দন। প্রণতি করিয়া তবে করে নিবেদন

নমো নমো ভগবান আদি মহেশ্বর। নমো নমো নারায়ণ দয়ার সাগর॥ কৃপাময় প্রভু তুমি দেব দেবশ্বর। দেবের দেবতা তুমি প্রভু যদুবর॥ দুরিত দহন পাপে কর বিমোচন। তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি মন॥ গুণের সাগর তুমি প্রভু দেব হরি। অধম তারহ তুমি শুভঁ দৃষ্টি করি॥ ত্রিজগত নাথ তুমি প্রভু শ্রীনিবাস। তোমার চরণ বিনা অন্য নাহি আশ॥ ত্রিজগত নাথ তুমি এ পদ্মলোচন। করুণা সাগর তুমি জীবের জীবন॥ গহ্বর নিকটে রহি এক মন চিত্তে। বিবিধ প্রকারে স্তুতি কৈল এইমতে॥ দ্রবিলা ঠাকুর আজ্ঞা উঠিল গগণে। মিথ্যা নহে শুন রাজা বুড়ার বচনে॥ মোর ভক্তে জাতি বুদ্ধি না করিলে তুমি। এই গুণে তোরে দরশন দিব আমি॥ দুগ্ধ সেচন তুমি কর এই স্থানে। দুগ্ধ সেচনে আমা পাবে বিদ্যমানে॥ এ বোল শুনিয়া রাজা হরষিত চিত্তে। ঘোষণা পড়িল রাজ্যে দুগ্ধ আনাইতে॥ প্রভুর আজ্ঞায় দুগ্ধ ঢালিলা সেইখানে। অকস্মাৎ মস্তকের চুড়া দেখে বিদ্যমানে॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দে অপার। আনন্দে ভাসয়ে সুখ সাগরে পাথার। হরি হরি বোল শুনি জয় জয় নাদ। নাচয়ে আনন্দ উভ করি দুই হাত॥ যতেক ঢালয়ে দুগ্ধ তত উঠয়ে শরীর। উঠিল শরীর দেখি এ নাতি গভীর॥ অধিক ঢালয়ে দুগ্ধ অন্তর হরিষে। প্রভু অবয়ব সব দেখিবারে আশে॥ উঠিল শরীর জানু দেখি বিদ্যমান। না ঢালিহ দুগ্ধ আজ্ঞা ভেল পরমাণ॥ তবহু ঢালয়ে দুগ্ধ পদ দেখিবার আশে। পদ তল দুইখানি না উঠিল শেষে॥ হেনকালে আজ্ঞাবাণী উঠিল গগণে। না উঠিব পদ আর না কর যতনে॥ এ বোল শুনিয়া রাজা হরিষ বিষাদ। মহামহোৎসব করে পাঞা পরসাদ॥ দেউল মন্দির দিল দিল নানা ভোগরাগ। নয়ন ভরিয়া দেখে হিয়া অনুরাগ॥ এই মতে আছে পহু আনন্দিত চিতে। ডিঙ্গা লঞা এক সাধু আইলা আচম্বিতে॥ ঠাকুর দেখিতে সেই আইল সদাগর। দুই নারী লঞা গেলা দেউল ভিতর। প্রভু নমস্করি সাধু

ভৈগেল বাহির। সাধু বাহির হৈতে দ্বারে লাগিল মন্দির॥ নেউটিয়া দেখে দুই নারী নাহি পাশে। মন্দির ভিতরে তারা প্রভুকে সম্ভাষে॥ বুঝিয়াত সাধু স্তব করে অনুমাদ। দ্রবিলা ঠাকুর তারে করে পরসাদ॥ ঘুচিল মন্দির দ্বারে দেখে দুই জন। পাষাণ হইয়া তারা পাঞাছে চরণ॥ নিজ ভাগ্য মানি পায়ে পড়ে সদাগর। প্রসাদ করয়ে প্রভু বলে মাগ বর॥ চরণে পড়িয়া সাধু করে পরণাম। বরমাগ মোর নামে হব তোর নাম॥ মা বাপ থুইয়ারে মোর নাম যে জীয়ড়। আপনার নামে প্রভু তবু মাগো বর॥ জীয়ড় নৃসিংহ নাম তেই পরকাশ। আনন্দে করয়ে গুণ এ লোচন দাস॥

কৌরাগ।

মরিরে দয়ার নিধি হরি কৃপার নিধি হরি॥ ধ্রু॥

তবে গোরা পহু জীয়ড়নৃসিংহ দেখিয়া। চলিলাত পর-দিনে সেদিন বঞ্চিয়া॥ চলিলাত পথে প্রেমা পরবশচিত। কাঞ্চীনগর আসি হৈল উপনীত॥ রত্নময় পুরি সেই কাঞ্চী এ নগর। নগর দেখিয়া তুষ্ট হৈল সন্ন্যাসীবর। বিষয়ীর মুখ প্রভু নাহি দেখি কভু। আচম্বিতে রাজদ্বারে উপনীত প্রভু॥ রাজদ্বারে গিয়া প্রভু দ্বারীকে কহিল। রাজ পাত্র কোথা আছে নিভৃতে পুছিল॥ প্রভুকে দেখিয়া দ্বারী পরণাম করে। এই প্রভু ভগবান মনে মনে বলে॥ প্রভু কহে রাজ পাত্র জানাহ বচন। তাহার নিমিত্তে মোর হেথা আগমন॥ চলিলা সে দ্বারীরাজ পাত্র যথা আছে। নিজ অভ্যন্তরে যথা দেবতা পুজিছে॥ প্রণাম করিয়া দ্বারী জানায় বচন। এক মহা জ্যোতি গোসাঞি দ্বারে আগমন॥ এবোল শুনিয়া পুনঃ না বলিলা কিছু। তরাসে আইসে দ্বারী গলাইয়া পাছু॥ দ্বারে আসিয়া দ্বারী করে নিবেদন। জানাইতে না পাইলাঙ গোসাঞি তোমার বচন॥ দেবতা পূজয়ে রাজা নিজ অভ্য ন্তরে। কাহার শকতি তথা যাইবারে পায়ে॥ এবোল শুনিয়া প্রভুহাসে মনে মনে। যথা পূজা করে তথাচলিলা আপনে॥ এক অংশ দ্বারে রহে আর অংশে যায়। যথা পূজা করে সেহ

রামানন্দ রায়॥ ধ্যান করয়ে কৃষ্ণ দেখে গৌরচন্দ্র। পুনরপি ধ্যান করে জপি মহামন্ত্র॥ পুনরপি গৌরচন্দ্র দেখয়ে ধেয়ানে। কি হৈল কি দেখি বলি ভাবে মনে মনে॥ পুনরপি ধ্যান করে সুদৃঢ় হিয়ায়। গৌরচন্দ্র পুনরপি হিয়ায় সাম্ভায়॥ কি কি বলি আঁখি মেলিচাহে চারি ভিতে। গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসী বর দেখিল সাক্ষাতে॥ সন্ন্যাসী দেখিয়া সেহ উঠিলে সম্ভ্রমে। চরণ বন্দনা করি নেহারই ক্রমে; আপাদ মস্তক প্রভু নেহা রয়ে অঙ্গ। গোরা অঙ্গ দেখি হিয়া উপজিল রঙ্গ॥ বিস্ময় লাগিল সন্ন্যাসী আইলা কি মতে। প্রভুয়ে পুছয়ে কিছু হাসিতে হাসিতে॥ মোর অভ্যন্তরে তুমি আইলা কেমনে। বড় ভাগ্য দেখিল মো তোমার চরণে। প্রভু কহে তুমি কেন না চিন আপনা। আমাকে না চিন আমি নিতে আইনু তোমা॥ এবোল বলিয়া প্রভু অট্ট অট্ট হাস। আপনা চিনায় প্রভু করি পরকাশ॥ যে ছিল সেখানে শ্বেত রক্ত দ্যুতি। সবহু দেখয়ে একই পীত মূরতি॥ কৃষ্ণ পশু পক্ষ বৃক্ষ আর যত লতা পাতা। গৌরছটায় ঝলমল করে তথা॥ দেখিয়া জানিলা কায রামানন্দরায়। প্রেমার বিহ্বল ধরে নিজ প্রভু পায়॥ চরণে পড়িয়া কান্দে অবশ শরীর। করে ধরি লঞা প্রভু ভৈগেল বাহির॥ রায়রামানন্দ আর প্রভুতে মিলন। গোরা গুণ গায়ে সুখে এ দাস লোচন॥

আহিরী রাগ।

চলে যাতে নারয়ে গোঞারে। নবীন প্রেমের
ভরেরে গোরারে॥ ধ্রু॥

তবে সেই মহাপ্রভু আনন্দ কৌতুকে॥ চলিতে আনন্দ দেহ ভরল পুলকে। এই মত ক্রমে ক্রমে পথে চলি যায়॥ গোদাবরী দেখি পঞ্চবটিতে সম্ভায়॥ সেই মহাপুণ্য তীর্থ পঞ্চ বটী নাম। তাহাতে আছিল পূর্ব্বে লক্ষ্মণ শ্রীরাম॥ পঞ্চবটী দেখি প্রভু প্রেমে অচেতন। শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি ডাকে ঘনে ঘন॥ এই খানে কুঁড়িয়া ঘর বান্ধিল লক্ষ্মণ। মৃগ মারিবারে রাম করিল গমন॥ শ্রীরাম উদ্দেশে পাছে চলিলা লক্ষ্মণ।

এইখানে সীতা হরি নিলেক রাবণ॥ এই বলি কান্দে প্রভু প্রেমায় বিহ্বল। মার মার করি ডাকে বলে ধর ধর॥ লক্ষণ বলিয়া প্রভু উভরড়ে ধায়। সীতা বিনাইয়া কান্দে অবশ হিয়ায়॥ অবশ হইল প্রভুর সব কলেবর। রাম সীতা বলি প্রভুর করুণা বিস্তর॥ সঙ্গের সঙ্গতি তারা পলাইতে নারে। আপনেই মহাপ্রভু আপনা পাসরে॥ তবে আর দিন পথে চলিল ঠাকুর। ক্রমে ক্রমে উত্তরিল কাবেরীর তীর॥ কাবেরীর পারে দেখিল শ্রীরঙ্গ নাথ। দেখিয়া প্রেমায় নাচে নিজ জন সাথ॥ তথায় বিমল্লভট্ট প্রভুরে দেখিয়া। নিরখয়ে শ্রীরঙ্গ সে বিস্মিত হইয়া॥ দেহের কিরণ আর প্রেমার আরম্ভ। কদম্ব কেশর জিনি পুলক কদম্ব॥ সর্ব্ব লোক জিনি তনু যেমন সুমেরু। প্রেম ফল ফুল ফলিয়াছে কল্পতরু॥ হরি হরি বলি ডাকে অতি উচ্চনাদে। দেখিয়া চৌদিক ভরি সব লোক কান্দে॥ ঐছন দেখিয়া সে বিমল্ল ভট্ট্যাচার্য্য। কৌতুকে সকল কথা জানিল আশ্চর্য্য॥ এই সেই ভগবান প্রভু নহে আন। নিশ্চয় জানিল সর্ব্বপুরুষ প্রধান॥ এতেক জানিয়া সে বিমল্ল ভট্যরায়। আপন আশ্রমে সেই প্রভু লঞা যায়॥ তাঁর প্রেমে মহাপ্রভু তার বশ হঞা। চাতুর্ম্মাস্য রহিলা তার গৃহেতে রহিবা॥ চাতুর্ম্মাস্য রহি প্রভু চলিলা ত্বরিতে। পথে দেখা পরমানন্দ পুরীর সহিতে॥ দোঁহে দোঁহা দেখি স্নিগ্ধ হইল দুজন। নিরখিতে দোঁহার ঝরয়ে দুনয়ন॥ দেখিতে পরমানন্দ পুরীর স্মরণ। গুরু যে মাধবেন্দ্রপুরী যে বৈলো বচন॥ কলিযুগে সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম রাখিবারে। জনমিব প্রভু সন্ধ্যা কলির ভিতরে॥ গৌর দীর্ঘ কলেবর বাহু জানু সম। সংগ্রীব গজস্কন্ধ কমল লোচন॥ করুণা সাগর প্রভু প্রেমার আবাস। নিজ করুণায় দয়া করিব প্রকাশ॥ মোর ভাগ্য নাহি মুঞি দেখিনু নয়নে। তোর দেখা হৈলে মোর করিহ স্মরণে॥ সেই এই গুরুর বাক্য মনেতে পড়িল। সেই এই ভগবান নিশ্চয় জানিল॥ দেখিয়া প্রণাম করে পরমানন্দপুরী। কি কর বলিয়া প্রভু তোলে হাত ধরি॥ গাঢ়

আলিঙ্গন কৈল পরম সন্তোষে। চলিল ঠাকুর কহে এ লোচন দাসে॥

রামসী রাগ।

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে। পথে যাইতে সপ্ত তাল হৈল বিমোচনে॥ সপ্ত তমাল তরু আছয়ে পথেতে দেখি আচম্বিতে প্রভু লাগিল হাসিতে॥ ধাঞা গিয়া সপ্ত তরু করিল পরশে। জয় জয় ধ্বনি সব উঠিল আকাশে॥ মুনি শাপ দিল যে গন্ধর্ব্ব সাতজন। প্রভুর পরশে তারা হইল মোচন॥ তবে সেই মহাপ্রভু পথে চলি যায়। আনন্দে বিহ্বল হরিগুণ গাঁথা গায়॥ প্রেমার আনন্দে নাহি জানে পথশ্রমে। সেতুবন্ধে উত্তরিলা পথ ক্রমে ক্রমে॥ সেতুবন্ধ গিয়া দেখি রামেশ্বর লিঙ্গ। আনন্দে নাচয়ে পঁহু পুলক কদম্ব॥ লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার। সেতুবন্ধ দেখি হরি বলে বার বার॥ অনুরাগে কান্দে ডাকে শ্রীরাম লক্ষণ। কখন আবেশে ডাকে অঙ্গদ হনুমান॥ কখন আবেশে ডাকে সুগ্রীব মোর মিত। ক্ষণে বিভীষণ বলি ডাকে বিপরীত॥ এইমতে দিবানিশি না জানে আপনা। নেউটিলা মহাপ্রভু বাড়িল করুণা॥ পথ অনুক্রমে প্রভু নেউটিয়া আসি। পুনঃ চাতুর্ম্মাস্য প্রভু গোদাবরী আসি॥ পুনরপি উড়িষ্যা দেশে আইল ঠাকুর। জগন্নাথ দেউল দেখি প্রেম পরচুর॥ তবেত দেখিলা প্রভু নীলাচল নাথ। বিষ্ণুদাস উড়িয়াকে কৈল আত্মনাথ॥ পুরুষোত্তমে আসি প্রভু আছে মহাসুখে। কহয়ে লোচন এ আনন্দ বড় লোকে॥

বরাড়ী রাগ।

এখানে কহিল কথা, শুন গৌর গুণথাঁ, ত্রিজগতে অতি অনুগম। মন কথা বান্ধি আলি, মুকুতা প্রবাল ঢালি, সন্ন্যাসী নৃসিংহানন্দ নাম॥ ১॥ সুবর্ণমণি মাণিক্যে, দিব্য রত্ন চারিদিকে, মনে মনে বান্ধিল জাঙ্গাল। মথুরা পর্য্যন্ত দিয়া, কৃষ্ণে সমর্পি ইহা, হেনকালে প্রত্যাসন্ন কাল॥ ২॥ না হৈল জাঙ্গাল সায়, দুঃখ পাইল হিয়ায়, ননে মনে কৈল অনুতাপ। কানাইর নাট্যশাল, পর্য্যন্ত হৈল জাঙ্গাল, সন্ন্যা-

সীর বৈকুণ্ঠ হৈল লাভ ॥ ৩ ॥ এ কথা আছিল চিতে, চলে প্রভু আচম্বিতে পরিজন সঙ্গে চলি যায়। ক্রমে ক্রমে চলি যাইতে, কানাঞির নাট্যশালা হৈতে, পুনঃ নেউটিলা গোয়া রায় ॥ ৪ ॥ একথা বেকত নহে, পরমানন্দ পুরী কহে, কহ প্রভু ইহার কারণ। আদ্যোপান্ত এই কথা, তাহারে কহিল তথা, মন কথা সিদ্ধির কারণ ॥ ৫ ॥ পুরুষোত্তম আদি অন্ত মথুরাপুরী পর্য্যন্ত, হিরামণি মাণিক্যে মোড়ানি। সন্ন্যাসীর এই হীরা, এমন জাঙ্গাল দিয়া, চলি যাব গোরা বনমালী ॥ ৬ ॥ শুন সর্ব্বজন ইহা, সাবধানে মন দিয়া, শ্রীগৌরচাঁদের প্রকাশ। মন কথা নৃসিংহানন্দ, সিদ্ধি কৈল গৌরচন্দ্র, গুণ গায় এ লোচন দাস ॥ শ্রীরাগ।

তবে নীলাচলে প্রভু নিজজন সঙ্গে। কীর্ত্তন বিলাস করি আছে নানারঙ্গে ॥ অনেক ভকতজন মিলিলা তথায়। প্রেম বিলাসয়ে গোরা নাচয়ে নাচায় ॥ আনন্দে আছয়ে প্রভু নীলাচলে বাস। কহিব সকল পিছে অনেক প্রকাশ ॥ মথুরা চলিব মন কথা আচম্বিতে। উৎকণ্ঠা বাড়িল হিয়া উনমত চিতে ॥ চলিলা মথুরা পথে চৈতন্য ঠাকুর। পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাড়িল প্রচুর ॥ অনুরাগ ধায় পহু রাজা দুই আঁখি। সিংহের গমনে ধায় লখিতে না লখি ॥ সঙ্গের সঙ্গতি তারা না পারে হাটিতে। কথোদূর যায় প্রভু না পাই দেখিতে ॥ ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা তীর্থ বারাণসী। অনেক বৈসয়ে তথা বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ॥ বারাণসীর মহিমা কিছু বর্ণিতে না পারি। ঝলমল কিরণ করয়ে মহাপুরী ॥ শিবের বসতি স্থান না যায় বর্ণন। পুরী পরশনে হয় পাপ বিমোচন ॥ সে পুরে ছাড়িলে প্রাণ যায় স্বর্গপুরে। ইহাতে অন্যথা নাহি কহিল সত্বরে ॥ বিশ্বেশ্বর বন্দি প্রভু আনন্দিত চিতে। পুলকে পূরিল তনু হৈলা হরষিতে ॥ বিশ্বেশ্বর দেখি প্রভু চলি যায় পথে। প্রয়োগে মাধব দেখি হরষিত চিতে ॥ তথা বেণী স্নান করি দেখি অক্ষয় বট। যমুনাতে পার হৈলা আগরা নিকট ॥ দেখিল অদ্ভুত সে রেমুনা নামে গ্রাম। অবতার কৈল যেই

খানে পরশুরাম॥ তথা বৃন্দাবন মুখে যমুনা বিমুখী। দেখিয়া বিহ্বল প্রভু প্রেম সুখে সুখী॥ রাজগ্রাম দিয়া পরে দেখয়ে গোকুল। সম্বরিতে নারে হিয়া ভৈগেল আকুল॥ আনন্দে বিহ্বল পরে দেখি মহাবন। হিয়া স্থির করে প্রভু অনেক যতন॥ চলিতে চলিতে গিয়া আর কথোদুর। সুনিকটে গিয়া এই দেখে মধু পুর॥ মধুপুর দেখে প্রভু আনন্দিত চিত। প্রেমায় বিহ্বল প্রভু নাহিক সম্বিত॥ দিবানিশি নাই জানে আছে সেইখানে। সম্বরণ নহে প্রভু ভেল দুই দিনে গতাগতি করে লোক দেখয়ে আশ্চর্য্য॥ কৃষ্ণদাস নামে এক আছে দ্বিজ বর্য। পঁহুরে দেখিয়া সেই গুণে বনে২॥ এ রূপে মানুষ নাহি এ তিন ভুবনে। কোথা হৈতে আইলা এই পুরুষ রতন॥ বড় ভাগ্য মুই ইহার দেখিনু চরণ। এই শুক প্রহ্লাদ কি হেন লয় মন॥ এই ব্রহ্মা এই বিষ্ণু এই ত্রিলোচন। প্রেমার বিহ্বল প্রভু পুছিলা তাহারে॥ কি নাম কোথায় ঘর কহ দ্বিজবর। ব্রাহ্মণ কহয়ে শুন শুন সন্ন্যাসীবর॥ কৃষ্ণ দাস নাম মোর এই গ্রামে ঘর। এ বোল শুনিয়া প্রভু অট্য অট্য হাসে॥ কৃষ্ণের সকল জান তুমি কৃষ্ণ দাসে। যুড়ায় শরীর মোর তোমার সম্ভাষে॥ তুমি দেখাইবে কৃষ্ণ কৈল্লে যে বিশেষে। মথুরামণ্ডল এই কৃষ্ণের অন্তরীণ॥ সকল জানহ তুমি ভকত প্রবীণ। যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ তুমি সব জনে। মথুরামণ্ডল মোরে দেখাই স্থানে স্থান॥ দ্বিজ কহে শুন শুন শুন মহাশয়। তুমি শুক প্রহ্লাদ কি হেন মনে লয়॥ দেখাব যে জানি আমি স্থানের মরম। যেখানে সে ভগবান জনম করম॥ এবোল শুনিয়া গৌরহরি হরি যায়। কৃষ্ণদাস কোলে করি কৃষ্ণ গুণ গায়॥ যে দিন বঞ্চিলা কৃষ্ণ রাসের আলয়। মথুরামণ্ডল কথা সব রাত্রি কয়॥ মথুরা মণ্ডল মধ্যে যমুনা ভাগ্যবতী। যমুনা দুকুল কৃষ্ণ বিহরে পিরীতি॥ যমুনার পূর্ব্ব কুলে আছে পঞ্চবন। পশ্চিমেতে সপ্তবন কহিল যখন॥ কৃষ্ণের বিহার এই যে দ্বাদশ বনে; ভক্তি বিনে আর কেহ মরম না জানে॥ কংসের সদন এই

যমুনা পশ্চিমে। তাহার উত্তর এই বৃন্দাবন নামে॥ মথুরা হইতে সেই যোজনেক পথে। অনেক রহস্য খেলা দেখিবে তাহাতে॥ মুকুন্দ নামেতে বন আছয়ে নৈর্ঋতে। সওয়া যোজন পথ সেই মথুরা হইতে॥ খদির নামে বন আছে তাহার দক্ষিণে। দেড় যোজন পথ সেই মথুরা ঈশানে॥ তালবন আছে সে পশ্চিমে মথুরার। অর্দ্ধযোজন পথ সেই মথুরা বাহির॥ এক নদী আছে সে মানস গঙ্গা নামে। বৃন্দাবন পশ্চিমে সে মথুরা ঈশানে॥ কাম্যবন হইতে যে মহাবন দেশ। কালী দহ পশ্চিমে যমুনী পরবেশ॥ সরস্বতী নামে একধারা আছে তাতে। মথুরা উত্তর সে প্রবেশ যমুনাতে॥ মথুরা পশ্চিম ভাগে গোবর্দ্ধন গিরি। আটযোজন সে মথুরা হৈতে ধরি॥ কহিল কাম্যবন গোবর্দ্ধন পশ্চিমে। মথুরা হইতে আটযোজন লোক গণে॥ বহুলা নামে বন আছে মথুরা ঈশানে। মানস গঙ্গা হইতে সেই দুই যোজনে॥ এই সাত বন পশ্চিমে যমুনার। কহি তব পূর্ব্বকুলে পাচ বন আর॥ মহাবন নামে বন যমুনার তটে। মথুরা হইতে সেই যোজনেক বাটে॥ বিল্বনামে বন আছে পশ্চিমে তাহার। অর্দ্ধ যোজন সেই মথুরা হৈতে পার॥ তাহার উত্তরে আছে লোহবন নাম। ভদ্র ভাণ্ডির বন তাহার ঈশান॥ একত্রে এ দুই বন যমুনায় কুলে। মহাবন হইতে আট যোজন লোক বলে॥ এই দ্বাদশ বন মথুরা মণ্ডল। কৃষ্ণের বিহার স্থান দেখাব সকল॥ এইমত কথালাপে সুপ্রভাত হৈল। প্রাতঃক্রিয়া কৈল প্রভু যে বিধি আছিল॥ উৎকণ্ঠা হৃদয়ে দিল কৃষ্ণদাসে ডাক। দেহক জিনিয়া সে অধিক অনুরাগ। দেখিতে চলিলা পহু মথুরা মণ্ডল॥ আপনে ঈশ্বর কৃষ্ণদাসে করি লন॥ কৃষ্ণ দাস বলে প্রভু ইথে কর মন॥ পুরীর চারিদিগে দেখ গড়ের পত্তন॥ পূর্ব্বে যমুনা নদী বহে দক্ষিণ মুখে। উত্তরে দক্ষিণ দ্বার গড়ে দুই দিকে॥ কংসের আওয়াস দেখ তাহার নৈর্ঋতে। পূর্ব্বে উত্তরে দুই দুয়ার তাহাতে॥ বসিবার চৌতারা দেখ বাড়ি

উত্তর। পুরীর বায়ুকোণে হের দেখ কারাগার॥ মূত্রস্থান দেখ হের ইহার দক্ষিণে। বিবরি কহিব কিছু শুন সাবধানে॥ কংস ভয়ে বসুদেব লঞা যায় পুত্র। আচম্বিতে তার কোলে কৃষ্ণর হইলা মূত্র॥ এইখানে বাসুদেব বসিলা সত্বর। পর স্রাব করিল কৃষ্ণ দ্রবিল পাথর॥ মূত্র চিহ্ন রহিল এই পাষাণ উপর। মূত্রস্থান তেঞি লোক বলয়ে ইহার॥ উদ্ধবের ঘর হের দক্ষিণে তাহার। এবোল শুনিয়া প্রভু গলে দুই ধার॥ কণ্টকিত ভেল অঙ্গ আপাদ মস্তক। কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক॥ এই উদ্ধবের ঘর মুই আইনু এবে। হেথা যে কহিলা কৃষ্ণ কর অনুভবে॥ এইখানে কৃষ্ণ আর উদ্ধবের কথা। দেখিয়াছো যেন বাসো মনে লাগে ব্যথা॥ এবোল শুনিতে প্রভু চায় চারিদিকে। তবে কহে কৃষ্ণদাস কহ অনুভবে॥ উদ্ধবের পূর্ব্বে দেখ রজকের ঘর। মালাকার ঘর এই পুরুবে তাহার॥ ইহার দক্ষিণে দেখ কুব্জির ঘর। তাহাতে নৈর্ঋতে রঙ্গ স্থান মনোহর। বসুদেব আওয়াসে দেখ তার অগ্নিকোণে। এবোল শুনিয়া প্রভু হাসে মনে২॥ গদগদ স্বর কিছু অরুণ বয়ান। উগ্রসেন বাড়ি দেখ তাহার ঈশান॥ দেখহ বিশ্রাম ঘাট দক্ষিণে তাহার। গতশ্রম নামে মূর্ত্তি যথা পরচার॥ কংস মারি টানিয়া ফেলিতে হইল খাল। তেঞি কংস খালিঘাট দক্ষিণে ইহার॥ দেখহ প্রয়াগ ঘাট তাহার দক্ষিণে। তাহার দক্ষিণেঘাট এ বিন্দুক নামে॥ সপী তীর্থ নামে ঘাট ইহার দক্ষিণে। তাহার দক্ষিণে দেখ ঋষিতীর্থ নামে॥ ইহার দক্ষিণে দেখ মোক্ষ তীর্থ আর তাহার দক্ষিণে কোটি তীর্থের প্রচার॥ তাহার দক্ষিণে দেখ বোধ তীর্থ মান। দক্ষিণে গণেশ তীর্থ দেখ বিদ্যমান॥ এইত দ্বাদশ ঘাট সর্ব্ব ঘাট সার। পুরীর দক্ষিণে দেখ রঙ্গ ভূমি আর॥ কৃষ্ণ মারি ইহাতে ফেলিব এই কাম। কংস খুলিলকূপ কংস কুপনাম॥ দেখহ অগস্ত্য কুণ্ড নৈর্ঋতে ইহার সেতুবন্ধ সরোবর উত্তরে দেখ আর॥ এ বোল বলিতে প্রভু কি কি বলি ডাকে। অঙ্গ আচ্ছাদিল তার অঙ্গের পুলকে॥

সেতুবন্ধ সরোবর উত্তরে দেখ আর। সাবধানে শুন প্রভু হই আগুসার॥ এককালে আছে কৃষ্ণ গোপিকার মেলে। রাম ক্রীড়া করে সেই সরোবর জলে॥ রাধাকে কহয়ে আমি সেই রঘুনাথ। রাবণ মারিল স্বামী বানরের নাথ॥ এ বোল শুনিয়া রাধা মুচকি হাসয়ে। কৃষ্ণ মিছা কহে কথা রাধার আশয়ে॥ দেখিয়া সে এস্ত হঞা পুছে রাধিকারে। কি লাগি হাসহ তুমি আমার উত্তরে॥ রাধা কহে মিছা কথা না কহিব আর। তুমি সে কেমনে হৈলা রাম অবতার॥ সমুদ্র বান্ধিলা সেতু এ গাছ পাথরে। তুমিত বান্ধহ দেখি এই সরোবরে॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু লহু লহু হাসে। আমি এই জলে থুইল ইট পাথর ভাসে॥ এ বোল শুনিয়া গোপী বলিছে বচনে। আনিয়ে পাথর দেখি বান্ধহ আপন॥ মিছা গর্ব্ব না করহ শুনহ কানাই। পাথর ভাসয়ে জলে কভু শুনি নাই॥ শ্রীকৃষ্ণ কহয়ে তোরা আনহ পাথর। পাথরে বান্ধিব আমি এই সরোবর॥ এবোল শুনিয়া তারা বহে আনে ইটা। কাষ্ঠ খান খান আনে পাথর গোটা২॥ এ গাছ পাথরে সরোবর গেল বান্ধা। ভাল ভাল বলে গোপী মুচকি হাসে রাধা॥ রাধার কারণে সরোবরে হৈল সেতু। সেতুবন্ধ সরোবর কহে এই হেতু॥ এ বোল শুনিয়া প্রভুর অন্তর উল্লাস। গোরা গুণ গাথা গায় এলোচন দাস॥ সপ্ত সমুদ্রক কুণ্ড তাহার উত্তরে। দৈবকীর ছয় পুত্র মারিতে পাথরে॥ ইহার উত্তরে দেখ লিঙ্গ ভূতেশ্বর। দেখ সরস্বতী কুণ্ড ঈশানে পুরীর॥ এই খানে দেখহ দশাশ্বমেধী ঘাট। ইহার দক্ষিণে সোম তীর্থের যে ঘাট॥ কণ্ঠাভরণ মার্জ্জন স্থান ইহার দক্ষিণে। নাগ তীর্থ দিয়া রাধা পাতাল গমনে সঞ্জমন আদি কুণ্ড ঘাটে গেলা তবে। পুরী প্রদক্ষিণ করে নিজ অনুভবে॥ এই মত ভ্রমণ করিতে দিন গেলা। ভিক্ষা করিয়া প্রভু রজনী বঞ্চিল॥ উৎণ্ঠাতে আকুল দিবস ভেল রাতি। পোহাল২ বলি হিয়ায় আরতি॥ রজনী প্রভাত ভেল হিয়ার উল্লাস। প্রাতঃক্রিয়া করি বলে আইস কৃষ্ণদাস॥

কৃষ্ণদাস বলে গোসাঞি শুনহ বচন। মথুরা মণ্ডল এই চব্বিশ যোজন॥ দ্বাদশ যোজন বন ছয় যোজন ভিতর। যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ দেখাব সকল॥ এই খানে বসুদেব কৃষ্ণ করি কোলে। নিদ্রায় প্রহরী সব পড়ি গেল ভোলে॥ ফণাছত্র ধরিয়া বাসুকী পাছে ধায়। যমুনা পার হঞা গেল নন্দের আলয়॥ এই বৃন্দাবনে নন্দঘোষের বসতি। নিদে প্রসবিলা কন্যা যশোদা ভাগ্যবতী॥ নন্দঘরে পুত্র থুঞা কন্যারে আনিল। দেবকীর কন্যা বলি কংসের ভাণ্ডিল॥ পাপিষ্ঠ সে কংসা সুর বধিতে পাথরে। বিদ্যুতে হইয়া সেই যায় আকাশেরে॥ কংস যে অপার স্তুতি করয়ে কন্যারে। গগণে আকাশেবাণী শুনি হেনকালে॥ শুনিয়া সে বাণী ধর্ম্ম হিংসিতে লাগিল। নিশ্চয় করিয়া নিজ মরণ জানিল॥ মথুরাতে আইল নন্দ পুত্রোৎসব করি। বসুদেব নন্দেরে শিশু আবরিতে বলি॥ সপ্তম দিবসে কৃষ্ণ পূতনা বধিল। মাসেকের কালে শকট ভাঙ্গিয়া ফেলিল॥ তৃণাবর্ত্তে মারে কৃষ্ণা হঞা বিশ্বম্ভর। বদনে মায়ের বিশ্ব দেখায় উদর॥ ছয়মাস কালে নাম করণ হইল। মৃত্তিকা ভক্ষণে বিশ্বরূপ দেখাইল॥ মথনের দণ্ড ধরি নাচিলা এইখানে। দুগ্ধ উথলিল এথা যশোদা গমনে॥ উদুখলে চড়ি শিকার ভাণ্ডচ্ছেদ করি। ঊর্দ্ধমুখে দুগ্ধ পান করিল শ্রীহরি॥ এইখানে চুরি করি কৃষ্ণ খায় ননী। এথা উদুখলে বান্ধে যশোদা জননী॥ যমল অর্জ্জুন ভঙ্গ কৈল এইখানে। ধান্য দিয়া ফল খায় দেব নারায়ণে॥ মহাবন দক্ষিণে দেখ গোকুল নগর। শিশু সঙ্গে বৎস রাখে দামোদর॥ হের দেখ গোপেশ্বর মূর্ত্তি মনোহর। সপ্ত সমুদ্রক কূপ দেখহ সুন্দর॥ আয়ানের ঘর দেখ গ্রামের পশ্চিমে। সানন্দ গোপের গ্রাম তাহার দক্ষিণে॥ উপানন্দের ঘর গ্রামের মধ্যখানে। পশ্চিমে দেখহ রাবণের তপবনে॥ দেখহ অপূর্ব্ব গ্রাম ইহার উত্তরে। নিকটে দেখহ লোহ বন মনোহরে॥ অপরূপ কহিব সে হের বিল্ব বনে। কৃষ্ণ কোলে

করি নন্দ আছিলা এখানে॥ রাধাকে দেখিয়া নন্দ কহিল উত্তর। কোলে করি লঞা কৃষ্ণ থোও এই ঘর॥ নন্দের আদেশে রাধা কৃষ্ণ কৈল কোলে। চুম্বন করয়ে বালা আচরণ ছলে॥ কাজ নাহি বুঝে রাধা লঞা যায় পথে। গাঢ় আলিঙ্গনে কুচ চিরে নখাঘাতে॥ দেখিয়া চরিত্র রাধায় বিস্ময় লাগিল। হিয়া উপজিল ভাবে বেকত না কৈল॥ হের আর দেখ পুনঃ কৃষ্ণের চরিত। মরয়ে সকল শিশু তৃষ্ণায় পীড়িত॥ পাচম খুদিত কুণ্ড দেখি বিদ্যমান। শুনি মাত্র গৌরচন্দ্র নাহি বাহ্য জ্ঞান॥ এইখানে দেখ উপানন্দ আদি যত। যুকুতি করিল সব গোয়ালা সহিত॥ অসহ্য হইল রাজা পীড়ার সঙ্কট। রজনী প্রভাতে সবে চড়িয়া শকট॥ সভদ্র ভাণ্ডীর বনে ছিল দুই মাস। আনন্দে হকয়ে গুণ এ লোচন দাস॥

সিন্ধুরাগ।

তবে পার হৈলা সেই নিকটে বৃন্দাবনে। রাত্রি চন্দ্রিকা শকট রাখে সেইখানে॥ কপিত্থ গাছের মূলে বৎসক মারিল পুচ্ছ পদ ধরি তারে ভুমে আছাড়িল॥ গিলি উগারিল কৃষ্ণ এথা বকাসুর। দুই ঠোট ধরি চিরি ফেলাইলা দুর॥ এই গোষ্ঠ বিহার বালক সব সঙ্গ। সিঙ্গা বেণু বেত্র হাতে নানা বিধ রঙ্গ॥ কেহ কোন জন্তু ছলে নানা শব্দ করে। উড়িতে পক্ষের ছায়া যায় ধরিবারে॥ এ বোল শুনিয়া গৌর হরিষ হিয়ায়। বালকের মত সেই ইতঃস্তত ধায়॥ ময়ুরের শব্দ করে ধরয়ে পেখম। পুলকে পুরিল অঙ্গ সজল নয়ন॥ ভাই ভাই বলিয়া ডাকে হৈহৈ বলে। শ্রীদামসুদাম বলি গাছ কৈল কোলে॥ কালি ধবলী বলি ডাকে ঘনে ঘন। কোথা গেল ধেনু মায়ে মারিবে এখন॥ ইহা বলি কান্দে বাহ্য নাহিক শরীরে। কৃষ্ণদাস বলে এই সেই যদুবরে॥ সঙ্গের সঙ্গিতি তাহারাও তেমন। গোরা মুখ নিরখিয়ে নাহি সম্বোধন॥ কতক্ষণে গোরাচাঁদের হইলত বাহ্য। পুনরপি কৃষ্ণদাস কহে নিজ কার্য্য বৎসক কনিষ্ঠ সর্পনামে অঘাসুর। এই খানে

কৃষ্ণ তার প্রাণ কৈল দুর॥ এখানে যমুনা ছিল নাহিক এখন। এখানে হরিলা ব্রহ্মা বৎস শিশুগণ॥ বৎসরের অন্তে গোবর্দ্ধনের শিখরে। সেই বৎস শিশু দেখি ব্রহ্মা স্তুতি করে॥ ধেনুক মারিয়া তাল খাইল বলরাম। যমুনাতে দেখ কালিদহ এইস্থানে॥ কদম্বতরু আরোহণ কৈল এইখানে। ঝাপ দিয়া কৈল কালিনাগের দমনে॥ শীতে আর্ত্ত হঞা কৃষ্ণ এ ঘাটে উঠিলা। দ্বাদশ আদিত্য তবে গগণে উদিলা। দ্বাদশ আদিত্য ঘাট তেঞি বলে লোকে। কালিয়দমন মুর্ত্তি দেখ পরতেকে॥ কত লীলা কৈলা প্রভু কর পরকার। বলিতে কৃষ্ণের লীলা শকতি কাহার॥ পরম-গোপত নিত্য ব্রহ্মসনাতন। নানারঙ্গে ক্রীড়া কৈল কুতুহল মন॥ তার পর কহি কিছু শুন সাবধানে। অবধানে শুন সব কহি বিবরণে॥ এখানে বালক বৎস পোড়ে দাবানলে। দাবানল পান করি রাখিলা সবারে॥ শ্রীদামের কান্ধে কৃষ্ণ চড়িল এইখানে। প্রিলম্ব মারিয়া মুষ্টী ছাড়িল পরাণে॥ ভাণ্ডির বনে হৈল অঘাসুরের মরণ। নিকটে দেখহ গোসাঞি হেয় বৃন্দাবন ত্রৈলোক্য জিনিয়া স্থান ভুবনমোহন। কৃষিক কুঞ্জাটবী দেখ বিদ্যমান॥ এইখানে আচম্বিতে না দেখে গোধন। গোধন হারায়ে সবে বিরস বদন॥ ধেনু না দেখিয়া কৃষ্ণ বাঁশীতে দিল ফুক। উভপুচ্ছ করি ধেনু আসে উর্দ্ধমুখ॥ পুনঃ দাবানলে ব্যগ্র হৈলা শিশুগণ। দাবানলে পান শিশু মুদ্রিত নয়ন॥ যেই মত কৃষ্ণের বিহার স্থানে স্থানে। আনন্দে দেখয়ে গৌর কহে এ লোচনে।

দিশা রাগ। গোপ কুমারিকা ব্রত কৈল যেইখানে॥ কাম্য কৈল দাসী হব কৃষ্ণের চরণে॥ বস্ত্র আভরণ সব থুয়া যেই ঘাটে। জলে নামি স্নান তারা করয়ে লাঙ্গটে॥ আচম্বিতে বস্ত্র অলঙ্কার লঞা হরি। নৃপ তরুবরে উঠি হাসে ধীর২॥ গোপ কুমারি স্তুতি কৈল অনেক যতনে। তুষ্ট হঞা দিল তবে বস্ত্র আভরণে॥ বৃন্দাবন প্রশংসয়ে শিশু সম্বোধিয়া। যজ্ঞ-

পত্নী স্থান অন্নখইল॥ মাগিয়া॥ কংসের প্রতাপ ভয় উৎপাত দেখিয়া। নন্দীশ্বর গিরিতে বসতি কৈল গিয়া॥ বসতি করিলা মানস গঙ্গারকূলে। বিশ্রাম করয়ে গোবর্দ্ধনের উপরে তুলিলেন গিয়া হেথা সপ্তম বৎসরে। গোকুলনিবাসী সব রহিলা গহ্বরে॥ মানস গঙ্গার ধারা পর্ব্বত ঈশানে। স্থাঙ্গে নাহি পার হৈতে নারে গোপীগণে॥ নৌকা পারাবার করি বাড়ায়ে কৌতুক। জলে ভাসি গোপী দেহ দিলেন যৌতুক॥ পর্ব্বতের মধ্যে দিয়া আছে রাজপথ। গোকুল মথুরার লোক করে গতায়ত॥ পর্ব্বতের মধ্যে এক আছে রম্যস্থান। এই স্থানে গোপীকার সাথে মহাদান॥ বলিয়া সাধিলা দান যেইত পাষাণে। একদৃষ্টে চাহে প্রভু বসিবার স্থানে॥ এদান চৌতুরা লেখা দেখ বিদ্যমানে। দানঘাটি বলি তেঞি বলে সর্ব্বজনে॥ পাষাণ দেখিয়া প্রভু গদ গদ স্বর। অরুণ বরণ ভেল সব কলেবর॥ নিজহস্ত দিয়া প্রভু মাজয়ে পাষাণ। এক দৃষ্টে চাহে সেই বসিবার স্থান॥ ক্ষণে বুক দেই ক্ষণে করে নমস্কার। ক্ষণে বলে রাধা দান দেবত আমার॥ অবশ শরীর ভেল পড়ে ভূমিতলে। ক্ষণেকে উঠিয়া সে পাষান কৈল কোলে॥ কৃষ্ণদাস বলে প্রভু শুন মোর বোল। দখিবেক সর্ব্ব স্থান নহে উতরোল॥ উতরোল নহিয় চিত্ত কর সাবধান। বিবরিয়া দেখাইব স্থানের বিধান॥ পর্ব্বত উপরে দেখ এ কুণ্ড তুরাণ। তাহার দক্ষিণে রাসমণ্ডলের স্থান॥ এবোল শুনিয়া গৌর বলে রহ রহ। রাসমণ্ডলের কথা ভালমতে কহ॥ রাধা কৃষ্ণ রাস কৈল এই সব স্থানে। এবোল শুনিতে মোর ঝরে দুনয়নে॥ হাহা কৃষ্ণ হাহা রাধা বোলে বার২। অরুণ নয়নে ঝরে সাত পাঁচ ধার॥ রাসমণ্ডলী বলি পড়ে গড়াগড়ি। ক্ষণে উভবাহু করি হুহুঙ্কার ছাড়ি॥ জানুর উপরে জানু ত্রিভঙ্গিমে রহে। শুন শুন বলি রাধাকৃষ্ণ কথা কহে॥ পুনঃ কি কহিব বলি অট্ট অট্ট হাস। এইস্থানে বসি রাধাকৃষ্ণ কৈল রাস। বিহ্বল দেখিয়া গৌর বলে কৃষ্ণদাস॥ পর্ব্বত উপরে রাধা কদম্ব বিলাস॥ দেখ ইন্দ্র আরাধন অন্নকূট স্থান। ইন্দ্র

পূজা বাদ কৃষ্ণ কৈল এইখান ॥ অভিমানে আপনা পাসরে ইন্দ্র রাজ। ঝড় বরিষণ করে গোয়ালা সমাজ ॥ সেই রূপ মূর্ত্তি দেখ পর্ব্বত শিখরে। হরি দেবনারায়ণ পর্ব্বত উপরে ॥ গোবর্দ্ধন উপর দক্ষিণ পাশে বসে। শ্রীগোপাল নাম এথা কৃষ্ণের বিলাসে ॥ ইন্দ্রদর্প হরিল এই পর্ব্বত শিখরে ॥ হেথা ইন্দ্র অভিষেক রাজরাজেশ্বরে ॥ সর্ব্বপাপ হর কুণ্ড পর্ব্বত দক্ষিণে। তাহার দক্ষিণে দেখ শিলা উটবনে ॥ আর পাঁচ কুণ্ড দেখ পর্ব্বত উপর। ব্রহ্মকুণ্ড রুদ্রকুণ্ড সর্ব্ব তীর্থ সার ॥ ইন্দ্রকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড মোক্ষদণ্ডনাম। পৃথিবীর যত তীর্থ তাহাতে বিশ্রাম ॥ এইস্থানে দ্বাদশীর পারণা স্নান কালে। বরুণ হরিল নন্দে কৃষ্ণ দেখিবারে ॥ ব্রহ্মকুণ্ড মজ্জন এই দেখ বৃন্দাবন। কৃষ্ণের বৈষ্ণব শিশু দেখয়ে নয়ন ॥ অশোক বন দেখ এই কুণ্ডের উত্তর। এক আশ্চর্য্য কথা শুনহ ইহার ॥ কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি দিবসের মাঝে। কুসুমিত হয় তরু দেখ সর্ব্ব রাজ্যে ॥ এ বোল শুনিয়া গৌর নেহারয়ে বন। অকালে পুষ্পিত তরু ভৈগেল তখন ॥ মুঞ্জরিত তরু ফুল ফল কালে। অদ্ভুত দেখিয়া কৃষ্ণদাস কিছু বলে ॥ অদ্ভুত গন্ধ গোরা অঙ্গের বাতাস। কৃষ্ণদাস কহে গোরা কপট সন্ন্যাস ॥ দণ্ডবৎ করে ভূমি স্তব্ধ হঞা রহে। কহ কহ কহে গোরা কৃষ্ণ দাস কহে ॥ কৃষ্ণদাস কহে প্রভু শুনহ বচনে। রাসক্রীড়া করে কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে ॥ এই কল্পতরুমূলে পুরে বেণুবাদ। ষোল ক্রোশ পথে গোপী ভেল উন্মাদ ॥ বিতথ চেতন গোপী কৃষ্ণ আকর্ষণে। উপেক্ষিল কুল শীল লাজ ভয় মনে ॥ এই স্থানে দেখ নাম এ গোবিন্দ রায়। শুনি মাত্র গোরারায় বিহ্বল হিয়ায় ॥ হইব আবেশ পর অবসর অঙ্গ। এ ভূমি আকাশ যোড়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥ হুহুঙ্কার নাদে সব অমিয়া বরিষে। পশু পক্ষী উন্মত্ত মদন বরিষে ॥ অকালে পুষ্পিত ভেল সব তরুবর। কোকিল সুস্বর নাদে মাতিল ভ্রমর ॥ বংশী বলি ডাকে প্রভু রাস প্রশংসিয়া। ভালিরে ভালিরে বলে মুচকি হাসিয়া ॥ কোন গোপীবলে তুমি রহ এইস্থানে।

কেহ কথা কেহ যেন নিদের স্বপনে॥ ক্ষণেকে চমকি নিজ অঙ্গ করে কোরে। দ্রবময় সব অঙ্গ প্রেমার বিভোরে॥ ক্ষণে রসাবেশে নাচে অট্য অট্য হাস। বিহ্বল চরণে পড়ি বলে কৃষ্ণ দাস॥ মোর ভাগ্যে তিনলোকে নাহি কোনজন। বড় ভাগ্য পাইলা মো তোমার চরণ॥ এ তিন বলিতে প্রভুর বাহ্য ভেল যবে। কহ কৃষ্ণদাসে পুছে কি হইল তবে॥ এই স্থানে গোপীরে বুঝায় কুলাচার। গোপীর নিগূঢ় ভক্তি ভাব বুঝি বার॥ এইস্থানে অপরূপ এ রাস বিহার। এক গোপী এক কৃষ্ণ মণ্ডলী তাহার॥ আর অপরূপ হের দেখ এই স্থানে। রাধা রাজা কৈল হরি এই বৃন্দাবনে॥ দিব্য চন্দনমালা দিয়া রাধা অঙ্গে। আপনে করয়ে স্তুতি গোপীগণ সঙ্গে॥ অভিষেক করি বলে শুন গোপীগণে। আজি হৈতে রাধা রাজা এই বৃন্দাবনে॥ এই রূপে লীলা করে লঞা গোপীগণ। অপরূপ নাট্য লীলা করে নারায়ণ॥ কৌতুক করিয়া হরি রহস্য বাড়ায়। দেখি অপরূপ লীলা নাটত সবায়॥ হেনমতে রাস বিহরয়ে যদুরায়। আচম্বিতে সব গোপী দেখিতে না পায়॥ এক গোপী লওয়া গেলা সরারে ছাড়িয়া। কান্দয়ে এখানে গোপী অঙ্গ আছড়িয়া॥ সঙ্গের গোপীকা কেহ আদরের ভর। হাসিয়া কহয়ে মুঞি চলিতে কাতর॥ যেন মতে পার তেন মতে চল তুমি। কানু বলে আইস কান্ধে করি নিব আমি॥ কোলে করি লয়্যা গেলা আর কতদূর। আচম্বিতে তারে কৃষ্ণ হইলা নিষ্ঠুর॥ এইখানে অন্তর্দ্ধান হইলা তারে। বেয়াকুলি সেই গোপী কান্দে একেশ্বরে। কৃষ্ণ হারাইয়া আর গোপী সব যত। এই স্থানে বোলে তারা চরিত উন্মত। বিরহ ব্যাকুল গাপী কান্দে উভরায়। এ কথা শুনিতে দুঃখ বাড়য়ে হিয়ায়॥ এইখানে গোপী কৃষ্ণ চরিত্র উন্ময়। যে কৈল কৃষ্ণ তেন মত হয় সেই॥ অভিনয় করে সেই সব রীত উন্মত গোপী সব কৃষ্ণ মর চিত॥ হেন মতে মূর্চ্ছা যবে পাইল গোপীগণ। এই খানে কৃষ্ণ তারে দিল দরশন পুনরপি কৈল তবে এরাস বিলাস। পূনঃ রাসোৎসবে গোপ

অধিক উল্লাস॥ এইমত আনন্দ কৌতুকে রাত্রি শেষে। আলসল অঙ্গ সব শ্লথ ভেল বেশে॥ যমুনা পুলিনে গেলা সব গোপী লয়্যা। গোপী কোলে নিদ্রা যায় শ্রমযুক্ত হয়্যা॥ এখানে যমুনাজল সুশীতল বায়ে। কৃষ্ণ কোলে করি গোপী সুখে নিদ্রা যায়ে॥ এই মতে শুভরাত্রি সুপ্রভাত ভেল। প্রণতি করিয়া গোপী নিজ ঘরে গেল॥ এইমতে স্থানে স্থানে দেখে গোরা রায়। আনন্দে লোচনদাস গোরা গুণ গায়॥

ভাল নাচে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া। প্রেমভরে ভেল ডগমগি হিয়া॥ ইহার ভিতরে দেখ এ খদির বন। দধিদুগ্ধ বেচিবারে রাধার গমন। এই স্থানে শিশু সঙ্গে কৃষ্ণের মন্ত্রণা। ডর দরশায় রাধা পাউক যন্ত্রণা॥ বনে লুকাইয়া শিশু মহাশব্দ করে। ডরে ডরাইয়া রাধা কৃষ্ণ চাপি ধরে॥ রাধা কোলে করি কৃষ্ণ বলে হায় হায়। চুম্বন করয়ে প্রিয় বাণীতে বুঝায়॥ কৃষ্ণের পিরীতি পাঞা রাধিকা বিহ্বল। মদন বিলাস রসে পাসরিল ঘর॥ এইখানে নিকুঞ্জেতে বিনোদ বিলাস। প্রেমায় মুগধ দোঁহে ভেল মহারাস॥ এইখানে নাম হৈল মদন গোপাল। শুনিয়া আনন্দে গৌর বলে ভাল ভাল॥ দেখহ কুমুদ বনে কৃষ্ণের চরিত। এইখানে খেলা খেলে বালক সহিত। সুবল অর্জ্জুন গোষ্ঠ মোক্ত দুইজন। বালকে বালকে এথা কোন্দল তখন॥ কোন্দলিয়া স্থাননাম তাহাতে ইহার। কহিল কুমুদ নাম বনের বিহার। এ অম্বিকা বন দেখ সরস্বতী তীরে। এথা গোপ গোপী সব গৌরী পূজা করে॥ অঙ্গিরা পুত্রকে উপহাসের কারণ। সর্প দেহ ছিল বিদ্যাধর সুদর্শন॥ শাপান্ত কারণে সেই নন্দকে গিলিল। উগারিল নন্দ কৃষ্ণ চরণে ছুইল॥ কুবেরের চর শঙ্খচুড়ের মরণ। মাথার মুষ্টির ঘার মণির গ্রহণ॥ অরিষ্ট বৃষক শৃঙ্গ চরণে ধরিয়া। মুখ রক্ত তুলি গোঠে মাইল আছাড়িয়া॥ নারদ বচনে কংস চিন্তায় বিমন। বসুদেব দৈবকীর নিগুড় বন্ধন॥ অশ্বরূপ ধরে কেশি কংস অনুচর। মহাতেজা কৃষ্ণবর্ণ দেখি লাগে ডর॥ বায় করি মৈল মুখে ভরি হাত। এইস্থানে কেশী বধ কৈল

গোপী নাথ॥ মেঘরূপে শিশু চুরি করয়ে অসুর। পাথরে আচ্ছাদি রাখে পর্ব্বত গহ্বর॥ আনিলেন শিশু ব্যোম আছাড়ে মারিয়া। আনন্দে খেলায় সবে হৃষ্ট নিবারিয়া॥ তবেত নন্দের ঘর ছিলা নন্দীশ্বর। ইহার পশ্চিমে দেখ কাম্য বন আর॥ পিছলি পথের দেখ গোপ ছাওয়াল। পিছুলি খেলাল হেথা বিহান বিকাল॥ পাবন সরোবর নন্দীশ্বরের উত্তর। চৌদিকে দেখহ খুটা বান্ধিতে বাছুর॥ মথুরাতে অক্রুরকে কংসের আদেশ। এই পথে সন্ধ্যাকালে নগর প্রবেশ। পথেতে আসিতে নানা মন কথা ছিল। পদারবিন্দ চিহ্ন দেখি শ্বিন্ন হৈল॥ এই গোষ্ঠে রাম কৃষ্ণ দোঁহারে দেখিয়া। দণ্ডবতকরে ভূমি চরণে পড়িয়া॥ ঘরে লঞা গেল তারা করিয়া আদর। রজনীতে কংস কথা কহিল সকল॥ প্রভাতে ঘোষণা নন্দ দিলেন সবারে। ঘোষণা পড়িল রাজা কংস ভেটিবারে॥ এইস্থানে রামকৃষ্ণ চড়িলা ত রথে। রাজ দরশনে যায় অক্রুর সহিতে॥ এইস্থানে গোপীগণ মরয়ে কান্দিয়া। কৃষ্ণের বিরহে কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া॥ ভূমিতে পড়িলা কান্দে আইলুয়া কেশ। বসন ভুষণ সব ব্যস্তভেল বেশ॥ তাহার কান্দন মুখে কহন না যায়। প্রাণ হীন দেহ যেন আছে হাত পায়॥ এইস্থানে শকটে সব গোয়ালা চড়িল। মানস গঙ্গার ঘাটে সবে জরাইল॥ যমুনার ঘাটে গেলা আড়াই প্রহরে। স্নান ফলাহার কৈল গোয়ালা সকলে॥ অক্রুর প্রসাদ স্থানে বিভূতি দেখায়ে। বিকালে নন্দাদি আগে কৃষ্ণ পাছে যায়ে॥ অক্রুর যতন করে নিজ ঘর নিতে। বলিল তাহারে যাব নেউটী আসিতে॥ কৃষ্ণের বিলম্বে গোপ মথুরা নিকটে। সরস্বতী তীরে এথা রাখিল শকটে॥ নন্দ আদি গোপ যত রাখিয়া স্বস্থানে। আগেতে জানায় কংসে অক্রুর আপনে॥ বুঝিল এখানে স্থির হৈব কতক্ষণে। মথুরা দেখিতে দুই ভাইর গমন॥ দেখিল রজক এক দুর্ম্মুখ তার নাম। দেখিয়া কাপড় মাগে কৃষ্ণ বলরাম॥ শুনিয়া কুপিল সেই রজক বর্ব্বর। মহাক্রোধে জলিল বেটা

বড়ই দুষ্কর॥ দুর্ম্মুখ পাপিষ্ঠ সেই বলে দুরক্কর। করাগ্রে কাটিয়া তার ফেলিল কন্দর॥ সেই দিব্য বস্ত্র পরি সুখে হরষিত। সুদামা মালীর ঘরে হৈল উপনীত॥ সুদামা দেখিয়া করে চরণ বন্দন। দিব্য মালা অঙ্গে দিয়া করয়ে স্তবন॥ তার পূজা লইয়া চলিল দুই ভাই। ত্রিবঙ্ক কুবুজি এক দেখিল তথাই॥ রূপ দেখি হাসি২ বলে বলরাম। এহেন সুন্দর রূপ না দেখি কখন॥ ত্রিবঙ্কা দেখিয়া মনে হাসি উপজিল। উপহাস করি তারে মলিন আইল॥ কাতরে দোঁহারে কুজি নিজ ঘরে নিল॥ দিব্য অগৌর গন্ধ শ্রীঅঙ্গে লেপিল॥ এতেক সুন্দর রূপ অধিক হইল। স্ফটিকের বর্ণ বলাই কস্তুরি পরিল॥ কৈলাস শিখরে যেন পার্ব্বতী শোভিল। শ্যাম অঙ্গে কামাইর কুঙ্কুম বলপিল॥ নীল মেঘ চিহ্ন যেন অশোকে হইল। গন্ধ পরি রামকৃষ্ণ আনন্দিত ভেল। দুই ভাই পরম শোভিত বড় হৈল॥ বড় তুষ্ট রাম-কৃষ্ণ তখন হইল॥ বড় তুষ্ট হঞা কুব্জাবাসর করিল। শ্রীহস্ত পরশে কুজি দিব্য মূর্ত্তি হৈল॥ কামে অচেতন কুজি চাহে কৃষ্ণ পানে। লজ্জা পরিহরি করে বেকত বদনে॥ আশ্বাস বচনে তারে তুষ্ট কৈল হরি। চলিলেন দুই ভাই নটবেশ ধরি॥ যবে ধনুর্যজ্ঞ স্থানে ধনুক ভাঙ্গিল। কংস অনুচর দেখি মারিতে ধাইল॥ ভগ্নধনু হাতে করি কংস চর মারি। সন্ধ্যায় চলিলা যথা মন্দ অধিকারী॥ সেই রজনী কংস কুস্বপ্ন দেখিল। অতি উচ্চতর এক মঞ্চ বান্ধাইল॥ ইহার দক্ষিণে হের দুই মঞ্চ আর। বসুদেব দৈবকীর তরে বসিবার॥ কালি হেথা রামকৃষ্ণ মারিব আসিয়া। পুত্রমৃত্যু দেখে যেন ইহাতে বসিয়া॥ চৌদিকে পাত্র মিত্র সবে কৈল মঞ্চ। অবি-চারে মল্লযুদ্ধ দেখিতে সুসঞ্চ! পশ্চিমে খুলিল কূপে যেইত পামরে। দুই ভাই মারি তাতে ফেলিবার তরে॥ প্রভাতে উঠিয়া মঞ্চে বৈসে কংসরাজ। আনহ গোয়াল সব দেউরাজ॥ আর তার দুই পুত্র আন কৃষ্ণ বলরাম। ভাল শুনিয়াছি তার দেখিব সংগ্রাম॥ ধাইল ধাঞা সেই রাজার আজ্ঞায়।

সংগ্রামের নাম শুন রাম কৃষ্ণ ধায়॥ সত্বরে চলিয়া গেলা গড়ের দুয়ারে। গড়দ্বারে আছে গজ বড়ই আকারে॥ রাম কৃষ্ণ দেখি করি আইসে মারিবারে। রুষিয়া রহিনু কৃষ্ণ সম্মুখে তাহারে॥ শুণ্ডে করি ঠেলাঠেলি চড়ে তার স্কন্ধে। মাহুত মারিয়া টান দিল তার দন্তে॥ দন্ত উপাড়িয়া পুচ্ছ ধরিয়া ঘুরায়। আকাশে তুলিয়া চারি যে জনে ফেলায়॥ পরিল মহাগজ শুনে কংস রায়। কাপিতে লাগিল অঙ্গ সভয় হিয়ায়॥ তবে রাম কৃষ্ণ গেল রাজার সম্মুখে। তরাসে গোয়ালা সব হালে কাপে বুকে॥ চানুর মুষ্টিক শুনি কংসের বচনে। মল্লযুদ্ধ দেখিবারে ভেল মোর মন॥ এই স্থানে মল্লযুদ্ধ কৈল মহারণে। চানুর সহিতে কৃষ্ণ মুষ্টি বলরামে। এই স্থানে হাহাকার কৈল সবলোক। এ মল্লের যোগ্য নহে এ অতি বালক॥ অযোগ্য কারণ কংস কহয়ে বিরূপ। যার যেনহিয়া কৃষ্ণ দেখে তেনরূপ॥ চমকিত ভেল কংস সঘনে ভরম। কৃষ্ণ বলরামে দেখে মূর্ত্তিমন্ত যম॥ মল্লগণ দেখে যেন বজ্র নিরমাণ। যোগীগণ দেখে সেই পূর্ণ ভগবান॥ যদুগণ দেখে যেন কুলের দেবতা। বিদুষকগণ দেখে বিরাট বিধাতা॥ গোপগণ দেখে সেই স্বগণ সমান। নারীগণ দেখে এ কন্দর্প নিরমাণ॥ রঙ্গ স্থলে দাণ্ডাইল যবে দুই ভাই। যার যেই অনুভব দেখিল সেই ঠাঞি॥ চানুর মুষ্টিক দুই ভাই করে রণ। দেখিয়া চমকে রাজা তখনে তখন॥ চানুর মারিল কৃষ্ণ ঘুচিল উৎপাত। মুষ্টিকে মারিল রাম মুষ্টিক নির্ঘাত॥ পুনঃ এক মুটকিতে কোটি মল্ল মারে। সান নামে মল্ল কৃষ্ণ মারিল আছাড়ে॥ ভাঙ্গিলেন এক মঞ্চ চরণের ঘায়। কৃষ্ণের বিক্রমে মল্ল চৌদিকে পলায়॥ শীঘ্র আজ্ঞা কৈল কংস এ সব দেখিয়া। রাম কৃষ্ণে বাড়ির বাহির কর নিয়া॥ নন্দ আদি যতেক গোয়ালা বন্দী কর। উগ্রসেন বসুদেব দৈবকীরে মার॥ হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র সময় বুঝিয়া। মহাদর্পে চড়ে মঞ্চে এক লাফ দিয়া॥ আস্তেব্যস্তে কংস খড়্গ ধরিবারে বেলে

হুহুঙ্কার দিয়া কৃষ্ণ ধরে তার চুলে॥ চুলে ধরি মঞ্চ হৈতে ফেলিলেন ভূমে। বিশ্বরূপে বুকে চড়ে মঞ্চের পশ্চিমে॥ ছাড়িলেক প্রাণ কংস বিশ্বরূপ ভরে। ধন্য কংসরাজ কৃষ্ণ বুকের উপরে॥ কংস বধ হৈল লোকে দেয় জয়২। আনন্দে দেবতা সব পুষ্প বরিষয়॥ ছেচড়িয়া লয়ে যায় চুলেতে ধরিয়া। কত দূরে ফেলাইল ভূমে আছাড়িয়া॥ কঙ্কন আদি কংসের অষ্ট সহোদর। ভ্রাতৃশোকে জর জর বলে ধর ধর॥ রাম কৃষ্ণ মারিবারে আইসে সাতজনে। ক্ষণেকে মারিল তারে একা বলরামে॥ কংসের ছেচড়ে সেই গ্রাম্যপথ দিয়া। কংসখালি বলি নেঞি শুন মন দিয়া॥ শ্রমশান্তি কৈল তেই বিশ্রামঘাট নাম। কংস নারী বিলাপ প্রবোধে বলরাম॥ তবে নিজ মাতা পিতা করিল মোক্ষণ। আনন্দে বিহ্বলে তারা করয়ে চুম্বন॥ উগ্রসেনে রাজা কৈল নন্দকে বিদায়। এ কথা আমার শক্ত্যে কহেন না যায়॥ কৃষ্ণের নিষ্ঠ রপনা শুনিতে তরাস। কহিতে মরিয়ে কহে এ লোচন দাস॥

ভাল অবতার গোরা সুধার পসার॥ ধ্রু॥

তবে বসুদেব পিতা দৈবকী জননী। এ দোহার প্রেমসুখে ভরিল ধরণী॥ পুত্রে উপবীত দিয়ে গায়ত্রী শিখায়ে। কত দিন মথুরাতে বিলাসে গোঙায়ে॥ কহিতে কৃষ্ণের কথা আছয়ে অপার। সম্বরিল নহে পুথি হয়ত বিস্তার॥ কহিতে২ বৃন্দাবনের বিহার। ডুবিল কাতর হিয়া আরতি অপার॥ কৃষ্ণ কথা কহিবারে জিহ্বা খল২। সম্বরণ নহে হিয়া বড়ই চঞ্চল॥ কৃষ্ণের গুণের গুণে কহয়ে ঐছন। কহিলে কৃষ্ণের কথা নহে সম্বরণ॥ প্রদক্ষিণ কৈল গৌর মথুরামণ্ডল। মহাজন কৃষ্ণদাস জানয়ে সকল॥ প্রভুরে প্রণতি করে চরণে পড়িয়া। মো অতি পামর মোরে আনহ ভাঙ্গিয়া॥ তুমি সেই কৃষ্ণ মুই জানিল নিশ্চয়। পরসাদ কয় মোরে শুন গোরারায়॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু বলয় বচন। তোমার প্রসাদে মোর শুদ্ধ হৈল মন॥ মথুরা দেখিব বলি ছিল বড় সাধ। দেখিব রহস্য স্থান তোমার প্রসাদ॥ আমার যেমন

হিয়া হইল উল্লাস। কৃষ্ণ প্রসন্ন তোরে হউক কৃষ্ণদাস। মথুরামণ্ডলবাসী যতসব লোক। গৌরচন্দ্র দেখিবারে ভেল এক মুখ॥ বারেক দেখয়ে যেহ নারে পাসরিতে। প্রেমার বিহ্বল সেই না পারে যাইতে॥ বাল বৃদ্ধ যুবা কিবা এ নারী পুরুষে। কৃষ্ণ২ করে সেই কহয়ে সম্মুখে॥ এতদিনে হরি এই আইল মথুরাতে। পুরুব রহস্য স্থান দেখিবার তরে॥ রাত্রি দিবা থাকে লোক না ছাড়য়ে কাছ। একে২ দেখে প্রভু বৃন্দাবনের গাছ॥ একে২ সবস্থান দেখয়ে ঠাকুর এই খানে এই বনে প্রেম পরচুর॥ মথুরামণ্ডল ঘরে ঘরে পরকাশ। কেহ শিশু দেখে কেহ যুবক বিলাস॥ কেহ আচম্বিতে ঘরে শুনে বংশীনাদ। কারো স্বামীলোকে কৃষ্ণে রসের উন্মাদ॥ কার পর বুদ্ধি নাহি সবে বলে নিজ। সবার অন্তরে উপজিল প্রেমবীজ॥ বনেরে যাইতে প্রভু বনে যায়র যবে। সে বনের তরুলতা ভাসে প্রেম দ্রবে॥ কোকিল ভ্রমর ময়ূর বুলে মাঠে মাঠে। ধাঞা ধাঞা আসি রহে প্রভুর নিকটে॥ ঊর্দ্ধমুখে সবজন প্রেমমুখ দেখি। সবারে সমান ভাব চাহে প্রেম আঁখি॥ সবজন জানিল এ কপট সন্ন্যাস চলিলাত গৌরচন্দ্র নীলাচল বাস॥ মথুরামণ্ডল কথা কহিল এ সায়। আনন্দে লোচনদাস গোরা গুণ গায়॥ নীলাচলে চলে প্রভু আনন্দ হিয়ায়। হাহা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ধায়॥ প্রেমারম্ভে চলে মত্ত সিংহের গমনে। সঙ্গতি চলিতে নারে যত সঙ্গিগণে॥ সঙ্গে যাইতে নারে সঙ্গী দুই পাছু আইল। অরণ্য ভিতরে প্রভু একেলা চলিল॥ অরণ্য ভিতরে এক আছয়ে নগর। ঘোল বেচিবারে যায় গোয়ালা কোঙর॥ ঠাকুর দেখিল তারে আবেশ আওয়াস। ঘোল দেহ গোপ মোর লাগিল পিয়াস॥ এবোল শুনিয়া গোপ পড়িল চরণে। লেহ ঘোল খাও গোসাঞি যত লয় মনে॥ ঘোল পান কৈল হৈল শূন্য কলসী। ঘোল খাঞা চলি যায় কপট সন্ন্যাসী॥ গোয়ালাকে কৈল তুমি থাক এইখানে। পাছে যে আসিছে কড়ি চাইহ তার স্থানে॥ এ বোল বলিয়া

প্রভু চলিলা সত্বর। থেইখানে রহি গোপ গুণয়ে অন্তর॥ কতক্ষণে সন্ন্যাসীর সঙ্গী যত জন। সে পথে আইলা তারা গৌর গত মন॥ পুছিল গোয়ালে এ পথে দেখিলে সন্ন্যাসী গোপ বলে ঘোল খাইল এক কলসী॥ কড়ি লৈতে লৈল মোরে তোসবার ঠাই। তোমারতো দেহ কড়ি আমি ঘরে যাই এবোল শুনিয়া সবে সবা পানে চাই॥ সবে বলে কড়ি কোথা আমা সবা ঠাই॥ গোয়ালা কহয়ে যাহ কড়ি নাহি চাই মোর সেবা জনাইহ সন্ন্যাসীর পায়॥ এবোল কহিয়া গোপ কলসী লৈল হাতে। ভারি বড় কলসী সেনা পারে নাড়িতো॥ ভাকন ঘুচাঞা দেখে রত্ন এক কলসী॥ ধাইয়া চলিল হাহা করিয়া সন্ন্যাসী॥ কতদুরে সঙ্গীর বলিম্বে রয় পহু গোয়ালা দেখিলা সে মুচকি হাসে লহু॥ সঙ্গের যতেক জন আইলা তখন। দেখিয়া পোয়ালা প্রভু লঞাছে শরণ॥ প্রভুবলে গোয়ালাতো চলি যাহ ঘর। তোরে অনুগ্রহ হৈনু পাইলে তুমি বর॥ নেউটি আসিয়া গোপ লইলেক প্রসাদ। নাচিয়া বুলয়ে গোপ প্রেমায় উন্মাদ॥ গোয়ালা দেখিয়া সবার বাড়িল উল্লাস। গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস॥

এইমতে ক্রমে২ পথে চলি আইসে। সঙ্গতি সহিত উত্তরিল গৌড়দেশে॥ গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া। পথ ক্রমে উত্তরিল নগর কুলিয়া॥ পূর্ব্বাশ্রম দেখিব এ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। নবদ্বীপ নিকটে আইলা এই মর্ম্ম॥ প্রভু আগমন শুনি নবদ্বীপ লোক। পুনঃ নেউটিয়া সব পাসরিল শোক॥ হাহা গৌরচন্দ্র বলি অনুরাগে। কুলবতী ধায় তারা পাছু নাহি দেখে॥ বিহ্বল চেতনে শচী ধায় ঊর্দ্ধমুখে। আলুইল কেশবস্ত্র নাহি রয় বুকে॥ কোথা মোর বিশ্বম্ভর দেখিব মো নয়নে। চুম্বন যে দেহ মুই সে চাঁদ বদনে॥ নদীয়া নগরে আলে আমার নিমাই। ধরিয়া রাখহ লোক কভু দোষ নাই। সকলের প্রাণ সেই সেই মাত্র জীউ। প্রাণবহি ধর্ম্মরক্ষা যে কেন হউ॥ এই মতে কহি২ গেলা তথা॥ দেখিল সে গৌরচন্দ্র গিয়াছে যথা॥ প্রভুরে দেখিয়া বলে শুনরে নিমাই। ঘর আইস

বাপু সন্ন্যাসে কায নাই॥ সন্ন্যাস করিয়া ধর্ম্ম রাখিবিতো পাছু। মোর বধ আগে আর কথা সব পাছু॥ বিহ্বল চেতন শচী কান্দে উভরায়। সকল শরীরখানি একদিষ্টে চায়॥ বাপ বাপ বলি কৃষ্ণে পরশিতে চায়। আর সব থাকু বাপু হাত দেঙ গায়॥ শ্রীঅঙ্গেলাগেছে ধুলা ফেলাঙ ছাড়িয়া। এবোল শুনিয়া পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া॥ পুনঃ উঠি বোলে বাপু শুন মোর বোল। পলাউ হিয়ায় সাধ ধরি দেও কোল॥ শচীর কান্দন দেখি পৃথিবী বিদরে। আছুক মানুষ কাঠ পাষাণ বিদরে॥ চৌদিগে সবলোক কান্দিয়া ফাঁফর। কাছ না ছাড়য়ে লোক পাশরিহ ঘর॥ লোকের কান্দনা দেখি মায়ের ব্যগ্রতা॥ মনে অনুমানে পহু কি কহিব কথা॥ মায়েরে প্রবোধ দিতে প্রভুগণে মনে। না কান্দ২ বোলে শুনহ বচনে॥ সন্ন্যাস করিতে আজ্ঞা করিলে আপনে। এখানে বিহ্বল হঞা কান্দ কি কারণে॥ পুত্র বলি মিছা মায়া না ঘুচিল তোর। ঐছন দুরন্ত মায়া এ সংসারে ঘোর॥ ঘুচিলেনা ঘুচে মায়া ঐছন দারুণ শচী বলে মোর কথা শুন নিকরুণ। মোর পুত্র বলি জন্ম লইলে পৃথিবীতে॥ জগতের লোক মোকে করিলে পুজিতে তুমি সবলোক বন্ধু ত্রিজগতে পূজি। তোরে যেই স্নেহ মাত্র শাস্ত্রে ভাল বুঝি॥ যে হউ সে হউ মোর তুমি হইব পুত্র। জন্মে জন্মে রহ মোর এই কর্ম্ম সূত্র॥ মায়ের বচনে প্রভু আস্তব্যস্ত হইয়া। মায়েরে জিনিতে নারি উভরায় দয়া॥ যে তোর আছয়ে চিত্তে কর নিজ সুখে। এক মাত্র শেষে মুই নিবেদিব তোকে॥ শচী বলে নবদ্বীপ ছাড়ি রবে তুমি। নবদ্বীপে দুষ্ট আর বিষ্ণু প্রিয়া আমি॥ মায়েরে বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ। বারকন্যা ঘাট নিজ বাড়ির সমীপ॥ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী খের ভিক্ষা কৈলা। মায়ে নমস্কারি প্রভু প্রভাতে চলিল মায়েরে কহিল প্রভু বন্দি তোর প্রেমে। পুরুষ রহস্য কথা পাসরিলে কেন॥ কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণু প্রিয়া কিবা তুমি যে ভজরে কৃষ্ণ তার কোলে আছি আমি॥ মায়ে নমস্কারি প্রভু বলে বার বার। না ছাড়িহ কৃষ্ণ না ত্যজিহ এ সংসার॥

অন্তর হিয়া করে দপ দপ। চলিল ঠাকুর পাছে যায় ভক্ত সব॥ শান্তি নগরে গেলা আচর্য্যের ঘর। কীর্ত্তন বিলাসে গেল এ অষ্ট প্রহর॥ পুনঃ প্রভাতে প্রভু চলিলা সত্বরে। উৎকণ্ঠা বাড়িল জগন্নাথ দেখিবারে॥ সবারে কহিল প্রভু সবে যাহ ঘর। নীলাচলে আছি আমি কহিল উত্তর॥ যে যায় তথারে জগন্নাথ দেখিবারে। তথাই আমার দেখা হইল সবারে এ বোল বলিয়া প্রভু বোলে হরিবোল। চলিলা ঠাকুর উঠে কান্দনার রোল॥ ক্রমে ক্রমে তমোলিতে উত্তরিল গিয়া। যে পথে গিয়াছে পূর্ব্বে সেই পথ দিয়া॥ পথে চলি যায় প্রভু প্রেমানন্দ সুখে। প্রেম বরিষয়ে ভাসে সে দেশের লোকে॥ হাসিতে খেলিতে যায় নাহি পথ শ্রমে। পুরুষোত্তমে উত্তরিলা পথ ক্রমে ক্রমে॥ দেখিতে জগন্নাথ নীলাচল যায়। হাহা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ঠায়॥ সিংহদ্বায়ে যাঞা প্রভু ছাড়ি হুহুঙ্কার॥ ধাইল সকল লোক আনন্দ অপার॥ জগন্নাথ দেখি হৃষ্ট নৈল গৌররায়। তাহাকে নেখিয়া লোক তত সুখ পায়॥ হরি হরি বোল লোক উচ্চ উচ্চারায়। আনন্দিত দিবানিশি হরিগুণ গায়॥ রাত্রি দিনে করে প্রভু কীর্ত্তন বিলাস। গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস॥ আনন্দিত মহাপ্রভু আছে নীলাচলে। কীর্ত্তন বিলাস করে লঞা ভক্ত মেলে॥ অনেক ভকত সব মিলিল তথায়। নিত্যই নূতন প্রকাশয়ে গোরারায়॥ হেনই সময়ে কথা শুনহ এখন প্রতাপরুদ্রেরে দয়া করিল যেমন॥ লোকমুখে শুনে রাজা মহাপ্রভু গুণ। আশ্চর্য্য মানয়ে কিছু না বলয়ে পুনঃ॥ এক দিন গেলা জগন্নাথ দেখিবারে। জগন্নাথ না দেখয়ে যে দেখে সন্ন্যাসীরে॥ কি কি বলি মনে গুণে বিস্মিত হিয়ায়। পড়িছারে পুছ রাজা কি দেখ রায়॥ পড়িছা কহয়ে দেব জগন্নাথ দেখি। রাজা কহে তোসবারে বৃথা আমি রাখি॥ জগন্নাথ কোলে সন্ন্যাসী বসিয়াছে হের। মোর দণ্ড ভয়ে কিছুনা কয়ে কর॥ আখি তাড়ি যেন হেন নহে কভু। নহে বাকি করি কহ প্রভু॥ এবোল শুনিয়া পাণ্ডা বোলে

পুনর্ব্বার। জগন্নাথ বহি মোরা না দেখিয়ে আর॥ তবেত প্রতাপরুদ্র বলে পুনর্ব্বার। সন্ন্যাসী দেখয়ে কেন নয়ন আমার॥ শুনিয়াছি সন্ন্যাসীর মহিমা অপার। ইহার কারণ তত্ত্ব করিব বিচার॥ এতেক বলিয়া রাজা চলিলা সত্বর। আপনে চলিলা যথা আছে সন্ন্যাসীবর॥ দেখিল টোটায়সন্ন্যাসী আছে সেই খানে। আছে সেহ খানে। বৃন্দাবন গুণ গায় লঞা ভক্তগণে॥ পুনরপি জগন্নাথ দেখে আরবার। তথায় দেখয়ে সন্ন্যাসী সুমেরু আকার॥ দেখিয়া রাজার হৈল হিয়া চমৎকার। এই জগন্নাথ সে সন্ন্যাসী অবতার॥ প্রতাপরুদ্রের মনে বাড়ে অনুরাগ। সত্বরে চলিলা যথা আছে মহাভাগ॥ টোটায় নাহিক সন্ন্যাসী ভাগিল ধেয়ান। বিহ্বল হইল রাজা হরিষ গেয়ান॥ গোবিন্দেরে কহে রাজা কাতর বচন। কেনমতে দেখো মুঞি গোসাঞি চরণ॥ গোবিন্দ বলেন রাজা না হও কাতর। এখানে পাইবে দেখা হৈল অবসর॥ কখন আসিব আমি কহ মহাভাগ। কাতর বচন রাজা বাড়ে অনুরাগ॥ যে দিন আছিল রাজা সেইত নগরে। সঙ্গিগণ দেখি স্তুতি করয়ে সবারে॥ পুরী গোসাঞি আদি করি যত ভক্তগণ। গোসাঞির গোচর করিতে হৈল মন॥ এইমতে দিন দুই চারি গেল যবে। কাশী মিশ্র ঘরেতে একত্র হৈল সবে॥ সকল ভকত মেলি যুকতি করিল। সবে মেলি গোচরিল এই যুক্তি হৈল॥ তবে মহাপ্রভু সেই কাশীমিশ্রঘরে। আনন্দে বসিয়া আছে নিজগণ মিলে॥ রাজার ব্যগ্রতা দেখি কাতর অন্তর। পুরী গোসাঞি কৈলা মহাপ্রভুর গোচর॥ এক নিবেদন পহু করিতে ডরাঙ। নির্ভয়ে কহো তবে যদি আজ্ঞা পাঙ॥ ঠাকুর কহয়ে শুন২ পুরী গোসাঞি। মোর ঠাঁই তোর ভয় কোনকালে নাই॥ কি কহিবে কহ তুমি হৃদয় তোমার। পুরী গোসাঞি বোলে বোল রাখিবে আমার॥ কাশীমিশ্র আদি করি যতভক্তগণ। সবার চরণে মুই বলোহো বচন॥ শ্রীজগন্নাথ দেব নীলাচলে বাস। প্রতাপরুদ্র রাজা তাহার নিজ দাস॥ তোর পা দেখিবার সাধে মোসবারে। আজ্ঞা পাইলে আম তোর চরণ

প্রভু বলে শুন সবে আমার বচন। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে রাজা দরশন॥ আমিহ সন্ন্যাসী সেই মহা মহারাজ। দোঁহার দর্শনে দোঁহাকার নাহি কিছু কায॥ পুরী গোঁসাই বলে পহু কর অবধান। এবোল শুনিয়া রাজা হরিল গেয়ান॥ যেদিল আমরা তাহার অনুরাগ। এ কথা শুনিলে জিউ ছাড়িব বিপাক॥ আজি হইল রাজার দশ উপবাস। সবছাড়ি পড়িয়াছে চরণ প্রত্যাশ॥ কাতর হইয়া পুনঃ বলে সবজন। রাজায় ব্যগ্রতা দেখি করোয়ে যতন॥ এবোল শুনিয়া প্রভু কহয়ে বচন। আনহ তাহারে মুই হইনু পরসন্ন॥ এবোল শুনিয়া সবায় ভৈগেল উল্লাস। আনিল রাজারে পহু করিল প্রকাশ॥ প্রভুরে দেখিয়া রাজা করে পরণাম। টলমল করে অঙ্গ ডরে কাঁপে প্রাণ॥ পুলকে ভরল অঙ্গ ছলছল আখি। প্রেমে গরগর রাজা গোরা অঙ্গ দেখি॥ রাজারে দেখিয়া পহুর লহু লহু হাস। ষড়ভুজ শরীর রাজা দেখি পরকাশ॥ ষড়ভুজ দেখি রাজা পরণাম করে। টলমল করে রাজা অনুরাগ ভরে॥ অবশ শরীর নীর ঝরে দুনয়ন। চৌদিকেতে হরিধ্বনি পরয়ে গগণ। ষড়ভুজ শরীর দেখি প্রতাপরুদ্র। আনন্দে বিহ্বল ভাসে প্রেমার সমুদ্র কণ্টকিত সব অঙ্গ আপাদ মস্তক। গদ২ ভাবে প্রভু প্রভু বলি ডাক॥ ঊর্দ্ধবাহু করি নাচে বোলে হরিবোল। জনম সফল পরসন্ন হৈল মোর॥ আনন্দে ভাসয়ে চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ। প্রভু কহে রাজা হের শুনহ বচন॥ প্রজার পালন তোর এই ষড় ধর্ম্ম। প্রজা পুত্র রাজা পিতা কহিল এ মর্ম্ম॥ কৃষ্ণের সমান দয়া সম সর্ব্বজীবে॥ দেহের স্বভাব ইহা জানি অনুভবে। কেবা রাজা কেবা প্রজা সম সুখ দুঃখ॥ কর্ম্ম অনুসারে জীবয় গৌরমুখ। নিজ অনুমান করি জানয়ে সবায়ে॥ সেই সে হরির দাস কহিল তোমারে॥ এতেক উত্তর পহু কৈল উপদেশ। পরণাম কৈল রাজা আনন্দ বিশেষ॥ শুন সর্ব্বজন গোরাচাঁদের প্রকাশ। আনন্দে কহয়ে গুণ এলোন দাস॥

আর অপরূপ কথা কহিব এখন। গৌরচন্দ্র গুণ গাণ যতন॥ কহিব অপূর্ব্বকথা শুন একচিতে॥ অধমজনের

মনে না লয় প্রতীতে ॥ বৈষ্ণব জনের মনের পরম উল্লাস। পরম নিগূঢ় গোরাচাঁদের প্রকাশ ॥ দ্রাবিড়ে ব্রাহ্মণ এক আছে রামনাম। পরম দুঃখিত অঙ্গে অস্থি আর চাম ॥ অন্ন কষ্টে দগ্ধ সেই জীর অনলে। রক্ত মাংস নাহি তার শুষ্ক কলেবরে ॥ দুরন্ত দরিদ্র দুঃখ কত সহা যায়। মনে চিন্তে বিপ্র ভরণ উপায় পূর্ব্বে জন্মে কৈনু মুই অনেক অধর্ম্ম। দরিদ্র হইনু মুই সেই সব কর্ম্ম ॥ না ভুঞ্জলে না ঘুচয়ে অদৃষ্ট লিখনে। দুরন্ত যন্ত্রণা দুঃখ সহিব কেমনে ॥ চিন্তিতে২ বিপ্র পাইল প্রতিকার। প্রভু বিনে নারে কেহ কর্ম্ম ঘুচাবার ॥ জগন্নাথ নীলাচলে আছয়ে সাক্ষাতে। তার ঠাঁই যাঙ মুই যাচিংগা করতে ॥ অন্ন কষ্টে মরো মুই ব্রাহ্মণ শরীর। বিপ্রপ্রিয় বলি তারে বলে সব ধীর ॥ মোর দোষে মোরে যে না কবে অবধান। তাহার সাক্ষাতে আমি ত্যজিব পরাণ ॥ এই মতে অনুমানি চলিলা ব্রাহ্মণ। ক্রমে২ গেলা যথা কমললোচন ॥ জগন্নাথ দেখি করে নিজনিবেদন অন্নকষ্টে মরি মুই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ তো বিনে নাহিক কেহ রাখহ জীবন। ঘুচাই দরিদ্র জ্বালা দেহ মোরে ধন ॥ ইহা বলি সে দিন আছিলা সেইমতে। ভিক্ষায় যে পাইলা তাহা করিল ভোজনে ॥ সারাদিনে পুনঃ পুনঃ কৈল নিবেদন। ঘুচাও দরিদ্র জ্বালায় মরায় ব্রাহ্মণ। ভূরি করিয়া ধন দেহত আমারে। এ দুঃখ না পাও যেন আজন্ম ভিতরে ॥ ধন বর দাও প্রভু না হইও বিমুখ। ইহা বলি উপবাস কৈল অনুরূপ ॥ এথা নিজ সঙ্গী সঙ্গে আছে গৌরচন্দ্র। নিজজন সঙ্গে হরিকথা পরসঙ্গ ॥ আচম্বিতে দুঃখ উঠে হিয়া ভেল আন। যে রসে আছিল তা কৈল সমাধান ॥ সবার হৃদয় তবে দুঃখ উপজিল। আচম্বিতে প্রভু আন মন কেন হৈল ॥ এথা তিন উপবাস করিল ব্রাহ্মণ। জগন্নাথস্থানে কিছু না পায় বচন ॥ তবেত ব্রাহ্মণ কৈল সাত উপবাস। জগন্নাথ দেব কিছু না পায় বিশ্বাস ॥ দুর্ব্বল হইল বিপ্র ক্ষীণ উপবাসে। সমুদ্রে মরিব বলি দাঁড়াইল শেষে ॥ সমুদ্রের কুলে দ্বিজ গেলা ধীরি ধীরি২। স্নানদেহ সমুদ্রেরে বলে নমস্করি ॥ হেনকালে দেখে এক পুরুষ বিশাল। সমুদ্রের মাঝে আই

পর্ব্বত আকার॥ দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে চিন্তিতে লাগিল॥ সমুদ্রের মাঝ দিয়া একেলা আইল॥ দেখিতে২ কুলে দেখে সেইজন। সামান্য মানুষ যেন হইল তখন॥ বিপ্রবলে এই জগন্নাথ বিদ্যমান। সমুদ্রের মাঝ দিয়া কাহার প্রয়াণ॥ ইহা বলি তার পাছে গোড়াইয়া যায়। কতদূর বই বিভীষণ পাছু চায়॥ দেখিল ব্রাহ্মণ সেই আইসে পাছে২। কোথা যাবে বলিয়া ব্রাহ্মণে বাণী পুছে॥ ব্রাহ্মণ কহয়ে শুন২ মহাশয়। কে তুমি কোথায়ে যাহ কহনা নিশ্চয়॥ সাত উপবাসী আমি ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল। তোমারে দেখিল আজি জনম সফল॥ নিশ্চয় করিয়া কহ না ভাণ্ডাও মোরে। নহেত ব্রাহ্মণ বধ লাগিবে তোমারে॥ এবোল শুনিয়া তবে বলে মহাজন। আমা জানিবারে তব কি কায যতন॥ যে হই সে হই আমি তোর কিবা দায়। কেন উপবাসী মর দুরন্ত হিয়ায়॥ ব্রাহ্মণ কহয়ে দুঃখ দরিদ্র অন্তরে। জয়২ হৈল মোর সব কলেবরে॥ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নাহি রহে আমা ছারে। এ দিবা রজনী যায় অন্ন হাহাকারে॥ নিজকুলে আদর নাহিক কোন খানে। না জানিয়ে কোন ঠাঁই নহে অপমানে॥ জীবনে অধিক সে মরণে ভালবাসি। কহিল তোমারে তেই মরি উপবাসী॥ এ বোল শুনিয়া চিতে দুরে মহাজন। বিভীষণ নাম মোর শুনহ ব্রাহ্মণ। দেখিবারে যাই জগন্নাথের চরন। কর্ম্মদোষে দুঃখ পাও শুনহ ব্রাহ্মণ॥ কর্ম্ম সূত্রে বন্দি লোক সুখ দুঃখ লাভ। ঘুচিল না ঘুচে কর্ম্ম কিবা পুণ্য পাপ॥ জগন্নাথ মুখ দেখি করিয়া পিরীতি। জন্মান্তরে নহে যেন দুঃখ উপনীত॥ ইহা বলি চলিলা সে রাজা বিভীষণ। পাছু২ যায় সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥ বসিয়াছে গৌরচন্দ্র নিজ জন মিলে। দ্বারে কেবা আছে দেখ গোবিন্দের বলে॥ দুয়ারে দাণ্ডাইয়ে আছে বিভীষণ রায়। ব্রাহ্মণ দেখি অঙ্গুলি দিলেন নাসিকায়॥ হেন কালে গেলা হরি টোটার দুয়ার। দেখিল দুয়ারে দুই ব্রাহ্মণ কুমার। দেখিয়া গোবিন্দ গেল প্রভু বিদ্যমানে। কিছু না কহিতে ভাগে সে দুই ব্রাহ্মণে॥ আইস আইস বলি হাসে

সম্ভাষে ঠাকুর। এক নিজ পাশে বৈসে আরজন দুর॥ সব ছাড়ি প্রভু তারে সম্ভাষে আদরে। কাছে যত ছিল বিস্ময় লাগিল সবারে॥ ঠাকুর কহয়ে চিরদিনে দরশন। অনুরাগে দাঁহাকার ঝরয়ে নয়ন॥ শ্রীহস্ত দিয়া অঙ্গ পরশয়ে তার। কুশল কুশল পুছে ইঙ্গিত আকার॥ সে দোঁহার কথা আর না বুঝয়ে কেহ। গৌরচন্দ্র বলে বিপ্র দুঃখ বড় হই॥ দরিদ্র জ্বালায় জ্ঞান হরিল ইহার। জগন্নাথ উপরে এ করয়ে প্রহার॥ আপনার দোষ জীব না দেখিয়ে কিছু। সুখ ভুঙ্গিবারে চাহে না গণয়ে পিছু॥ আপনে করয়ে কর্ম্ম ভালমন্দ বলি। ভঞ্জি বোলে দোষ প্রভুর সকলি॥ সুখ ভুঞ্জিতে গুণ কহে আপনার। প্রভুতে কহয়ে দোষ দুঃখ ভুঞ্জিবার॥ সাত উপবাসী বিপ্র মৃত্যু কৈল সার। বিপ্রপ্রিয় জগন্নাথ কি কহিব আর॥ তোমার দরশনে বিপ্র ঘুচিল দারিদ্র। ধন দেহ হয় যেন ধনের সমুদ্র॥ ভাল ভাল বলি তেহ উঠিলা সত্বরে। যে ছিল সেখানে সেই পড়িল ফাফরে॥ দণ্ডবৎকরি তার চলিলা দুজন। পথে যাইতে বিভীষণে পুছয়ে ব্রাহ্মণ॥ তুমি বল আমি সেই রাজা বিভীষণ। দেখিবারে যাহ জগন্নাথের চরণ॥ জগন্নাথ দেব তুমি না দেখিলে কেনে। স্বরূপ করিয়া কহ দারিদ্র ব্রাহ্মণে॥ সন্ন্যাসীর আজ্ঞা তুমি কৈল শিরোপরি। সন্ন্যাসী কে হন তাহা কহ সত্যকরি॥ রাজা কহে শুন আরে অবোধ ব্রাহ্মণে। জগন্নাথ দেখ ঐ সাক্ষাৎ নয়নে॥ তোমার অভীষ্ট ধন বর পাইলে তুমি। দ্রাবিড়ে তোমার ঘরে হঞা দিব আমি॥ এবোল শুনিয়া বিপ্র শিরে হানে ঘা। আরতি করিয়া ধরে বিভীষণের পা॥ পুনঃ চল যাই সেই প্রভু দেখিবারে। অজ্ঞ ব্রাহ্মণ কিছু কহ মোর তরে॥ অনেক যতন করে এড়াইতে নারি। পুনঃ উলটিয়া যায় প্রভু বরাবরি॥ পঁহুর সম্মুখে যায় অন্তর তরাস। পুনঃ দোঁহা দেখি প্রভু জপজিল হাস॥ প্রভু কহে পুনরপি আইলে কি কারণে। রাজা কহে একারণ পুছয়ে ব্রাহ্মণে॥ ব্রাহ্মণ কহয়ে গোসাঞি মোছার অবোধ। আমা হেন কত জীব আছয়ে অর্ব্বুদ॥ সবাকার

সবাকার নাথ। তো বহি নাহিক কেহ তুমি জগন্নাথ॥ আমি মহানরাধম ছার অপরাধী। নিজ কর্ম্ম দোষে মো দরিদ্র রোগে ব্যাধি॥ ব্যাধি পীড়ায় মো কুপথ্যে করে আশা। ঔষধ না রুচে মুখে কুপথ্যে প্রকাশ॥ বুঝিয়া ঔষধ দেহ তুমি ধন্ব ন্তরী। কর্ম্মতরে ভবব্যাধি আমি ছার মরি॥ এবোল শুনিয়া প্রভু হাসিতে লাগিল। জগন্নাথ দেব তোর সব ভাল কৈল॥ আগেতে সম্পদ তুমি ভুঞ্জিবে এখন। অন্তকালে পাবে জগন্নাথের চরণ॥ এবোল শুনি সর্ব্বজন হেন অপূর্ব্ব কথন। বর পাঞা চলি গেলা দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥ হরিষে আইলা দোঁহে বাড়ীর বাহিরে। ভক্তগণ প্রভুরে পুছয়ে ধীরে২॥ পুরী গোসাঞি কহে প্রভু দয়া করি যদি। ইহার কারণ কহ সবে করি শুধি॥ শুধাইতে নারে কেহ মনে করে ইচ্ছা। সাহস করিয়া শুধাইলাও পাছা॥ ঠাকুর কহরে শুন শুনহ গোঁসাই একধাতো মোরা সবে কিছু বুঝি নাই॥ দ্রাবিড়ে আছিল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ। অনেক যন্ত্রণা দুঃখ পায়াতে তখন। দরিদ্র জ্বালাতে উঠিলা এই দেশে। জগন্নাথ উপরে প্রহার করে শেষে॥ দুঃখিত দেখিয়া দয়া কৈল জগন্নাথ। আচম্বিতে বিভীষণ সঙ্গে হৈল সাথ॥ বিভীষণ এই যে বসিলা বাম পাশে। ধন দান কৈল তেই ব্রাহ্মণে সন্তোষে॥ এ বোল শুনিয়া সব জনের উল্লাস। প্রেমায় ভাসিল সব এ ভূমি আকাশ॥ সবজন নাচে সবে বলে হরিবোল। আনন্দে সবারে সবে দেই প্রেম কোল॥ শুন সব জন গোরাচাঁদের প্রকাশ। আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্য মঙ্গল অন্ত্যখণ্ড সম্পূর্ণ।